মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

প্রথম খণ্ড।

কলিকাতা।

১৬৭ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,—কর প্রেসে

শ্রীঅ[illegible] চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা মুদ্রিত

ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

বিষয়।				পৃষ্ঠা।
বাঙ্গালি দুর্ব্বল কেন?	...		...	১১১
বিলাপ	...	(পদ্য)	...	১৫৩
বর্ষার বায়স	...		...	২৩৪
ভুলিব কেমনে?	...	(পদ্য)	...	৯
মানব দুঃখ	...		...	৮৯
মুদিত কুসুম	...	(পদ্য)	...	১০০
মহা সংশয়	...		...	১১৭
লুক্রেশিয়া	...	(পদ্য)	...	২০৫
সংসার না স্বপ্ন?	...		...	২৫
সংক্ষিপ্ত সমালোচন	...		...	৭১, ১২০, ১৪৩, ১৬৬, ১৯৮, ২৩৭, ২৮৭
সুন্দর কে?	...		...	৭৩
স্বপ্ন দর্শন	...		...	১৬১
সংসার ভ্রম	..		...	২৮২
হাসিনা কেন?	...	(পদ্য)	...	১২৮
হিন্দু-পুরস্ত্রীবর্গের সংগীত শিক্ষা			..	১৮৫

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১ম খণ্ড] ১২৮৭ সাল। [১ম সংখ্যা

অবতরণিকা।

মাসিক পত্রিকা সাগরের উত্তাল তরঙ্গপ্লাবিত এই বঙ্গভূমি মধ্যে অসহায়া নিরাভরণা অথচ সরলা আদরিণী জন্মগ্রহণ করিল। আদরিণীর আত্মীয়গণ যত্ন ও স্নেহ প্রদর্শন করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করুণ।

সাধারণ কর্তৃক আদরিণী সমাদৃতা হইবে কি না তাহা বলিতে পারিনা। তবে আদরিণী প্রত্যাশা করে যে সকলেই তাহাকে ভাল বাসিবে, ও সকলেই তাহার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিবে।

সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে যেমন তাহাকে বিশেষ সতর্কতার সহিত রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়, আমরা তদ্রূপ সাবধানতা আদরিণীর প্রতি প্রদর্শন করিতে ক্রটী করিবনা। কিন্তু সুদ্ধ সতর্কতার উপর জীবন নির্ভর করেনা, জন্ম কালীন গ্রহ সমূহ বিগুণ থাকিলে সন্তানের মঙ্গল হয়না। আমরা আশা করি আদরিণীর জন্ম নক্ষত্র ও গ্রহ সকল তাহার প্রতি

শুভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন। যাহাতে অপদেবতার দৃষ্টি পতিত না হয় তন্নিমিত্ত আদরিণীর গলদেশে ঔষধ বাঁধিয়া দিলাম। আদরিণী রাম রাম বলিয়া ভুতাপসারণ করিতে থাকুন।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে সহসা ও অকারণে আদরিণী প্রকাশিত করিবার কারণ কি? আমাদের উত্তর যে সমুদ্রতীরস্থ বালুকা স্তুপের ন্যায় মাসিক পত্রিকার অভাব না থাকিলেও তৎসম্বন্ধে কয়েকটী বিশেষ অভাব আছে। প্রথমতঃ, আমাদের দেশে এক্ষণে মাসিক পত্রিকা আখ্যাধারী নানাবিধ পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে সত্য, কিন্তু তন্মধ্যে অধিকাংশকেই ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। এমন কি প্রধান প্রধান কয়েক খানি মাসিক পত্রিকাও এই দোষে বিশেষ দুষিতা। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ও আশা যে আদরিণী এই দোষে দুষিতা হইবেনা। দ্বিতীয়তঃ মাসিক পত্র সমূহের মূল্যাধিক্য বশতঃ অনেকে তাহা পাঠ করিতে পারেন না। আমরা তন্নিমিত্ত আদরিণীর মূল্য অতি ন্যূন নির্দ্ধারণ করিয়াছি। এক্ষণে আশা করি যিনিই পড়িতে জানেন তিনিই ইহা গ্রহণ করিয়া আমাদের উদ্দেশ্য সফল করিবেন।

যাঁহারা এসমস্ত অভাব সত্ত্বেও আদরিণী প্রকাশের আবশ্যক দেখিতে না পাইবেন, তাঁহাদিগের প্রতি অনুরোধ, তাঁহারা যেন মনে করেন যে আদরিণী নামে কোন মাসিক পত্রিকা নাই। কিন্তু যাঁহারা সে অভাব বুঝিয়া আদরিণীকে আদর করিবেন, আদরিণী সযত্নে তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিয়া সন্তুষ্ট করিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটী করিবেনা।

আমরা যে কোন বিষয়ে পাঠোপযোগী রচনা পাইলেই সাদরে গ্রহণ করিব। এই পত্রিকা কোন বিশেষ পক্ষ সমর্থন জন্য বা কোন সম্প্রদায় বিশেষের হিত সাধনার্থে প্রকাশিত হইলনা। কৃতবিদ্যদিগের ও আপামর সাধারণের যাহাতে মনোরঞ্জন হয় তদ্বিষয়ে যত্ন পাইবে।

আমরা আদরিণীকে সমালোচনী পত্রিকা করিয়াছি, অতএব যাহাতে আদরিণীমধ্যে যথার্থ সমালোচনা হয় ও পক্ষ্যপাতিত্ব না থাকে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা যাইবে। অনেকে অতি প্রশংসা বা ব্যঙ্গ করিয়া, অথবা গালি দিয়াই সমালোচনা কার্য্য সমাধা করেন। কিন্তু তাঁহার

কর্ত্তব্য কার্য্য তাঁহাকে কি উপদেশ দেয় বা অনুরোধ করে তাহা ভাবিয়াও দেখেন না। অমাদিগের একান্ত আশা ও দৃঢ়বিশ্বাস যে আদরিণী সে দোষে দুষিতা হইবেনা।

বাস্তবিক বলিতে কি বঙ্গসাহিত্য সমাজে দিন দিন এত কাব্য নাটকাদি প্রকাশিত হইতেছে যে তাহার সমালোচনা করা দূরে থাকুক গননা করাও দুরূহ। বিশেষতঃ যদ্যপি ঐ সমস্ত পুস্তক পাঠে আহ্লাদ জন্মিত তাহা হইলে পাঠে লাভ ব্যতীত ক্ষতি ছিলনা। কিন্তু অধুনাতন অধিকাংশ গ্রন্থপাঠে সে আশা প্রায়ই বিফল হয়। অতএব যাঁহাতে সারবত্বা নাই, তাহা পাঠ বা সমালোচনা করা বিশেষ কষ্টদায়ক ও অবাঞ্ছনীয়।

সমালোচনার্থ পুস্তক হস্তগত হইলে কবে যে তাহার সমালোচনা হইবে তাহাব কিছুই স্থিরতা রহিলনা। পুস্তক বিশেষে বিস্তৃত ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা কবা যাইবে। সাধারণতঃ সকল পুস্তকেরই সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করা যাইবে। কারণ আদরিণীর কলেবর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহাতে বিস্তৃত সমালোচনা এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এই সময়েই একটী কথা উল্লেখ করিতে বাধ্য যইলাম। যে সমস্ত ব্যক্তি যথার্থ কথা বলিলেও রাগ বা অভিমান কবেন, তাঁহারা আদরিণীতে সমালোচনার্থ পুস্তক প্রেরণ করিবেন না। কারণ তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে আদরিণী কখন শিক্ষা পাইবে না।

উপসংহাবে আমাদের এই বক্তব্য, যে সকল বস্তুই কালান্তকের নিয়মাধীন। সুতরাং কালক্রমে আদরিণীব লয় অসঙ্গত নহে। কিন্তু সাধারণের নিকট আমাদের এই নিবেদন যেন আদবিণী অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ না করে। তাহা হইলে যদিও আমরা হাস্যাস্পদ হইব না, তথাপি যে দুঃখিত হইব তাহাতে সন্দেহ কি ?

নৈশ বিহার।

(নদীতটে)

একদা গম্ভীর রজনীতে গ্রীষ্মাতিশয় প্রযুক্ত আবাস পরিহার পূর্ব্বক স্রোতস্বিনী তটে শারীরিক শান্তি বিধানার্থ গমন করিলাম। কাদম্বিনী-শূন্য নীলনভস্তলে সহাস্য বদনে শশাঙ্ক বিহার করিতেছিল। কৌমুদী-রাশি যেন নদ নদী বৃক্ষ লতা গুল্ম ইত্যাদি অসংখ্য জগৎমণ্ডলকে গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছিল। গগন-বিহারিণী অগণ্য তারকারাজী অসংখ্য চক্ষু বাহির করিয়া সেই প্রীতিপ্রদ ও সম্মোহন দৃশ্য দর্শন করিতেছিল। সলিল নিশ্চল, আকাশ নিশ্চল, জগৎ নিশ্চল, সর্ব্বত্র শান্ত ও মধুরভাব বিরাজ করিতেছিল। এই জনতাশূন্য কোলাহলহীন জগৎ মধ্যে প্রকৃতির নিস্তব্ধতার গম্ভীর শব্দ ব্যতীত কিছুই শুনা যাইতে ছিল না।

আমি নিঃশঙ্ক হৃদয়ে ধীরে ধীরে বন উপবন উপত্যকা প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া এক কলনাদিনী স্রোতস্বিনী তটে উপনীত হইলাম। হৃদয় পরিতৃপ্ত হইয়া গেল, মনে এক অননুভূত আনন্দের উদ্রেক হইল। আহা! এই গম্ভীর চন্দ্রমাশালিনী রজনীতে যিনি একাকী নদীতটে উপনীত হইয়া তাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য রাশি সন্দর্শন করেন নাই তিনি পৃথিবীর সুন্দর প্রকৃতি দেখিতে শেখেন নাই। তিনি এখনও বালক। যে সৌন্দর্য্য বুঝিতে অপারগ তাহাকে বালক ব্যতীত অপর কি শব্দ-বাচ্য করা যাইতে পারে? ঐ দেখ তরঙ্গিণী হাস্যময়ী, হাসিতেছে, নাচিতেছে, ছুটিতেছে। এক একটি বিচীমালার পশ্চাতে অসংখ্য বিচী মালা দৌড়িতেছে আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে। প্রত্যেক বিচীমালার অন্তরে কৌমুদী প্রবৃষ্ট হইয়া যেন তাহাকে চাপিয়া ধরিতেছে। বিচী-রাজি দৌড়িতেছে। কি অশ্রুতপূর্ব্ব সুকল ললিত শব্দ! আহা! সে নিনাদে কাহার অন্তর না পরিতৃপ্ত হয়! যে শুনিয়াছে সেই বলিতে পারে যে তাহা কি শ্রুতি-বিমোহন মোহ মন্ত্র পূতঃ। এই যে কৌমুদী

সাথে হাসিতে হাসিতে অসংখ্য তারকারাজি ও শশধর বক্ষে ধারণ করিয়া ছুটীতেছ তুমি কে মা! তুমি হাসিতেছ না কাঁদিতেছ? এই মাত্র আমি তোমাকে হাসিতে দেখিতেছিলাম আর কই তোমাকেত তেমন দেখিতেছিনা মা? আহা! তোমার বিরাম নাই, নিবৃত্তি নাই। অনন্ত কাল এই প্রকার ছুটিতেছ। এই যে ক্ষণস্থায়ী মনুষ্য জীবন ইহাও তোমার মত অবিরাম ছুটিতেছে। যত কাল ছুটিবে ততকাল কাহার কথায় কর্ণপাত করিবে না; কিন্তু যখন থামিবে, তখন আর কে তাহার বেগ প্রবর্দ্ধিত করিবে? হায় রে! তখন আবার নিশ্চল প্রকৃতি ধারণ করিয়া এই চল-জগৎ নিশ্চল প্রতীয়মান করাইবে।

সেই সুদূর বিস্তৃত দৃশ্যশূন্য নদীতটে ভ্রমণ করিতে করিতে বসিলাম। সুদূরে একটি অগ্নিশিখা দেখিতে পাইয়া তাহা কি জ্ঞাত হইবার জন্য কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তদভিমুখে ধাবিত হইলাম। ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তি হইয়া দেখিলাম শ্মশান!! হৃদয় বিকল হইয়া উঠিল। বক্ষ দুর দুর করিতে লাগিল। দেখিলাম একটি চিতা জ্বলিতেছে, অপর একটি চিতায় একটি ষোড়শ বর্ষিয়া যুবতীকে পাষাণ পরাণে, সেই কাষ্ঠাসনে, শয়ন করাইতেছে। সেই সুকুমার কমলিনী-লাঞ্ছিত দেহ কেমন করিয়া জ্বলন্ত অনলে আহুতি প্রদান করিবে? ধিক্ বিধাতঃ! ধিক্ তোমার গুণপনা, ধিক্ তোমার দয়া মায়া। তুমি কিনা করিতে পার? তোমার অসাধ্য ক্রিয়া এ জগৎ সংসারে কি আছে? ধীরে ধীরে সেই চিতাতেও অগ্নি লাগিল, কেশরাশি জ্বলিয়া গেল, সেই সুন্দর মূর্ত্তি বিমূর্ত্তি ধারণ করিল। চিতা পার্শ্বে রোরুদ্যমান কে একটী যুবা বসিয়া ছিল, চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সেই প্রতিধ্বনী নদীবক্ষ বহিয়া দূরে মিশাইয়া যাইতে লাগিল। দেখিলাম যুবা কাঁপিতেছে ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে, বলিল "প্রিয়তমে! হৃদয় নিধি! আমায় কাঙ্গাল করিয়া কোথায় যাও, আমায় কোথায় ভাসাইয়া যাও।" প্রতিধ্বনী কেবল সেই ধ্বনীর ব্যঙ্গ করিল কিন্তু কেহ উত্তর দিল না। আমি একটি বৃক্ষান্তরাল হইতে এই সমস্ত হৃদ্‌বিদারক দৃশ্য সন্দর্শন করিতে ছিলাম। হৃদয় দুর দুর করিতেছিল, অনুক্ষণ শরীর লোমাঞ্চিত হইতেছিল, প্রাণ কাঁদিতে ছিল। ভাবিতে

ছিলাম বিধাতঃ এমন নির্ম্মম সংসার স্বজন করিতে তোমাকে কে সাধিয়া ছিল? যে আমাকে প্রাণ অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান করে সে একবার অনন্ত কালের জন্য চক্ষু মুদিলে আর আমার প্রতি চাহিয়া দেখিবে না! যে তুমি উহু করিলে সকাতরে কারণ জিজ্ঞাসু হইত সে এখন তুমি প্রাণত্যাগ করিলেও চক্ষু মেলিবে না। হায় রে! সংসারে সকলেই কি পর! কেহই কি আপন নহে? সকলেরই সহিত কি জীবনাবধি সম্বন্ধ? এই বিকট নাম ধারি শ্মশানে একবার জগতের চিন্তা শূন্য হইয়া নিদ্রিত হইতে পারিলে আর কাহার সহিত সম্পর্ক থাকে না। বে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্নকারী শ্মশান তোমার কাছে সকলেরই সমান আদর। কি ধনী কি নির্ধন, কি জ্ঞানী কি মূর্খ, কি মানব কি মানবী, কি সুন্দর কি কুৎসিত, তুমি সকলকেই সমান সম্ভাষণ কর। তোমার ক্রোড়ে একবার শয়ন করিলে সকলই সমান, রাজা প্রজা সম্বন্ধ তিবোহিত হয়। কুৎসিত সুন্দর সমান রূপ প্রাপ্ত হয়। রে শ্মশান তোমায় কে এমন ভয়ঙ্কর নাম নির্দ্দেশ করিয়াছে? তোমায় কে এমন কঠিন হৃদয় ধারণ করিতে বলিয়াছে? যে শ্মশানে শয়ন করিলে মাতার সক্রন্দন চিৎকার ধ্বনীতে, সকরুণ স্নেহ সম্ভাষণে, ও তাঁহাকে ধুলায় ধুসরিত পাগলিনী বেশ ধারণ করিতে দেখিয়াও উত্তর দিতে দেয় না, সেই শ্মশান অপেক্ষা নিষ্ঠুর পদার্থ এ জগৎ সংসারে কি আছে?

আমি ধীরে ধীরে চলিলাম। আর পা উঠে না। হৃদয় দুর দুর করিতেছে কে যেন হৃদয়ে কি বিষাদ প্রবৃষ্ট করাইয়া দিয়াছে। আমি চলিলাম। সুদূরে সহসা একটী মানবী মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া শরীর কাঁপিয়া উঠিল। পদ উঠিলনা, যেন জড়াইয়া যাইতে লাগিল। মনে হইল শ্মশানে বা তন্নিকটবর্ত্তি স্থানে ভূত প্রেত ডাকিনী প্রভৃতি প্রেতযোনী বাস করে। তাহা ভাবিয়া হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। দেখিলাম সেই মানবী প্রকৃতি নিশ্চলবৎ রহিয়াছে, চলিতেছে না হেলিতেছে না দুলিতেছে না। আর ও হৃদয়ে আতঙ্ক হইতে লাগিল। কিন্তু সাহসে ভর করিয়া ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তি হইলাম। দেখিলাম একটী কদলীবৃক্ষ মাত্র। চন্দ্রকিরণে ধবল বসন পরিধানা প্রেতিনী বলিয়া বিভ্রম জন্মাইয়া দিতেছিল।

তখন আমার ভীতিবিহ্বল হৃদয় মধ্যে বিস্ময় সংশ্লিষ্ট একটী অভূতপূর্ব্ব ভাবের সহিত একটী আশার উদয় হইল। সেই লোকমোহিনী আশার প্রভাবে সেই নিদারুণ স্থলমধ্যে আবার কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবিলাম, আহা! মনুষ্যের আশা এই প্রকারই বটে, এই কুহকিনী আশা না থাকিলে মনুষ্য বাঁচিত না। মুমূর্ষু প্রায় রোগীর শিয়রে বসিয়াও আশা আশা প্রদান করে, তাহার আরোগ্যের আশা বলবতী থাকে। আশা না থাকিলে জগৎ চালিত হইতনা। এবং আশা না থাকিলে আমিও অদ্য এই শ্মশান ভূমি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিতামনা। আমিও যেন মৃতসংসার প্রত্যক্ষ করিয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতাম। কিন্তু আমার আশা বলবতী রহিয়াছে। ভাবিতেছি আমার সহিত শ্মশানের সম্বন্ধ নাই। শ্মশান আপাততঃ আমার কোন আত্মীয়কেই সম্ভাষন করিবেনা। যদি আশা না থাকিত তাহা হইলে একটী মাত্র সন্তান, অন্ধের যষ্টি, হারাইয়া কি জননী জীবিতা থাকিতে পারিতেন? কখনই না, তাঁহার তখনই মৃত্যু হইত। কিন্তু আশা কর্ণে মোহ মন্ত্র প্রদান করিয়া সে কার্য্য হইতে বিরত করে। আশাই মনুষ্যের সঞ্জিবনী।

আমি তখন প্রকৃতির নৈশ ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া সেই নদী সৈকতে উপবিষ্ট ও নৈশসমীরণে বিগত ক্লম হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, যে এই রজনী কালে কোন্ দুঃখপ্রদ বা সুখপ্রদ কার্য্য না সম্পাদিত হইতে পারে? আহা! রজনী তোমার সমাগমে কাহার অধর হাস্যময়, কেহ বা কাঁদিয়া আকুল। তোমার প্রসাদে কত প্রেমিকের মন বাঞ্ছা পূর্ণহইতেছে, কত প্রেমিকা আনন্দ সাগরে ভাসিতেছে। আবার কত বিষাদিনী বিরহিনী, অনাথিনী বিধবা রমণী অশ্রুজলে বসুধার বক্ষস্থল বিধৌত করিতেছে। যে হাসে তাহার নিকট প্রকৃতি হাস্যময়ী রজনী সুখপ্রদায়িনী; কিন্তু যে কাঁদে তাহার নিকট প্রকৃতি বিষাদিনী, পূর্ণিমার রজনীতেও অন্ধকারময়ী, যাতনা প্রদায়িনী। বালকহইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত দেখ দেখিবে কেহই সম্যক প্রকারে চিরকাল তোমাকে সুখে সম্ভাষণ করে নাই। তুমি আনন্দময়ী কি বিষাদময়ী, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? যে বিলাসিনী কামিনী দিবসে দণ্ডপল গণিতেছে প্রিয়তম

সম্মিলনে হৃদয় পরিতৃপ্ত করিতে স্থির করিয়াছে, তাহার নিকট তোমার বড়ই আদর। কিন্তু বলদেখি প্রভাতকালে, যখন তারকা রাজি কাঁপিতে কাঁপিতে ক্রমশঃ অন্তর্হিত হয়, শুক্রতারাও সকলকে বিদায় দিয়া আপনি প্রস্থান করে, পক্ষিগণের মধুর কাকলী দিঙ্মণ্ডল আমোদিত করিয়া তুলে, তখন তাহার নয়ন কেন অশ্রুজলে প্লাবিত হয়, কেন সে তোমার স্থায়িত্ব কামনা করে? কিন্তু তুমি কার? তুমি কেন সে ক্রন্দনে ভুলিবে? তুমি তাহাকে আকুল করিয়া হাসিতে হাসিতে উষার সহিত পরিহাস করিতে করিতে চলিয়া যাও। অতএব কেমন করিয়া বলিব তুমি হাস্যময়ী কি ক্রন্দনময়ী, তুমি অপরের হাস্য ভালবাস কি ক্রন্দন ভাল বাস। তুমি যদ্যপি জনমণ্ডলীর সুখ কামনা করিতে তাহা হইলে আসন্নরোগী তোমার সমাগমে কেন অধিকতর পিড়ীত হয়? তোমার আগমনে কেন রোগের বৃদ্ধি হয়? পাপীদিগের মন বাঞ্ছা কেন অধিকতর সিদ্ধ হয়? স্বীকার করি তোমারই প্রসাদে রোমিও জুলিয়টের প্রনয় লাভ লালসায় বা সন্দর্শন-জনিত সুখকামনায় অত্যুচ্চ প্রাচীর শ্রেণী লঙ্ঘন করিয়া প্রানের আশঙ্কা ত্যাগ করিয়া, হৃদয় চরিতার্থ করিত। তুমি তাহাদের কথঞ্চিত মনোবাঞ্ছা পুর্ণিত করিতে। আবার তুমিই সেই যাহার সমাগমে পতিব্রতা স্বর্ণপ্রতিমা ডেস্‌ডিমোনা স্বামীর পশুবৎ আচরণে, প্রাণত্যাগ করিল। দ্রৌপদী-রূপ-মুগ্ধ কামান্ধ কীচক বিরাটর নাট্যশালায় ভীমসেন হস্তে স্বীয় দুরভিসন্ধির সমুচিত ফল ভোগ করিল। আবার মদমত্ত দৃকপাতশূন্য পশুসিরাজও মিরণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিল।

রজনী তোমার নিয়মই এই, তোমার প্রসাদে কেহ হাসিবে কেহ কাঁদিবে কিন্তু তোমার প্রসাদে কে চির সুখী? কেহই না। তুমি সকলই করিতে পার, যে জগত দিবসে নর-কোলাহলে পরিপুর্ণ, তোমার সমাগমে তাহা জনশূন্য প্রতীয়মান হয়। হায় রে! এই নিস্তব্ধতার মধ্যে চিরন্তর-গত প্রিয় কুমারের চির অদর্শন জনিত ব্যথা নিবারণার্থ মাতার সকরুণ ক্রন্দন-ধ্বনী শ্রবণ করিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়; অতি নৃশংস হৃদয়ও দুঃখে উচ্ছাসিত হয়। রজনী তুমি জগতের হিতৈষিণী না ধ্বংসপ্রয়াষিণী

তাহা কে বলিবে! তুমি অন্ধকারময়ী কি জ্যোৎস্নাময়ী তাহা কে জানে! তোমার উদ্দেশ্য মহৎ কি নীচ তাহা কে বলিতে পারে!

এই যে তোমার প্রসাদে পৃথিবী হাস্যময়ী, গগনে অসংখ্য নক্ষত্র মণ্ডলী শোভা পাইতেছে, প্রকৃতিসতী মনোহর বেশ ধারণ করিয়া জন-মনোরঞ্জন করিতেছে। তোমার আগমনে কত মন পুলকে পূরিত; কত প্রমোদিনীর মুখ হাসিভরা, কত লোক হর্ষোৎফুল্ল আবার কত লোক তোমার জ্বালায় হৃতসর্ব্বস্ব হইতেছে; তোমার আগমনে অশ্রুনীর ত্যাগ করিতেছে। কত সতীর সতীত্ব বিনষ্ট হইতেছে। অতএব রজনী কেমন করিয়া বলিব তুমি মনুষ্যের হিতৈষিণী কি না?

এই রজনীতে যে পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া প্রকৃতি দেখিয়াছে সেই বুঝিয়াছে যে রজনীতে সুখ কি? সেই বুঝিয়াছে রজনীর উদ্দেশ্য কি? যিনি বুঝিয়াছেন তিনি সিদ্ধ পুরুষ, তিনি দেবতা। আমরা তাঁহার পাদরেণু স্পর্শ করিতে পাইলেও আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া, আপন ছায়া দেখিয়া আপনি ভীত হইয়া রজনী কেবল ভূত প্রেত প্রেতিনী দানবী প্রভৃতির রঙ্গভূমি ভাবিলে হৃদয়ে কি সুখ! এরূপ যে ভাবিবে তাহার হৃদয়ে ঘনঘটা তমাচ্ছন্ন অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার সদত বিরাজ করিতেছে। সে অন্ধ।

ভুলিব কেমনে।

১

দেখিয়াছি পৌর্ণমাসী রজনী সুন্দর
দেখিয়াছি নীলাম্বরে পূর্ণ শশধর,
দেখিয়াছি সরোবরে, বসিয়া তরঙ্গোপরে,
পূর্ণচন্দ্র-কর-স্নাত ফুল্ল কুমুদিনী,
দেখেছি জলদকোলে চল সৌদামিনী।

২

দেখিয়াছি প্রকৃতির পুষ্প আভরণ,
দেখিয়াছি কাশ্মীরের পণ্ডিতানীগণ ;
দেখেছি চাঁদনি তলে, হাসিতে পরাণ খুলে,
কুসুম কুন্তলা এই প্রকৃতি সুন্দরী,
কিন্তু দেখিনাই হেন দৃশ্য মনোহারী !

৩

দেখিছি জাহ্নবীজলে চন্দ্রকরলীলা,
দেখিছি সৈকতে বসে তরঙ্গের খেলা,
দেখিছি তরঙ্গভঙ্গে, চন্দ্রকর শোভা রঙ্গে,
তরল রজত জলে কাতারে কাতার
উজ্জ্বল হীরকময় কুসুমের হার !

৪

দেখেছি মানস সরে মৃণাল আসনে
কণক কমল শোভা বালার্ক কিরণে ;
দেখেছি সরসীজলে, ভাসিতে মরাল দলে,
দেখেছি কমল বনে কমলে কামিনী ;
দেখেছি ছবিতে আঁকা ক্লিওপেট্রা ধনী।

৫

দেখেছি বারিদকোলে আলোকি গগন
সমুদিত ইন্দ্রধনু নয়ন-নন্দন ;
দেখিয়াছি ফিরি ফিরি, কানন বল্লরী গিরি,
জগতের যত চারু প্রিয় দরশন
কিন্তু দেখিনাই হেন চিত্র অনুপম।

৬

সুরম্য প্রকোষ্ঠে সুখে পালঙ্ক উপর
প্রেমের প্রতিমা মোর নিদ্রায় কাতর ;

মুক্ত বাতায়ন দিয়া চন্দ্ররশ্মি প্রবেশিয়া
কুতূহলে খেলিতেছে কমল আননে,
অহো! সেই দৃশ্য আমি ভুলিব কেমনে।

৭

কেমনে ভুলিব সেই দৃশ্য মনোহর
নির্ম্মল নীরদ কোলে দোলে শশধর,
নির্ম্মল পালঙ্ক কোলে নিরমল চন্দ্র খেলে
অনিমিষে দেখিনু সে "রূপ কহিনুর"
"পূর্ণ চন্দ্র পদ্ম রাগে মণ্ডিত মধুর"।

জ্যোতির্ম্ময়ী।

——o——

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কমলে মৃণাল।

তারকনাথ রায় এক জন ব্রাহ্মণ—বর্দ্ধমান জেলার—শ্রীরামপুর গ্রামে বাস করিতেন। তিনি নির্ধনের পুত্র ছিলেন, এজন্য উপযুক্ত রূপে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই; যে রূপ লেখা পড়া শিখিলে বিষয় কার্য্য চলিতে পারে তারকনাথ মোটামুটী তাহাই জানিতেন। পৃথিবীতে সকলেই যে লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে এমন নহে। আজি কালি তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই কেহ এম, এ, উপাধি পাইয়াও পাঁচিশ টাকা বেতনের জন্য লালায়িত; আবার কেহ বা ইংরাজীভাষার উপক্রমণিকা পাঠ করিয়া মাসে পাঁচশত টাকা উপায় করিতেছেন। অর্থোপার্জ্জনে সকলের সমান পারদর্শীতা জন্মেনা।

বাঙ্গালা ভাষায় তারকনাথের একরূপ দখলছিল; তিনি বিদ্যাসুন্দরের "বিদ্যার রূপ বর্ণন" অন্নদামঙ্গলের "পাটনীর নিকট পার্ব্বতীর পরিচয়" ইত্যাদির কূটার্থ জানিতেন; জয়দেবের গীত-গোবিন্দ পড়িয়াছিলেন এবং

স্থাখৎ হিসাবও মুখে মুখে বলিয়া দিতে পারিতেন, এসকলের উপর "গাড" "লাড" উচ্চারণে একটু আধটুক ইংরাজীও শিখিয়াছিলেন। কুড়ি বৎসর বয়সের সময় তিনি গ্রামস্থ একঘর বড় মানুষ কায়স্থের কলিকাতার বাসায় থাকিয়া পাকাদি কার্য্য করিতেন, এবং বেতন স্বরূপ যা কিছু পাইতেন তাহা বৃদ্ধা জননী এবং নাবালক ভ্রাতা শিবনাথের ভরণ পোষণের জন্য বাড়ী পাঠাইয়া দিতেন। আমাদের দেশের পুরাতন কথা "স্ত্রীলোকের চরিত্র এবং পুরুষের ভাগ্যের কথা কেহই বলিতে পারেন না।" ১৮৫৭ সালের সিপাই মিউটিনির সময় ঐ কায়স্থ বংশের রাধানাথ মিত্র সৈন্যদিগের রসদের কণ্ট্রাকট লইয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গমন করেন, তারকনাথকে কিছু বেশী বেতন দিতে চাহিলে তারকনাথ তাঁহার সহিত কাণপুর যাইতে স্বীকার করিলেন, সেখানে যাইবার কিছু দিন পরেই রাধানাথের মৃত্যু হইল। খরিদ বিক্রয়ের দস্তুরি এবং বেতন লইয়া তারকনাথের হাতে তখন কিছু রেস্ত জমিয়া ছিল, তারকনাথ সেই টাকায় নিজে সামান্য রকমের কণ্ট্রাকট লইতে লাগিলেন; মন্দ খেলওয়াড় হইলেও পড়তারগুণে খেলায় জয়লাভ হয়; তাসের পড়তার মত তারকনাথের ভাগ্যের পড়তা পড়িয়া গেল; অল্পদিনের মধ্যেই তারকনাথ কয়েক সহস্র মুদ্রা লাভ করিলেন। সেই টাকা দিনে দিনে বৃদ্ধি হইয়া একলক্ষ টাকায় দাঁড়াইল। এদিকে মিউটিনীর গোলমাল মিটিয়া আসিল, তারকনাথও দেশে ফিরিলেন, দেশে আসিয়া তিনি দেখিলেন নিকট গ্রামের এক জন মুসলমান জমিদার আমীরী চালে চলিতে গিয়া আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করিতেছেন এবং অনাটন প্রযুক্ত জমিদারী বন্ধক রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করিতেছেন। তারকনাথ তাঁহার মহাজন হইয়া টাকা ঋণদিতে আরম্ভ করিলেন, কিছু দিনের মধ্যে অল্পমূল্যে মুসলমানের অধিকাংশ জমিদারীই তাঁহার হস্তগত হইল। স্বদেশে প্রত্যাগমনের পরেই তারকনাথ দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং জমিদার হইবার পরই তাঁহার একটী কন্যার জন্ম হইয়াছিল অতিশয় রূপ দেখিয়া তাহার নাম জ্যোতির্ম্ময়ী রাখিয়াছিলেন। তারকনাথ যৎকালে পাচকের কর্ম্ম করিতেন সে সময়ে অর্থাভাবে কনিষ্ঠের উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা হয় না; সুতরাং তাঁহার বিবাহ

দিবার জন্য তারকনাথকে একটু কষ্ট পাইতে হইয়া ছিল, বিদ্যা বা অর্থো-পার্জ্জনের বিশিষ্ট ক্ষমতা না থাকিলে সদ্বংশে পরিণয় হওয়া দুঃসাধ্য, পরিশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর তিনি একটী যাজক ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত আপন অনুজের বিবাহ দিলেন। কন্যাটী বয়স্থা বলিয়া পাঁচশত মুদ্রা মূল্য ধার্য্য হয় (তখন একটু দর সস্তা ছিল "নয়শ রূপেয়া" হয় নাই)। অনুমানিক দুই তিন বৎসর বিষয়সুখভোগের পর তারকনাথের একটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে,—পুত্রটী অতি সুলক্ষণ যুক্ত, রংটী টুক্‌টুকে, যেন পারুল ফুলটী,—সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দেখিয়া তারকনাথ পুত্রটীর "সুধাংশু-শেখর" নাম দিয়া ছিলেন, তখন জ্যোতির্ম্ময়ীর বয়স তিন কি চারি বৎসর। সুধাংশু দিনে দিনে শারদীয় আকাশের সুধাংশুর ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই সময়ের মধ্যে শিবনাথের পুত্রকন্যার সর্ব্বসমেত তিনটী জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বাঙ্গালি পরিবারের মধ্যে সন্তান সন্ততি জন্মিলেই স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ একটু স্বাধীন প্রকৃতি হয; বধুজন সুলভ লজ্জা মান্দ্য জন্মে; কিছু না জানিলেও যেন শিবনাথের স্ত্রী সকলই জানিতেন কিছু না বুঝিলেও যেন সকলই বুঝিতেন। তাঁহার স্বভাবটাও ভাল ছিল না, কেনই হইবে? কঠোর শিলাখণ্ডে কি কখন নলিনী বিকাশ সম্ভবে? আকন্দ কুসুমে কি মল্লিকার সুরভি প্রত্যাশা করা যায? নিম্বতরু মূলে প্রথমাবধি শর্করা মিশ্রিত দুগ্ধ সেচন করিলেও কি তাহার তিক্ততা ঘুচিয়া মধুরত্ব জন্মে? সর্প শিশুকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইলেও কি তাহার লালার গরলত্ব নষ্ট হয়। যে যত সদবস্থাপন্ন হউক তাহার বংশের ধারা ঘুচিবার নহে। শিবনাথের পত্নী অবসর পাইলেই আপন পতিকে বুঝাইতেন যাহাতে তারকনাথের সংসার হইতে পৃথক হইয়া তাঁহার সম্পত্তির তুল্যাংশ গ্রহণ করা হয়; বিদ্যাহীন হইলে কি হয় তাঁহার এ জ্ঞান ছিল যে তাঁহার সুখসাচ্ছন্দ্য, বিষয বিভব যা কিছু সকলই তাঁহার জ্যেষ্ঠের অপরিসীম উদ্যম এবং পরিশ্রম হইতে হইয়াছে। লোভ বশতঃ ইচ্ছা থাকিলেও যুক্তিমত কাজ করিতে সাহসী হইতে পারিতেন না, একটু লোকলজ্জা ভয় রাখিতেন। সকল যত্ন, সকল চেষ্টা, সকল পরামর্শ ব্যর্থ দেখিয়া শিবনাথ বনিতা পরিবারের সকলের সহিত কলহ করিতে আরম্ভ করিলেন; সুখের

সংসারে সদা অযথা কলহ তারকনাথের সহ্য হইল না, তিনি ভ্রাতাকে অপ্রতিরোধী দেখিয়া তাঁহার সম্মতি ক্রমে মাসিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাঁহাদিগকে পরিবার হইতে পৃথক করিয়া দিলেন।

সংসারে কার চিরদিন সুখে যায়? দেবতা, যক্ষ, নর, কিন্নর কাহার ইতিহাসে দেখিয়াছ যে সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখের কথা নাই? ভাগ্যের প্রসন্নতা তড়িৎ-প্রকাশের ন্যায়। জ্যোতির বয়স সবে নয়, সুধাংশু চারি ছাড়িয়া পাঁচে পা দিয়াছে, এমন সময় তারকনাথের সহ-ধর্ম্মিনীর সাংঘাতিক পীড়া হইল; গ্রাম্য চিকিৎসকেরা পীড়ার উপশমে হারি মানিল, সন্ন্যাসীদত্ত আবধৌতিক, স্বপ্নলব্ধ যতপ্রকার ঔষধ ছিল, কিছুতেই কিছু হইল না দেখিয়া তারকনাথ আপন পত্নীকে লইয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিলেন, এখনকার মত কলিকাতা তখন স্বাস্থ্যকর ছিল না; পল্লীগ্রামের লোক স্বভাবতঃ সুস্থ অবস্থাতে আসিলে অল্পদিন মধ্যে পীড়িত হইত। যদিও তারকনাথ সহধর্ম্মিণীর স্বাস্থ্য সম্পাদনোপ-যোগী পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন একটী বাটী ভাড়া লইলেন আপনারা সকলে তথায় অবস্থিতি করিয়া ইংরেজ সার্জন দ্বারা তাঁহার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই আশা বসিল না দেখিয়া তিনি বিষণ্ণ হইতে লাগিলেন। সপ্তাহ পরেই তাঁহার সংসার সহচরীর শেষের দিন নিকট হইল, সেই শেষের দিনে সেই শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহার পত্নী ভাগিরথীতীরে তৃণশয্যার শয়ন করিলেন, হৃদিশ্বাস ঘন বহিতেছিল, নিকটে স্বামী, পার্শ্বে জ্যোতির্ম্ময়ী আর সুধাংশু—তখন জ্যোতির জ্ঞানসঞ্চার হইয়াছিল, মাতার মুমূর্ষু কাল বুঝিতে পারিয়া ছল ছল চক্ষে অধোবদনে উপবিষ্ট—সুধাংশু অজ্ঞান—ভাল মন্দ কিছুই বুঝিত না—কে জানে তবু কেন সে মলিনবদনে দীননয়নে তাহার মুখপানে চাহিয়া বসিয়া ছিল; এবং জননীর কথন কণ্ঠশ্বাসের বিকৃত শব্দ শ্রবণে ও দারুণ যন্ত্রণাসূচক বিকট অধর ওষ্ঠ সঞ্চালন দেখিয়া এক একবার আপনার ক্ষুদ্র করপল্লব যুগল গর্ভ্ভধারিনীর মুখে চাপা দিতেছিল, এবং প্রতিনিবৃত্ত করিতে না পারিয়া মধ্যে মধ্যে "মা!" "মা!" "ওমা!" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। তারকনাথ স্তম্ভিত, হতবুদ্ধি হইয়া উপবিষ্ট, সে সময়ের কর্ত্তব্যতা সকলই ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

পরিশেষে যখন তাঁহার জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ তখন তারকনাথ জায়া সুধাংশু এবং জ্যোতির্ম্ময়ীর হাতদুটি ধরিয়া পতির হস্তে দিয়া আপন ললাটে হস্তদিলেন—তন্মুহূর্ত্তেই শিশিরসিক্ত নলিনীদলের মত তাঁহার চক্ষু দুইটি আর্দ্র হইয়া আসিল এবং দুই বিন্দু অশ্রু কর্ণমূলে আসিয়া মিলিত হইল। জ্যোতির্ম্ময়ীর চক্ষুদিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল—অর্দ্ধরোধিত কণ্ঠে তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল "হাগা বাবা মাকে কি আর দেখিতে পাইব না? এই হইতেই কি মাকে দেখা আমাদিগের ফুরাইয়া গেল?" সুধাংশুও বাহুদ্বয়ে মাতার গ্রীবা ধরিয়া রোদন করিতে লাগিল। তারকনাথ সজল-নয়নে সুধাংশুকে কোলে লইয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। সুধাংশুর মাতার চক্ষু মুদিত হইয়া আসিল, আর নিশ্বাস বহিল না; ইহজন্মের মত তিনি সংসার ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন—তারকনাথের সাধের হাট ভাঙ্গিয়া গেল।

—o—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ধূলিমাখা কুসুম।

প্রিয়তমার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধা করিয়া তারকনাথ দুই তিন দিন কলিকাতায় অবস্থিতি করিলেন। লোকে বলে সময়ে শোক প্রশমিত হয়, মন ধৈর্য্য ধারণ করে, সে বুঝিবার ভ্রম! বহ্নি, ইন্ধন ও বায়ু পাইলেই জ্বলিয়া উঠে; শোকাগ্নি ও তদ্রূপ; দেহ ভস্মসাৎ না হইলে এ অগ্নির নির্ব্বাণ নাই। তারকনাথ পুত্র ও কন্যাটীকে লইয়া ভগ্ন হৃদয়ে দেশে গেলেন; জায়া শোকে তাঁহার শরীর শীর্ণ, লাবণ্য মলিন, মুখশ্রী স্ফূর্ত্তি-হীন হইতে লাগিল; দিবাভাগ পাঁচজনের সহিত কথা বার্ত্তায় এক রকম কাটিয়া যায় রাত্রি কালে নিদ্রা হয় না; চিন্তা সহচরিত্ব অবলম্বন করে; পুত্রটী নিদ্রিতাবস্থায় থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে, গর্ব্ভধারিণীকে ডাকিয়া কাঁদিয়া উঠে; তাহাতে তারকনাথের শোকের আগুণ জ্বলিতে থাকে—অন্তর পুড়িয়া যায়,—নয়ন আসারে উপাধান ভিজিয়া যায়—পুত্রকে সান্ত্বনা করিতে ভুলিয়া যান; সেই মূর্ত্তি, সেই ভাল

বাসা, সেই প্রণয় মাখা মধুর আলাপ ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি কাটিয়া যায়। চক্ষে ঘুম আসে না।

বাল্য কাল হইতে তারকনাথের রক্ত পিত্তের পীড়া ছিল সময়ে সময়ে মুখ দিয়া রক্ত উঠিত, বিশেষতঃ মিউটনির সময় কণ্ট্রাক্টের কার্য্যে থাকিয়া অসময়ে স্নানাহার করায় পীড়ার বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহার পরে উপযুক্ত সুশ্রুষায় তাহার সাম্য ছিল। উপস্থিত শোক জনিত অনিদ্রা, অগ্নিমান্দ্যে একদিন অধিক পরিমাণে রক্ত উঠিল তাঁহার দেহ দুর্ব্বল হইয়া পড়িল— ক্রমে তাঁহার আসন্ন কাল নিকট হইয়া আসিল; শিশু সন্তান সন্ততির বন্দোবস্ত কিছুই করিয়া যাইতে পারিলেন না—অপার ভাবনা— আপনার বলিতে তাহাদিগের আর কেহ রহিল না; এক মাত্র শিবনাথ তাঁহারও উপর বিশ্বাস ছিল না। উপস্থিত মতে অপর ব্যবস্থাব অভাব সুতরাং কি করেন প্রতিবাসী পাঁচজন ভদ্রলোককে ডাকাইলেন তাহা-দিগের সমক্ষে জ্যোতির্ম্ময়ী ও সুধাংশুকে লইয়া শিবনাথের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, " আজি এই বালক বালিকা দুইটী আশ্রয় বিহীন, অনাথ, আমি যে সম্পত্তি সঞ্চিত রাখিয়া চলিলাম তাহা বজায় রাখিয়া উপস্বত্ব হইতে পুত্র কন্যা দুইটীকে ভরণ পোষণ ও উপযুক্ত রূপ বিদ্যাশিক্ষা করা-ইবে। তোমার পরিবার প্রতিপালন জন্য এককালীন দশ সহস্র মুদ্রার কোম্পানীর কাগজ দিলাম। জ্যোতি ও সুধাংশু উভয়েব বিবাহার্থ দশ হাজার টাকা খরচ করিবে। এতদ্ব্যতীত যাবতীয় সম্পত্তি সুধাংশুশেখরের থাকিবে।" এই সকল কথা বলিবার অব্যবহিত পরেই তাঁহার শরীর অবশ হইয়া আসিল; প্রাণবায়ু বাহির হইল, চিরকালের মত সংসারচিন্তা হইতে অবসর পাইলেন।

ইহ জগতে সকলই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল; চিরদিন কেহই একরূপে থাকে না,—আজি যে প্রাসাদশিখরবিহারী কাল তাহাকে পথের ভিখারী, আজি যে রুক্ষ, জীর্ণ বস্ত্র পরিধানে একমুষ্টি অন্নের জন্য লালাইত কালি হয় ত তাহাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া সমাজে অসাধারণ মান্য গণ্য দেখিতে পাই। সময় কাহাকেও চিরদিন এক রূপ রাখে না। কিছু দিন পূর্ব্বে সুধাংশু ও জ্যোতির্ম্ময়ী বাপমায়ের কত আদরের ধন ছিল

আজি তাহারা দীন হীন অনাথ—পর প্রত্যাশী;—ধন থাকিলেও নির্ধন—সে ধন ব্যবহারের অধিকারী নহে—সম্পূর্ণ রূপে খুল্লতাতের অধীন। অদৃষ্ট চক্রের আবর্ত্তন কে বুঝিতে পারে। ভবিষ্যতের তমোময় গর্ভে কাহার দৃষ্টি চলে! এক মাস পূর্ব্বে তারকনাথের মনে যে আশা ভরসা ছিল, সে সকল কোথায় গেল! সন্ধ্যাকালের ইন্দ্র ধনুর মত ক্ষনেক পরেই অদৃশ্য হইল। যে জ্যোতির্ম্ময়ী, যে সুধাংশুশেখর একজন ভাগ্যবান লোকের সন্তান আজি তাহাদের এই অবস্থা! অদৃষ্টের লীলা, সময়ের গতি বুঝিয়া উঠা ভার!

শিবনাথের লেখা পড়া বোধ বড় কম থাকিলেও আপন গণ্ডা বেশ বুঝিতেন; কিন্তু প্রকৃতিটা বড় নীচ এবং মন অতি সংকীর্ণ ছিল এজন্য তিনি যে পরলোকগত জ্যেষ্ঠের প্রচুর সম্পত্তির লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন একথা কোন মতে বিশ্বাস হয় না। তারকনাথ এবং তাঁহার প্রণয়িণীর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সামান্য রূপে সমাধা করিয়া শিবনাথ বহুল সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। অস্বপ্ন-কল্পিত এতাদৃশ ধনলাভে তিনি ধনান্ধ হইয়া উঠিলেন;—ধন গরিমা তাঁহার মনকে অতিশয় গরম করিয়া তুলিল, তিনি মানুষকে মানুষ জ্ঞান করিতেন না। ধনবান হইলে কি রূপে যে ধনের সদ্ব্যবহার করিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন না। যাহারা শারীরিক শ্রম না করিয়া হঠাৎ এই রূপে অতুল সম্পদের অধিকারী হয় তাহাদিগের প্রকৃতি আপনা হইতে প্রায়ই এতাদৃশ নিন্দনীয় হইয়া থাকে। তিনি আপন জ্যেষ্ঠ এবং তদীয় সহধর্ম্মিনীর অকাল বিয়োগে মৌনী থাকিতেন; কিন্তু যাহাদিগের টাকা ধারিতেন তাহাদিগেরই নিকট সেই মৌনভাব প্রকাশ করিতেন, নতুবা জ্যোতির্ম্ময়ী ও সুধাংশুর পানে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সে ভাব উদয় হইত না। তাহারা দিবা ভাগে কখন কোথায় থাকে, কখন কি আহার করে কিরূপে কোথায় শয়ন করে এ সকলের বড় খোজ খপর লইতেন না। বৈকালে বয়স্যগণ সমবেত হইয়া যখন পাশক্রীড়া করিতেন সেই সময় অন্তঃপুরে ব্রাহ্মণীর বেশ বিন্যাসের সময় তাঁহার কণিষ্ঠ পুত্রটী রোদন করিয়া স্বীয় মাতার কার্য্যে ব্যাঘাত করিলে—শিবনাথ এক একবার তাহাকে ক্রোড়ে লইতেন আর খেলা শেষ

হইলে ধুম পান করিতে করিতে তাহাকে আদর করিতেন। রাত্রি কালে আহারের সময় পর্য্যন্ত যে দিন জ্যোতির্ম্ময়ী জাগিয়া থাকিত সেই সময় এক একবার আবদার করিয়া সান্ত্বনা পাইবার জন্য খুল্লতাতের আহারের নিকটে দাঁড়াইত; খুড়া মহাশয় মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করা দূরে থাকুক চাহিয়াও দেখিতেন না, সুতরাং আস্তে আস্তে পিতৃ গৃহে গিয়া শয়ন করিত। শিবনাথের ব্রাহ্মণীও পিতৃ মাতৃ শোক সন্তপ্ত বালক বালিকা দুইটীর যত্ন লইতেন না অধিকন্তু তাহাদিগকে উপযুক্ত সময়ে স্নানাহারাদি না করাইয়া তাহাদিগের স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত জন্মাইতে চেষ্টা করিতেন। শিবনাথ জ্ঞানান্ধ কারিনী স্ত্রীপরতন্ত্রতা বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া নিজ ভ্রাতষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্কন্যার প্রতি লক্ষ্যও করিতেন না। অকালমৃত তারকনাথের সন্তান সন্ততি দুইটী নিতান্ত দীনহীনের অবস্থায় অবস্থাপিত হইয়াছিল।

একে পিতৃ মাতৃ শোক তায় আহারাদির অবন্দোবস্ত।—তারক নাথের দুইটি সাধের কুসুম, কোরক অবস্থাতেই মলিন হইতে আরম্ভ হইল। দুর্দ্দশা রাহু দিনে দিনে জ্যোতির্ম্ময়ীকে হীনজ্যোতি ও সুধাংশুর অংশু লোপ করিতে লাগিল। অনাথ বালক বালিকা দুইটী দিবাভাগে প্রতিবাসী-দিগের বাটীতে, পথে পথে, রুক্ষ কেশে, ধুলি ধূসরিত অঙ্গে বেড়াইয়া বেড়াইত; সমবয়সী দিগের সহিত কখন কোথাও খেলা করিত আর আহারের সময় বাটী আসিয়া যা কিছু পাইত খাইত, রাত্রিকালে গৃহে গিয়া শয়ন করিত। জ্যোতির্ম্ময়ী সুধাংশু অপেক্ষা কিছু বয়োধিকা, তাহার একটু জ্ঞান জন্মাইয়া ছিল;—সুধাংশু ভাল মন্দ কিছুই জানিত না। পাড়া প্রতিবেশী দিগের বাটীতে যাইলে সকলেই তাহাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইত; কেহ বা তাহাদিগের মৃত পিতামাতার উল্লেখ করিয়া কোন কথা বলিলে জ্যোতির্ম্ময়ী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিত, বাল-স্বভাব বশত শোক সম্বরণ করিতে না পারিলে, চক্ষে জল আসিত, কখন বা উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া ফেলিত। সুধাংশু নিতান্ত শিশু ততটা বুঝিত না; কিন্তু ঈশ্বরের কি অপার মহিমা সেই হিতাহিত বোধশূন্য বালক কিছু না বুঝিলেও যেন ঐ দুঃখটী বুঝিতে পারিত, যে পিতামাতার কথা বলিত অশ্রায়িক চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া থাকিত। পিতা মাতার

লোকান্তরের পর সুধাংশুর মধুর হাসি এক দিনের জন্য মুখে আসে নাই। প্রতিবাসী গৃহস্থদিগের বাটীতে গিয়া বা রাত্রিকালে বিছানায় পড়িয়া পিতামাতাকে মনে পড়িলে যখনই জ্যোতির্ম্ময়ী কাঁদিত তখনই সুধাংশু ছল ছল চক্ষে দুইটী হাত দিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর চক্ষু দুইটী চাপিয়া ধরিত, আর বাল্য সুলভ অকৃত্রিম মধুর স্বরে বলিত "দিদি কাঁদিস্ না"।

তারকনাথ এবং তাঁহার স্ত্রী জীবিত থাকিতে তাঁহাদিগের পুত্র কন্যা দুইটীর রক্ষণাবেক্ষণ জন্য যে একটী স্ত্রীলোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহার নাম "দিগম্বরী।" তাঁহাদিগের পঞ্চত্বের পর দিগম্বরী যত দিন সে বাড়ীতে ছিল ততদিন জ্যোতিও সুধাংশুকে অতি যত্নে আপন গর্ব্ভজের ন্যায় লালনপালন করিত। শিবনাথের স্ত্রী দেখিলেন যে দিগম্বরী স্বত্ত্বে তাঁহার মনোভিষ্ট সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প; শেষে তিনি দিগম্বরীর প্রতি অযথা কটু ভাষা প্রয়োগে তাহাকে বিরক্ত করিতে লাগিলেন; কলহের সময় কখন কখন প্রহারও চলিত—সুতরাং সে নিতান্ত দায়ে পড়িল,—তথাপি সুধাংশুও জ্যোতির্ম্ময়ীর মায়ায় চুপ করিয়া থাকিত, কিছু বলিত না। অবশেষে নিতান্ত অসহ্য হওয়ায় বাড়ী ছাড়িয়া যাইবার জন্য সুধাংশু ও জ্যোতির্ম্ময়ীর মুখচুম্বন করিয়া বিদায় লইতে যায় এমন সময় সুধাংশু বাহুযুগলে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল, কোন মতে ছাড়িল না। জ্যোতির্ম্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "ঝিমা— আমাদিকে নিয়ে চ আমরা তোর সঙ্গে যাবো।" ধাত্রী তখন সাশ্রু-নয়নে তাহাদিগের দুইটীকে বক্ষে লইয়া বলিল "এস বাছা আমি তোমা-দিগকে ভিক্ষা করিয়া খাওয়াইব, ভগবানের ইচ্ছায় তোমরা যখন বড় হইবে; তোমাদের এই ঘর, এই দোর সব পাইবে, তখন আমি তোমা-দিকে এইখানে দিয়া যাইব।" এই বলিতে বলিতে ধাত্রী গমনোদ্যত, এমন সময় শিবনাথ ভামিনী রাক্ষসী বেশে দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে প্রহার করিল,—সুধাংশুকে কাড়িয়া লইযা বলিতে লাগিল "মাগি ছোট লোকের মেয়ে, আমাদের বামুনের ছেলেকে নিয়ে গিয়ে জাত নষ্ট করে দিবি! আমার চেয়ে তোর বেশী ভালবাসা হবে? সে দিনের মাগী তুই—দূর হ!" দিগম্বরী অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সুধাংশুর মুখ পানে চাহিয়া

প্রহার সহ্য করিল—শেষে রাক্ষসী যখন ধাক্কা দিয়া তাহাকে ভূতলে ফেলিয়া দিল তখন উঠিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাটীর বাহির দিকে যাইতে লাগিল, সুধাংশুর কাতর রোদন ধ্বনিতে দিগম্বরীর প্রাণ কাঁদিতে লাগিল অগ্রসর হইতে পারিল না। ডাকিনীর ভয়ে এক এক বার যায় আবার ফিরিয়া চায়। দিগম্বরী যতক্ষণ বাড়ীর বাহিরে না গেল শিবনাথের ব্রাহ্মণী তত-ক্ষণ "দূর দূর" করিতে লাগিলেন। কাজেই সে ফিরিতে পারিল না।

ধাত্রী অদৃষ্ট হইলে সুধাংশু "ঝিমা ঝিমা" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল, রোদনের বিরাম নাই জনেনইত বালকে একবার কাঁদিতে আরম্ভ করিলে শীঘ্র থামে না। তাহার পিতৃব্যপত্নী কোলে লইয়া (এই সুধাংশুর প্রথম বার) দুই একবার সান্ত্বনা বাক্যে থামাইতে চেষ্টা করিলেন। বালকের স্বভাব একবার কাঁদিতে আরম্ভ করিলে সহজে থামে না, তায় মা মরা ছেলে—স্নেহের বশে বা মনের কাতরতায় সুধাংশুকে কোলে লওয়া নয় কেবল দিগম্বরীর জন্য—কাজেই তাঁহার ক্রন্দন অসহ্য হইয়া উঠিল, বিরক্ত হইয়া সুধাংশুকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন "যা তোর ঝিমার কাছে যা" ফেলিয়া দিবার আঘাতে সুধাংশু আর ও কাঁদিতে লাগিল, জ্যোতির্ম্ময়ী নিকটে আসিয়া ভাইটীকে কোলে লইয়া চক্ষু দুইটী মুছাইয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিল। দিদির সান্ত্বনায়, দেয়ালের কাছে লইয়া ভাল ভাল ছবি দেখানয় সুধাংশুর কান্না থামিল; কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া এক একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতে লাগিল। আজি সুধাংশুর জননী থাকিলে এরূপ একটী নিশ্বাসে দশবার "ষাট" বলিয়া মুখ চুম্বন করিতেন—কি হইবে! আজি সুধাংশুর মা নাই!

——০——

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয় করী।

জ্যোতির্ম্ময়ী ও সুধাংশুর দুর্দ্দশার একশেষ করিয়াও শিবনাথ সিমন্তিনী ক্ষান্ত হইলেন না;—তাঁহার মনের আশা মিটিল না; সে আশা বড়

ভয়ানক, কল্পনাতীত; সে রূপ দুরাশা স্ত্রীলোকের কোমল মনে কখন উদয় হয় না; পুরুষের মনে উঠিলে সে জনসমাজে নিন্দনীয় ও ঘৃণিত হয়। শিবনাথের স্ত্রী সামান্যা স্ত্রীলোক নহে;—তাঁহার অসাধ্য কাজ কিছুই ছিল না।

এক দিন বেলা অবসান;—সূর্য্যদেব অস্ত যাইতেছেন এমন সময় শিব-নাথ অন্দরে প্রবেশ করিয়া আপন শয়ন গৃহে যাইয়া দেখেন ব্রাহ্মণী মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছেন; চক্ষু ও মুখ ভঙ্গিমা ক্রোধ ও বিষাদ ব্যঞ্জক, অন্য দিন শিবনাথ গৃহ দ্বারে উপস্থিত হইলেই তাঁহার বনিতা সে কালের প্রণালীতে পতিসম্ভাষণ করিতেন, নানা প্রকার রহস্যের কথায় স্বামীর মন ভুলাইতেন; সেই কারণেই শিবনাথ এরূপ অসময়ে কোন কর্ম্মের ছল করিয়া এক একবার অন্তঃপুরে—আসিতেন। আজি তাঁহার সে আশা মিটিল না; ব্রাহ্মণীর মুখ দেখিয়া প্রাণ উড়িয়া গেল; কারণ জিজ্ঞাসিলে উত্তর পাইলেন না, প্রণয়িনী গঠিতপুত্তলিকার ন্যায় উপবিষ্ট রহিলেন; অনেক স্তব স্তুতির পর উত্তর করিলেন "আমার ছেলে গুলি কি ভিক্ষা করিয়া খাইবে?"

"ভিক্ষা করিবে কেন?"

"কিসে চলিবে?

"কেন আমার কি বিষয় নাই?"

"বিষয় কার?"

"কেন আমার?"

"এ সকল যা কিছু এত সুধোর?"

"দাদা আমাকে যা দিয়ে গিয়াছেন তাহাতে তোমার ছেলের ছেলে খাইবে।"

"সুধো দিলে ত?"

"না দিবে কেন?"

"কলিকাল!"

"সে যে বাপের বেটা, তা পারবেনা।"

"তোমার যেমন মন তেমন বলিলে সুধো বড় হইয়া সব কাড়িয়া লইবে।"

" নয়, ধর্ম্ম আছে।"

" কলিতে আবার ধর্ম্ম!"

" এখনও দিন রাত্রি হইতেছে!"

" তা বরাবর হইতেছে, হবেও, তা দিলেই কি হইবে? দশ হাজার টাকা ক দিন, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে, আজি আমার তিনটী কাল চারিটী, এখনও বয়স আছে!"

" বড় হইলে কি সুধাংশু আমায় ত্যাগ করিতে পারিবে?"

" তুমি আপনার মনের মত কথা বলিতেছ, এমন কিন্তু কখন হয় না, তুমি এখন হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিতেছ! দেখো ইহার এ কথা মনে করিতে হইবে।"

" কি করিতে হইবে, তাই কেন বল না, আমি তোমার মন বুঝিবার জন্য বলিতে ছিলাম, তাহা না হইলে আমি কি জানি না, আজি কালি লোক বাপকে ভাত দেয় না।"

" আমাদের কপাল গুণে যদি তাহারা মারা গেল, বুড়ি ঝি মাগীটা ছিল, তাহাকেও তাড়ালেম, এখন এ দুটোর যাহা হউক একটা কিছু হইলেই আমার অরুণেরই সব।"

" এত কবা যাইতেছে ওদুটাত মরেও না, কি কষ্টের প্রাণ!"

" ওরা মা বাপ খাওয়া ছেলে, ওদের কি মরণ আছে?"

" তবে উপায়?"

" উপায় বিষ।"

" তা হলে মহা গোল!"

" কি গোল? রোগে মরিয়াছে বলিলেই সকল কথা মিটিয়া যাইবে, তেমন তেমন হয়, ডাক্তারকে কিছু টাকা দিয়া গোল মিটাইয়া দেওয়া যাইবে।"

" না তা নয়, যুক্তি আছে, সুধাংশুর মাতামহী উহাদিগকে দেখিতে চাহিয়া ছিল নয়?"

' হুঁা'

" উপায় দেখিতেছি, সাত দিনে মধ্যেই কাজ ফরসা করিয়া দিব।"

"দেখো, তোমার বড় ভোলা মন, ভুলিবেনাত ?"

"না রাধাকৃষ্ণ! এ কর্ম্ম অগ্রে, সর্ব্বদাই ঐ চিন্তা, ও কথা ভুলিব ত কি মনে রাখিব ?"

"দেখো, দেখো, দেখো আমার মাথার দিব্য।"

"না করি, যা মনে আছে করিও ?"

"করা করি কি আমি ছেলে দিকে লইয়া বাপের বাড়ী চলিয়া যাইব—আর ফিরিব না—তাহা হইলে তোমায় আমায় এই পর্য্যন্ত।"

"না না আজি হইতে আমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলাম, আমার ইচ্ছা ছিল কিছু দিন পরে করিব, তা যদি তোমার জেদ হইয়াছে শীঘ্রই হইবে।"

এই কি প্রণয় বিধি।

১

সখিরে!

ওই দেখ সরসীতে কমলিনী ফুটিছে,
মজাইতে অবলারে কত অলি জুটিছে,
সোহাগেতে কমলিনী হইতেছে আহ্লাদিনী
উল্লাসে আবেশে দেহ ছড়াইয়া পড়িছে।

২

সখিরে!

পুরবের রবি পুন পশ্চিমেতে ডুবিল
সান্ধ্য সমীরণ যবে মৃদু মৃদু বহিল,
কাঁদাইয়া কমলিনী করে চির বিষাদিনী
হাসিতে হাসিতে হায় মধুকর উড়িল।

৩

সখিরে!

প্রণয়ের এই বিধি কোন জন সৃজিল
মধুব তরেতে প্রেম কেন নর শিখিল,
অবলা রমণী ব'লে পুরুষ তাহারে ছলে
বিধাতা রমণী ভালে কেন হেন লিখিল ?

৪

সখিরে!

নিঠুর পুরুষে আর কভু চিত দিওনা,
কাঁদাতে নারীরে তারা জানে কত ছলনা ;
নারীর জনম তবে শুধু কি কাঁদিতে ভবে,
বিধাতার হেন বিধি কভু সখী ভেবনা।

৫

সখিরে!

পুরুষে মধুর প্রেম কোন কালে জানেলো,
প্রচণ্ড মরুর মত তাদের হৃদয় লো,
মধু আশে প্রেমে রত সকল পুরুষ চিত,
এই কি প্রণয় বিধি—পুরুষের—বললো ?

শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী।

——:——

সংসার না স্বপ্ন ?

মাতৃ ক্রোড়স্থিত নবশিশু, মদমত্ত-যুবা, জীর্ণদশা প্রান্তাবস্থিত স্থবির, বল দেখি ইহা সংসার না স্বপ্ন ? হে মদমত্ত দম্ভপাতশূন্য যুবক তুমি কি বুঝিবে ইহা সংসার না স্বপ্ন ? যদ্যপি প্রকৃতির মর্ম্মভেদী গম্ভীর মূর্ত্তি ক্ষণকাল স্থির চিত্তে সন্দর্শন করিতে পারিতে, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতে। কিন্তু তাহা কোথা ? জলদগম্ভীর-স্বনে হৃদপিণ্ড উদ্বেলিত করিয়া এই তুমি বক্তৃতা করিলে, কিন্তু পরক্ষণে তুমি কে ? আর সে নাই ! যাহাকে আঘাত করিতে শত ব্যক্তিকে উত্তেজিত করিলে, তাহারই সন্দর্শনে আপনি লুক্কায়িত হইলে। অতএব তুমি কি বুঝিবে ইহা সংসার না স্বপ্ন ? যুবক ! তুমি যদ্যপি স্বপ্ন দেখিতে চাও তবে নিদ্রা যাও। যে নিদ্রা যায় সে স্বপ্ন দেখিবেই দেখিবে।

বিদ্বান হও মূর্খ হও, প্রেমিক বা অপ্রেমিক হও, শান্ত বা অশিষ্ট হও, রাজা বা দরিদ্র হও, সাধু বা অসাধু হও, ধার্ম্মিক বা অধার্ম্মিক হও, প্রিয়-বাদী বা অপ্রিয়বাদী হও, চতুর বা নির্ব্বোধ হও, এ সংসারে যখন জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তখন তোমার হৃদয় কাঁদিয়াছেই কাঁদিয়াছে। এবং কখন না কখন কাঁদিবেই কাঁদিবে। এ সংসার যদ্যপি সুখের নিমিত্ত সৃষ্ট হইত; নিরন্তর যদ্যপি এই মহা সমুদ্রে সুখ তরঙ্গ নাচিতে থাকিত, তাহা হইলে সংসার নির্ম্মম বলিয়া আখ্যাত হইত না। কেহই এই বিভীষিকাময় স্বপ্ন সন্দর্শন করিত না। কিন্তু কে বলিবে যে সংসার সুখাবহ ? কে বলিবে ইহা আনন্দ ময় ? কে বলিবে ইহা প্রীতিকর ? যদ্যপি তোমার হৃদয় থাকে, যদ্যপি হিতাহিত বিবেচনা করিবার ক্ষমতা থাকে, তবে নিশ্চয় তাহা বলিবে না। কিন্তু যদ্যপি তাহা না থাকে তাহা হইলে সে কথা স্বীকার করিতে বাধা কি ?

যে দিন হইতে জন্মিলে মরিতে হয় জানা গিয়াছে সেই দিন হইতে সুখের সীমান্তও হইয়াছে।

"জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন নদে ?"

মরিতে হইবে। সেই ভাগিরথীবক্ষে তোমার দগ্ধাবশিষ্ট ভাসাইয়া তোমার স্বজনগণ পলাইবে। তোমাকে সেই শৈশবের পিতা মাতার আদর ভুলিতে হইবে। প্রিয়তমার সেই কূজনবিনিন্দিত কণ্ঠরব, সেই অলোকসামান্য রূপরাশি, সেই স্বর্গীয় প্রেম, সেই বিমল ভালবাসা, সেই সন্তাপহারী যত্ন, স্নেহ, বিনয়, সৌহার্দ্দ, ভুলিতে হইবে। তোমার দুঃখের দুখী, সুখের সুখী, সংসারের নেত্রী, জীবনের সহচরী, কার্য্যের মন্ত্রী, যাহার ক্ষণিক অদর্শনে পাগল হইতে, যে শিরোদেশে বসিয়া থাকিলে নিদারুণ রোগের দুর্ব্বিসহ যাতনাও ভুলিয়া যাইতে, তোমার সেই ধন, সেই অমূল্য নিধি, প্রাণের প্রাণ, তোমায় ফেলিয়া পলাইবে। তাহার উপর আবার তোমার সেই যৌবনের ধন, বার্দ্ধক্যের সহায়, সংসারের স্তম্ভ, ভবিষ্যতের আশা, বর্ত্তমানের আনন্দ, তোমার যত-নের ধন ননীর পুতলী নয়নানন্দ পুত্র তোমায় ফেলিয়া যাইবে। তখন কি ভাবিবে? তখন কি বলিবে যে এ সংসার সুখাশ্রম? তখন কি হৃদয়ের সহিত এক মনে, এক তানে, তামস্বরে, ঝিঁঝিট একতালা, বা জয়-জয়ন্তীতে এ সংসার না স্বপ্ন সম্বন্ধীয় করুণগীত গাহিয়া হৃদয় সান্ত্বনা করিবে না? তখনও কি নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দর্শনে আকুলিত হইবে না? তখনও কি সংসার না স্বপ্ন বুঝিবার জন্য আয়াস স্বীকার করিতে হইবে? তখন গম্ভীরভাবে হৃদয়ে সমস্ত ভাব প্রতিঘাত করিবে, তখন ভাবিবে এ সংসার কি? তখন ভাবিবে মনুষ্য জীবন কেন? তখন ভাবিবে কেন জন্মিয়াছিলাম? কেন জ্ঞান হইয়াছিল? কেন জন্মিয়া মরি নাই? ভাবিবে সংসার তুই থাক, পৌরবর্গ তোমরা থাক, আমি যাই—আর সহ্য হয় না। আহা! মানব হৃদয়ে যখন এরূপ ভাবের উদয় হয়, তখন হৃদয় কি ভয়াবহ! আবার পক্ষান্তরে আনন্দপ্রদ। তখন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া হৃদয় ক্ষণেক পবিত্র হয়। তখন জগতের নিরা-নন্দময়ী জ্ঞানালোচনা হৃদয় হইতে বিদূরিত হয়। হৃদয় বিমলতাব অধিকার করে। কুক্ষণে ঈশ্বর মনুষ্যকে আশা দিয়াছেন। আশা অমনি ভগ্ন হৃদয় গড়িতে আরম্ভ করে। হৃদয় সকল ভুলিয়া যায়, আবার পূর্ব্ব স্রোতে দৌড়িতে থাকে।

ইতিহাস, পুরাবৃত্ত খুলিয়া দেখ, মনুষ্যের হৃদয় চিরিয়া দেখ, দেখিবে প্রত্যেকে প্রতি দণ্ডে, প্রতি পলে, প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতিকার্য্যে সংসার না স্বপ্ন ভাবিয়াছে;

কিন্তু সহজে বুঝিতে পারে নাই। যেমন স্বপ্ন অলৌকিক হইলেও তাহা ফল দায়ক নহে। তেমতি সংসার চিত্র মনোহর প্রতীয়মান হইলেও, তাহার প্রতিচিত্রে বিষাদ মাথান আছে। কোন মনুষ্যই ইহ জন্মে প্রকৃত সুখী হয় নাই বা কেহ হইবে না। বিষাদের মুর্ম্মুর দাহনে সকল প্রাণই জর্জ্জরিত হইয়াছে ও হইবে। যেমন নদীর স্রোতে আবর্জ্জনা ভাসিয়া যায়, তেমনি মনুষ্য ও এই কালের মহাস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। কোথায় যাইতেছে, কেন যাইতেছে, কোথা হইতে আসিল তাহা ভাবিবার ক্ষমতা নাই। যেমন চালনা হইতেছে তেমতি চালিত হইতেছে। এবং যথন আর চালনা হইবে না তথন আর নড়িবার শক্তি থাকিবে না।

ক্লাইব, বোনাপার্টি, আকবর, শিবজি, প্রভৃতির জীবনী পাঠ করিয়া দেথ, আবার সিরাজদ্দৌলা, মিরন, আবঙ্গজেব, প্রভৃতির জীবনী পাঠ কর, দেথিবে এ পৃথিবী কাহাকেও বিভীষিকা দেথাইতে ত্রুটি করে নাই। এ সংসারের মুর্ম্মুর বা অন্তঃভেদি প্রদাহন হইতে কেহই অব্যাহতি পান নাই। সময়ে সময়ে সকলেই বিষাদিত অন্তঃকরণে ভাবিয়াছিলেন যে এ সংসার না স্বপ্ন ? কিন্তু বুঝিয়াও বুঝেন নাই। যদি বুঝিতেন তাহা হইলে আর সংসারের মমতা থাকিত না। পরকে হৃতসর্ব্বস্ব করিতেন না। আর আমার আমার করিয়া চীৎকার করিতেন না। আবার সংসারের জন্য লালায়িত হইতেন না।

নীল দর্পণ পড়, জামাইবারিকের কামিনীকে দেথ, দুর্গেশ নন্দিনীর জগত-সিংহের ও আয়েষার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর বিষবৃক্ষের নগেন্দ্র ও কুন্দনন্দিনীর সহিত পরিচিত হও বুঝিবে যে সংসার স্বপ্নময়, সংসারে স্বপ্ন ব্যতীত কিছুই নাই। এক একবার—মনুষ্য নিদ্রাভিভূত হইতেছে ও নূতন স্বপ্ন সন্দর্শন করিতেছে, আবার নিদ্রা ভাঙ্গিতেছে সে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বিস্মৃত হইতেছে আবার তথনি নিদ্রাবস্থার তন্দ্রা আসিতেছে। আবার স্বপ্ন দর্শন করিতেছে। কি দেথিল কি দেথিতেছে তাহা ভাবিবার অবকাশ নাই। স্বপ্ন দেথিয়া কথন হাসিতেছে কথন কাঁদিতেছে, কথন চীৎকার বা আর্ত্তনাদ করিতেছে। সংসার তোমার লীলা অনন্ত, তোমার ক্ষমতা অসীম। তুমি মনুষ্যের আত্মজ্ঞান কাড়িয়া লইয়া পুত্তলিকাবৎ ক্রীড়া করাও।

ঐ দেখ শৈল শিখরে উঠিবার নিমিত্ত কত লোক সমাগত হইয়াছে। অপরের বক্ষে পদাঘাত করিয়া মস্তকে পা দিয়া উঠিতেছে, সে মস্তক সরাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু আরও কত লোক আসিয়া তাহার মস্তক ধরিয়া রহিয়াছে। এক ব্যক্তি উঠিতে পারিলে তাহারা কৃতার্থ হয়, কিন্তু অপর ব্যক্তির মস্তকে সে পদাঘাত করিয়া উঠিতেছে ইহা দেখিয়া হৃদয়ে ভ্রমেও ব্যথানুভব হইতেছে না। ইহার কারণ কি? কারণ এই যে যে ক্ষমতাশালী ও সাহসী ব্যক্তি, আর যাহার মস্তকে পদাঘাত করিয়া উঠিতেছে সে দরিদ্র। আবার দেখিতে দেখিতে আর এক দল আসিল। তাহাদের নেতার ক্ষমতা ইহাদের নেতার অপেক্ষা অধিক। ইহারা এ দল ত্যাগ করিয়া অন্য দলে গেল, কারণ ইহাদের পূর্ব্বনেতার এখন ক্ষমতা কমিয়াছে, ক্রমশঃ পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছে; অতএব অন্য দলাশ্রয় করিলে স্বকার্য্য উদ্ধারের অধিকতর সম্ভাবনা। এখন অম্লান বদনে অন্য দলে গেল, তোমার সহিত সম্পর্ক ঘুচাইল। অধিক কি তোমার মস্তকই সোপান করিয়া তাহাদের নেতাকে শৈল শিখরে উঠাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। তিনিও বাহ্য জ্ঞান শূন্য দাম্ভিকপুরুষ, অম্লান বদনে তোমার মস্তকে পদাঘাত করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধারে যত্নপর হইলেন। কিন্তু ভাবিলেন না যে ইনি কে? সংসারের নিয়মই এই, ইহা অলঙ্ঘনীয় অপরিবর্ত্তনীয়। ভাবিয়া দেখিলে সকলেই সকল কার্য্যে এইরূপ দেখিতে পাইবেন। কিন্তু কেহ বুঝিয়াও বুঝেনা, যদি বুঝিবে, তবে কে না আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিবে যে ইহা সংসার না স্বপ্ন?

সংসার না স্বপ্ন, একথা স্থিরচিত্তে ক্ষণেক পরিচিন্তন করিলে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা যায়। ইহা স্পষ্টতঃ স্বরূপ যে সংসার সুখের নহে। যদ্যপি মনুষ্যের কোন সুখ থাকে তাহা এ জগতে নাই। যদ্যপি জগতে সুখ থাকিবে, যদ্যপি সংসারে ধর্ম্মভয় থাকিবে, তাহা হইলে সংসার চলিবে কেন? তাহা হইলে নরপিশাচ ম্যাকবেথের হস্তে সাধু ডনকানের প্রাণ বিনষ্ট হইবে কেন? কিন্তু ঠিক দেখ যদিও মেকবেথ হত্যা করিয়া ইপ্সিত সিংহাসন পাইল বটে কিন্তু চিরকালজন্য সুখে জলাঞ্জলি দিল। এই নির্ম্মম সংসারে যে সুখও ছিল তাহাও সাথ করিয়া হারাইল। অষ্টম হেনরীর পত্নিপ্রণয় প্রথা সমর্পন কর প্রাণ দিয়া উঠিবে হৃদয় দ্রব করিতে থাকিবে মনুষ্যের হৃদয় কতদূর

পাষাণ আছে ও হইতে পারে তাহা বুঝিতে পারিবে। জন্ম গ্রহণ করা দুঃখ ভোগের নিমিত্ত। জগতে সুখ এক প্রকার নাই। যাহা আছে তাহাও সম্যক উপভোগ করিতে পারা যায় না। কোন না কোন কারণে, তোমার বা অপরের দ্বারা তাহাতে কাঁটা পড়িবেই পড়িবে। তুমি প্রাণে ব্যাকুল হইবে এবং বিষাদিত অন্তঃকরণে ভাবিবে ইহা সংসার না স্বপ্ন ?

আবার—কেন দেখিলাম ?

১

নিবন্ত অনলশিখা জ্বালিতে আবার
কেন দেখা দিলে প্রাণ পুতলি আমার !
এই যে সে ভীমানলে, আবার জ্বালিয়া দিলে,
পারিবে কি নিবাইতে ? যদি না পারিবে,
আমারে দহিতে শুধু বাসনা কি তবে ?

২

জ্বলিয়াছি দীর্ঘকাল এ তীব্র জ্বালায় ;
দেখিবার নাই কেহ, দেখাইব কায় !
হৃদয়ের তলে তলে, কেমনে আগুণ জ্বলে,
কে দেখিবে ? কেহ নাই দেখিতে হৃদয়,
নিবারিতে হৃদয়ের ভীষণ প্রলয়।

৩

আশা ছিল এক দিন—প্রথমে যখন
দেখিয়া ছিলাম ঐই সুচারু বদন,
আশা ছিল বাঁধি তোরে, হৃদয়ের তারে তারে
রাখিব হৃদয়-মাঝে, দেখিবে বসিয়া,
আছে কত ভালবাসা হৃদয় জুড়িয়া !

৪

আশা ছিল, নিজ চিত্ত করি সমর্পণ,
বিনিময়ে লভি অই হৃদয় রতন,
আপন ভুলিয়া যাব, দুই প্রাণে এক হব,
এক সুখ, এক দুঃখ, এক ভালবাসা,
এক হ'য়ে মিটাইব প্রণয়-পিপাসা।

৫

কোথা আজ সেই আশা, বল প্রিয়তমে!
নিরাশায় রহিয়াছি মরিয়া মরমে!
নিরাশার গুরুভার, হৃদয়ে সহেনা আর!
ভাবিয়া ছিলাম যারে সুখের বাগান,
তোমা বিনে সে হৃদয় হয়েছে শ্মশান!

৬

তোমার সে চক্ষু যদি আজিও থাকিত,
সে দিব্য আলোক যদি আজিও জ্বলিত,
চাহিয়া দেখিতে তবে, এ হৃদয় কিযে ভাবে
জ্বলিতেছে নিশি দিন;—কি বলিব আর,
বলিলে সহস্রবর্ষে শেষ নাই তার!

৭

বলিয়াছি কত দিন হৃদয় বিদারি,
সাক্ষী অই শশধর গগণ বিহারী,
সাক্ষী অই তরুগণ, সাক্ষী অই সমীরণ,—
জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ উহাদের কাছে,
বলিয়াছি যাহা, মনে আছে কিনা আছে।

৮

গভীর নিশীথে যবে সবে ঘরে য'য়,
ভুলিয়া সংসার জ্বালা আনন্দে ঘুমায়,

তখন আমার চিত্তে আগুণ জ্বলিয়া উঠে,
ঘৃণায় আমারে শয্যা দেয় দূর করি,
বেড়াই পাগল প্রায় পথে পথে ঘুরি।

৯

সত্য মিথ্যা, যেয়ে দেখ অই তরুতলে,
পড়ে দেখ আছে কিনা লিখিত বল্কলে ;
"আমার কি দশা প্রিয়ে ! দেখিলে না নিরখিয়ে,
দেখিলে না কত কষ্টে যামিনী কাটাই !—
তুমি বিনে অভাগার স্বর্গে সুখ নাই !"

১০

অই তড়াগের তটে কত দিন, হায় !
দাঁড়াইয়া শূন্য মনে পাগলের প্রায়,
করিয়াছি অশ্রুপাত, বক্ষে শিরে করাঘাত
করিয়াছি, ইচ্ছিয়াছি চূর্ণ করিবারে
হৃদয়, এ ভয়ানক স্মৃতির আধারে !

১১

কতদিন দাঁড়াইয়া সরসীর তীরে,
ভাবিয়াছি,—আশাহীনে কায কি শরীরে !
নিবাতে মনের তাপ, দিতে চাহিয়াছি ঝাঁপ,
হায়, তবু পারি নাই কেন মরিবারে !—
এ যন্ত্রনা—এ অনল সহিবার তরে ?

১২

পারি নাই,—পারিবনা ছাড়িতে জীবন,
পারিব না ইচ্ছায় ভুলিতে চন্দ্রানন,—
নির্ম্মল হৃদয় দিয়া রাখিয়াছি নিরমিয়া
দিব্যাসন, তব চিত্র রাখি তদুপরে,
করিতেছি পূজা তার প্রেম-উপহারে।

১৩

স্মৃতি যে দুঃখের খনি, তাহারো ভিতরে
একটী সুখের মণি আলোক বিস্তারে,—
অই যে মধুর হাসি, মুগ্ধকর রূপরাশি,
অই হাসি অই রূপ যবে হৃদে ভাসে,
তখন ক্ষণিক হাসি হৃদয় বিলাসে।—

১৪

তখন ভুলিয়া যাই মান অপমান,
আত্মপর ভূত ভাবি থাকে নাক জ্ঞান,
রূপেতে ডুবিয়া থাকি, অনিমেষে রূপ দেখি
অর্পিয়া স্মৃতির পটে কল্পনা-নয়ন,—
তাই প্রিয়ে! এত দিন আছে এ জীবন।

১৫

ছিল তুল্য অনুরাগ উভয়ের চিত্ত,—
আমার চাহনি দেখি তুমিও চাহিতে;
আমারে হাসিতে দেখি,— মনে আছে?—বিধুমুখি!
নাহি অর্থ পরিজ্ঞান তবু যে হাসিতে,
পলকে পলকে মন কাড়িয়া লইতে!

১৬

নাহি কোন অভিপ্রায়, তবু যে, সরলে!
ঘুরিতে প্রাঙ্গণ দেশে করমের ছলে,
সহসা আমায় দেখি লজ্জায় নয়ন ঢাকি
অনিচ্ছায় আমা হ'তে ফিরাতে বদন,
দিতে না আমারে কভু পূর্ণ দরশন!

১৭

সেই তব অবিকৃত সরল আচার,
সেই তব কথাগুলি পীযুষ আধার,

অসীম-সাগর দশা সেই তব ভালবাসা
বাখিয়াছি, প্রিয়তমে ! জপমালা করি,
তাই ধ্যান, তাই জ্ঞান দিবস শর্ব্বরী।

১৮

দেব পূজা উপাসনা করিবারে চাই,
কি লয়ে করিব পূজা, হৃদয় যে নাই।
একটি হৃদয় ছিল, প্রণয় পূজায় গেল,—
ঈশ্বর অনন্ত জ্যোতিঃ পবিত্রতাময়,
প্রণয়-কলুষ চিত্ত তাঁর যোগ্য নয়।—

১৯

প্রণয়-কলুষ চিত্ত ? প্রণয়ে কলুষ ?
অপূর্ণ কি তবে সেই বিধাতা পুরুষ।
প্রেম প্রীতি ধর্ম্ম জ্ঞান যিনি করিলা বিধান,
প্রণয় বিরোধী যদি তিনিই আবার,
অবিচারী বিনা তাঁরে কি বলিবে আর ?

২০

থাকুক বিধির বিধি খুঁজে কায নাই,
যে দিকে হৃদয় চলে সেই দিকে যাই ;
বাঁধিয়া প্রেমের ডোর, সাধিয়া প্রেমের সুর,
রচিয়া প্রেমের গাথা ধরিয়াছি তান,
বেড়াইব জগতে করিয়া প্রেম-গান।

২১

চাই না সাংখ্যের তত্ত্ব, কোমতের জ্ঞান,
চাই না জানিতে ঈশ্বরের পরিমাণ,
প্রণয়-বিজ্ঞান ল'য়ে, প্রণয় ভিখারী হ'য়ে,
ধরণীর নরগণে প্রণয় শিখাব,
প্রণয়ে যে স্বর্গ-সুখ প্রত্যক্ষ দেখাব।

২২

প্রাণাধিকে। কি বলিব, বুক ফেটে যায়।
ঠেকিয়াছি অত্যাচারী সমাজের দায়।
সমাজেরি অত্যাচারে, প্রাণ-প্রিয় প্রতিমারে,
মুখ ফুটে প্রিয়তমা বলিতে না পারি,
মনের যে অভিলাষ মনেই নশ্বরি।

২৩

আমারিত ভাল বাসা, আমারি হৃদয়,
আমার বলিতে নারি,—সমাজের ভয়!
আমার প্রণয় দেবে আমারিত পূজা লবে,
দারুণ সমাজ তাতে হয় প্রতিবাদী,—
দয়াহীন মায়াহীন সমাজের বিধি!

২৪

এক দিন এ বন্ধন শিথিল হইবে,
অলীক সমাজ-বিধি নির্ব্বাসনে যাবে,
স্বাধীন দম্পতি হ'য়ে, স্বাধীন প্রণয় ল'য়ে,
করিবে প্রণয়ীগণ স্বাধীন বিহার,
প্রণয় ধর্ম্মেতে বাদী হইবে না আর!

২৫

কিন্তু কত কাল পরে আসিবে সে দিন,
কত দিন প্রেম-ভাব রহিবে মলিন?—
কত দিন গেলে তবে মানুষ দেবতা হবে?
হিংসা প্রতিদ্বন্দ্বহীন নিঃস্বার্থ প্রণয়
করিবে ধরণীধামে স্বর্গের উদয়?

২৬

সতীত্ব প্রণয়-হীন আর কত কাল
জগতের ঘরে ঘরে আনিবে জঞ্জাল?

বৃদ্ধের বিশুষ্ক কোলে নবীনা নয়ন জলে
ভাসাইবে বক্ষঃস্থল আর কত দিন ?
কত দিনে হবে দেশ কুসংস্কার হীন ?

২৭

আর তোমার কি দশা, প্রিয়ে !—
দয়াহীন পিতামাতা পরিণয় ছলে,
বাঁধিয়া দিয়াছে অই স্থবীরের গলে,—
বানরের গলে, হায় ! মণি-মালা শোভা পায় !
ভুবন-মোহন রূপ !—অন্ধে কি দেখিবে ?
অনন্ত জ্ঞানের গ্রন্থ !—মূর্খে কি বুঝিবে ?

২৮

তৈলাধারে তৈল আছে, কৌটায় সিন্দূর,
তবু ভালে ফোঁটা নাই, পিঙ্গল চিকুর !
থাকিতে ভূষণ রাজি দরিদ্রা বিধবা সাজি
পরিয়াছ সাধ করি মলিন বসন,—
ভুলিয়াছ ভোগ তৃষা থাকিতে যৌবন !

২৯

বৃদ্ধের যুবতী পত্নী সম্রাটের ধন
জান তুমি,—বৃদ্ধে তব অতুল রতন !
জান, তুমি বিনে তার এ সংসার অন্ধকার ;
দয়ার তরঙ্গে ঢালি দিয়াছ হৃদয়,
দয়া ঠাঁই পরাজয় মানিছে প্রণয় !

৩০

বেশ কথা ;—দয়া মায়া হৃদয়েরি ধন,
অধিক উজ্জ্বল করে রমণী-জীবন ।
দয়া মায়া তেয়াগিয়া প্রণয়ে দীক্ষিত হ'য়ে
বেড়াইলে, এ সংসার শ্মশান হইত,
সর্ব্বভূতে সমভাব কেহ না জানিত ।

৩১

জগতে চরিত্র-গুরু বঙ্গের ললনা,
এমন রমণী চিত্র কোথাও মিলেনা।
ইউরোপ হা'রে যায়, আমেরিকা শঙ্কা পায়
সরল রমণী চিত্ত,—দুর্ব্বোধ বিজ্ঞান—
বঙ্গের প্রত্যক্ষ সত্য, চায় না প্রমাণ।

৩২

এ সব ত বুঝিলাম,—কিন্তু প্রিয়তমে!
হৃদয় আমার যে বুঝে না কোন ক্রমে।
প্রণয় মুগ্ধ-হৃদয় বুঝিবার পাত্র নয়।
উপদেশ, কি বিবেক, বিতর্ক, প্রমাণ,
ভালবাসাও জ্ঞান মধ্যে, নাহি পায় স্থান।

৩৩

তাই বলি, কেন প্রাণ! কেনরে আবার
দেখা দিয়া মর্ম্মে ব্যথা দিলে অভাগার?
জ্বালিয়া কল্পনা আলো দেখিতেছিলাম ভাল;—
হেরিতে ও বররূপে বিষণ্ন আকার,
বিধাতা নয়ন কিরে সৃজিলা আমার!

৩৪

দেখিলাম এই শেষ, আর দেখিবনা,—
করিব প্রণয় তরে অদৃষ্ট সাধনা;
ছিন্ন আশা যোড়া দিব, তাই ধরে বেঁচে রব!
হৃদয়ে জীবন্ত মূর্ত্তি জ্বলন্ত প্রণয়,—
পুরোভাগে পরলোক—অনন্ত সময়।

"শরৎ"

জ্যোতির্ম্ময়ী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঘোর অধর্ম্ম।

চারি পাঁচ দিন গেল, এক দিন সন্ধ্যার সময় শিবনাথ বাড়ীর মধ্যে যাইয়া জ্যোতির্ম্ময়ীকে ডাকিয়া বলিলেন, "জ্যোতি! মামার বাড়ী যাইবে?" জ্যোতি জন্মাবধি কখন মামার বাড়ী যায় নাই, মামার বাড়ীর সুখ জানিত না, মামারা যে আপনার তাও বড় ভাল জানিত না; সুতরাং মামার বাড়ীর কথা শুনিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর মুখখানি শুকাইয়া আসিল, ভাবনা এই না জানি মামার বাড়ীর কতই ক্লেশ! একটু চুপ করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী জিজ্ঞাসা করিল "কাকা। তোমরা যাবে ত?" শিবনাথ উত্তর করিলেন, "না তোমরা দুভাই বোনে যাইবে।" জ্যোতির্ম্ময়ী দুঃখিত হইয়া বলিল, "না, আমি যাইব না।" ছেলের মন, ভাল খাবার পরবার কথা বুঝাইয়া বলায় জ্যোতির্ম্ময়ীর মত হইল। তখন শিবনাথ হসিতাস্যে বলিলেন, "কাল তোমার মামারা পাল্কী আর দরওয়ান পাঠাইয়া দিবে সকালে মামার বাড়ী যাইবে।" তখন জ্যোতির মুখে ঈষৎ একটু হাসি দেখা দিল। হাসিতে বুঝাইল তবে তাহারা সুখী হইবে।

রাত্রিতে জ্যোতি ও সুধাংশু আপন ঘরে নিদ্রা গেল—রাত্রি শেষ—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে; কোলের মনুষ্য দৃষ্টিগোচর হয় না; মাঝে মাঝে ঝটিকাকারে বায়ু বহিতেছে,—চপলা প্রকাশিত হইতেছে,—মেঘ গর্জ্জন করিতেছে; বৃষ্টির শব্দে, প্রবল বাত্যাবিতাড়নে নিকটের শব্দ শুনা যায় না, এমন সময় শিবনাথ প্রদীপ জালিয়া সহধর্ম্মিণীকে জাগ্রত করিয়া বলিলেন, "এই সময়!" তাঁহারা দুই জনে উঠিলেন; নিকটের ঘরে সুধাংশু ও জ্যোতির্ম্ময়ী নিদ্রা যাইতেছিল—দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন—সে সময় যুবাদিগেরও হৃৎকম্প হয়, তায় দুইটী শিশু—শীতে জড়সড় হইয়া শুইয়া আছে; জ্যোতি আপন পরিধেয় সাটীখানির অর্দ্ধেক আপনি পরিয়া

অর্দ্ধেক সুধাংশুর গায়ে ঢাকা দিয়া, পাছে শীতল বায়ু স্পর্শে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হয়, এজন্য চাপিয়া ধরিয়া আছে। জ্যোতির্ম্ময়ীর ভাল ঘুম হয় নাই; যে টুকু হইয়াছিল কপাট খুলিবার শব্দে সে ঘুমটুকুও ভাঙ্গিয়া গেল,—জাগিয়া উঠিল। শিবনাথ জ্যোতির্ম্ময়ীকে বলিল, "জ্যোতি! এই সময় চল, বেহারা পাল্‌কী আনিয়াছে, মামার বাড়ী যাও।" রাত্রি শেষে স্বভাবতঃ নিদ্রার আবেশ অধিক হয়, জ্যোতি চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, "বেলা হউক, তবে যাইব।" শিবনাথ বলিলেন, "সে অনেক দূরের পথ ভোরে না রওনা হইলে যাওয়া যাইবে না, যদি ঘুম পায় পাল্‌কীতে ঘুমাইতে ঘুমাইতে যাইবে।" পিতৃব্যের নির্ব্বন্ধ দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী উঠিয়া বসিল, বলিল "নাড়াচাড়ায় সুধাংশুর ঘুম ভাঙ্গিলে কাঁদিয়া উঠিবে।" তখন ধর্ম্মকর্ম্ম-বিহীন শিবনাথ বলিলেন, "আমি লইয়া পাল্‌কীতে শুয়াইয়া দিয়া আসিব, ঘুম ভাঙ্গা দূরে থাকুক, জানিতেও পারিবে না।" জ্যোতি তখন জিজ্ঞাসা করিল, "কাকা! আবার কত দিনে আমাদিগকে আনিবে?" নৃশংস শিবনাথ অম্লান বদনে বলিলেন, "এই মাসের মধ্যেই আনিব। আমরাও কি তোমাদিগকে পাঠাইয়া স্থির থাকিতে পারিব? তবে তোমার দিদিমা জেদ করিয়া একবার দেখিতে চাহিয়াছেন না পাঠাইলে ভাল হয় না।"

"কাকা! অরুণ কোথা?"

"সে ঘুমাইতেছে।"

"তাহাকে দেখিয়া যাইব।"

"সে উঠিলে তোমাদের যাওয়া হইবে না। আসিয়া তখন দেখিবে।"

জ্যোতির্ম্ময়ী একটু মন ভার করিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিল, শিবনাথ আস্তে আস্তে সুধাংশুকে বস্ত্রখণ্ড সহ কোলে লইলেন; নড়ন চড়নে সুধাংশু ঘুমের ঘোরে "দিদি দিদি" বলিয়া উঠিল; শিবনাথ সাবধানে সুধাংশুর গণ্ড-স্থলে হস্তাবমর্ষণ করিলে সুধাংশু শিবনাথের কোলে পূর্ব্ববৎ নিদ্রা গেল; তখন পিশাচিনী শিবনাথ ঘরণী অগ্রে অগ্রে দীপ হস্তে, মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়ী, পশ্চাৎ সুধাংশুকে লইয়া শিবনাথ বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। সেই মেঘ বৃষ্টি বাদলের রাত্রিতে ভিজিতে ভিজিতে শিবনাথ জ্যোতির্ম্ময়ী ও সুধাং-শুকে পাল্‌কীতে তুলিয়া দিবামাত্র বাহকগণ শিবিকা স্কন্ধ করিয়া লইয়া

চলিল। পাল্কীতে সুধাংশু নিদ্রিত, জ্যোতির্ম্ময়ী জাগ্রত সাত পাঁচ আকাশ পাতাল, মৃত পিতামাতা ও খুল্লতাতের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে চলিল। দুই তিন ক্রোশ গিয়া রাত্রি শেষ হইল, আকাশ নিবিড় নীরদমালায় সমাচ্ছন্ন; তখনও বৃষ্টি থামে নাই, মধ্যে মধ্যে গভীর বজ্রনিনাদ ও বিদ্যুৎ স্ফুরণ হইতে ছিল, দিঙ্মণ্ডল নিরীক্ষণ করিলে উষাগমন অনুমিত হইবার নহে। ক্রমে প্রভাত হইল; দক্ষিণ বায়ুপ্রবাহে মেঘমালা ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া শতখণ্ড হইল; প্রভাতের সুনীল অম্বর প্রকাশিত হইল; হাস্যমুখী সুন্দরী ললনার সিমন্তশোভী সিন্দুর বিন্দুর ন্যায় পূর্ব্বদিকের আকাশে বালার্ক উদিত হইল। বৃক্ষের নবীন কিশলয় চুম্বন করিয়া সুমন্দানিল বহিতে লাগিল। সুধাংশু জাগ্রত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল;—"কাকা কই, খুড়িমা কোথা? খাবার কই?" এই বলিয়া বারম্বার কাঁদিতে লাগিল, সে কান্না সহজে থামিল না। জ্যোতির্ম্ময়ী কিছুক্ষণ থামাইতে চেষ্টা করিল; তাহার বুদ্ধির কৌশল তখন জন্মে নাই, মিথ্যা সৃজন করিয়া ছেলেমানুষের কান্না কেমন করিয়া থামাইতে হয় তখনও শিক্ষা করে নাই; কাকা, খুড়ীমা, খাবার সেখানে তিনেরই অভাব, সুতরাং কি বলিয়া বুঝাইবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া পরিশেষে, সুধাংশুর ব্যাকুলতা দেখিয়া আপনিও সেই সঙ্গে কাঁদিতে লাগিল। দিদির কান্না শুনিয়া সুধাংশু আরও কাঁদিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বাহকগণ পাল্কী লইয়া এক গ্রামমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এবং তামাকু খাইবার জন্য তাহারা সেইখানে পাল্কী নামাইল। বাহকদিগের সহিত শিবনাথ দুইজন রক্ষী প্রেরণ করিয়া ছিলেন, সুধাংশুকে অতিশয় ক্ষুধাতুর দেখিয়া একজন অপরকে কহিল, "কিছু খাবার দেওয়া যাক।" অপর ব্যক্তি কহিল, "আর কিছুক্ষণের জন্য কেন? ওতেই হয়ত হইয়া যাউক।" প্রথমোক্ত ব্যক্তি কহিল, "তাহা কোনমতে হইবেনা টাকার লোভে যা করিতে আসিয়াছি তাত করিতেই হইবে, কিন্তু এমন করিয়া পারিব না।" দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, "তবে যা জানিস্ কর্।" প্রথমোক্ত ব্যক্তি নিকটস্থ এক দোকান হইতে কিছু খাবার কিনিয়া সুধাংশুকে দিবার জন্য পাল্কীর দ্বার খুলিল। তাহার অমানুষী বিকট মূর্ত্তি দেখিয়াই সুধাংশু ভয়ে চক্ষু মুদিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর ক্রোড়ে মস্তক লগ্ন করিল। জ্যোতির্ম্ময়ী ও

প্রবল বায়ুবিতাড়িত তালপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল, তালু শুষ্ক হইয়া গেল, কথা কহিতে পারিল না। বক্সী দেখিয়াই বুঝিতে পারিল, আস্তে আস্তে পাল্‌কীর মধ্যে খাবার ফেলিয়া দিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। ক্ষণেক পরে সুধাংশু সভয়ে মুখ বাহির করিয়া সেই ভীষণ কৃতান্তমূর্ত্তি পুরুষকে দেখিতে না পাইয়া ধীরে চর্ব্বণ করিয়া খাবার খাইতে লাগিল। জ্যোতির্ম্ময়ী সুধাংশুকে ক্রোড়ে লইয়া চুপ করিয়া ভাবিতে ছিল—কিসের ভাবনা তা তিনি জানিতেন না। কোন অপূর্ব্ব কল্পিত বিপৎপাত হইবার পূর্ব্বে লোকের মন কিছু না জানিলেও যেমন স্বভাবতঃ ভার ভার থাকে এ সেই মনোভাব; জ্যোতির্ম্ময়ীর বক্ষঃস্থলে যেন কিছু গুরুতর ভারি বস্তু আছে, নিঃশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হইতেছে, প্রাণ যেন থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে।

ধূমপানের পর বাহকগণ পাল্‌কী তুলিল; অতি বেগে উড়াইয়া লইয়া চলিতে লাগিল। বেলা দুই প্রহরের সময় একটী সরাই মধ্যে পাল্‌কী নামাইয়া তাহারা আহারাদি করিল, সুধাংশু ও জ্যোতির্ম্ময়ীর অদৃষ্টে সে দিন বিধাতা অন্ন লিখেন নাই, জল খাবার জিনিষ ভিন্ন আর কিছুই জুটিল না। সুধাংশু অবোধ, বাহকদিগের অন্ন ব্যঞ্জন দেখিয়া তাহাই খাইবার জন্য কাঁদিতে লাগিল; জ্যোতির্ম্ময়ী মাতুলালয়ে গিয়া ভাল করিয়া খাইবার লোভ দেখাইয়া সুধাংশুকে ভুলাইতে লাগিল কিন্তু থামিল না—যতক্ষণ বাহকেরা আহার করিল ততক্ষণ কোন মতে চুপ করিল না। অনুজকে রোরুদ্যমান দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী কাতর স্বরে বাহকগণকে জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁগা মামার বাড়ী আর কত দূর" তাহারা কহিল "যতক্ষণ না সন্ধ্যা হয় ততক্ষণ আর হচ্ছে না; সন্ধ্যার সময় গা ঢাকাও হবে, আর তোমারাও মামার বাড়ী দেখ্‌বে।" সরলমনা জ্যোতির্ম্ময়ী কেবলই সন্ধ্যার অপেক্ষা করিতে লাগিল, এক এক বার যায় আর আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখে সূর্য্যদেবের অস্তাচলে পৌঁছিতে আর কত দূর বাকী আছে। বেলা অবসান; সৌরকর আকাশ ছাড়িয়া তরুশির, তরুশির ছাড়িয়া গৃহস্থের গৃহ চুড়ায়, গৃহচুড়া ছাড়িয়া অদৃশ্য হইল; নলিনী বান্ধব হীনজ্যোতিঃ হইয়া তাম্র চক্রের ন্যায় অস্তগিরি শিখরে উপবেশন করিলেন। প্রান্তর নিস্তব্ধ করিয়া কৃষক

ও রাখালগণ গ্রাম প্রবেশ করিতে লাগিল, এখন মাঠে কোন গোল নাই। সকলেই দিবসের কর্ম্ম শেষ করিয়া আপন আপন বাটী যাইতেছে; শীতল সমীর সময় বুঝিয়া আপন কর্ত্তব্য কার্য্য পালন জন্য প্রাসাদ হইতে অনাথ দীন দরিদ্রদিগের কুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সমান ভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। বিহঙ্গগণ পল্লী প্রান্তে বৃহৎ অশথ বৃক্ষশিরে নগর বসাইতেছে। ক্রমে অন্ধকার আসিয়া মেদিনী আচ্ছন্ন করিল; দুই একটী করিয়া তারকা-কুল নৈশআকাশের নীলাঙ্গ সাজাইয়া দিল। পাল্‌কী ময়ুরাক্ষী নদীতটে উপস্থিত হইল; নিকটে এক ক্রোশের মধ্যে লোকালয় নাই, ভয়ানক দুর্গম স্থান—তায় অন্ধকার—সঙ্গে আলো নাই। পাল্‌কী লইয়া বাহকগণ নদীজলে নামিল,—মধ্যে মধ্যে পাল্‌কী দোলাইতে লাগিল। জ্যোতি-র্ম্ময়ী ও সুধাংশু ভয় পাইয়া রোদন করিয়া উঠিল, বাহির হইতে এক জন রক্ষী সুধাংশুকে বাহির করিয়া কোলে লইল। সুধাংশু দিবাভাগে যে মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর কোলে মুখ লুকাইয়া ছিল, এ সেই মূর্ত্তি, অন্ধকার—তাই সুধাংশু কোলে গিয়া থামিল। নদীর জলে একটা শব্দ হইল যেন কি একটা ভারী জিনিষ নদীতে পড়িয়া গেল। সে শব্দ কিসের বোধ হয় পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিয়াছেন—বাহকবর্গ জ্যোতির্ম্ময়ীর পাল্কী জলে ফেলিয়া দিয়া তীরে উঠিল। জ্যোতির্ম্ময়ী নদীজলমগ্না—প্রথম ডুবিয়া অনেক কষ্টে প্রাণপণে অর্দ্ধ মগ্ন পাল্‌কী খানি অবলম্বন করিল—নদীর জল যে দিকে লইয়া চলিল ভাসিতে ভাসিতে সেই দিকেই চলিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মন্দের ভাল।

যেখানে জ্যোতির্ম্ময়ীর পাল্কী ডুবাইয়া বাহকগণ চলিয়া গিয়াছিল সেই স্থান হইতে এক ক্রোশ দূরে ময়ূরাক্ষী নদীর একটী পারঘাট আছে, কার্ত্তিক মাস—রামগড় পর্ব্বত হইতে যে সকল নদ নদী বহির্গত হইয়াছে তাহাদের সমুদায় গুলিই বর্ষা ও শরৎ ঋতুতে পরিপূর্ণ থাকে; কখন বা কূলপ্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হয়—শরৎ শেষে হেমন্তের প্রারম্ভে ঐ সকল নদীর জল

শুকাইতে আরম্ভ হয় এবং ক্রমশঃ নির্ম্মল হইতে থাকে। ময়ূরাক্ষীও রামগড়সমুদ্ভূতা একটী ক্ষুদ্রস্রোতঃস্বতী। এই সময়ে নদীর জল কোন কোন স্থানে পাঁচ, কোন স্থানে চারি কোন স্থানে বা দুই আড়াই হাত, আবার কোন কোন স্থানে দশ বার হাত জল থাকে, সেই সকল স্থানকে "দহ" কহে। পথিকদিগের পারাপারের জন্য যে স্থানে অল্প পরিমিত জল সেই স্থানই পারঘাট। আমরা যে পার ঘাটটীর কথা উপরে বলিয়া আসিয়াছি সেখানে জল অল্প ছিল—পদব্রজে নদী পার হওয়া যায়। একটী যুবক ভৃত্য সমভিব্যাহারে নদী পার হইতে ছিলেন। ভৃত্যের এক হস্তে একটী ব্যাগ অপর হস্তে একটী আলোক-সহ লণ্ঠন—ভৃত্য প্রভুকে পথ দেখাইয়া নদী পার করিতেছিল; তাহাদিগের সম্মুখভাগে জ্যোতির্ম্ময়ীর পাল্‌কী ভাসিতে ভাসিতে [illegible]তেছিল যুবকের দৃষ্টিগোচর হইল; পাল্‌কীখানি নিকটে আসিলে যুবক দেখিলেন একটী কন্যা পাল্‌কীর উপর শয়ন করিয়া তদবলম্বনে ভাসিয়া যাইতেছে। সমভিব্যাহারী ভৃত্যকে ধরিতে বলিলেন, ভৃত্যের দুই হস্তই বদ্ধ সুতরাং সে অসমর্থ হইল। যুবক স্বয়ং পাল্‌কী ধরিতে গেলেন, পাল্‌কী জলের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল; যুবক অগ্রসর হইতে হইতে তাঁহাদিগের সম্মুখ হইতে পাল্‌কী খানি একটু দূরে ভাসিয়া গেল; তিনিও তৎপশ্চাৎবর্ত্তী হওয়ায় অবিলম্বে পাল্‌কী খানি ধরিলেন। যেখানে যাইয়া পাল্‌কী খানি ধরিলেন, সেখানে সাঁতার জল; সুতরাং তাঁহার বস্ত্রাদি ও সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গেল। পরে পাল্‌কী খানি টানিয়া কিনা[illegible] তীরে ব্যাগ ও লণ্ঠনটী রাখিয়া তাঁহাকে সাহায্য করায় পাল্‌কী খানি তীরে তুলিলেন। আলোক লইয়া দেখেন কন্যাটীর স্পন্দন রহিত; হস্ত পদাদি অসাড় অনড়; তখন তাহাকে মৃত বিবেচনায় তৎ-স্পর্শে আপনাকে অশুচী মনে করিয়া নদী-জলে অবগাহন করিতে নামিবেন এমন সময় কি ভাবিয়া মৃতার গাত্রে হস্তস্পর্শ দ্বারা দেখিলেন তখনও তাহার শরীরের উষ্ণতা কমে নাই; হস্ত ধারণ করিয়া দেখিলেন তখনও মৃতার সঞ্চারে নাড়ীর গতি আছে। এই দেখিয়া প্রভাতের মৃদুবায়ুর ন্যায় তাঁহার মনে একটু আশার সঞ্চার হইল। যুবক ধীরে ধীরে কন্যাটীকে পাল্‌কীর উপর হইতে নামাইয়া আপনার একখানি শুষ্ক বস্ত্র বিস্তারিত করিয়া তাহাতে

শায়িত করিলেন। তাহার পরে আমরা ঠিক বলিতে পারি না তিনি ব্যাগ হইতে কি বাহির করিয়া সেই মুমূর্ষু কামিনীর জিহ্বাগ্রে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া রহিলেন; আন্দাজ চারি পাঁচ মিনিট পরে কন্যাটী বমন করিতে লাগিল; বমনের কিছু পরে পূর্ব্বাপেক্ষা নিস্তেজ হইল দেখিয়া যুবকের আশাদণ্ড ভগ্ন হইল। ক্ষণেক পরে তাহার চৈতন্য হইল; "সুধাংশু! সুধাংশু" বলিয়া ডাকিয়া উঠিল। যুবক উত্তর করিলেন, "সুধাংশু এইখানে আছে, তখন জ্যোতির্ম্ময়ী সুধাংশুকে দেখিবার জন্য চক্ষু উন্মীলিত করিল; কিন্তু চক্ষু চাহিবামাত্র অপরিচিত পুরুষকে দেখিয়া পুনর্ব্বার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল. "তুমি কেগা? আমার সুধাংশুকে কোথা রাখিলে গা?"

বাবু। সুধাংশু আছে, ভয় নাই।

জ্যোতি। কই একবার দেখাও না গা।

বাবু। দেখাচ্ছি, তুমি একটু স্থির হও।

জ্যোতি। তাকে দেখাতে পেলেই আমি স্থির হই, কৈ সে কোথা?

বাবু। তুমি কিছু খাবে?

জ্যোতি। খাব।

বাবু। একটু থাম, আন্‌চে।

যুবক তাঁহার ভৃত্যকে নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে খাদ্য আনিবার জন্য পাঠাইয়া অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন—অনেক ক্ষণ পরে তিনি দেখিলেন, জ্যোতির্ম্ময়ীর চেতনা সঞ্চার হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ—তখন তিনি ব্যাগের ভিতর হইতে একটী সিসি বাহির করিয়া অত্যল্প পরিমাণে ঔষধ সেবন করাইলেন। এখানে বলা উচিত যে বাবুটী চিকিৎসোপজীবী। ঔষধ সেবনে জ্যোতির্ম্ময়ী বেশ কথাবার্ত্তা কহিতে পারিল। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

জ্যোতি। জ্যোতির্ম্ময়ী।

বাবু। তোমাদের বাড়ী কোথায়?

জ্যোতি। শ্রীরামপুর।

বাবু। তোমার মা বাপ আছেন?

জ্যোতি। কেহ নাই।

বাবু। তোমার কয়টী ভাই?

জ্যোতি। সুধাংশু।

বাবু। আর নাই?

জ্যোতি। না।

বাবু। তোমরা কার কাছে ছিলে?

জ্যোতি। আমাদের খুড়ার কাছে; তার পর আমাদের মামার বাড়ী যাচ্ছিলাম, নদী পার হবার সময় পাল্‌কী ডুবিয়া গেলে আমিও ডুবে গিয়েছিলাম। সুধাংশুকে তারা কোলে করেছিল।

বাবু। তারা কারা?

জ্যোতি। বেহারারা।

বাবু। নদীতে অধিক জল নাই, কেমন করে তুমি ডুবিয়া গেলে?

জ্যোতি। বেহারাদিগের কাঁধ হইতে পাল্‌কী পিছলাইয়া নদীতে পড়িয়া গেল।

বাবু। তোমাদের বিষয় আছে?

জ্যোতি। হাঁ আমার পিতা অনেক টাকার বিষয়, তালুক মুলুক করিয়া গিয়াছেন।

বাবু। হাঁ বুঝিয়াছি। দেখ, এখান হইতে গ্রাম অতি নিকট, এখানে আমার একটী পরিচিত ব্রাহ্মণের কন্যা আছে, তাহার নিকট তোমাকে রাখিয়া খরচপত্র দিয়া যাইব, তুমি এক মাস তাঁহার নিকট থাকিবে, এক মাস পরে, আমি আসিয়া তোমাকে তোমাদের বাটীতে রাখিয়া আসিব; আর তোমাকে আমি এই আংটীটী দিতেছি, যদি খরচের অনাটন হয় তবে কাহারও নিকট রাখিয়া বা বিক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণ কন্যাটীকে খরচ দিবে।

জ্যোতি। আপনি কত দিনে আমাকে লইয়া যাইবেন?

বাবু। এক মাস মধ্যে।

জ্যোতি। তবে কেন আংটীটি আপনার কাছেই থাকুক না।

বাবু। দৈবের কথা বলা যায় না, যদি আসিতে বিলম্ব হয়, সে দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যা কেমন করিয়া তোমাকে খাওয়াইবে।

জ্যোতি। তবে কেন সেই ব্রাহ্মণ কন্যাকেই আপনি আংটীটী দিয়া যাইবেন, সেত ভাল।

বাবু। তাহার সঙ্গে পথের আলাপ, তাহার চরিত্র ভাল জানি না, তাহাকে কেমন করিয়া এত মূল্যের আংটীটী দিয়া যাইব?

জ্যোতি। আমার সঙ্গেওত আপনার আলাপ নাই! কেমন করিয়া আমাকে দিয়া যাইবেন?

বাবু। আমার বিশ্বাস।

জ্যোতি। তবে দিন।

যুবক জ্যোতির্ম্ময়ীকে অঙ্গুরীয়ক প্রদানান্তে বলিলেন, দেখ ব্রাহ্মণ কন্যা যেন কোনমতে জানিতে না পারে যে তোমার সঙ্গে এই আংটীটী আছে।

জ্যোতি। আচ্ছা।

বাবু। দেখ, তোমার কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে দেখিতেছি, অধিক ক্ষণ এরূপে থাকিলে অসুখ করিবে, আমার কাছে একখানি কাপড় আছে, তাই পর।

যুবক ব্যাগের চাবি খুলিয়া একখানি লাল গুল বসান ঢাকাই কাপড় বাহির করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর হস্তে দিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী কাপড়খানি পাইয়া বলিল, "এত বড় কাপড় আমি পরিতে পারিব না।" যুবক বলিলেন, "আচ্ছা দেখি এস দেখি, হয় কিনা?' বলিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীকে বস্ত্র পরাইতে গিয়া দেখিলেন, বেশ উপযুক্ত হইল। জ্যোতির্ম্ময়ী তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম কি?" উত্তর "গিরিজাকান্ত।" তাহার পর ও জ্যোতির্ম্ময়ীর যেন আরও কিছু জানিবার ছিল, কিন্তু চাকরটী খাবার লইয়া উপস্থিত হইল। আর কোন কথা হইল না। গিরিজাকান্ত খাবার লইয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর হস্তে দিলেন, জ্যোতির্ম্ময়ী আহারে অসম্মতি করিল। গিরিজাকান্ত বারম্বার অনুরোধ করিলেন—জ্যোতির্ম্ময়ী বিনত বদনে কহিল, "গ্রাম নিকট ত! সেই খানে যাইয়াই খাইব।" এই বলিবার পর গিরিজাকান্ত আপন ভৃত্যকে ব্যাগ ও লণ্ঠন দিয়া তাহাকে অগ্রে, মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়ীকে লইয়া আপনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আশ্রয়।

রাত্রি এক প্রহরের আমল;—সহরে এমন সময়কে লোক সন্ধ্যা বলিয়া থাকে। কার্য্যের ব্যস্ততায় নগরের জনতায় রাত্রি বলিয়া মনেই করে না। এ পল্লীগ্রাম—নিস্তব্ধ—গ্রামের সম্ভ্রান্ত লোক যাহাদিগের মহাজনী, তেজারতী কাজ আছে, খাতকেরা দিবসের কার্য্যের অনুরোধে মহাজনের বাড়ী আসিতে পারে না, তাহারা অবকাশ পাইয়া রাত্রিতে মহাজনের বাটীতে আসিয়া থাকে, গমস্তা সরকার দিগের সঙ্গে হিসাব নিকাশ দেনা পাওনার কথা বার্ত্তা কয়, কেহ নূতন কর্জ্জ লয়, কেহ দেনা মিটাইয়া দেয়। মহাজন মহাশয়ের পুত্র যিনি কার্য্যে নূতন ব্রতী তিনি গমস্তা দিগের নিকটে বসিয়া বিষয় কার্য্য করিয়া থাকেন; কর্ত্তা একটু অন্তরে ছোট ছোট পৌত্রদিগকে লইয়া কড়ানে গণ্ডাকের পরীক্ষা লইতে বা কবিকঙ্কনের রচিত "গঙ্গার বন্দনা" আবৃত্তি কিম্বা চাণক্যের শ্লোক অভ্যাস করাইতে থাকেন। যাহাদিগের পরিবারস্থ কেহ বিদেশ হইতে বাটীতে আইসে, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব পাড়াপ্রতিবাসী সংবাদ পাইয়া সাক্ষাৎ করিতে আইসে কেবল সেই বাটীতে কথা বার্ত্তা শুনা যাইতেছিল। যে স্থানে পল্লীগ্রামের নিষ্কর্ম্মা লোক একত্র সমবেত হয়, তদ্রূপ কোন কোন স্থানে তবলা ঢোলকের সঙ্গতে গীত চলিতে ছিল, বা এদেশের রাজার মৃত্যু ও দেশের রাজার রাজ্যচ্যুতি; এ জমিদারের এত টাকার বিষয় ও জমিদারের অত টাকার বিষয়—এ অতি কৃপণ, ও অতি দাতা, অমুকের পুত্র বাবু গিরিতে সমস্ত টাকা উড়াইতে বসিয়াছে ইত্যাদি গল্প চলিতেছিল কেবল তাহারা এখনও জাগ্রত, সেই সেই স্থলে তখন ও দীপালোক অবসর পায় নাই। তদ্ভিন্ন গৃহস্থগণ আপন আপন দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। এক প্রহরের শৃগালগণ বাঁশবন হইতে চীৎকার করিয়া গ্রামবাসীদিগকে রাত্রি জানাইয়া দিল—এমন সময় জ্যোতির্ম্ময়ী গিরিজাবাবুর সহিত গ্রাম প্রবিষ্ট হইল। গ্রাম প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে অধিক দূর যাইতে হয় নাই। গ্রামের ধারেই সেই ব্রাহ্মণকন্যার বাটী। বাড়ীটী মৃত্তিকার প্রাচীরে বেষ্টিত, বাহিরে বসিবার স্থান নাই, সম্মুখে একটী কণ্টকী

ফলের বৃক্ষ—তলাটী পরিষ্কার—ঝরঝরে, তাহার নিকট দুই চারিটী কদলী তরু, সেই খানে একটী কুকুর নিদ্রিত ছিল—লোকে বলে কুকুরের ঘুম,—পদসঞ্চার শব্দে জাগিয়া উঠিয়া চীৎকার করিতে লাগিল—গৃহস্থ ব্রাহ্মণ কন্যার তখনও গাঢ় নিদ্রা হয় নাই, কুকুরের চীৎকার শব্দে কদলী ফল লোলুপ তস্করের আগমন সন্দেহে দীপ হস্তে আসিয়া হঠাৎ দরজা খুলিয়া ফেলিলেন। কপাট খুলিবার পর সে সন্দেহ দূর হইল—ব্রাহ্মণ কন্যা দেখিলেন একটী ভদ্রলোক, সঙ্গে একটী বালিকা ও একটী ভৃত্য। নাম জিজ্ঞাসায় জানিলেন গিরিজাকান্ত, নাম শুনিয়াই ব্রাহ্মণ কন্যা যত্ন করিয়া বাড়ীমধ্যে লইয়া গেলেন—আহারাদি হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। গিরিজাকান্ত দিবাভাগে যদিও উপবাসী ছিলেন না, কিন্তু ভাবে জানিয়া ছিলেন জ্যোতির্ম্ময়ীর সমস্ত দিন আহার হয় নাই। বলিবামাত্র ব্রাহ্মণকন্যা আহারাদির অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রহর দেড়েক মধ্যেই তাঁহাদিগকে আহারাদি করাইলেন। আহারাদির পর সেই রাত্রিতেই গিরিজাকান্ত জ্যোতির্ম্ময়ীকে বলিলেন, "দেখ জ্যোতির্ম্ময়ি। যাবৎ আমি এস্থানে পুনরাগমন না করি, ততদিন কোথাও যাইবে না। পরম আত্মীয়াবোধে এই ব্রাহ্মণ কন্যার বাটীতে থাকিবে, ইনি বড় সচ্চরিত্রা বিশ্বাসিনী এবং তোমার বিশেষ যত্ন লইবেন।" এত বিপদেও জ্যোতির্ম্ময়ী গিরিজাকান্তের আশ্রয় পাইয়া বড় সুখী হইয়াছিল, কিন্তু অবিলম্বেই তিনি চলিয়া যাইবেন শুনিয়া তাহার মনটা একটু খারাপ হইল, গিরিজাকান্তের কথার উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল। গিরিজা জ্যোতির্ম্ময়ীর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া পুনরায় বলিলেন, "দেখ জ্যোতির্ম্ময়ি! আমি সত্বর এখানে আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইব, মনে করিও না যে তোমাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছি, যদি তাহাই হইবে, তবে তোমাকে নদীজল হইতে তুলিয়া এতদূর করিতাম না। আমি যে কার্য্যে যাইতেছি, তোমাকে সেখানে লইয়া যাইবার কোন উপায় নাই।" জ্যোতির্ম্ময়ী ঈষৎ অবনত বদনে ধীরে ধীরে বলিল, "আজি রাত্রি এখানে থাকিবেন না?

গিরি। তাহা হইলে যে কার্য্যে যাইতেছি, তাহার অন্তরায় ঘটিবে।"

জ্যোতি। তবে আবার দেখা পাইব ত?

গিরি। এখন বলিলে তোমার তত প্রত্যয় হইবে না।

জ্যোতি। এখনই কি যাবেন ?

গিরি। রাত্রি অধিক হইয়াছে আর বিলম্ব করিব না।

জ্যোতি। তবে——আসিবেন ত ?

গিরি। ব্রাহ্মণ কন্যাকে তোমার খরচ জন্য দশ টাকা দিয়া চলিলাম। তুমি লেখা পড়া জান কি ?

জ্যোতি। ছাপার লেখা পড়িতে পারি, ভাল লিখতে জানি না।

গিরি। তোমার অঞ্চলে যা বাঁধিয়া দিতেছি, যদি আমার আসিতে বিলম্ব হয়, আর খরচের অনাটন হয়, তবে খরচ করিও।

জ্যোতি। আপনি কতকগুলা টাকাই দিতেছেন যে ? এখানি যে নোট।

গিরি। তোমার কিঞ্চিৎ খরচ বইত আর এমন অধিক কিছু দিতেছি না।

গিরিজাকান্তকে উঠিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণ কন্যা নিকটে আসিয়া সে রাত্রি থাকিবার জন্য নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিলেন, তিনি বিশেষ কার্য্যানুরোধ জানাইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ কন্যা গোপনে গিরিজাকান্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মেয়েটী কে ?" তাহাকে তিনি কহিলেন, "আমার আত্মীয়া, বিশেষ যত্ন করিয়া রাখিবেন, আহারাদির কষ্ট যেন না হয়, অর্থের জন্য কিছু সঙ্কোচ করিবেন না। যদি আমার আসিতে দিন বিলম্ব হয়, আমি যখন আসিব যাহা খরচ হইবে বরং তাহা অপেক্ষা কিছু অধিক আপনাকে দিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীকে লইয়া যাইব।" গিরিজাকান্ত বাবু চলিয়া গেলে জ্যোতির্ম্ময়ী বসিয়া ভাবিতে লাগিল; আপন অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ কন্যা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, জ্যোতির্ম্ময়ী গিরিজা বাবুর অদর্শনে দুঃখিতা,—তিনি নিকটে আসিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীকে বলিলেন, "আমার ঘরে চল, রাত্রি অধিক হইয়াছে, রাত্রি জাগিলে অসুখ করিবে, আর এখানে বসিয়া কাজ নাই।" জ্যোতির্ম্ময়ী কোন উত্তর না করিয়া তাঁহার সঙ্গে গিয়া তাঁহার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিল। কিন্তু সহজে ঘুম হইল না। অনেকক্ষণ ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রা আসিয়া তাহার সমস্ত চিন্তা দূর করিয়া দিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রণয় স্বপ্ন।

রাত্রি প্রভাত হইল—কাক কোকিল ডাকিয়া উঠিল—পূর্ব্বদিক ফর্সা হইল। প্রভাতী-বায়ু ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া জীবগণের শরীর জুড়াইতে লাগিল। জ্যোতির্ম্ময়ীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জ্যোতির্ম্ময়ী শয্যা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিল, ব্রাহ্মণকন্যা গৃহকার্য্য করিতে ছিলেন জ্যোতিকে দেখিয়া কহিলেন, "জ্যোতি! ঘোশাল'দের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে খেলা করিবে চল, তাহারা বড় ভাল, একবার দেখা হইলে ভুলিতে পারিবে না, এস আমার সঙ্গে এস!" জ্যোতির্ম্ময়ীর অপরিচিত দেশ, অপরিচিত লোক, কাহারও সহিত আলাপ নাই যে ব্রাহ্মণকন্যার বাটীতে আছে, তিনিও পরিচিত নহেন, তাঁহারও সহিত এ পর্য্যন্ত বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মে নাই; এমন কি এ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া কথা বার্ত্তাও হয় নাই। সুতরাং জ্যোতির্ম্ময়ী সর্ব্বদা বিমনা—এ সকলের উপর সুধাংশুর চিন্তাও অতিশয় প্রবল ছিল। বাহকগণ কোথায়?—তাহাদিগের সংখ্যা তত অধিক,—ময়ূরাক্ষী তাদৃশ বেগবতী নহে, একজন ভদ্র যুবক একটী মাত্র ভৃত্যের সাহায্যে যখন ভাসমান শিবিকা সহ তাহাকে তীরে আনিয়াছিল, তখন বাহকগণ সামান্য চেষ্টাতেই যে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিত, তাহার কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহারা কেন যে নদীজলে নামিয়া সুধাংশুকে আপনারা লইল—এবং পাল্‌কী জলমগ্ন হইলে তাহাকে বাঁচাইবার কোন চেষ্টা করিল না, অবশ্য ইহাতে তাহাদিগের কোন দুরভিসন্ধি ছিল। সুধাংশুর কি দশা ঘটিল, খুল্লতাত শিবনাথ বাবেরই বা কি বিবেচনা যে তিনি এরূপ অবিশ্বাসী বাহক দ্বারা তাহাদিগকে মাতুলালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, জ্যোতির্ম্ময়ী এই সকল চিন্তা করিতেছিল, তাহার বালিকা বুদ্ধিতে সে কিছুই মীমাংসা করিতে পারিল না, ফলতঃ তাহারা যে একটা অতি বিপদে পড়িয়াছে, সুধাংশু জীবিত থাকিলেও যে অতি কষ্টে আছে, তাহা সে বেশ জানিতে পারিয়াছিল। ব্রাহ্মণকন্যা আসিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর হাত ধরিলেন, এই সময় জ্যোতির্ম্ময়ীর চক্ষে জল আসিল, প্রাতঃকালে খেলাইতে যাইবার

সময় খাবার জন্য সুধাংশুর আবদার জ্যোতির্ম্ময়ীর মনে পড়িয়া গেল, বিশেষ মনের মত খাবার না পাইলে সে প্রায়ই তাহার মাতার জন্য কাঁদিত। কিন্তু সেই সুধাংশু এখন কোথায়—কাহার কাছে কেমন আছে, কি করিতেছে, মনোমত খাবার না পাইয়া হয়ত কতই কাঁদিতেছে। জ্যোতির্ম্ময়ীর মাতার মৃত্যুর পরে সুধাংশুকে যত্ন করিতে জ্যোতির্ম্ময়ী ভিন্ন আর কেহ ছিল না। সুধাংশুও এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহার কাছ ছাড়া হইয়া থাকিতে পারিত না। এক দিন বৈকালে সে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীকে দেখিতে না পাইয়া [illegible] আরম্ভ করিয়াছিল—জ্যোতির্ম্ময়ী খেলাইতে গিয়াছিল—যতক্ষণ না আসিয়া কোলে করিল ততক্ষণ কেহই তাহার কান্না থামাইতে পারে নাই। এই চিন্তায় জ্যোতির্ম্ময়ী স্থির থাকিতে পারিল না—কাঁদিয়া ফেলিল। ব্রাহ্মণকন্যা ভিতরের কথা জানিতেন না, গিরিজা বাবুর জন্য জ্যোতির্ম্ময়ী কাঁদিতেছে এই ভাবিয়া গিরিজাবাবুর আসিবার বিষয়ে নিশ্চয়তা জানাইলেন—অনেক বুঝাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জ্যোতির্ম্ময়ীর রোদন থামিল, কিন্তু মনের ভার ঘুচিল না। ব্রাহ্মণকন্যার অনুরোধে জ্যোতির্ম্ময়ী তাঁহার সহিত নিকটবর্ত্তী প্রতিবেশীদিগের বাটীতে গেল; সেখানে কিছুই তাহার মনের মত লাগিল না; কিয়ৎক্ষণ পরে তাহাদিগের কাহাকেও না বলিয়া ব্রাহ্মণকন্যার বাটীতে ফিরিয়া আসিল।

বনের পাখী বনে থাকিতেই বড় ভাল বাসে,—কিছু দিনের জন্য কেহ পুষিলে তাহাকে একটু পোষ মানে, সেই পোষা পাখী অন্য কোন স্থানে অবরুদ্ধ হইলে ব্যাকুলিত হয়, পিঞ্জর ভাঙ্গিবার জন্য অপারগ হইলেও সূক্ষ্ম চঞ্চুতে অনেক চেষ্টা করে। জ্যোতির্ম্ময়ী আজি সেইরূপ অবস্থায় অবস্থিত। সে বালিকা, যুবতী নহে, তাহার মন নির্ম্মল সলিলা স্রোতঃস্বতীর ন্যায় স্বচ্ছ—অথচ চঞ্চল। এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য জ্যোতির্ম্ময়ী তাহা জানিত না। চিন্তার সময় যেমন জন্মভূমি, পিতামাতা, পিতৃব্য, পিতৃব্যপত্নী ও তাহাদিগের পুত্র কন্যাদিগকে মনে পড়িলে কষ্ট হইত, সেই সঙ্গে গিরিজাবাবুর সদাশয়তা এবং পরোপকারিতা আসিয়া উপস্থিত হইত। তাহাতে তাহার দুঃখ বোধও হইত। কষ্টে স্বষ্টে কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল, গিরিজা বাবু আসিবার দিন উপস্থিত হইল; কয়েক দিন মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়ী আজি কেবল

ব্রাহ্মণকন্যার সহিত ভাল করিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়াছিল, তাহার বিশেষ পরিচয় লইয়াছিল; সময়ে খাবার চাহিয়া খাইল; ব্রাহ্মণকন্যা এক মাসের অধিক সময়ের খরচ পাইয়াছিলেন, সুতরাং গিরিজা বাবুর আসিবার চিন্তা এত শীঘ্র তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। তিনি ভাবিলেন তাঁহার স্নেহ ও যত্নে জ্যোতির্ম্ময়ীর মন ভুলিয়া গিয়াছে, তাহার মনে আর ভাবনা চিন্তা নাই। জ্যোতির্ম্ময়ী মনে জানে, আজ সপ্তাহ অতীত গিরিজা বাবু আসিবেন। কিন্তু গিরিজাবাবু ব্রাহ্মণকন্যার গৃহে জ্যোতির্ম্ময়ীকে রাখিয়া কোথায় গিয়াছেন—যে স্থানে গিয়াছেন সে স্থান সেথান হইতে কত দূর সে সকল কথা জ্যোতির্ম্ময়ীকে বলিয়া যান নাই; সুতরাং সে এ সকল বিষয়ের কিছুই জানিত না। বেলা দুই প্রহর অতীত হইল, বৈকাল হইল—ক্রমে সন্ধ্যা আসিল,—গিরিজা বাবু আসিলেন না—তথাপি জ্যোতির্ম্ময়ীর মনে আশার ইন্দ্রধনুটী মিলায় না। দুচারি দণ্ড রাত্রি হইল; ব্রাহ্মণকন্যা একাকিনী—বিধবা, এক সন্ধ্যা আহার করেন; সকাল সকাল জ্যোতির্ম্ময়ীকে আহার করাইতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হয়েন, বিলম্ব না করিয়া তিনি জ্যোতির্ম্ময়ীকে খাওয়াইলেন—জ্যোতির্ম্ময়ী আহার করিবামাত্র নিদ্রা গেল—এক ঘুমে রাত্রি কাটিয়া গেল—ভোর হইল। নিদ্রার পূর্ব্বে গিরিজা বাবু "এই আসেন" একটা চিন্তা ছিল, ঘুম ভাঙ্গিবামাত্র বোধ হইল জ্যোতির্ম্ময়ী যেন নিদ্রিতাবস্থায় কাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, নিদ্রা ভঙ্গ হওয়ায় তাহাকে দেখিতে না পাইয়া এদিক ওদিক চাহিয়া যেন তাহাকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া হতবুদ্ধি ও ঈষৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ক্ষণেক একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়াও যেন বিশ্বাস হইল না; তাহার চক্ষু দুইটী যেন কোন লুক্কাইত ব্যক্তির অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার মনে হইল যেন সে স্বপ্ন দেখিয়াছে, তখনও ভাল ঘুম ছাড়ে নাই, সুতরাং মনের কথায় প্রত্যয় জন্মিল না, আস্তে আস্তে বিছানা ছাড়িয়া গৃহের এদিক ওদিক দেখিয়া বাহিরে আসিল, বাহিরে আসিয়াও দেখিতে পাইল না, তথাপি বিশ্বাস হয় না। একে সরলা, তাহাতে বালিকা জ্যোতির্ম্ময়ী চাতুরী জানিত না; ব্রাহ্মণ কন্যা গৃহ কার্য্য করিতেছিলেন, নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল কে তাহার বিছানার নিকটে গিয়া

তাহাকে জাগাইতেছেন। ব্রাহ্মণকন্যা প্রত্যুত্তরে বলিলেন “সকাল অবধি কেহত তাহার বাটিতে আসে নাই।” জ্যোতির্ম্ময়ী তখন একটু লজ্জিত হইল, স্বপ্ন দেখিতেছিল বলিয়া নিশ্চয় হইল। কিন্তু গত রাত্রিতে গিরিজা বাবু আসিয়াছিলেন কি না তখন ও তাহার সে সন্দেহ মিটিলনা। কথার ছলে ব্রাহ্মণকন্যার নিকট মনের কথা জানিয়া লইবে এজন্য জ্যোতির্ম্ময়ী নানা কথা কহিতে লাগিল। কিন্তু অনুকুল উত্তর না পাইয়া পরিশেষে জিজ্ঞাসা করিল “হাঁগা রাত্রিতে কে তোমায় তত ডাকিতেছিল?” ব্রাহ্মণকন্যা কহিলেন “কই রাত্রিতে ত আমারঘুম ভাঙ্গে নাই।” একথায় জ্যোতির্ম্ময়ীর মনে একটু আশা হইল, মনে করিল রাত্রিকালে তাহাদিগকে জাগ্রত করিতে না পারিয়া গিরিজাবাবু বুঝি অন্য কোথাও গিয়াছেন প্রাতে আসিবেন। আশায় যাহা বলে, যাহা দেখায় তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে মনুষ্যের অভাব কি? জ্বলন্ত নিদাঘ মধ্যাহ্নে মরুভূমিতে মরীচিমালীর কিরণজালে পথিকগণ কলম্বনা অপূর্ব্ব তটিনী প্রবাহ দেখিতে পায়, কূলভূমিতে সুন্দর শ্রেণীবদ্ধ নব পল্লবিত বৃক্ষরাজী—অপূর্ব্ব পুষ্পবিথিকা দেখিয়া লুব্ধমনে অগ্রসর হয়; যত অগ্রসর হয় সেই সুখদ দৃশ্য ও পশ্চাৎ হটিয়া যায়, মরুভূমিতে পড়িয়া এইরূপে অনেকে জীবন হারায়, কেহ কেহ বা সে সময় কষ্টে অতিবাহিত করিতে পারিলে মরুভূমি অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়। আমাদিগের এই সংসার মরুভূমিতে আশার রচনা তাহা অপেক্ষা, মনোহারিণী অধিকতর সন্তোষ দায়িনী, দূর হইতে সকলই প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয় কিন্তু নিকটে যাইলে হয় অপসারিত না হয় অন্তর্হিত হয়। আশার ইন্দ্রজালে মুগ্ধ না হইয়াছে এমন লোক জগতে নাই আমাদিগের জ্যোতির্ম্ময়ীত বালিকা!

—oo—

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আশা।

আসার আশায় দুই সপ্তাহ অতীত হইল—গিরিজাকান্ত বাবু ফিরিলেন না। এক মাস কাটিয়া গেল তথাপি তাঁহার দর্শনলাভ হইল না। জ্যোতির্ম্ময়ী পূর্ব্বাপেক্ষা বিষণ্ণ; অন্যমনা, চিত্রার্পিতের ন্যায়; টাকা ফুরাইয়াছে ব্রাহ্মণকন্যা আর পূর্ব্বের মত যত্ন লয়েন না; টাকা থাকিতে যেমন জ্যোতির্ম্ময়ীকে সময়ে ডাকিয়া স্নানাহার করাইত এখন আর সেরূপ করিতেন না; এই সকল দেখিয়া শুনিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর আরও ভাবনা জুটিল।

জ্যোতির্ম্ময়ী যে ব্রাহ্মণকন্যার বাটীতে এত দিন রহিলেন, তাঁহার চরিত্রাদি সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। ব্রাহ্মণকন্যার নাম রেবতী—রেবতী অল্প বয়সেই বৈধব্যযাতনার প্রণয়পাত্রী হইয়াছিল। চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণের কন্যা—অর্থলোভে তাহার পিতা, একজন নিরক্ষর যজমানজীবী ব্রাহ্মণের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া যান। সে ব্যক্তি স্থাবরাস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া তদ্বিক্রয়োৎপন্ন অর্থে রেবতীর মূল্য দিয়া তাহাকে পরিণয় করেন। সুতরাং পতিবিয়োগের পর শ্বশুর বাটীতে থাকিয়া রেবতীর ভরণপোষণের কোন উপায় ছিল না দেখিয়া তাহার পিতা আপন বাটীতে রাখিয়া কন্যাকে প্রতিপালন করিতেন। রেবতীর পিতার কয়েক ঘর যজমান ছিল, ঘর ভিটা ব্যতীত নিষ্কর ভূমি ছিল না, সামান্য রাজকর দিয়া কয়েক বিঘা ভূমির চাষ করিতেন তাহাতেই তাঁহার ক্ষুদ্র পরিবারটীর ভরণ পোষণ কষ্টে সৃষ্টে একরূপ নির্ব্বাহ হইত। রেবতীর কনিষ্ঠ একটী ভ্রাতা ছিল। ষোল সতের বৎসরের হইয়া সে ভ্রাতাটী মারা পড়ে। সেই শোকে অল্প দিন মধ্যে তাহার মাতা পিতাও ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন। এই সময়ে রেবতীর বয়স কুড়ি একুশের অধিক নহে। একরূপ অবস্থায় কুলকামিনীগণ প্রায়ই সচ্চরিত্রা থাকিবে এমন আশা করা যায় না। রেবতীর স্বভাবের কথা ধর্ম্ম জানেন—আমরা বলিতে পারি না। রেবতীর রংটী ফরসা, হাত পা খাট খাট, মুখখানি পান পত্রের মত, চক্ষু দুটী ভাসা

ভাসা, দক্ষিণ গণ্ডে একটী আঁচিল, গলায় মালা তার মাঝে এক একটী সোণার দানা, বয়স আন্দাজ আটত্রিশ উনচল্লিশ; বয়সকালে রেবতীর বেশ খ্যাতি ছিল। রেবতী পিতার ভিটায় বাস করিয়া পিতৃদত্ত যজমান দিগের সাহায্যে নিজ জোতে পিতার খাজনা করা মালের জমিগুলির চাস করাইয়া আপন খাওয়া পরা খরচ বাদে দশ টাকা হাতে করিয়াছিল। রেবতীর দৈনিক কার্য্যের মধ্যে প্রাতঃকালে উঠিয়া গৃহকর্ম্ম সারিয়া একটু বেলা হইলে পাড়া প্রতিবাসীদিগের বয়স্থা গৃহিণীগণের সঙ্গে স্নান করিতে যাওয়া, স্নানান্তে আসিয়া রন্ধন করা; আহারাদির পর বিক্রয় জন্য ব্রাহ্মণদিগের ব্যবহার্য্য উপবীত প্রস্তুত করা;—এ সকল কাজ সমাধা করিয়া অন্য কাজ না থাকিলে প্রতিবেশী গৃহস্থদিগের বাটীতে গিয়া গল্প করিয়া সময় কাটান। মধ্যে মধ্যে কাহার বাটীতে লোক জন খাওয়ান হইলে রেবতী গিয়া পাকাদি কার্য্যও করিত, তাহাতেও টাকাটা সিকাটা লাভ হইত। ইহারই মধ্যে রেবতী একটু রসিকা ছিলেন, পিত্রালয়ে বাস—এজন্য প্রতিবাসীদিগের অধিকাংশ বধূরই সম্বন্ধে ননন্দা হইতেন। তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই নবীনা—স্বামী আলাপন, স্বামী সম্ভাষণ ভাল জানিত না, রেবতী তামাসাচ্ছলে অনেককেই সে বিষয়ে উপদেশ দিতেন, উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিল কি না দেখিবার জন্য তাহাদিগের শয়নকালে বাহিরে থাকিয়া প্রচ্ছন্নভাবে তাহাদিগের কথা বার্ত্তা শুনিতেন। নবীনাদিগের মধ্যে যাহারা রেবতীর উপদেশে স্বামীর ভালবাসা লাভে কৃতকার্য্য হইত তাহারা রেবতীর বেশ খাতির যত্ন করিত, তাহাদিগের কাছে রেবতীরও বেশ প্রতিপত্তি ছিল। গ্রামে কাহার বাটীতে অভিনব জামতা আসিলে অগ্রে রেবতীর নিমন্ত্রণ হইত, জামাতা যত দিন শ্বশুর গৃহে অবস্থিতি করিবে—তাহার সহিত কথাবার্ত্তা আমোদ প্রমোদ করিবার জন্য একা রেবতীকে লইয়া যাইলেই হইত। রেবতীর ইহাতেও কিছু কিছু আয় ছিল। লাভ না থাকিলে রেবতী কোন কার্য্যে হাত দিতেন না। এই সকল কার্য্যের জন্য রেবতীর অতি অল্প অবকাশ ছিল; গিরিজা বাবুর সহিত পূর্ব্বের আলাপ—তিনি রেবতীর পিত্রালয়ের নিকট দিয়া প্রায়ই যাতায়াত করিতেন; স্নানাহারের সময় হইলে কিছু কিছু দিয়া তাঁহার

বাটীতে আহারাদি করিয়া যাইতেন। সেই অনুরোধে এবং টাকার লোভে এত দিন জ্যোতির্ম্ময়ীকে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু দুই তিন মাস যাবৎ গিরিজা বাবু প্রত্যাগমন না করিলেন, তখন গিরিজা বাবুর সহিত জ্যোতির্ম্ময়ীর কুটুম্বত্বে সন্দেহ জন্মিল।—জ্যোতির্ম্ময়ীর আকার প্রকার ভাবভঙ্গী দেখিলে ও কথাবার্ত্তা শুনিলে নৃশংসেরও দয়ার উদ্রেক হয়, এখন টাকার বা গিরিজা বাবুর অনুরোধে নয়, জ্যোতির্ম্ময়ীর নিজের গুণে বশীভূত হইয়া রেবতী দয়া করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীকে দুবেলা দুটী অন্ন দিতেন। জ্যোতির্ম্ময়ীও বিপাকে গিরিজাকান্ত বাবুর আগমন প্রত্যাশায় দুঃখের অন্ন সুখে গ্রহণ করিয়া রেবতীর গৃহে রহিল। কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ীর মনের যে অসুখ তাহা কোথাও যাইবার নহে। রেবতীর সহিত কথা বার্ত্তায় যতক্ষণ ভুলিয়া থাকিত ততক্ষণই অনামনা থাকিত—তাহার পর অপর সময় কি বিশ্রামকালে শয্যায় গিয়াও চক্ষে নিদ্রা আসিত না। একে বালিকাবস্থা তায় নানা চিন্তা জ্যোতির্ম্ময়ী দিনে দিনে কালিমাবর্ণ হইয়া আপন রূপলাবণ্য সকলই হারাইল। গিরিজাবাবু এক দিন না এক দিন আসিবেন; ক্রমে সে আশালতাও বিশুষ্ক হইতে লাগিল।

—oo—

আমি ও সংসার।

পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিবেন, পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার হইবেন, গৃহ নিরবচ্ছিন্ন সুখ সচ্ছন্দের উৎস হইবে, এই ভাবিয়া জননী একদিনের জন্য সেই অসহ্য গর্ভ যন্ত্রণাকে যন্ত্রণার মধ্যে গণ্য করেন নাই। গর্ভে থাকিয়া যখন এক একবার নড়িয়া উঠিতাম, জননী যন্ত্রনায় অস্থির হইয়াও পাছে তাঁহার অঙ্গ সংকোচন ও যন্ত্রণানুভব দ্বারা আমার কোন কষ্ট ও অমঙ্গল হয়, এই আশঙ্কায় শরীর ও মন হইতে সমুদয় কষ্টকে এককালে অপসারিত করিয়া স্বপ্নে ও জাগরণে মঙ্গলময়ের নিকট কেবল আমার মঙ্গল প্রার্থনা করিতেন।

তাহাকে জাগাইতেছিল। ব্রাহ্মণকন্যা প্রত্যুত্তরে বলিলেন "সকাল অবধি কেহত তাহার বাটিতে আসে নাই।" জ্যোতির্ম্ময়ী তখন একটু লজ্জিত হইল, স্বপ্ন দেখিতেছিল বলিয়া নিশ্চয় হইল। কিন্তু গত রাত্রিতে গিরিজা বাবু আসিয়াছিলেন কি না তখন ও তাহার সে সন্দেহ মিটিলনা। কথার ছলে ব্রাহ্মণকন্যার নিকট মনের কথা জানিয়া লইবে এজন্য জ্যোতির্ম্ময়ী নানা কথা কহিতে লাগিল। কিন্তু অনুকূল উত্তর না পাইয়া পরিশেষে জিজ্ঞাসা করিল "হাঁগা রাত্রিতে কে তোমায় ডত ডাকিতেছিল ?" ব্রাহ্মণকন্যা কহিলেন "কই রাত্রিতে ত আমারঘুম ভাঙ্গে নাই।" একথায় জ্যোতির্ম্ময়ীর মনে একটু আশা হইল, মনে করিল রাত্রিকালে তাহাদিগকে জাগ্রত করিতে না পারিয়া গিরিজাবাবু বুঝি অন্য কোথাও গিয়াছেন প্রাতে আসিবেন। আশায় যাহা বলে, যাহা দেখায় তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে মনুষ্যের অভাব কি? দুরন্ত নিদাঘ মধ্যাহ্নে মরুভূমিতে মরীচিমালীর কিরণজালে পথিকগণ কলম্বনা অপূর্ব্ব তটিনী প্রবাহ দেখিতে পায়, কূলভূমিতে সুন্দর শ্রেণীবদ্ধ নব পল্লবিত বৃক্ষরাজী—অপূর্ব্ব পুষ্পবীথিকা দেখিয়া লুব্ধমনে অগ্রসর হয়; যত অগ্রসর হয় সেই সুখদ দৃশ্য ও পশ্চাৎ হঠিয়া যায়; মরুভূমিতে পড়িয়া এইরূপে অনেকে জীবন হারায়, কেহ কেহ বা সে সময় কষ্টে অতিবাহিত করিতে পারিলে মরুভূমি অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়। আমাদিগের এই সংসার মরুভূমিতে আশার রচনা তাহা অপেক্ষা, মনোহারিণী অধিকতর সন্তোষ দায়িনী, দূর হইতে সকলই প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয় কিন্তু নিকটে যাইলে হয় অপসারিত না হয় অন্তর্হিত হয়। আশার ইন্দ্রজালে মুগ্ধ না হইয়াছে এমন লোক জগতে নাই আমাদিগের জ্যোতির্ম্ময়ীত বালিকা!

—— oo ——

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আশা।

আসার আশায় দুই সপ্তাহ অতীত হইল—গিরিজাকান্ত বাবু ফিরিলেন না। এক মাস কাটিয়া গেল তথাপি তাঁহার দর্শনলাভ হইল না। জ্যোতির্ম্ময়ী পূর্ব্বাপেক্ষা বিষণ্ণ; অন্যমনা, চিত্রার্পিতের ন্যায়, টাকা ফুরাইয়াছে ব্রাহ্মণকন্যা আর পূর্ব্বের মত যত্ন লয়েন না; টাকা থাকিতে যেমন জ্যোতির্ম্ময়ীকে সময়ে ডাকিয়া স্নানাহার করাইত এখন আর সেরূপ করিতেন না; এই সকল দেখিয়া শুনিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর আরও ভাবনা জুটিল।

জ্যোতির্ম্ময়ী যে ব্রাহ্মণকন্যার বাটীতে এত দিন রহিলেন, তাঁহার চরিত্রাদি সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। ব্রাহ্মণকন্যার নাম রেবতী—রেবতী অল্প বয়সেই বৈধব্যযাতনার প্রণয়পাত্রী হইয়াছিল। চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণের কন্যা—অর্থলোভে তাহার পিতা, একজন নিরক্ষর যজমানজীবী ব্রাহ্মণের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া যান। সে ব্যক্তি স্থাবরাস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া তদ্বিক্রয়োৎপন্ন অর্থে রেবতীর মূল্য দিয়া তাহাকে পরিণয় করেন। সুতরাং পতিবিয়োগের পর শ্বশুর বাটীতে থাকিয়া রেবতীর ভরণপোষণের কোন উপায় ছিল না দেখিয়া তাহার পিতা আপন বাটীতে রাখিয়া কন্যাকে প্রতিপালন করিতেন। রেবতীর পিতার কয়েক ঘর যজমান ছিল, ঘর ভিটা ব্যতীত নিষ্কর ভূমি ছিল না, সামান্য রাজকর দিয়া কয়েক বিঘা ভূমির চাষ করিতেন তাহাতেই তাঁহার ক্ষুদ্র পরিবারটীর ভরণ পোষণ কষ্টে সৃষ্টে একরূপ নির্ব্বাহ হইত। রেবতীর কনিষ্ঠ একটী ভ্রাতা ছিল। ষোল সতের বৎসরের হইয়া সে ভ্রাতাটী মারা পড়ে। সেই শোকে অল্প দিন মধ্যে তাহার মাতা পিতাও ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন। এই সময়ে রেবতীর বয়স কুড়ি একুশের অধিক নহে। এরূপ অবস্থায় কুলকামিনীগণ প্রায়ই সচ্চরিত্রা থাকিবে এমন আশা করা যায় না। রেবতীর স্বভাবের কথা ধর্ম্ম জানেন—আমরা বলিতে পারি না। রেবতীর রংটী ফরসা, হাত পা খাট খাট, মুখখানি পান পত্রের মত, চক্ষু দুটী ভাসা

ভাসা, দক্ষিণ গণ্ডে একটী আঁচিল, গলায় মালা তার মাঝে এক একটী সোণার দানা, বয়স আন্দাজ আটত্রিশ উনচল্লিশ; বয়সকালে রেবতীর বেশ খ্যাতি ছিল। রেবতী পিতার ভিটায় বাস করিয়া পিতৃদত্ত যজমান দিগের সাহায্যে নিজ জোতে পিতার খাজনা করা মালের জমিগুলির চাস করাইয়া আপন খাওয়া পরা খরচ বাদে দশ টাকা হাতে করিয়াছিল। রেবতীর দৈনিক কার্য্যের মধ্যে প্রাতঃকালে উঠিয়া গৃহকর্ম্ম সারিয়া একটু বেলা হইলে পাড়া প্রতিবাসীদিগের বয়স্থা গৃহিণীগণের সঙ্গে স্নান করিতে যাওয়া, স্নানান্তে আসিয়া রন্ধন করা; আহারাদির পর বিক্রয় জন্য ব্রাহ্মণদিগের ব্যবহার্য্য উপবীত প্রস্তুত করা;—এ সকল কাজ সমাধা করিয়া অন্য কাজ না থাকিলে প্রতিবেশী গৃহস্থদিগের বাটীতে গিয়া গল্প করিয়া সময় কাটান। মধ্যে মধ্যে কাহার বাটীতে লোক জন খাওয়ান হইলে রেবতী গিয়া পাকাদি কার্য্যও করিত, তাহাতেও টাকাটা সিকাটা লাভ হইত। ইহারই মধ্যে রেবতী একটু রসিকা ছিলেন, পিত্রালয়ে বাস— এজন্য প্রতিবাসীদিগের অধিকাংশ বধূরই সম্বন্ধে ননন্দা হইতেন। তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই নবীনা—স্বামী আলাপন, স্বামী সম্ভাষণ ভাল জানিত না, রেবতী তামাসাছলে অনেককেই সে বিষয়ে উপদেশ দিতেন, উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিল কি না দেখিবার জন্য তাহাদিগের শয়নকালে বাহিরে থাকিয়া প্রচ্ছন্নভাবে তাহাদিগের কথা বার্ত্তা শুনিতেন। নবীনাদিগের মধ্যে যাহারা রেবতীর উপদেশে স্বামীর ভালবাসা লাভে কৃতকার্য্য হইত তাহারা রেবতীর বেশ খাতির যত্ন করিত, তাহাদিগের কাছে রেবতীরও বেশ প্রতিপত্তি ছিল। গ্রামে কাহার বাটীতে অভিনব জামাতা আসিলে অগ্রে রেবতীর নিমন্ত্রণ হইত, জামাতা যত দিন শ্বশুর গৃহে অবস্থিতি করিবে—তাহার সহিত কথাবার্ত্তা আমোদ প্রমোদ করিবার জন্য একা রেবতীকে লইয়া যাইলেই হইত। রেবতীর ইহাতেও কিছু কিছু আয় ছিল। লাভ না থাকিলে রেবতী কোন কার্য্যে হাত দিতেন না। এই সকল কার্য্যের জন্য রেবতীর অতি অল্প অবকাশ ছিল; গিরিজা বাবুর সহিত পূর্ব্বের আলাপ—তিনি রেবতীর পিত্রালয়ের নিকট দিয়া প্রায়ই যাতায়াত করিতেন; স্নানাহারের সময় হইলে কিছু কিছু দিয়া তাঁহার

বাটীতে আহারাদি করিয়া যাইতেন। সেই অনুরোধে এবং টাকার লোভে এত দিন জ্যোতির্ম্ময়ীকে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু দুই তিন মাস যাবৎ গিরিজা বাবু প্রত্যাগমন না করিলেন, তখন গিরিজা বাবুর সহিত জ্যোতির্ম্ময়ীর কুটুম্বত্বে সন্দেহ জন্মিল।—জ্যোতির্ম্ময়ীর আকার প্রকার ভাবভঙ্গী দেখিলে ও কথাবার্ত্তা শুনিলে নৃশংসেরও দয়ার উদ্রেক হয়, এখন টাকার বা গিরিজা বাবুর অনুরোধে নয়, জ্যোতির্ম্ময়ীর নিজের গুণে বশীভূত হইয়া রেবতী দয়া করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীকে দুবেলা দুটী অন্ন দিতেন। জ্যোতির্ম্ময়ীও বিপাকে গিরিজাকান্ত বাবুর আগমন প্রত্যাশায় দুঃখের অন্ন সুখে গ্রহণ করিয়া রেবতীর গৃহে রহিল। কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ীর মনের যে অসুখ তাহা কোথাও যাইবার নহে। রেবতীর সহিত কথা বার্ত্তায় যতক্ষণ ভুলিয়া থাকিত ততক্ষণই অন্যমনা থাকিত—তাহার পর অপর সময় কি বিশ্রামকালে শয্যায় গিয়াও চক্ষে নিদ্রা আসিত না। একে বালিকাবস্থা তায় নানা চিন্তা জ্যোতির্ম্ময়ী দিনে দিনে কালিমাবর্ণ হইয়া আপন রূপলাবণ্য সকলই হারাইল। গিরিজাবাবু এক দিন না এক দিন আসিবেন; ক্রমে সে আশালতাও বিশুষ্ক হইতে লাগিল।

—oo—

আমি ও সংসার।

পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিবেন, পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার হইবেন, গৃহ নিরবচ্ছিন্ন সুখ সচ্ছন্দের উৎস হইবে, এই ভাবিয়া জননী একদিনের জন্য সেই অসহ্য গর্ভ যন্ত্রণাকে যন্ত্রণার মধ্যে গণ্য করেন নাই। গর্ভে থাকিয়া যখন এক একবার নড়িয়া উঠিতাম, জননী যন্ত্রনায় অস্থির হইয়াও পাছে তাঁহার অঙ্গ সংকোচন ও যন্ত্রণানুভব দ্বারা আমার কোন কষ্ট ও অমঙ্গল হয়, এই আশঙ্কায় শরীর ও মন হইতে সমুদয় কষ্টকে এককালে অপসারিত করিয়া স্বপ্নে ও জাগরণে মঙ্গলময়ের নিকট কেবল আমার মঙ্গল প্রার্থনা করিতেন।

এইরূপে দশমাস দশদিন সেই গর্ভধারিণীকে অশেষ প্রকার যন্ত্রণা দিয়া ভূমিষ্ঠ হইলাম। পিতা আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন, আমার মঙ্গলের জন্য সাধ্যানুসারে শুভ কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে ত্রুটি করিলেন না। ভাবিলেন এতদিনে বিধাতা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন, জগতে যে জন্য আসা তাহা এতদিনে তাঁহার সফল হইল। নিয়ত আমার শুভানুধ্যান করত মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে এত দিনে তিনি স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইলেন, এতদিনে তাঁহার নয়নের তারা, জীবনের সহায়, বার্দ্ধক্যের যষ্টি ও পরকাল মুক্তির হেতু মিলিল। আত্মীয় পরিজনবর্গ সকলেই সুখিত হইলেন।

সময়ের গতি কে অবরোধ করে? অনন্তকাল-স্রোত অপ্রতিহত ভাবে অবিরাম অনন্তাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। বিশ্রাম নাই, অপেক্ষা নাই, অনুরোধ নাই, পাত্রাপাত্র বোধ নাই, জাগতিক যাবতীয় পদার্থ কাল স্রোতে পড়িয়া অনন্তে মিলাইবে। ঐ যে স্বদেহভার বহনাক্ষম ধনী ধন মদে মত্ত হইয়া বিলাস সলিলে সন্তরণ দিতেছেন, এবং কুপ্রবৃত্তির কুহকপাশে আবদ্ধ হইয়া আপনাকে সৃষ্টির একটী স্বতন্ত্র জীব ধারণা করত স্বকীয় বর্ত্তমান অবস্থার স্থায়ীত্ব যোজনা করিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন না, এক দিন না এক দিন কালস্রোতের অপরিহার্য্য ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পতিত হইয়া তিনিও লয় প্রাপ্ত হইবেন। আর ঐ যে অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট জন্মান্ধ নিজ সন্তানটীকে অবলম্বন করত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া স্বীয় ও স্বীয় পরিবারবর্গের জীবীকা নির্ব্বাহ করিতেছে, কালের কুটিল গতিতে নিপতিত হইয়া হয়ত মুহূর্ত্তেকের মধ্যে উহার অস্তিত্ব এ জগৎ হইতে বিলীন হইবে। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি বিদ্বান, কি মূর্খ, কি ধার্ম্মিক, কি পাপী, কালের নিকট কাহারও নিস্তার নাই। কাল ধনীর বিলাস ভবন দেখিয়া বিমোহিত হইয়া স্বকার্য্য সাধনে ঔদাস্য প্রকাশ করে না, দরিদ্রের পর্ণকুটীর দর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত হয় না, বিদ্বানের পাণ্ডিত্যে সুখানুভব করে না, মূর্খের মূর্খতা নিবন্ধন দুঃখিত হয় না—অন্তরে আঘাত প্রাপ্ত হয় না, ধার্ম্মিকের গম্ভীর শান্তমূর্ত্তি দর্শনে নিশ্চেষ্ট থাকে না, পাপীর ভ্রূকুটি দর্শনে বিভীষিকা প্রাপ্ত হয় না। যেরূপ শিল্পনিপুণ চিত্রকরের সুচিত্রিত পুত্তলিকার চক্ষু সকল দিকেই প্রতিফলিত, একালে যত লোকই সেই চক্ষুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুক না কেন পুত্তলিকার দৃষ্টি

প্রত্যেকেরই প্রতি নিপতিত, সেইরূপ কালস্রোত নিয়ত সকলের প্রতি কটাক্ষ করিতেছে, অথচ বোধ হইবে কাহারও প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না করিয়া আপন মনে আপন কার্য্য সাধিয়া অনন্ত প্রবাহে অনন্ত সাগরে মিশিতেছে। কালের নিকট কাহারও ইতর বিশেষ নাই। কালস্রোত একইভাবে একই বস্তু উদ্দেশ্য করিয়া প্রবাহিত হইতেছে; কাহারও অপেক্ষা করে না, কাহারও অনুরোধ রক্ষা করে না।

যখন শিশু ছিলাম তখন অনুরোধ করিয়াছিলাম কি না বলিতে পারি না—কিন্তু এখন করি। করিয়া এখন যেরূপ ফল পাই, যদি করিয়া থাকি তখনও সেইরূপ ফল পাইয়াছিলাম। সুতরাং দেখিতে দেখিতে ৪।৫ বৎসর অতীত হইল। পিতা যথাসময়ে যথারীতি হাতে খড়ি দিয়া বিদ্যাভ্যাসের জন্য পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন। আমিও বালসুলভ লেখা পড়া ও ব্যবহার দ্বারা কখন কখন জনক জননীর, সহাধ্যায়ীর ও সমবয়স্ক-দিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিতাম, কখন কখন বা তাঁহাদিগের বিরক্তির পাত্র হইতাম। বাস্তবিক তখন বুঝিতাম না যে কি করিলে তাঁহারা আমার উপর সন্তুষ্ট হইবেন, আর কি করিলেই বা তাঁহারা আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন। কেবল বুঝিতাম যে যখন তাঁহারা আমাকে আদর করিতেন, ভাল বাসিতেন, মিষ্ট কথা বলিতেন, তখন তাঁহাদের মুখে হাসি থাকিত, মুখ কেমন সুন্দর ও প্রফুল্ল দেখাইত। আর যখন তাঁহারা আমার উপর বিরক্ত হইতেন, রাগ করিতেন, ভাল বাসিতেননা তখন তাঁহাদের সে মুখ আর সেরূপ দেখাইত না, কেমন ভার ভার কদাকার বলিয়া বোধ হইত, দেখিলে ভয় হইত, চক্ষু দিয়া জল পড়িত। তখন বুঝিতাম না পাঠশালা কিম্বা অন্য কোন স্থান হইতে আসিতে বিলম্ব হইলে মাতা কেন বসিয়া ভাবিতেন, কাঁদিতেন; পিতা কেন ব্যাকুল হইয়া আমার অন্বেষণের জন্য বাহির হইতেন। আবার আমাকে দেখিতে পাইলে কেনই বা তাঁহারা মৌখিক ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক আনন্দাশ্রু ত্যাগ করিতেন। তখন বুঝিতাম না আকাশের চন্দ্র সূর্য্য কি পদার্থ, কাহার জন্য, কি নিমিত্ত, কোথা হই-তেই বা আসিল। ঐ চন্দ্র সূর্য্য পাড়িয়া দিবার জন্য মাতার নিকট কত কাঁদিতাম, মাতা কত কি বলিয়া সান্ত্বনা করিতেন। বৃক্ষ হইতে ফল

পাড়িতাম, উদর পূরিয়া খাইতাম, ফেলিয়া দিতাম, কিন্তু জানিতাম না যে বৃক্ষ কেন, কোথা হইতেই বা আসিল। তখন চন্দ্র সূর্য্য ও বৃক্ষের ফল দেখিয়া আনন্দানুভব করিতাম, এখনও করি—কিন্তু সেরূপ নয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম কি তাহা জানিতাম না কোন চিন্তা ছিল না, যাহা ইচ্ছা করিতে অগ্রসর হইতাম। বস্তুতঃ তখন এই পরিদৃশ্যমান জগতের ও আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় সারতত্ত্বের কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি নাই।

বিশ্বনিয়ন্তার নিয়মই এই যে পদার্থ যে পরিমাণে তাহার সম্পূর্ণতা প্রাপ্তির অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে, ঠিক সেই পরিমাণে তাহার পূর্ব্বাবস্থার হ্রস্বতাও প্রাপ্ত হইতে থাকে। আমাদিগের বয়স যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, অর্থাৎ সম্পূর্ণতার দিকে যে পরিমাণে অগ্রসর হইতে থাকে ঠিক সেই পরিমাণে আমাদিগের জীবনের পূর্ব্বাবস্থা কমিতে থাকে। আবার জীবনের পূর্ব্বাবস্থার হ্রস্বতার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের ইহজাগতিক অস্তিত্বের কালও হ্রস্বতা প্রাপ্ত হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের জীবনের পূর্ব্বাবস্থার হ্রস্বতা লক্ষিত হয় কিন্তু উত্তরাবস্থার হ্রস্বতা অলক্ষিত ভাবে হইতে থাকে। সুতরাং তাহার উপর সকলের দৃষ্টি পতিত হয়না।

তখন আমার ও আমার জীবনের প্রতি দৃষ্টি ছিলনা। থাকিলেই বা কি করিব, বালক, কিছুই বুঝিতামনা। ক্রমে ক্রমে বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া যখন যৌবনে পদার্পণ করিলাম, তখন এই সংসার আর এক অভিনব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। যখন শিশু ছিলাম তখন এই সংসারের যে মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, এখন আর সে মূর্ত্তি নাই। তখন ইহার সঙ্গে আমোদ করিতাম, উপহাস করিতাম, একবার ও ভয় করিতামনা। কিন্তু এইক্ষন এ মূর্ত্তি দর্শনে হৃদয়ে যুগপৎ আনন্দ ও ভয়ের সঞ্চার হয়। মূর্ত্তির বাম হস্তে সুধা ভাণ্ড—প্রসুপ্ত জীবন কলুষিত করিবার মহৌষধি, জীবনান্ত করিবার অক্ষয় বীজ। দক্ষিণ হস্তে শানিতকৃপাণ ঘূর্ণায়মান—ঝলসে ঝলসে শান্তির উজ্জ্বল দীপ্তি প্রতিফলিত, জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের নির্ভীক সহায় বিভ্রান্তকারী প্রবল রিপুগণের নিবর্হণ। মুখে কখন শিব শবারূঢ় নৃমুণ্ডমালিনীর অট্টহাসির ন্যায় ভয় ব্যঞ্জক হাসি—নিষ্কাম জেতার হৃদয়ের অন্তরতম

প্রদেশের আনন্দোচ্ছাস, রিপুনিগ্রহে জয় নিশান। কখনবা মন-বিমুগ্ধ-কারিণী সাইরেনের* হাসির ন্যায় মৃদু মন্দ হাসি—কুসুমায়ুধের সাংঘাতিক অস্ত্র সংনিক্ষেপ, নরকের প্রজ্বলিত বহ্নিশিখা উদ্গীরণ, কামান্ধের বিনাশ মন্ত্র উচ্চারণে দন্ত বিন্যাস। বাম নয়ন কখন কুটিল চাতুরির তরঙ্গে তরঙ্গায়িত, কখন ঘূর্ণায়িত, কখন আরক্তিম, কখন বা বিভ্রম বিলাসভ্রূভঙ্গি যুক্ত। দক্ষিণ চক্ষু অর্দ্ধস্তিমিত অথচ দিব্য জ্ঞানের দীপ্তিমালায় ভাসমান। চক্ষুর দুই প্রান্ত দিয়া অলক্ষিত ভাবে অবিরল অশ্রুধারা প্রবাহিত, গণ্ডদেশ প্লাবিত, বক্ষস্থল অভিষিক্ত। চক্ষুর কমনীয়তা দর্শনে হৃদয় আনন্দে এককালে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, স্বার্থপরতা তিরোহিত হয়, ক্ষমাদি সৎপ্রবৃত্তিনিচয় উত্তেজনা প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ দেখিলে বোধ হয় দুটী চক্ষু যেন মোহ এবং চৈতন্যের, ক্রোধ এবং ক্ষমার ও মাৎসর্য্য এবং অন্য শুভাকাঙ্খার সাক্ষাৎ প্রতিকৃতি। এইরূপ মূর্ত্তির এক দিক মদভারাবনত, কুপ্রবৃত্তির কুহক মন্ত্রের ভাণ্ডার; অপর দিক নিষ্কামনা, ত্যাগ, শান্তি ও উদারতা প্রভৃতি সদ্গুণাবলীর আশ্রয়।

এই প্রকার অভিনব মূর্ত্তি দর্শনে যাহাদের চিত্ত যে বিচলিত হইবে তাহার আর বিচিত্র কি? কিন্তু সেই চাঞ্চল্য নিবারণের কি উপায় নাই? আছে একটী, এবং সেই একমাত্র উপায় শিক্ষা। এ শিক্ষা কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষা, কোন পণ্ডিতের মস্তিষ্ক নিষ্পীড়নের ফল নহে। এ শিক্ষা আত্মশিক্ষা এ শিক্ষা স্বভাবজ। ইহার বরং আদি নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু ইহা অনন্ত। ইহার বিরাম নাই ইহা মানবের চিরভূষণ—অনন্ত কাল ব্যাপক ভূষণ। এ শিক্ষা ইন্দ্রিয়াধীন শিক্ষা নহে, এ শিক্ষাকে অনন্তকাল পর্য্যন্ত মানবের মানসিক শক্তি নিচয়ের সম্যক্ বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারিনা। আত্মশিক্ষা আবার বিবেক দ্বারা পরিমার্জ্জিত হইয়া উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকে। আমরা যখনই যে কোন কার্য্য করি তখনই আমাদিগের মনে সেই কার্য্য প্রসূত একটী ভাবের আবির্ভাব হয়। সেই

---

* One of three damsels—or, according to some writers, of two—said to dwell near the island of Caprea, in the Mediterranean, and to sing with such sweetness that they who sailed by forgot their country and died in an ecstasy of delight,

ভাব ভাল কি মন্দ, সত্য কি অসত্য, ন্যায় কি অন্যায় বিবেক তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে তাহা জানাইয়া দেয়। সকলেরই ভ্রান্তি আছে, কিন্তু বিবেকের ভ্রান্তি নাই। বিবেক প্রসূত জ্ঞানের নাম আত্মজ্ঞান, বিবেক সম্ভূত শিক্ষার নাম আত্মশিক্ষা।

সত্যবটে শতাব্দী হইতে বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত কৃতবিদ্য পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক পুস্তকে অনেক মহামূল্য রত্ন সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সেই রত্ন সমূহ আমাদিগের আত্মশিক্ষা দ্বারা প্রকাশিত ও তত্ত্বাবধৃত না হইলে তদ্বারা বরং অনিষ্ট হইবার সমধিক সম্ভাবনা। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ ও মনোন্নতি, যে শিক্ষা দ্বারা তাহা না হয়, সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে। তবে কি বিদ্যালয়ের শিক্ষা শিক্ষা নহে? গুরূপদেশ উপদেশ নহে? এ কথা বলিবার আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে ও একথাও আমরা অস্বীকার করি। কারণ আত্মশিক্ষার সহিত যাহাই মিশ্রিত কর, আত্মশিক্ষা বিবেক সাহায্যে সকল বস্তুর সারাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক অসারাংশ পরিত্যাগ করিবে। সুতরাং সকল শিক্ষার মূল আত্মশিক্ষা ও আত্মশিক্ষার মূল বিবেক। যাহা ভাল বিবেক শিক্ষা ব্যতিরেকে তাহাকে চিরকাল ভাল বলিবে, যাহা মন্দ তাহাকে চিরকাল মন্দ বলিবে। বিবেক প্রদর্শিত পথ অতিক্রম করিয়া কোন কার্য্য করিলাম, পরক্ষণেই কি যেন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া হৃদয় শুষ্ক হইল, মুখ-ম্লান হইল, মনের সমুদয় প্রফুল্লতা মুহূর্ত্তেকের মধ্যে বিনষ্ট হইল। এইরূপ ভাবা স্তরের নাম অনুতাপ। প্রকৃত ঐকান্তিক অনুতাপ কখন আমাকে আর সে কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবেনা। সুতরাং কোন ব্যক্তি আমাকে শিক্ষা দিলনা, অথচ শিক্ষা পাইলাম, দুষ্কর্ম্মের ফল বিষময়। তবে কি এই সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া পদে পদে প্রত্যেক কার্য্যে প্রথম একবার অনুতাপ চাই? তাহা না হইলে শিক্ষা হইলনা? এ কথা আমরা স্বীকার করি না। কারণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে সদসৎ বিচার করিবার ক্ষমতা বিবেকের হস্তে। কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে স্থির মনে পরিণাম দর্শী বিবেকের সহিত পরামর্শ করিলে সে কার্য্যে বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। আবার আমরা যখন বিবেকের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া কোন কার্য্য করি ও সেই কার্য্য কুফল প্রসব করে, তখন বিবেক স্বতঃই অন্তরে আঘাত প্রাপ্ত হয়। সুতরাং

বিবেকের বশবর্ত্তী হইবা কার্য্য করিলে আর এক ফল হয় এই যে, আত্ম-সংযম ও আত্মসম্ভ্রম লাভ হয়। গাইথা গোবস্, মিল্টন প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন পণ্ডিতগণ এই আত্ম সম্ভ্রমের সাতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারা স্বীকার করেন আত্মসম্ভ্রম ব্যতিরেকে মানব মন কখন উন্নত হইতে পারেনা আত্মসংযম, আত্ম সম্ভ্রম ও বিবেক মিশ্রণে প্রকৃত আত্মশিক্ষা লাভ হয়। এই আত্মশিক্ষাই সেই যৌবন সুলভ চিত্ত চাঞ্চল্য-রূপ প্রমত্তবারণের একমাত্র তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ, এবং মানবজীবনের চিরসহচর।

সৌধরাজির মধ্যে দরিদ্রের পর্ণকুটির যেরূপ সহসা নয়নপথে পতিত হয়না, মহোৎসবের সময় অনাহারী ভিক্ষুকের করুণ ক্রন্দনে যেমন কেহ কর্ণপাত করেনা, প্রতিমা দর্শনকালে চিত্রপটাঙ্কিত ভস্মাবৃত স্তিমিত লোচন শঙ্করের প্রতি যেরূপ প্রায় দৃষ্টি নিপতিত হয়না; সেইরূপ যৌবনে পদার্পণ করিবামাত্রই সংসারের সেই অভিনব মূর্ত্তির বাম পার্শ্বের বাহ্যাড়ম্বর সহসা আমার নয়ন ও মনকে আকৃষ্ট করিল। মূর্ত্তি স্বয়ং বামহস্তে সুধাভাণ্ড লইয়া আমার অভ্যর্থনার নিমিত্ত অগ্রসর হইতে লাগিল। আমাকে আবদ্ধ করিবার জন্য তাহার প্রলোভনের ভাণ্ডার খুলিয়া ইন্দ্রজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু আমি সেই পাশে বদ্ধ হইয়াছিলাম কি না তাহা এ স্থলে সাহস করিয়া বলিতে পারিনা, সুতরাং অপ্রকাশ্য রহিল। তবে এইপর্য্যন্ত বলিতে পারি যে সেই মুহূর্ত্তে বিবেক আমার হৃদয়াভ্যন্তর হইতে সেই দক্ষিণ হস্তস্থিত ঘূর্ণায়মান শাণিত কৃপাণ ও সেই অর্দ্ধনিমীলিত দক্ষিণ নয়নের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ধীর গম্ভীরস্বরে আমাকে বলিল "সাবধান"। তখন হৃদয় চমকিয়া উঠিল, মনে, বলিতে পারিনা, কি এক প্রকার নূতন ভাবের আবির্ভাব হইল, মস্তক ঘুরিল, পদদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল, আর দাঁড়াইতে পারিলাম না, বসিয়া পড়িলাম। তদবধি সেই নিষ্কোষিত অসি, সেই স্তিমিত লোচন, ও বিবেকের সেই ধীর গম্ভীর "সাবধান" বাক্য আমার হৃদয় তন্ত্রীর ভিতর অবিরাম বাজিতেছে।

তখন হইতে সংসার চিনিলাম—চিনিলাম সংসার আমার কিন্তু আমি সংসারের নহি—চিনিলাম সংসার মঙ্গলময়ের University Hall আমাদিগের পরীক্ষার স্থল—চিনিলাম সংসার Stepping stone to Heaven

স্বর্গের সোপান। ক্ষুদ্র নর। এ সংসার তোমার প্রমোদ উদ্যান নহে, ক্রীড়া কৌতুকের স্থান নহে, বিলাস ভবন নহে, ইহা তোমার পরীক্ষার স্থান, তোমার কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। যে জনক জননী আশৈশব তোমাকে লালন পালন করিয়া আসিয়াছেন, যে সমাজের বলে আজ তুমি মনুষ্য পদ বাচ্য হইয়াছ, সেই জনক জননী ও সেই সমাজের নিকট তুমি তোমার কর্ত্তব্য কার্য্যের জন্য ঋণী। যে দিন তুমি জরায়ু হইতে শরীরধারী হইয়া ভূতল পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়াছ, সেই দিন হইতে সমগ্র সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের দায়ীত্ব তোমার উপর অর্পিত হইয়াছে। বহুরূপী সংসারের সেই তীক্ষ্ণাস্ত্র দেখিয়া ভীত হইওনা। অস্ত্রাঘাত সহ্য কর, পূর্ণকাম হইবে। পদে ২ পদস্খলিত হও আর অস্ত্রাঘাতে অচৈতন্যই হও, তথাপি সেইদিক হইতে নয়ন ফিরাইওনা মন টানিয়া লইওনা। যতই বিপন্ন হইয়া সেই দিকে একাগ্রচিত্ত হইয়া থাকিবে, ততই তোমার স্বর্গাধিরোহনের পথ সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিবে। বিপদ বরং প্রার্থনা করিবে, ভয় করিবেনা। অকুতোভয়ে বুক পাতিয়া সংসারের সমস্ত বিপদকে ধারন করিবে, কিন্তু সাবধান যেন সেই সৌম্য মূর্ত্তিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে পণ্ডিতবর অলিভার গোল্‌ডস্মিথ্‌ (Oliver Goldsmith) সাহেব বলিয়াছেন।

> As some tall cliff that lifts its awful form,
> Swells from the vale and midway leaves the storm,
> Though round its breast the rolling clouds are spread;
> Eternal sunshine settles on its head,

পুনশ্চ কবিবর তুলসিদাস বলিয়াছেন.—

> "সুখ্‌কা মুমে পড়ুক বাজ, দুখ্‌কা বলিহারি যাই।
> এসা দুখ্‌ আওয়ে, যব্‌ ঘড়ি ঘড়ি হরিনাম শুনাই॥"

অতএব ক্ষুদ্রনর! বিপদই তোমার পরীক্ষার প্রশ্ন, বিপদে কাতর হইয়া প্রলোভনে মুগ্ধ হইওনা, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে। প্রলোভন তোমার পরম শত্রু, প্রশ্নোত্তর করিবার সময়ই প্রলোভন তোমাকে বাধা দিবে, উত্তর করিতে

পারিবেনা, চিরকাল নরকে পচিবে। তাই বলি প্রলোভনে মুগ্ধ হইওনা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে। তখন স্বর্গে তোমার জন্য প্রমোদ কানন প্রস্তুত আছে, বিলাস ভবন নির্ম্মিত আছে তথায় অনন্তকাল অনন্তাশ্রয়ে অনন্ত সুখভোগ করিবে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ মণ্ডল——বাঙ্গালী।

এ ফুল কেন ফুটে ?

প্রিয়পাঠক। বল দেখি ফুল কেন ফুটে ? কেহ বলিবেন সংসারের শোভা সর্ব্বর্দ্ধিত করিতে, কেহ বা ভ্রমর কুল মনরঞ্জন করিতে, কেহ নাসিকার প্রীতি সম্পাদন করণার্থে, পুষ্প শয্যায় নবদম্পতীর মন হরণ করিতে, বিবাহের মাল্য বিনিময়ার্থে—কেহ কহিবেন আমি যারে ভাল বাসি তাহার মনোহর কবরীতে শোভা পাইয়া পুষ্প জন্ম সার্থক করিতে। কবিকে জিজ্ঞাসা কর তিনি বলিবেন আমার কল্পনাকে সাজাইতে, আর তপস্বীকে জিজ্ঞাসা কর তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কহিবেন আমার পরমারাধ্যের চরণাব বিন্দে অর্পণ করিতে। যিনি যাহাই বলুন ফুল তুমি কি বলিবেনা যে তুমি কেন ফুট ?

রজনীই তোমার বিকাশের প্রিয় সময়, সেই সময়েই তুমি প্রায়শঃ ফুটিয়া থাক সেই সময়ে তোমার রূপ ও পরিমল পুরিত অনিল মানবগণকে সমধিক পরিতৃপ্ত করে। আর রজনীই তোমার ব্যবহারের উপযুক্ত সময়। তুমিও যেমন রজনীর সম্মাননা সম্বর্দ্ধনা কর, রজনীও তাদৃশ তোমার গৌরব-বৃদ্ধি করে। কিন্তু প্রচণ্ড তপনের মুখাবলোকন করিলে তুমি শুকাইয়া যাও, কেন সেকি রজনীর বিরহে ? না তপনের ভয়ে ?

প্রিয়বধি ফুল তুমি এমন সরলা কিন্তু তোমার স্বামী এত লম্পট কেন ? এত শঠ কেন ? সে যাহাই হউক তুমি তাহার চাতুরীতে অত ভুলিয়া যাও কেন ? অত অবারিত ভাবে মধু বিতরণ কর কেন ?

ঐ মধুর যৌবনে তোমার কত আদর কত সোহাগ দেখিয়াছি, আবার যৌবন বিগতে তোমার লাঞ্ছনারও শেষ দেখিয়াছি। তুমি যখন পূর্ণ-যৌবনে ঢল ঢল করিতে থাক, যখন তোমার যৌবনে রূপ উছলিয়া পড়ে তখন তোমার আসে পাশে কত ভ্রমর গুণ গুণ করিয়া তোমার মন হরণ করিতে নিয়ত নিরত থাকে। কত রমণী তোমায় যতনে লইয়া আঘ্রাণ করে, কবরীতে সংস্থাপিত করে, মালা রচনা করে, কুন্দদন্তে অধর টিপিয়া হাসিতে হাসিতে স্বামীর গলায় দেয়, আবার স্বীয় গলদেশে অর্পণ করে। পূজকেরা অতি যত্নে চন্দন চর্চ্চিত করিয়া দেবের শিরে অর্পণ করে। কিন্তু কাহার যৌবন চিরকাল স্থায়ী? কোথায় চিরবসন্ত বিরাজমান? কোথায় বিলাস-ভোগে চির পরিতৃপ্তি? ফুল তোমার সেই দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর প্রভৃতি বিমোহনকারী রমণীর বসন্ত যৌবনও যায়, আর তোমার দুঃখেরও পরিসীমা থাকেনা। দেবের মস্তক হইতে কূপে নিক্ষিপ্ত হও, রমণীর কবরী হইতে কুমারের হস্তে দলিত হইবার নিমিত্ত অর্পিত হও, অথবা সম্মার্জ্জনী আঘাতে শতধা ছিন্ন হইতে হইতে পূতি গন্ধময় আবর্জ্জনা স্তূপে নিক্ষিপ্ত হও। আমরা জানি একটি রমণী কতকগুলি প্রস্ফুটিত কুসুম, মালা রচনার্থ লইয়া যাইতে ছিলেন,—সুকুমার বালকের মনও তোমার রূপে আকৃষ্ট হয়,—সেই রমণীর শিশু পুত্রটি তথায় ক্রীড়া করিতেছিল মাতৃহস্তে মনোহর কুসুমরাজি সন্দর্শন করিয়া মাতাকে বলিল "মা আমি ফুল নেবো" মাতা কহিলেন "ছি! বাবা একি নিতে আছে" বালক মনে করিল এফুল বুঝি লইতে নাই, সুতরাং সে আর চাহিল না। রজনী প্রভাতে রমনীর পুষ্পক্রীড়া ফুরাইল, রজনীর সঙ্গে সঙ্গে কুসুমের মধুও ফুরাইল, সুতরং প্রাতঃকালে জননী সন্তানের মুখচুম্বন করিয়া বলিল "ফুল নেবে বাবা" অবোধ বালক ইহার কিছুই বুঝিল না সে আহ্লাদের সহিত পুষ্প গুলিকে লইয়া বক্ষে হস্তে পদে মর্দ্দিত করিতে লাগিল। সংসারের কি বিচিত্র লীলা যে সকলেই সকলের ঐ দশা দেখিতেছেন কিন্তু কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। সে যাহাই হউক আমরা জিজ্ঞাসা করি যাহার আধিপত্য গৌরব যত্ন এত কম এত ক্ষনিক সে ফুল ফুটে কেন?

দেখ, রমনীর যৌবন, পুরুষের বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য প্রভুত্ব প্রভৃতি কিছুই এই পৃথিবীতে চিরস্থায়ী নহে। সকলেই ক্ষণকালের জন্য সৌদামিনী তুল্য

দীপ্তি প্রকাশ করিয়া অনন্ত কালের জন্য লুকাইবে। যেমন তরঙ্গিনী বক্ষে একটী ঊর্ম্মি উঠিয়া তাহা মিশাইয়া কোথায় যায় তাহার স্থিরতা নাই, মনুষ্যের যৌবন প্রভুত্ব বল প্রভৃতি সমস্তই তদ্রূপ ক্ষণস্থায়ী, তাই বলি এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে এ ক্ষণস্থায়ী মানসিক চঞ্চলতা দেখাইয়া কেন হাস্যাস্পদ হও। পাষাণ হৃদয় সম্পন্ন অদূরদর্শী, অর্ব্বাচিন সিরাজদ্দৌলা মদ মদে প্রভুত্বেও যৌবনে মত্ত হইয়া কি না করিয়াছিল? কিন্তু তাহাও কয় দিনের জন্য? শেষ পরিণাম স্মরণ কর। যে রমণী আত্ম যৌবন লইয়া পাগল যিনি যৌবন গর্ব্বে পৃথিবী তুচ্ছ জ্ঞান করেন, তাঁহার সে যৌবন ও কয় দিনের নিমিত্ত? সে যৌবনও যায় আবার তাহার পরিণাম বৃদ্ধাবস্থা। তাই বলি এ ক্ষণিক সংসারে প্রতিপত্তিলাভ বা গরিমা করাই যদি মধুর কারণ হয় তবে এ ফুল ফুটে কেন?

কবিবর গ্রে দুঃখের সহিত বলিয়াছেন যে

" Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness in the desert air."

কিন্তু আমরা বলি তাহাই হউক। যদি পুষ্প বিকাশের কারণ তাহার মনে গর্ব্ব সঞ্চারের হেতু হয় তবে সে ফুল যেন ফুটেনা, আমরা কাহার ক্ষণেক প্রতিপত্তি আবার ক্ষণেক নিগ্রহ দেখিতে ভালবাসিনা। কিন্তু ফুলের ত বিবেচনা নাই, এত নিগ্রহ সহ্য করিবে তথাপি ফুটিবে। যৌবনে প্রমত্ত হইয়া সংসার তুচ্ছজ্ঞান করিবে আবার চরণে বিদলীত হইবে। তাই বলি যাহার অনুগ্রহ নিগ্রহ পরের হস্তে যাহার সুখ সম্পত্তি পরের উপর নির্ভর করে, যাহার ভাগ্যপট পরিবর্ত্তনের চঞ্চলদোলায় নিয়ত দোদুল্যমান, সে কিসে অহংকার করে? আর যে অহংকার করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারেনা সে ফুল ফুটে কেন?

রমণীয় উদ্যানে নবচারু বৃন্তপরে মনোহর পরিমলপুরিত হাস্যমুখী মানব-মনোহারী ভ্রমরকুল উন্মত্তকারী গোলাপের বিকাশ দেখিয়াছ? যদি তাহাকে নাচিয়া নাচিয়া হেলিয়া দুলিয়া সমীরণসহ ক্রীড়া করিতে দেখিয়া থাক, সেই হাসি হাসি মুখে জগত সংসারের সমস্ত বস্তুকে প্রলোভন দিতে দেখিয়া থাক, তবে বুঝিয়াছ যে ফুল কেমন বস্তু, তাহাতে কত অহঙ্কার। কোন পূর্ণ যৌবনা কামিনীকে বেশ বিন্যাসের সময় নিভৃতস্থান হইতে উঁকি মারিয়া

তাহার অঙ্গভঙ্গি, উন্নতবক্ষে সতৃষ্ট দৃষ্টিনিক্ষেপ, পরিচ্ছদে সর্ব্বতোভাবে ফ্যাস-
নের দাসী ও যৌবনভরে স্ফীত হইয়া সুকুমার ওষ্ঠযুগল তাম্বুলরাগে রঞ্জিত
করিয়া আপনাকে অপূর্ব্ব সুন্দরী ভাবিয়া মধুর হাসিতে হাসিতে মৃদুগমনে
স্বামীর বামপার্শ্বে বসিয়া মনে মনে স্বামীর আদর পাইতে বাসনা করিতে
এবং স্বামী তাহার সেই সৌন্দর্য্যরাশি সতৃষ্টনয়নে দেখিতেছেন কিনা তাহা
অলক্ষিতভাবে অবলোকন করিতে যিনি দেখিয়াছেন তিনি বলিতে পারেন
স্ত্রীলোকেরা যৌবনে কত আহ্লাদিনী কত অহঙ্কারিণী, আর যিনি কোন
ধনমত্তযুবাকে বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া উজ্জ্বল ওয়াচগার্ড ঝুলাইয়া
প্রকাণ্ড ওয়েলার সংযুক্ত ফিটনে সমাসীন হইয়া, মেছুয়া বাজারে গ্রীবা বঙ্কিম
করিয়া হীরকাঙ্গুরীয় পরিশোভিত হস্তটি দ্বিরদ-রদ নির্ম্মিত যষ্টি উপরে অতি
যত্নে রক্ষিত করিয়া বায়ুসেবন করিতে এবং তাহার দ্বারে ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুক
উপস্থিত হইলে তাহার প্রতি লোষ্ট্রনিক্ষেপ, অথচ বারবিলাসিনীর অনুরোধে
মুক্তহস্তে দানকরিতে দেখিয়াছেন তিনিই জানেন তাহাতে কত অহঙ্কার।
আবার যিনি সেই গোলাপের মলিনদশা ও বায়ুভরে স্তরে স্তরে খসিয়া পড়িয়া
ভূমিতে পতিত হইতে, এবং বায়ু ফুৎকারদিয়া তাহাকে উড়াইয়া ক্রীড়া করি
তেছে, দেখিয়াছেন তিনি বুঝিয়াছেন তাহার পরিণামে কি দুর্গতি কি অপমান
কি লাঞ্ছনা। আবার যিনি সেই যুবতীরমণীকে বৃদ্ধ হইয়া অপর কোন
রূপবতী সযৌবনা কামিনীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে দেখিয়াছেন তিনিই
বুঝিয়াছেন তাহার কতদুঃখ। আবার যিনি সেই যুবাকে নির্দ্ধন হইয়া
পরদ্বারস্থ হইতে দেখিয়াছেন এবং তিনি যেমন লোষ্ট্রাঘাত করিতেন সেইরূপ
লোষ্ট্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়া হতাদৃত হইতে দেখিয়াছেন তিনিই জানেন যে অহ-
ঙ্কারে কি পরিণাম। তাই বলি যখন আপন জীবনের উপর আপন আধিপত্য
নাই, আপন ভবিতব্যের উপর প্রভুত্বের কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই, তখন বৃথা
গর্ব্বপ্রকাশ করিতে সংসার কাননে এমন ফুর্ত্তি কেন?

পুরুষ ভেড়া।

মহিমার্ণব শ্রীযুক্ত আর্য্যদর্শন সম্পাদক মহাশয়
শ্রীচরণ কমলেষু।

সম্পাদক মহাশয়!

আমরা অবলা জাতি, যদ্যপি এই পত্রে কোন অন্যায় কথা বলিয়া ফেলি তাহা হইলে ক্ষমা করিবেন। মহাশয়! বলিতে কি আপনাদিগের স্বজাতি গৌরব কীর্ত্তন করাই এই সামান্য পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য, আপনি বোধ হয় অবগত আছেন, যে পূর্ব্বে রাজ পুত্রদের ভেড়া বানাইয়া রাখিত। আমরা সেই ভেড়া বানান জাতি। যখন দেখিলাম রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র কোটালপুত্র সওদাগরপুত্র প্রভৃতি সকলেই ভেড়া হইলেন, তখন আর তোমাদিগকে অনর্থক খোঁয়াড়ে বদ্ধরাখা অনুচিত বিবেচনায় এক দিবস তোমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম যে "আমরা অনেক দিবসাবধি তোমাদিগকে বসিয়া খাওয়াইতেছি, তাহাতে এক প্রকার নিঃস্ব হইয়াছি। অতএব এই আদেশ করিতেছি যে তোমরা অদ্য হইতে পরিশ্রম করিয়া আমাদিগকে ভরণ পোষণ করিয়া তোমাদের ধর্ম্ম রাখ। কিন্তু ইহা স্বীকার কর যে চিরকাল আমাদের এই রাঙ্গা চরণের অধীন হইয়া থাকিব।" এ কথায় তোমরা সসম্ভ্রমে তথাস্তু বলিয়া যেন স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইলে। এবং সেই অবধি তোমরা যাহাকে স্ত্রী অপেক্ষা স্বাধীন বিবেচনা কর তাহাই হইয়াছ। হে পুরুষ ভেড়াগণ! তোমরা স্বীয় প্রতিজ্ঞা এরূপ প্রতিপালন করিয়াছ যে তন্নিমিত্ত আমরা তোমাদের উপর যথার্থ প্রীত হইয়াছি। এবং সে জন্য অদ্য তোমাদিগকে কায়মনবাক্যে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

হে বঙ্গীয় পুরুষগণ! তোমরা আমাদের জ্যেষ্ঠ ভগিনী ইংলণ্ড কামিনীদের ন্যায় সুখ সচ্ছন্দতা কৃতজ্ঞতা ও স্বাধীনতা আমাদিগকে দিতে পারিতেছনা বলিয়া আমরা কিঞ্চিৎ দুঃখিত আছি। যাহাই হউক তাহাতেও তোমরা সম্পূর্ণ চেষ্টিত আছ বলিয়া ক্ষমাকরি। তোমরা যে সদত আমাদের চরণের

একান্ত বশম্বদ হইতে ইচ্ছা কর তাহা জানি। নিতান্ত বালিকারা বশিকরণ করিতে ও মূর্খ ক্ষুদ্রবালকেরা বশিভূত হইতে জানেনা বলিয়া তোমরা বাল্য-বিবাহ উঠাইয়া দিতে সচেষ্ট হইয়াছ। কিন্তু জাননা যে তোমাদের বুদ্ধি, যুক্তি জম্বুকযুক্তি মাত্র? আমাদের আজ্ঞা ব্যতীত কি তোমরা কোন কায করিতে পার?

এক্ষণে আমাদিগের মধ্যে কাহার কাহার বিশ্বাস যে তোমরা অনেক দিন হইতে ভেড়া দেহ ত্যাগ করিয়া যদিও মনুষ্য দেহে ভেড়া হৃদয়ে বর্ত্তমান রহিয়াছ, তথাপি তোমাদের মনের দিন দিন কিছু ভ্রম জন্মিতেছে। সেই জন্য অদ্য তোমরা মাননীয় স্ত্রীজাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট কি না তাহা সপ্রমান করিব। অতএব হে ভেড়াগণ! তোমরা উচ্চ হইতে আশা করিওনা যেমন ভেড়া তেমনি থাকিও।

তোমাদিগের অপেক্ষা কম বয়সে আমাদের বিবাহ হয়, এবং বড় ছোটর পদানত। অতএব তোমরা নিকৃষ্ট।
যখন তোমাদের বিবাহ হয় তখন আমরা দ্বিতীয় মন্ত্র তোমাদের কাণে দি "বর বড় না কণে বড়।" "কণে বড।"

বিবাহান্তে নামে তুমি স্বামী, কিন্তু কার্য্যে আমি। আমি যাহা বলিব তুমি তাহাই শিরোধার্য্য করিবে। ন্যায়ান্যায় বিচার করিবার ক্ষমতা থাকিলেও ভয়ে তাহা করিতে পারিবেনা। তাহার দেদীপ্যপ্রমাণ ম্যাকবেথ কর্ত্তৃক ডানকেন হত্যা।

তুমি সমস্ত দিবস গাধার খাটনী খাটিয়া আমাদের পায়ের মলের উপায় করিবে। আমরা দুগ্ধফেন-নিভ সুকুমার শয্যায় নিদ্রা যাইব। আবার গৃহে আসিয়া আমাদিগের মন জোগাইবে। কতকথায় কত অভিমান করিব আর অমনি তোমরা পায় ধরিয়া মান ভাঙ্গিবে। তাহার প্রমাণ কৃষ্ণরাধিকা।

আমরা কটাক্ষে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে পারি, তাহার সাক্ষী তোমরা ভেড়া। বল দেখি পুরুষ তোমরা আমাদের এই ভেড়াবানান মন্ত্রকে ভয় কর কি না?

তোমরা বল আমরা কোমলাঙ্গী ভীরুস্বভাবা। কিন্তু আমরা জানি তোমরা ভীরু কাপুরুষ; নতুবা মহাদেব কি করিয়া প্রণয়িণী কালীর পদাম্বুজ

বক্ষে ধারণ করিলেন? দেখ আমরা মহাশক্তি, পুরুষে অসহায় অবস্থায় আমাদের পূজা করিয়া সিদ্ধ মনোরথ হয়। রামচন্দ্র রাবণবধের জন্য ভগবতীর অর্চ্চনা করিলেন, কোন দেবতার অর্চ্চনা করিলেন না কেন? কারণ দেবতার মধ্যে বিষধর কে? সকলেই যে ঢোঁড়া। 'বধুবর অক্রূর' যে অনেকের সম্বল। পুরুষ! একবার চামুণ্ডার ধ্যান পাঠকর—

"ওঁ কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসি পাশিনী।
বিচিত্রখট্টাঙ্গধরা নরমালা বিভূষণা।
দ্বীপিচর্ম্ম—পরীধানা শুষ্কমাংসাতি ভৈরবা।
অতি বিস্তার বদনা জিহ্বাললন ভীষণা।
নিমগ্না রক্তনয়না নাদা পূরিতদিঙ্মুখা।"

আবার মহাদেবের ধ্যান পাঠকর—

"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজত গিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং।
রত্নকাল্পোজ্জ্বলাঙ্গাং পশুমৃগবরা ভীতি হস্তং প্রসন্নং।
পদ্মাসীন সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্র কৃত্তিং বসনং।
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল ভয় হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং।"

পুনশ্চ নারায়ণের ধ্যান পাঠকর—

"নমো ধ্যেয়ঃসদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণ সরসিজা সনঃ সন্নিবিষ্টঃ কেয়ুরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটীহারী হিরন্ময় বপুধৃত শঙ্খচক্রঃ। ইত্যাদি। এখন বলদেখি কোনটি পাঠ করিয়া তোমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। তাই বলি দেবতা হও, নর হও, গন্ধর্ব্ব হও বা কিন্নর হও স্ত্রীলোকের অধীন নয় কে?

তোমরা বল স্ত্রীলোকের অবগুণ্ঠন লজ্জার নিমিত্ত, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তোমরা বড় অনুরোধ করিয়াছিলে যাহাতে আমরা অবগুণ্ঠন দিয়া থাকি। বলিয়াছিলে, নতুবা এই কটাক্ষের শরবর্ষণে (চমকিয়া উঠিওনা) অকর্ম্মন্য হইয়া পড়িবে। ও যেখানে সেখানে ভেড়া হইয়া যাইবে। সেই নিমিত্ত আমরা অবগুণ্ঠন দি। লজ্জা আমাদের নাই, লজ্জা তোমাদের। আমরা অক্লেশে নিভৃতস্থান হইতে তোমাদিগকে দেখিতে পারি, কিছুমাত্র লজ্জা হয়না, কিন্তু তোমরা কি তাহা পার? অমনি লজ্জায় মাথা হেঁট করিতে

হয়। যদি বল পুরুষ দেখিলে আমরা ঘোমটা দি কেন? সে কেবল তোমাদের অনুরোধে। এবং আমরা আরও বুঝাইয়াছি যে যেখানে সেখানে ভেড়াকে আতপ তণ্ডুল সমান জ্ঞান নয়।

তোমাদের ভেড়া হওয়ার আর একটি বিশিষ্ট কারণ এই যে শিশুপালন আমরা করি। তাহাতে বালকের শৈশব অবস্থা হইতে ভেড়া হইতে শিখে এবং বালিকারা ভেড়া করিতে শিক্ষা পায়।

যেমন কেন স্বাধীন পুরুষ হওনা স্ত্রীলোকের কাছে যিনি ভেড়া নন, তিনি পুরুষই নন। যাঁহারা বহির্দেশে স্বাধীন বলিয়া দম্ভ করেন, তাঁহারা অবরোধে প্রবিষ্ট হইলেই আমাদের অধীনতা স্বীকার করেন। অতএব কে নিকৃষ্ট? যিনিই বিবাহিত তিনিই ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। আমাদের অলক্তক রঞ্জিত চরণ, ও চকল কটাক্ষ যে তোমাদের মৃতসঞ্জিবনীমন্ত্র তাহা কেনা জানে?

তোমরা ক্লেশ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন কর তথাপি স্ত্রী ভাগ্যে ধন।

আমরা সচ্ছন্দে শত পুরুষের মন যোগাইতে পারি কিন্তু তোমরা দুটি স্ত্রীকে সমান যত্নে রাখিতে পারনা, কারণ তোমরা ভেড়া।

আমাদিগের বুদ্ধি তোমাদিগের অপেক্ষা শতগুণে অধিক, তাহা বোধকরি তোমরা স্বীকার কর, স্বীকার না করিলেও তোমাদিগকে ভেড়া বানান তাহার প্রধান সাক্ষ্যস্বরূপ। আরও যদি দেখিতে চাও তবে "মারচেণ্ট অব্ দি ভিনিস" পাঠকর। "মেরী ওয়াইভস্ অব্ উইনডসর" পাঠকর; ও সকলও যদি না পড় তবে "নবীন তপস্বিনী" পড়, জলধরের আডনয়নের কত জোর দেখ।

তোমাদের ললাটের ঘর্ম্ম পাদে পতিত করিয়া, সাহেবের জুতা লাথি খাইয়া, কায়ক্লেশে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জন কর; তাহাও সেচ্ছাচারিতার ব্যয় করিতে পারনা। এমন কি আমরা না খাইতে দিলে তোমরা খাইতে পাওনা। তোমরা ত তুচ্ছ নর স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবকেও অন্নের জন্য কুণ্ঠিত হইয়া অন্নপূর্ণার সমীপবর্ত্তী হইতে হয়।

তোমরা আমাদের এত আজ্ঞাকারি যে আমরা যাহা বলি তাহা তোমরা যাহা চক্ষে দেখ তদপেক্ষাও সত্য বিবেচনা কর। নতুবা ঘ'র ঘরে এত গৃহ-বিচ্ছেদ কেন?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অনেকেই তোমাদিগকে অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার আর এক কারণ তোমরা আমাদের অবগুণ্ঠনেও পরিতৃপ্ত হও নাই। আমাদের বিশ্বাস না করিয়া চক্ষে চস্‌মা নামক ঠুলি দিতে আরম্ভ করিয়াছ। একথা কি সত্য? যদ্যপি তাহা হয় তবে শীঘ্র এ অপবাদ দূর কর।

স্ত্রী সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিলে গৃহ ধন ধান্যে পরিপূর্ণ হইবে। দেশে দুর্ভিক্ষ হইবেনা, অনাবৃষ্টি হইবেনা, এবং গৃহ সুখের আস্পদ হইবে। অতএব হে পুরুষ-ভেড়াগণ। তোমরা যে ভেড়া তাই থাক, সাতচড়েও যেন কথা ফুটেনা। তাহা হইলে আমরা (তোমাদের উপাস্য দেবীরা) সন্তুষ্ট থাকিব। "অন্যে পরে কা কথা।"

বশম্বদা

শ্রীমতী বঙ্গাঙ্গনা দাসী।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

——oo——

আমার চিন্তা। ভাঙ্গামোড়া নিবাসী শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা ডাইরেকটরী যন্ত্রে মুদ্রিত।

যেমন কালীপ্রসন্ন বাবুর "প্রভাত চিন্তা" ইহাও তদ্রূপ একখানি পুস্তক। বস্তুতঃ আমরা ইহাকে প্রভাত চিন্তার সহিত তুলনা করিতেছি না ইহা কোন অংশেই তাহার সহিত তুলনীয় নহে "প্রভাত চিন্তা"ও "আমার চিন্তায়" তুলনা করিলে ইহার অগ্নিপরীক্ষা করা হয়।

তিন চারি বৎসর হইতে অম্বিকাবাবু সংবাদপত্র সমূহে যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন সেই গুলি একত্র করিয়া "আমার চিন্তা" নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থকার এই পুস্তকটি শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ীকে উৎসর্গ করিয়াছেন। উৎসর্গ পত্রের এক স্থানে লিখিত আছে যে "এ কুসুমমালার শোভা নাই, রস

নাই, গন্ধ নাই, অথবা গাঁথনিরও চেকানাও নাই।" কিন্তু আমরা গ্রন্থকারকে বলিতেছি যে তাঁহার রচিত মালায় ঐ সমস্ত কিছুরই অসদ্ভাব নাই। তবে গুটিকত অপরিস্ফুট ও ছিন্ন পুষ্প দেখিয়া কিছু দুঃখিত হইলাম। বোধ হয় যে ফুলের অনাটন প্রযুক্ত সে ফুল গুলি পর্য্যন্ত মালায় গ্রথিত হইয়াছে। আমাদিগের বিবেচনায় দুই একটি প্রবন্ধ বাদ দিলে পুস্তক খানি আরও সুন্দর হইত।

অম্বিকা বাবু সময়াভাব ও অন্যান্য কারণবশতঃ অনেকগুলি বিষয় "আমার চিন্তা" মধ্যে সন্নিবেশিত করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। সুবিধা হইলে দ্বিতীয়বারে বা পৃথক পুস্তকাকারে সে গুলি প্রকাশ করিবারও ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এ শুভ ইচ্ছায় অনুমোদনকারী।

"আশা মিটিল না" "শূন্য পিঞ্জর" "শেষের সে দিন" প্রভৃতি প্রবন্ধ পাঠ করিলে লেখকের চিন্তা-শক্তির প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁহারা চিন্তা পূর্ণ লেখার পক্ষপাতী— যাঁহারা মনুষ্যান্তর পড়িতে ভালবাসেন, যাঁহারা সুখ দুঃখ, আত্ম পর, ধর্ম্মাধর্ম্ম, বিজড়িত সংসার চক্রের চঞ্চল পরিভ্রমণ নিরীক্ষণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা "আমার চিন্তা" পাঠ করিয়া সুখী হইবেন।

অম্বিকাবাবু একজন সুলেখক ও ভাবাজ্ঞ। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তাঁহার পুস্তকের স্থানে স্থানে অনেক প্রামাদোষ লক্ষিত হয়। ভরসা করি অম্বিকাবাবু ভবিষ্যতে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

সুন্দর কে ?

পাঠক তুমিত ন্যায় পড়িয়াছ, বিজ্ঞান পড়িয়াছ, সাহিত্য পড়িয়াছ, তান্ত্রিক, ভৌতিক, জপ, তপ, করিয়াছ, কিন্তু বলদেখি জগতে সুন্দর কে? সুন্দর কে? এ প্রশ্ন উত্থিত হইলে যিনি বিবাহিত তিনি মনে মনে বলিবেন, আবার কে, আমার তিনি। যিনি পৌত্তলিক তিনি তাহার উপাস্য দেবতা, যোগী তাহার যোগ, প্রেমিক তাহার প্রণয়িনী, আবার মাতাল নিমর্চাদ তাহার দ্রবময়ী আরক্তিমাভা একসা কুমারী-বাহিনী বোতল-সুন্দরীর ন্যায় কাহাকেও সুন্দর দেখে নাই। রুচি বিশেষে যে সুন্দর কুৎসিত বিবেচনা হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকৃত সুন্দর কে?

যিনি পণ্ডিত তিনিই কি সুন্দর? তবে তুমি সকল পণ্ডিতকে সমান ভালবাসনা কেন? রমণীই কি সুন্দরী? তবে তুমি সকল রমণীকে হৃদয় মধ্যে স্থান দাওনা কেন? সান্ধ্য সমীরণ বাহিত, প্রসূন সৌরভ পরিপ্লুত, শরচ্চন্দ্র কৌমুদী বিধৌত, কুসুমোদ্যান কি সুন্দর? যদি তাহা হয় তবে তুমি যখন মর্ম্ম জ্বালায় অস্থির হইয়া, সংসার দাহনে বিদগ্ধ হইয়া, প্রভুর তাড়নে মৃতপ্রায় ও জড সড় হইয়া ওই হাস্যময়ী উদ্যান সম্মুখীন হও তখন তোমার হৃদয় পরিতৃপ্ত হইয়া যায় না কেন? তখনও তোমার অন্তরস্পর্শী দীর্ঘ-নিশ্বাস কেন প্রবাহিত হয়? তবে কি সুন্দর? রমণীর প্রেম? তবে তাহাতে বিচ্ছেদ কেন? প্রণয়ে নিরাশ কেন? রমণীর কটাক্ষ সুন্দর? যাহা সুন্দর তাহা অপরকে পুড়াইবে কেন? তবে কি শিশুর মধুর হাসিই সুন্দর? তবে তুমি সকল বালকের হাসি দেখিয়া সমান সুখী হওনা কেন? তবে কি জগতে সুন্দর পদার্থ নাই? আছে, কিন্তু তাহা কি?

মৃণালিনী সুন্দর কিন্তু মৃণাল কণ্টকে আকীর্ণ। শশধর সুন্দর, কিন্তু তাহা কলঙ্কপূর্ণ। জোৎস্না সুন্দর, কিন্তু তাহা ক্ষণীক। ক্লীওপেট্রা সুন্দরী

ছিল, কিন্তু সে কুসুমে বড় কীট। সরল প্রকৃতি মনুষ্যের হৃদয় বড় সুন্দর, কিন্তু সংসর্গ তাহাকে নষ্ট করে। আর এক সুন্দর পদার্থ আছে রমণীর সতীত্ব, কিন্তু লোকে তাহার মূল্য বুঝেনা। তবে সুন্দর কি?

দয়া বল মায়া বল দান বল ধর্ম্ম বল, এ সমস্তই সুন্দর; কিন্তু হইলে হবে কি? এ সকলে পাত্রাপাত্র ভেদ নাই। সচরাচর দেখা যায় এ সকল অপাত্র বিন্যস্ত। তুমি বলিতে পার পাত্রাপাত্র ভেদ না থাকিবার কথা কেন? দয়া প্রকাশ কি সকলের উপর করিতে হইবে? পিশাচের দুরবস্থায় দয়া করিয়া ফল কি? যে নিষ্ঠুর তাহার প্রতি কেন মায়া করিব? বেশ্যার দৈন্যাবস্থা দেখিয়া কেন তাহাকে দান করিব? বলিতে পার, যে ব্যক্তি নিজ দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছে তাহার দুঃখ দেখিয়া দুঃখিত হইব কেন? যাহার হৃদয় অন্যের অনিষ্ট চিন্তায় পরিপূর্ণ তাহার কষ্টে কষ্ট বোধ কি জন্য করিব? কিন্তু তোমার দয়াপূর্ণ অন্তঃকরণে এরূপ চিন্তা স্থান পাইবে না। দূর হইতে চুম্বক লৌহ আকর্ষণ করিয়া থাকে। দয়ালু-হৃদয় অন্যের দুঃখ দেখিবামাত্র গলিবেই গলিবে। দয়া মায়ার পাত্র বিবেচনা কোথায়? যখন পাত্র অপাত্রে দয়া, মায়া, দান, করিতে বাধ্য তখন সে সমস্ত প্রকৃত সুন্দর নহে। স্বীকার করি যে ব্যক্তি অদ্য তোমার অশুভ চিন্তায় ব্যস্ত, কিসে তোমার অনিষ্ট করিতে পারিবে ভাবিয়া আকুল, কল্য যদ্যপি সে ব্যক্তি বিপদে পতিত হয় তখন তোমার উচিত তাহার উপকার করা, তাহাকে বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিবার চেষ্টা করা। কিন্তু এ সকল কি? ইহা মহৎ অন্তঃকরণের পরিচায়ক, উদারতার পরিচায়ক, মনুষ্যত্বের পরিচায়ক কিন্তু ইহা সুন্দর নহে। তবে সুন্দর কি?

ঈশ্বর সুন্দর? যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা সংহারকর্ত্তা জীবের ভয়ত্রাতা ত্রাণকর্ত্তা যদ্যপি তিনি সুন্দর না হইবেন তবে সুন্দর কে? কিন্তু তিনিই যদি সুন্দর তবে ঈশা মুশা যিশু ইহারা কে? আবার মহম্মদ কে? আবার শঙ্খ ঘণ্টা কাঁশর বিল্বদলে ভক্ত ইনিই বা কে? ইহারা ও কি সুন্দর? এইত সুন্দর বাঁকা বুঝার সূত্র। আমি যাহাকে সুন্দর বলিব তাহাতে যদ্যাপি গোলযোগ রহিল তবে তাহা কিরূপে সুন্দর হইবে। আমি এরূপ সুন্দর খুঁজিতেছি না আমার প্রতিদ্বন্দী হীন সুন্দর চাই। কিন্তু সে সুন্দর কে?

সে সুন্দর বিলাতে নাই, ফ্রান্সে নাই, এমেরিকাতে নাই, ভারতেও নাই। সেই হিমাদ্রী শিখরে বা অতল জলধিজলে খুঁজিলেও নাই। বসন্ত পবনে পাইবে না অন্নে পাইবে না মাংসে পাইবে না তোমার সাত রাজার ধন মাণিকেও পাইবে না। তবে আছে কোথা? যেথানে আছে সে অতি গুপ্ত স্থান সকলেরই সে স্থান আছে কিন্তু কেহ কাহার সে স্থান দেখিতে পায় না অধিক কি যাহার স্থান তিনিই দেখিতে পান না। তবে শুনিয়াছি এক ব্যক্তি আছেন যিনি সকলের সেই স্থান দেখিতে পান। তিনিই সেই স্থানের নির্ম্মাণকর্ত্তা। এবং সে পবিত্র স্থান হৃদয়। সেই স্থানে যে ভালবাসা নামে অমূল্য বিভব থাকে তাহা অপেক্ষা সুন্দর পদার্থ মনুষ্যের বুদ্ধি, জ্ঞান, বিবেচনা অথবা চিন্তাতেও নাই।

ভালবাসা মনুষ্যকে সুন্দর হইতে শিক্ষা দেয়, ভালবাসা মনুষ্যকে সুন্দর দেখিতে শিখায়। ভালবাসা অল্প হউক বা অধিক হউক পূর্ণ বা অপূর্ণ হউক তাহা কিছু বলিতেছি না। এই বলিতেছি যে ভালবাসা মাত্রই সুন্দর। যিনি যতটুকু ভালবাসিতে শিখিয়াছেন তিনি সেই পরিমাণেই সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন। যে ভালবাসে নাই সে সংসারের চারুচিত্র দেখে নাই, যে কখন কাহাকেও ভালবাসিতে পারিবে না, সে কখন পৃথিবীতে কি সুন্দর তাহা দেখিবে না। তুমি তোমার প্রণয়িণীকে ভালবাস, বড় ভালবাস, একটি ভাল ফুল পাইলেও তাহার হাতে দিয়া সুখী হও। কেন? তুমি কি ফুলের আঘ্রাণ লইতে জান না? জান। কিন্তু সে আঘ্রাণ করিলে তোমার বড় সুখ। কেন? কারণ তুমি তাহাকে ভালবাস। তাহাকে ভালবাস সুতরাং তাহা অপেক্ষা সুন্দরী তোমার চক্ষে আর নাই।

আর তুমি যখন সমস্ত দিন স্বীয় প্রভুর নিগ্রহ সহনান্তে সায়ংকালে নিজ গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অর্দ্ধবিকশিত-কুসুমস্বরূপ অর্দ্ধস্ফুট দন্ত তোমার বালক বালিকাগণের প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া সমস্ত যন্ত্রণা বিস্মৃত হও তখন তোমার নিকট জগতের সকল পদার্থ অপেক্ষা তাহা যে সুন্দর বোধ হয় তাহার কারণ কি? এই কারণ মাত্র যে তাহাদিগকে তুমি ভালবাস। অতএব ভালবাসাই জগতের সৌন্দর্য্য।

কিন্তু সুন্দর না দেখিলেও ভালবাসা হয় না। আত্মসমর্পণ রূপ না হইলে হয় না। গুণে আত্মসমর্পণ আছে, সকলেতেই গুণও আছে। কিন্তু রূপ চাই। প্রথমে রূপ চাই। আমরা যাহাকে রূপ বলি তাহাই যে চাই তাহা নহে, মনে মনে প্রাণে প্রাণে নয়নে নয়নে রূপে বিমোহিত হওয়া চাই নতুবা ভালবাসা হইবে না। সে রূপ যে কোথা হইতে আসিবে তাহা কেহ জানে না। অতি কুরূপও রূপবান বোধ হইবে, কেন হইবে তাহার উত্তর কে দিবে? পরে গুণে তাহা বাঁধিয়া যাইবে এই রূপে সংসারের ভালবাসা। উপন্যাসের প্রেমের কথায় আমাদের কায নাই। তাতে টাকা চাই গাড়ি চাই ঘোড়া চাই অতুল রূপ রাশি চাই। সে সব কোথায়? আমরা কাঙ্গাল, কাচ পাইলেই পুলকিত হইব। কহিনুর যাহাদের শোভা পাইবে তাঁহারা তাহা অন্বেষণ করুন।

তোমার দেয়ালে একটি আলেখ্য আছে তাহা তুমি দেখিতে ভালবাস, কারণ তাহা সুন্দর, আর তাহা সুন্দর বলিয়াই তুমি দেখিতে ভালবাস। যে যেবস্তু ভালবাসে সেই বস্তুই তাহার নিকট সুন্দর। যে না মন হরণ করিতে পারিবে কে তাহাকে ভালবাসিবে?

তুমি কোন ব্যক্তিকে ভালবাস। কেন ভালবাস, কারণ সে সুন্দর। যদ্যপি সুন্দর না হইবে তবে তুমি তাহাকে কখনই ভালবাসিতে না। তার দয়া না থাকিলে দয়া আছে, মায়া না থাকিলেও মায়া আছে, রূপ না থাকিলেও রূপ আছে, কর্কশ হইলেও মধুরকণ্ঠ, অতএব সে যদ্যপি সুন্দর না হইবে তবে সুন্দর কে? পাঠক। এখন সুন্দর কে তাহা বুঝিয়াছ, কিন্তু কিরূপে সুন্দর হয় তাহা বুঝ নাই। মনুষ্য আপনাকে যেরূপ সুন্দর বিবেচনা করে এমন কাহাকেও করে না। এবং যে যাহার চিত্তের যত আদর্শ হইতে পারিবে, সে তাহার নিকট তত সুন্দর হইবে। যে চোর সে সাধুকে ভাল বলিবে কেন? যে মূর্খ সে বিদ্বানকে ভাল বলিবে কেন? অতএব জানিয়া রাখ যে আত্মগত চিত্রই জগতের সুন্দর পদার্থ। মনোমত ধনই সংসারে সুন্দর।

আবার গাহিব।

১

আবার গাহিব ? —গাহিব না কেন ?
যত দিন অই সুনীল অম্বরে,
চন্দ্র সূর্য্য আদি গ্রহগণ যত,
উদিবে ডুবিবে সবে অনুক্রমে ;
যত দিন ধরি ভেদিয়া অম্বর,
গর্ব্ব ভরে অই শৃঙ্গধর চয়
র'বে শিরঃ তুলি, তুষার মণ্ডিত,
হেসিয়া সহাসে বাতুল পবনে ;
যত দিন বায়ু মথিবে সাগরে
প্রচণ্ড গভীর ঘর্ঘর আরাবে,
ব্রততীর পরে পতত্রি নিকর,—
প্রকৃতির চারু বৈতালিক,—গাবে,
তত দিন আমি গভীর নির্ঘোষে
গাহিব গাহিব গাহিব আবার।

২

গাও তবে, কিন্তু এ মহা শ্মশানে
কে আছে, তোমার ও গীত শুনিবে ?
কেহই না থা'কে, গাহিব আপনি
আপনার মনে আপনি শুনিব।
গাইব আপনি, শুনিব আপনি,
ভাবের সাগরে তুফান মাখিয়ে ;
নদীর বুকেতে ঢলে ঢলে যাবে,
উন্মাদিনী সখী নাচিয়ে উঠিবে।

৩

গাইব গভীর করুণ উচ্ছ্বাসে
পশিয়া নিবিড় অরণ্যানী মাঝে,
বাজিবে বাঁশরী বনদেবী মুখে
সে স্বরে এ স্বর মিশাইয়ে দিব,
উঠিবে কাঁপিয়া আকাশের বুকে
হৃদয় পুলিন ভাসায়ে দিয়ে।

৪

জাগিবে তাহায় ঘোর বনস্থলী,
ব্রততীর কোলে কাঁদিবে বল্লরী;
ফেলি অশ্রুরাশি কুসুম রতন,
কাঁদিবে ব্রততী প্রিয়া দুঃখে দুঃখী।
জাগিবে যতেক বনচরগণ
ভুলিবে,—আমার দুঃখে সমদুঃখী—
সুচির অভ্যাস বন্য হিংসাবৃত্তি,
আয়স হৃদয় গলিবে তাদের
ঝরিবেক বেগে নয়ন আসার।
মৃগীর নয়নে—চারু বনশোভা—
হেরিয়া আসার কাঁদিবে মৃগেন্দ্র,
কাঁদিবে হিংসক শার্দ্দূল; ভালুক,
শ্বাপদ চেষ্টিত যাইয়া ভুলে।

৫

তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে উঠিয়া আবার
বাঁধিয়া সপ্তমে করুণার তার,
ছাড়িব বীণায় করুণ সুতান,
তাহার এ কণ্ঠ দিব মিলাইয়ে।
বহি সানুদেশ সে সংগীত স্রোত
সবেগে গড়াবে; কাঁপিবে ভূধর;

নয়নাশ্রু রূপে ঝরিবে নির্ঝর ;
শৃঙ্গরূপী যত শীর্ষের সহিত
খসিবে শীর্ষের তুষার কিরীট।

৬

কভু বা দুর্দ্দম সিন্ধুতীরে বসি
ছাড়িয়া দিইব হৃদয় উচ্ছ্বাস ;
মিশিবে তাহাতে সিন্ধুর কল্লোল,
ঠেকিবে লহরী আকাশের গায়।
গাইবে পবন সহস্র মুখেতে,
বনজ বিহঙ্গ শিখিবে সে গান,
ছড়াবে সে গীত চারিদিক ময়,
পূরিবে তাহায় ভারত শ্মশান।

৭

বসন্ত আইলে ভারত ভবনে
নবীন যৌবনে সাজিবে প্রকৃতি ;
গাইবে যখন মধু সহচর,
কলকণ্ঠ রব করিয়া মধুর।
কুহুরবে তার দহিলে পরাণ,
মম দুখগান শুনাইব তারে।
দুজনে দুজন হৃদয় জ্বালায়,
কাহারেও আর নাহিক চাইব।

৮

আবার যখন নিদাঘ আগমে,
প্রতপ্ত গরল শিখা তেজোময়
ঢালিবে তপন ধরণী অঙ্গে ;
পোড়াব তখন নিদয় তপনে
অন্তরের মম গরল উচ্ছ্বাসে।

৯

পুনশ্চ প্রাবৃট আসিবে যখন,
কাল মসীময় অভ্রমালা যবে
ঢাকিবে সুনীল গগণ বিস্তার ;
যখন জীমূত মন্দ্রিবে ভীষণ,
চপলা ক্ষণেকে প্রকাশিবে হাস ;
আমিও গভীর গাহিব তখন।
শুনি গীত মম চমকিবে মেঘ,
স্তম্ভিতা হইবে চঞ্চলা দামিনী,
কাঁদিবে দম্পতী অজস্র ধারায়,
বারিপাত ছলে ভাসাযে ধরণী।

১০

আইলে শরৎ, প্রকৃতি যখন
পূরণ যৌবনে হবে ঢল ঢল,
তখনও আবার গাইব সে গীত,
কাঁদিবে প্রকৃতি শুনিয়া তাহায়।
প্রস্ফুট যৌবনা স্রোতস্বিনী চয়,
সফেন তরঙ্গ লইয়া বুকেতে ;
কল কল রবে করিবে ক্রন্দন
দুখিনী হইয়া আমার দুঃখেতে।

১১

আসিবে যখন শিশির শীতর্ত্তু,
ঢালিবে কুজ্ঝটি ধরণীর গায়,
তখনও আমি গাব সেই গীত,
ঢালিয়া দিইব হৃদয় আঁধার।
বাড়িবে দ্বিগুণ গভীর তামস,
সে ঘোর আঁধারে গাব নিশি দিন,

যত দিন নাহি নবীন কিরণে
সে আঁধার ঘোর ভাঙ্গিয়া প্রভায়,
নবীন তপন উদিবে গগনে
বরষি ভাবতে নবীন কিরণ।

১২

যত দিন নাহি নবীন কিরণে
নবীন তপন উদিবে গগনে—
মরুভূ মাঝারে, পর্ব্বতে, কন্দরে,
বিপিনে, নগরে, যথা ইচ্ছা তথা,
চাঁদের চাঁদিমা, রবির কিরণে,
আঁধারে, আলোকে, গাব দিবা রাতি।

শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত।

——oo——

জ্যোতির্ম্ময়ী।

নবম পরিচ্ছেদ।

গঙ্গাস্নান।

কিছু দিন ত জ্যোতির্ম্ময়ীব এইরূপেই গেল আশা ফলবতী হইল না—এক দিন সন্ধ্যার সময় রেবতী তাহাকে একা রাখিয়া বেড়াইতে গিয়াছেন, জ্যোতির্ম্ময়ী গৃহদ্বারে বসিয়া অধোবদনে চিন্তা করিতেছে, এক একটী নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, চিন্তা করিতে করিতে এক এক বিন্দু অশ্রু আসিয়া অপাঙ্গে উপস্থিত হইতেছে আর হস্ত দ্বারা তাহা মুছিয়া গণ্ডস্থল ভিজাইতেছে; মুখে কোন কথা নাই, দুঃখ প্রকাশক কোন শব্দ নাই, রাত্রির শিশিরের বিন্দুসমষ্টি যেমন একত্র হইয়া নলিনীদল সিক্ত করে সেই রূপে

জ্যোতির্ম্ময়ীর গণ্ডস্থল আর্দ্র হইতেছিল; কেবল কুন্তল-রাশি মস্তকের অবনতি প্রযুক্ত এক একবার যেমন আঁখি যুগলের সমীপবর্ত্তী হইয়া দৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মাইতেছিল তেমনি সে হস্ত দ্বারা তাহা সরাইয়া দিতেছিল। কিছুক্ষণ এইরূপে অতিবাহিত হইলে রেবতী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, জ্যোতির্ম্ময়ী গাঢ় চিন্তা নিরতা, তাহার দৃষ্টি পৃথিবীতে—মন অন্য স্থানে সুতরাং রেবতীর আগমন তাহার জ্ঞান চক্ষের পথবর্ত্তী হয় নাই, চিন্তারও হ্রাসতা হয় নাই, যেমন বসিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী চিন্তা করিতেছিল সেইরূপেই চিন্তা করিতে লাগিল। রেবতী প্রবীণা, অল্প বয়স্কাদিগের মনের গতি বেশ বুঝিতেন, বলিলেন "জ্যোতির্ম্ময়ি। গঙ্গাস্নানে যাইবে? আমি এক জনের মুখে শুনিলাম গিরিজা বাবু কলিকাতায় আছেন, যদি যাও তোমায় সেখানে দিয়া আইসি"। জ্যোতির্ম্ময়ী স্বরে বুঝিলেন রেবতী নিকটে আসিয়াছেন, সে তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল "গিরিজা বাবু সেখানে থাকুন আর না থাকুন গঙ্গাস্নান যাইব। আমাকে গিরিজা বাবুর মনে থাকিলে এত দিন কি না আসিয়া থাকিতে পারিতেন?"

রেব। যাহাই হউক তুমি গঙ্গাস্নান যাইবে?

জ্যোতি। তুমি যখন যাইবে, কেন না যাইব?

আর কোন কথাই নাই, রেবতী গঙ্গাস্নান যাইবার জন্য সকল আয়োজন করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীকে লইয়া এক দিন অতি প্রত্যুষে গ্রাম ছাড়িয়া চলিলেন। সঙ্গে পুরুষ কেহ নাই, দুইটীমাত্র স্ত্রীলোক; পথ ঘাট পরিচিত নহে; ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতে দুই ক্রোশ পথেই বেলা দশ দণ্ড হইল। বৈশাখ মাসের রৌদ্র—শীতকাল হইলে লোক এত বেলাতেও গাত্রাবরণ ত্যাগ করিতে পারে না—বৈশাখের রৌদ্র অতি খরতর—পথ গরম হইয়া উঠিল—বালুকাকণা অগ্নিকণা বোধ হইতে লাগিল। জ্যোতির্ম্ময়ীর কখনও পথ চলা অভ্যাস ছিল না—সে নিতান্ত অসক্ত হইয়া পড়িল আর চলিতে পারিল না, দেখিয়া রেবতী একটী সরাইতে পৌঁছিয়া আহারাদির আয়োজন করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীকে খাবার প্রস্তুত করিয়া দিল, আহার করিয়া শয়ন করিবামাত্র সে নিদ্রা গেল। রেবতীও পথশ্রমে নিতান্ত অবসাদিত হইয়াছিলেন শয়নমাত্র তাঁহারও ঘুম আসিল। বৈশাখ মাসের দীর্ঘ বেলা

অবসান প্রায়—তখনও তাহাদিগের ঘুম ভাঙ্গিল না—রৌদ্রের তেজ একবারে কমিয়া গেল—নলিনীবান্ধব তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়া অবগাহন মানসে পশ্চিম সাগরের জলে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন। আলোক প্রিয় দিবাচর বিহঙ্গমকুল ক্ষুণ্ণমনে তাঁহার বিদায় গীত গাইতে গাইতে কুলায় অন্বেষণ করিতেছে। সান্ধ্য সমীর গাছের পাতা কাঁপাইয়া, নদীর জল নাচাইয়া আস্তে আস্তে বহিতে লাগিল। শীতল সমীর স্পর্শে রেবতীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, বেলা নাই দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীকে জাগ্রত করিয়া কহিলেন "জ্যোতির্ম্ময়ি সমুখে এই যে গ্রাম দেখিতেছ, ঐ গ্রামে আমার ভগ্নীর বাটী আজি রাত্রি সেখানে থাকিয়া কাল প্রভাতে কলিকাতা যাইব"। জ্যোতির্ম্ময়ী এত বড় হইয়াছে আপন জ্ঞানে কখন গঙ্গা দেখে নাই, কলিকাতা যায় নাই, কেবল তাহার মাতার চিকিৎসার জন্য একবার মাত্র তাহার পিতার সহিত কলিকাতায় গিয়া দশ বার দিন তথায় ছিল; তখন তাহার ভাল জ্ঞান জন্মে নাই। জ্যোতির্ম্ময়ী রেবতীর প্রশ্নে দ্বিরুক্তি করিল না; তাহার মনের ঠিক ছিলনা, কেন কলিকাতায় যাইতেছে, সেখানে গিয়া তাহার কি হইবে সে কিছুই জানিত না, কিছুই বুঝিত না। সকল আশ্রয় গিয়া এখন একমাত্র রেবতীই তাহার অবলম্বন, তিনি যেখানে যাইতেছেন সেও সেইখানে যাইতেছে; তাহার মনে কোন ঔৎসুক্য বা কৌতূহল কিছুই ছিলনা; নভোমণ্ডলে দূরপ্রক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র নক্ষত্রের ন্যায় গিরিজা বাবুর দর্শন লাভের আশা ক্ষণে মিট্ মিট্ করিতেছিল, ক্ষণে জ্বলিতেছিল, ক্ষণে অদৃষ্ট হইতেছিল। গিরিজা বাবু যখন তাহার জীবন দান করিয়াছেন তখন তাহার লালন পালনে তিনি যে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিবেন জ্যোতির্ম্ময়ীর মনে অন্ততঃ এই আশাটুকু ছিল। বালিকার মন—এ অপেক্ষা আর কি করিতে পারে?

আর অধিক বিলম্ব না করিয়া রেবতী জ্যোতির্ম্ময়ীকে লইয়া ভগ্নীর বাড়ী চলিলেন। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যাস্ত হইল—প্রান্তরটী অতিক্রম করিয়া অপর গ্রাম প্রবেশ করিতে বেশ অন্ধকার হইল। রাত্রি দুই তিন দণ্ড পরেই রেবতী আপন ভগ্নীর বাটী পৌঁছিলেন। অনেক দিনের পর রেবতীর ভগ্নী তাঁহাকে পাইয়া অতি যত্নে, অতি সমাদরে, তাঁহার কুশল,

জ্যোতির্ম্ময়ীর গণ্ডস্থল আর্দ্র হইতেছিল; কেবল কুন্তল-রাশি মস্তকের অবনতি প্রযুক্ত এক একবার যেমন আঁখি যুগলের সমীপবর্ত্তী হইয়া দৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মাইতেছিল তেমনি সে হস্ত দ্বারা তাহা সরাইয়া দিতেছিল। কিছুক্ষণ এইরূপে অতিবাহিত হইলে রেবতী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, জ্যোতির্ম্ময়ী গাঢ় চিন্তা নিরতা, তাহার দৃষ্টি পৃথিবীতে—মন অন্য স্থানে সুতরাং রেবতীর আগমন তাহার জ্ঞান চক্ষের পথবর্ত্তী হয় নাই, চিন্তারও হ্রাসতা হয় নাই; যেমন বসিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী চিন্তা করিতেছিল সেইরূপেই চিন্তা করিতে লাগিল। রেবতী প্রবীণা, অল্প বয়স্কাদিগের মনের গতি বেশ বুঝিতেন, বলিলেন "জ্যোতির্ম্ময়ি। গঙ্গাস্নানে যাইবে? আমি এক জনের মুখে শুনিলাম গিরিজা বাবু কলিকাতায় আছেন, যদি যাও তোমায় সেখানে দিয়া আইসি"। জ্যোতির্ম্ময়ী স্বরে বুঝিলেন রেবতী নিকটে আসিয়াছেন, সে তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল "গিরিজা বাবু সেখানে থাকুন আর না থাকুন গঙ্গাস্নান যাইব। আমাকে গিরিজা বাবুর মনে থাকিলে এত দিন কি না আসিয়া থাকিতে পারিতেন?"

রেব। যাহাই হউক তুমি গঙ্গাস্নান যাইবে?

জ্যোতি। তুমি যখন যাইবে, কেন না যাইব?

আর কোন কথাই নাই, রেবতী গঙ্গাস্নান যাইবার জন্য সকল আয়োজন করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীকে লইয়া এক দিন অতি প্রত্যূষে গ্রাম ছাড়িয়া চলিলেন। সঙ্গে পুরুষ কেহ নাই, দুইটীমাত্র স্ত্রীলোক, পথ ঘাট পরিচিত নহে; ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতে দুই ক্রোশ পথেই বেলা দশ দণ্ড হইল। বৈশাখ মাসের রৌদ্র—শীতকাল হইলে লোক এত বেলাতেও গাত্রাবরণ ত্যাগ করিতে পারে না—বৈশাখের রৌদ্র অতি খরতর—পথ গরম হইয়া উঠিল—বালুকাকণা অগ্নিকণা বোধ হইতে লাগিল। জ্যোতির্ম্ময়ীর কখনও পথ চলা অভ্যাস ছিল না—সে নিতান্ত অসক্ত হইয়া পড়িল আর চলিতে পারিল না, দেখিয়া রেবতী একটী সরাইতে পৌঁছিয়া আহারাদির আয়োজন করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীকে খাবার প্রস্তুত করিয়া দিল, আহার করিয়া শয়ন করিবামাত্র সে নিদ্রা গেল। রেবতীও পথশ্রমে নিতান্ত অবসাদিত হইয়াছিলেন শয়নমাত্র তাঁহারও ঘুম আসিল। বৈশাখ মাসের দীর্ঘ বেলা

অবসান প্রায়—তখনও তাহাদিগের ঘুম ভাঙ্গিল না—রৌদ্রের তেজ একবারে কমিয়া গেল—নলিনীবান্ধব তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়া অবগাহন মানসে পশ্চিম সাগরের জলে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন। আলোক প্রিয় দিবাচর বিহঙ্গমকুল ক্ষুন্নমনে তাঁহার বিদায় গীত গাইতে গাইতে কুলায় অন্বেষণ করিতেছে। সান্ধ্য সমীর গাছের পাতা কাঁপাইয়া, নদীর জল নাচাইয়া আস্তে আস্তে বহিতে লাগিল। শীতল সমীর স্পর্শে রেবতীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, বেলা নাই দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীকে জাগ্রত করিয়া কহিলেন "জ্যোতির্ম্ময়ি সমুখে এই যে গ্রাম দেখিতেছ, ঐ গ্রামে আমার ভগ্নীর বাটী আজি রাত্রি সেখানে থাকিয়া কাল প্রভাতে কলিকাতা যাইব"। জ্যোতির্ম্ময়ী এত বড় হইয়াছে আপন জ্ঞানে কখন গঙ্গা দেখে নাই, কলিকাতা যায় নাই, কেবল তাহার মাতার চিকিৎসার জন্য একবার মাত্র তাহার পিতার সহিত কলিকাতায় গিয়া দশ বার দিন তথায় ছিল; তখন তাহার ভাল জ্ঞান জন্মে নাই। জ্যোতির্ম্ময়ী রেবতীর প্রশ্নে দ্বিরুক্তি করিল না, তাহার মনের ঠিক ছিলনা, কেন কলিকাতায় যাইতেছে, সেখানে গিয়া তাহার কি হইবে সে কিছুই জানিত না, কিছুই বুঝিত না। সকল আশ্রয় গিয়া এখন একমাত্র রেবতীই তাহার অবলম্বন; তিনি যেখানে যাইতেছেন সেও সেইখানে যাইতেছে, তাহার মনে কোন ঔৎসুক্য বা কৌতূহল কিছুই ছিলনা; নভোমণ্ডলে দূরপ্রক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র নক্ষত্রের ন্যায় গিরিজা বাবুর দর্শন লাভের আশা ক্ষণে মিট্ মিট্ করিতেছিল, ক্ষণে জ্বলিতেছিল, ক্ষণে অদৃষ্ট হইতেছিল। গিরিজা বাবু যখন তাহার জীবন দান করিয়াছেন তখন তাহার লালন পালনে তিনি যে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিতেন জ্যোতির্ম্ময়ীর মনে অন্ততঃ এই আশাটুকু ছিল। বালিকার মন—এ অপেক্ষা আর কি করিতে পারে?

আর অধিক বিলম্ব না করিয়া রেবতী জ্যোতির্ম্ময়ীকে লইয়া ভগ্নীর বাড়ী চলিলেন। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যাস্ত হইল—প্রান্তরটী অতিক্রম করিয়া অপর গ্রাম প্রবেশ করিতে বেশ অন্ধকার হইল। রাত্রি দুই তিন দণ্ড পরেই রেবতী আপন ভগ্নীর বাটী পৌঁছিলেন। অনেক দিনের পর রেবতীর ভগ্নী তাঁহাকে পাইয়া অতি যত্নে, অতি সমাদরে, তাঁহার কুশল,

গ্রামের পাড়া প্রতিবাসীর, ঘোষালদিগের বধূর, মুখোপাধ্যায়দিগের গৃহিণীর, আপন সমবয়স্কা সকলের মঙ্গলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর পরিচয়ের কথা জানিতে ইচ্ছা করিল। রেবতী সে সময়ে কোন কথার উত্তর না দিয়া পরে বলিবে বলিলেন। কথায় কথায় রেবতী আপন ভগ্নীর কথা চাপা দিবার জন্য এ ও তা অনেক কথা কহিয়া পরিশেষে আপন ভাগিনেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিল। তাঁহার ভগ্নী বলিলেন, তাঁহার পুত্র কলিকাতায় আছে। পরে তাহার বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করায় জানিলেন অর্থের সুসার না হওয়ায় তাহার কিছুই সে পর্য্যন্ত হয় নাই। রেবতী ইঙ্গিতে তাহার ভগ্নীকে কি বলিল আমরা বিশেষ বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার পরেই রেবতীর ভগ্নী পূর্ব্বাপেক্ষা জ্যোতির্ম্ময়ীকে অধিক আদর করিতে লাগিলেন; তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন, নানাবিধ মিষ্টান্ন আনিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর মুখের নিকটে ধরিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী এখন অচিরবিরুদ্ধ বিহঙ্গিনী—ক্রমাগত নূতন স্থান, নূতন লোক দেখিয়া তাহার মন বড় বিকল হইয়া গিয়াছিল। সে রেবতীর ভগ্নীর গ্রীবা মধ্যে মুখ লুকাইল—লজ্জায় নয়—তাহা হইলে মুখে প্রফুল্লতার রেখা দেখা যাইত; ফল বিরস ও বৈরক্তির ভাব দেদীপ্যমান ছিল। স্ত্রীলোকের স্বভাব গুপ্ত কথা তাহাদিগের উদরে কোন মতে জীর্ণ হইবার নহে—বড় গুরুপাক—রেবতী অতি গোপনে, ইঙ্গিতে আপন মনোভাব ভগ্নীর নিকট প্রকাশ করিলেও মিষ্টান্ন আনিতে যাইবার সময় তিনি তাঁহার প্রতিবাসিনী অঙ্গনাদিগের নিকট বিলক্ষণরূপে জ্যোতির্ম্ময়ীর রূপের ব্যাখ্যা করিয়া আপন তনয়ের সহিত তাহার পরিণয়ের কথা গল্প করিয়া আসিয়া ছিলেন। স্ত্রীলোকের মন রূপের ঈর্ষায় বড় কষ্ট বোধ করে—রূপই স্ত্রীলোকের একমাত্র অহঙ্কারের জিনিষ তাহাদিগের মনে এপ্রকার বিশ্বাস—শত সহস্র মুদ্রা ক্ষতি হউক—কেহ আপমানজনক কথা বলুক—সকলই তাহাদিগের সহ্য হয়, কিন্তু রূপনিন্দা কোনমতে সহ্য হইবার নয়। জ্যোতির্ম্ময়ীর রূপের সুখ্যাতি পাড়া মধ্যে প্রচার হওয়ায় যে বাড়ীতে যত স্ত্রীলোক ছিল, বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, যুবতী, বালিকা সকলেই আসিয়া রেবতীর ভগ্নীর বাটীতে মিলিত হইল। প্রৌঢ়া বৃদ্ধা অপেক্ষা যুবতী ও বালিকার ভাগ অধিক। প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধাদিগের

রূপের সোহাগ ফুরাইয়াছে তথাপি যে দুই একজন আসিয়াছিল সে কেবল তাহাদিগের বধূ বা কন্যার সহিত জ্যোতির্ম্ময়ীর রূপলাবণ্য তুল্য কি না তাহার পরীক্ষার জন্য। সকলে আসিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলে সহজে তাহাদিগের বাসনা পূর্ণ হইল না। জ্যোতির্ম্ময়ী সেই যে রেবতীর ভগ্নীর গ্রীবা মধ্যে মুখ ঢাকিয়া ছিল, আর সহজে বাহির করিল না। প্রতিবাসিনিগণ কেহ বিনয়বাক্যে, কেহ উত্তেজনায় নানা কথা বলিল, জ্যোতির্ম্ময়ী মুখ বাহির করিল না। পরিশেষে রেবতীর ভগ্নী বল প্রকাশ করিলে জ্যোতির্ম্ময়ী পরাভূতা হইল, মুখ বাহির হইয়া পড়িল, চক্ষু মুদ্রিত করিল—ঈষৎ কোপ, ঘোর দুঃখের প্রভাবে জ্যোতির্ম্ময়ীর মুখের স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল না। স্বর্ণ যতই মলিন থাকুক গুণবান বণিকের নিকট তাহার গুণ অপ্রকাশ থাকেনা। স্ত্রীলোক সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাদিগের নজর ভাল, হাজার বেশ ভূষা করিলেও যাহারা মেকী ধরিয়া দিতে পারে, কেবল তাহারাই মুদ্রিতনেত্রা জ্যোতির্ম্ময়ীর সৌন্দর্য্যের প্রকৃত ভাব বুঝিতে পারিয়াছিল, বয়সকালে জ্যোতির্ম্ময়ী যে একটী অমূল্য স্ত্রীরত্ন হইবে কেবল তাহারাই জানিতে পারিয়াছিল। যাহারা নিন্দক, নিন্দা করা যাহাদিগের স্বভাব, তাহারাই কেবল চন্দ্রে কলঙ্ক, কেতকে কণ্টক, চন্দনে পুষ্প ও ইক্ষুতে ফল হীনতা, কোকিলে কৃষ্ণত্ব এবং বায়ুতে ঝটিকা দোষ কীর্ত্তন করিয়া থাকে। আপনাপন রূপ গৌরব রক্ষার জন্য অনেকেই কথায় জ্যোতির্ম্ময়ীর অঙ্গ সৌষ্ঠবের ত্রুটী দেখাইতে লাগিল বটে, কিন্তু মনে মনে জ্যোতির্ম্ময়ীর রক্তিম রাগ রঞ্জিত গণ্ডস্থল, সুন্দর চিবুক, উন্নত নাসাগ্র; দাড়িম্ব শস্যসান্নভ অধর ওষ্ঠ এবং নিতম্বলম্বিত কেশ পাশের ঈর্ষা করিতে লাগিল।

রেবতীর ভগ্নী কন্যার ন্যায় যত্ন করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে আহারাদির পর শয়ন করিবামাত্র জ্যোতির্ম্ময়ী নিদ্রা গেল, রাত্রিতে রেবতীর সহিত তাহার ভগ্নীর কি কথা বার্ত্তা হইল, জ্যোতির্ম্ময়ী কিছুই জানিল না।

দশম পরিচ্ছেদ।

দস্যু হস্তে।

বৈশাখমাসের জ্যোৎস্নাবতী যামিনীর যামৈক অবশিষ্ট—মেদিনী সুধা-ধবলিত অট্টালিকার ন্যায় ধপ্ ধপ্ করিতেছে। সন্ধ্যা হইতে নিশীথ পর্য্যন্ত জগৎপ্রাণ মত্ত ময়ূখমালীর দুঃসহ কর পীড়নে স্তম্ভিতপ্রায় ছিল এক্ষণে জগদানন্দদায়ক সুধাংশুর শীতল করনিকরে স্নিগ্ধ হইয়া সুমন্দ সঞ্চারে কখন মহীরুহের নবোত্থিত কিশলয় স্পর্শ করিয়া, কখন অনূঢ়া মাধবীর কুসমিত কুন্তল চুম্বন করিয়া, কখন বা শষ্প শয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া আবার উঠিয়া সহকার শাখাবাসী মধুসখার মধুর কণ্ঠ উত্তেজিত করিয়া গমন করিতেছে। পাপিয়া পিকবরের পঞ্চম স্বরকে জিনিবার জন্য নবীন পত্রাবৃত তিন্তিড়ী শাখায় বসিয়া মনের সাধে আপন গলাবাজি করিতেছে। ক্ষুদ্র কায় দধিমুখ নাচিয়া নাচিয়া ঝিম গলায় টপ্পা নবিশির চূড়ান্ত দেখাইতেছে। অন্যান্য বিহঙ্গম সম্প্রদায় মোটা গলায় দোহারী করিতেছে—অদূরে তড়া-গো[illegible]ত ক্ষু[illegible] বীচিমালার তটাঘাত জন্য অবিশ্রান্ত অবিচ্ছিন্ন বাদ্যে সুন্দর সঙ্গিত হইতেছিল। পৃথিবী শান্তিময়ী—এসময় ধনীর ধন বৃদ্ধির চিন্তা দূরে গিয়াছে—রাজার রাজারক্ষা চিন্তা নাই—বীরের শত্রুশিবির আক্রমণের চেষ্টা মন হইতে পলায়ন করিয়াছে—মধ্যবিত্তের সংসার পরিপালন চিন্তা অন্তর্হিত হইয়াছে—ধনীর বিলাস, মধ্যবিত্তের অবিরাম শ্রম, দরিদ্রের ক্ষুধা, সমস্ত ছাড়িয়া গিয়াছে, সকলেই এখন শান্তির সুকোমল অঙ্কে অঙ্গ বিস্তার করিয়া সমান সুখভোগ করিতেছে। এ সময় রাজায় প্রজায়, ধনী নির্দ্ধনে প্রভেদ নাই। অপূর্ব্ব রম্য হর্ম্ম্যশিখরে বাতায়ন উদ্‌ঘাটনে নবনীত লাঞ্ছিত কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া আশুনিদ্রাকর্ষী স্নেহ দ্রব্য সিঞ্চনে ধনী যেরূপ সুষুপ্তিসুখ সম্ভোগ করিতেছে, একজন দরিদ্রও পল্লীগ্রামের বটবৃক্ষ তলে শয়ন করিয়া সেইরূপ সুখে নিদ্রা যাইতেছে। এখনই সুখের সময়—ধনী ধন চিন্তা ভুলিয়াছে—কৃপণ আপনার ধনের যত্ন ছাড়িয়াছে—নির্ধন উদরান্নের

জন্য ভিক্ষা পরিত্যাগ করিয়াছে—নব দম্পতী পলকের বিচ্ছেদে প্রলয় জ্ঞান হারাইয়াছে—পতি বিয়োগ বিধুরা বালা বিচ্ছেদ জ্বালায় জলাঞ্জলি দিয়াছে—পুত্র শোকাতুরা জননী পুত্রের মৃত্যু ভুলিয়া স্বপ্নে তাহার সুন্দর হসিত মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া সুখের সাগরে ভাসিতেছেন। বহু-পুত্রের ললনা যেরূপ আপন পুত্রকন্যাদিগকে নিদ্রিত করিয়া নিশ্চিন্ত মনে পতির সহিত সুখালাপ করেন, নির্ম্মলা শান্তিময়ী ক্ষণদাও এখন সুধা-করকে লইয়া সেইরূপ আমোদে বিভোর হইয়া মুখভরা হাসি হাসিতেছে —প্রাচীন উপন্যাস প্রথিত সুন্দরী রাজকন্যার মধুর হাস্যে মুক্তা বর্ষণের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত পাঠকবর্গ ইহাতেই দেখিয়া লইবেন। সেই হাসিতে দূর্ব্বা-দলে রাশি রাশি মুক্তা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

এই সময়ে রেবতী আপন ভগ্নীকে জাগ্রত করিলেন —দুই জনে ধীরে ধীরে নিদ্রিতা জ্যোতির্ম্ময়ীকে কোলে লইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা অল্প সময়ের মধ্যেই নিজগ্রাম পার হইয়া একটী প্রান্তরে পৌঁছিলেন। সেই প্রান্তরটী অতি দুর্গম! দিবাভাগে পুরুষে একাকী তাহাতে চলিতে সাহস করে না। কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ীর মত সুন্দরী নবোঢ়াকে যিনি বিনা পণে বধূ রূপে প্রাপ্ত হইবেন এ অপেক্ষা তাঁহার সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? ঘোরতর বিপৎপাত হইলে লোক যেমন হতবুদ্ধি হয়, সদসৎ জ্ঞান থাকে না, আশাতীত অপূর্ব্ব কল্পিত অকস্মাৎ সুখ সঞ্চারেও লোক তদ্দশা প্রাপ্ত হয়। আহ্লাদে রেবতীর, বিশেষ তাঁহার ভগ্নীর, মন হইতে ভয় একেবারে পলায়ন করিয়াছিল, তাঁহাদিগের মত দুইটী কুলকামিনীতে যে সে মাঠ পার হইতে পারেন না তাহা তাঁহারা লোকের নিকট শুনিয়াছিলেন, কিন্তু বিবেচনান্ধকারিণী আশা তাঁহাদিগকে সে সাহস দিয়াছিল, সেই সাহসে বিশ্বাস ও তাহাতে নির্ভর করিয়া তাঁহারা প্রান্তরে নামিয়াছিলেন। প্রান্তরের অর্দ্ধেক পথে যাইতে যাইতেই ভোর হইয়া আসিল —জ্যোৎস্না মলিন হইয়া গেল—আকাশ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রগুলি আকাশের কোলে মিশাইয়া গেল—আর দৃষ্টিগোচর হইল না—বড় বড় গুলি মলিন হইয়া খদ্যোতের ন্যায় মিট্ মিট্ করিতে লাগিল। রাত্রিকালে ক্রমদেহে কৌমুদী রাশি রূপার ন্যায় দেখাইতে

ছিল এখন গিলটী উঠিয়া প্রকৃত রং বাহির হইয়া পড়িল। চন্দ্রমার মনোজ্ঞ করে আকাশ, অবনী, বিশ্বগুল দেদীপ্যমান ছিল সেই চন্দ্রমা এখন কেবল আকাশ, নদী, জল ও তড়াগ বক্ষ ভিন্ন পৃথিবীর অন্যত্র দৃষ্ট হইবার নহে। প্রভাত সমীর ধীরে ধীরে শরীর শীতল করিয়া বহিতে লাগিল। নদীর জল, গাছের পাতা কাঁপিয়া উঠিল। পূর্ব্ব দিক্ ফরসা হইল।

প্রান্তরের মধ্যভাগে একটী বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে—তাহার চারিদিকের পাড়গুলি এক একটী ক্ষুদ্র শৈলের ন্যায় উচ্চ, তাহার উপর বড় বড় অশ্বত্থ গাছ নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ জল, ঊষার প্রভাবে আরও গাঢ়তর দেখাইতেছিল। সমীরণ তাড়িত অত্যুঙ্গ তরঙ্গমালায় শুভ্রফেণপুঞ্জ প্রাবৃট্কালীন কৃষ্ণ কাদম্বিনীক্রোড়ে বলাকার ন্যায় নাচিয়া বেড়াইতেছিল। তৎ প্রদেশের বায়ু স্পর্শে সহজেই শীতানুভব হয়—জ্যোতির্ম্ময়ীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। অধিক দিন একত্র সহবাস জন্য রেবতীর সহিত জ্যোতির্ম্ময়ীর একটু ঘনিষ্টতা জন্মিয়াছিল,—তাহাকে দিদি বলিয়া ডাকিত। নিদ্রাভঙ্গের পর জ্যোতির্ম্ময়ী রেবতীকে জিজ্ঞাসা করিল—"দিদি আসিবার সময় আমাকে যে জাগাও নাই?" রেবতী কহিল "শেষ রাত্রির ঘুম না ঘুমাইলে পাছে তোমার অসুখ হয় এজন্য তোমাকে জাগাই নাই"। এইরূপে নানা কথায় তাঁহারা দীর্ঘিকার নিকটবর্ত্তী হইলেন। দীর্ঘিকার পাড়দিয়া কালনা যাইবার রাস্তা—তখনও ঊষার ঘোর ঘুচিয়া বেশ পরিষ্কার হয় নাই—দূরের লোক দেখিলে চিনিতে পারা যায় না। রেবতী ও তাঁহার ভগ্নী দেখিতে পাইলেন দীঘির পাড়ের উপরে অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে দুইটী লোক যষ্টি হস্তে দণ্ডায়মান—দেখিয়া তাঁহাদিগের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল—এস্থানটা অতি ভয়ানক এবং পল্লীগ্রামের মাঠে দস্যুতার এই উপযুক্ত সময় তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। হর্ষাতিশয্যে মাঠে নামিবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগের এ চিন্তা মনে উদয় হয় নাই; যদিও হইয়াছিল তাহাও উপেক্ষায় উড়াইয়া দিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকিলে মনুষ্য দুইটী নিকটবর্ত্তী হইল—বিকটস্বরে "দাঁড়া" এই কথাটী বলিবামাত্র রেবতীর ভগ্নী জ্ঞানশূন্য হইয়া ভূতলশায়িনী হইলেন। পতনাঘাতে ক্রোড়স্থিত অর্দ্ধ নিদ্রিতা জ্যোতির্ম্ময়ীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল—চক্ষু চাহিয়া দস্যু দুইটীর মূর্ত্তি

দেখিবামাত্র জ্যোতির্ম্ময়ী পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিল—মৃত্তিকায় মুখ রাখিয়া স্থির হইয়া রহিল—হৃৎপিণ্ডে রক্তস্রোত এত প্রবল বহিতে লাগিল যে বিকার প্রাপ্ত রোগীরও হৃদয়যন্ত্রের ক্রিয়া এতাদৃশ প্রবল হয় না। জ্যোতির্ম্ময়ীর শ্বাস ঘন বহিতে লাগিল—মুখমণ্ডল কালিমা বর্ণ ধারণ করিল, থাকিয়া থাকিয়া সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল—মুমূর্ষুকাল প্রায় উপস্থিত। রেবতী অপেক্ষাকৃত সাহসিনী—তখন ভগীর ন্যায় অবস্থা তাঁহার হয় নাই—দণ্ডায়মান ছিলেন। দস্যুগণ আসিয়া তাঁহাকে যষ্টি আঘাত করিল—রেবতী পড়িয়া গেলেন দস্যুগণ নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল—দুইটীই বিধবা স্ত্রীলোক—রেবতীর ভগীর অঞ্চলাগ্রে দুইটী টাকা ও দশগণ্ডা পয়সা বাঁধা ছিল খুলিয়া লইল, জ্যোতির্ম্ময়ীর অঙ্গ পরীক্ষা করিল—দেখিল তাহার দুই হস্তে তিন গাছি করিয়া গালার চুড়ি ও বাম হস্তে একগাছি লৌহ কঙ্কণমাত্র। অলঙ্কারে কি করে—জ্যোতির্ম্ময়ীর রূপই তাহার অলঙ্কার। দস্যুদ্বয় কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া কি ভাবিল—পরস্পরে কি বলাবলি করিল, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। কথা বার্ত্তার পর দুই জনে জ্যোতির্ম্ময়ীকে তুলিয়া লইয়া পলায়ন করিল। গিরিজা বাবু তাহাকে যে অঙ্গুরীয়কটী দিয়া গিয়াছিলেন জ্যোতির্ম্ময়ী অতি যত্নসহকারে তাহা রক্ষা করিয়াছিলেন, এরূপ গোপনে রাখিয়াছিল যে রেবতীও এত দীর্ঘকাল মধ্যে তাহার বিন্দু বিসর্গ জানিতে পারিয়াছিলেন না। দস্যুগণও তাহা দেখিতে পায় নাই।

——oo——

মানব দুঃখ।

শীতকাল—হিমাদ্রির প্রখর সমীরে ক্লিদ্যমান হইয়াই যেন নলিনিপতি উত্তরাশার পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাকাশের নিম্নভাগ দিয়া আপনকার গমনাগমনের পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং কষ্টে সৃষ্টে আপন কর্ত্তব্যকার্য্য সাধন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। পতির দুঃখে, শত্রুপীড়নে কাতর হইয়া

নলিনী মাতার অঙ্কে অঙ্গ লুকাইয়াছে। এখন আর সে বসন্তশোভা নাই; সুখসেব্য মলয়ানিল প্রবাহ বসন্ত বিহগের কণ্ঠস্বর উত্তেজিত করে না; নবীন পল্লবরাজি তরুলতিকার অঙ্গে শোভা সাধন করিতে ব্রতী নহে; নয়নাভিরাম বিবিধ কুসুম কুল বনস্থলীর রমণীয়তা বর্দ্ধিত করিতে পারে না; নিশাকালে সুনীল বসন্তাকাশে দীপ্ত তারকাকুল বেষ্টিত চন্দ্রমায় জ্যোতি আর মেদিনীকে হাস্যময়ী করে না; কিম্বা নৈদাঘ তপন প্রচণ্ড ময়ূখমালা বিস্তার করিয়া জীবকুলকে আকুলিত করে না; শীতল সমীর এখন আর জীবগণের বাঞ্ছনীয় নহে কিম্বা প্রাবৃট্‌কালীন জলদমালা ঘোর ঘটায় আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া গম্ভীর বজ্রনির্ঘোষ সহ দৃষ্টিদাহী বিদ্যুদ্দাম স্ফুরণে মানবের হৃদয় কম্পিত করে না বা প্রচণ্ড বাত্যাসহ মুষল ধারা বর্ষণে উত্তাল তরঙ্গ মালায় তরঙ্গিনীকে আকুলিত করে না। এ শীতকাল,—শীতল সমীর হিমাচল শিখর হইতে তুষারকণিকা লইয়া জীবগণের অস্থিভেদ করিয়া বাহিত হইতেছে, বৃক্ষ পত্র সমুদায় শুষ্ক, শীর্ণ হইয়া ভূতল আচ্ছাদিত করিতেছে—তরুগণ নির্জীব শুষ্ককাষ্ঠবৎ উলঙ্গ দণ্ডায়মান; মাঠের সে রমণীয় শ্যামল শষ্পগুচ্ছ মেদিনী পৃষ্ঠের সৌন্দর্য্য সাধন করিতে পারিতেছে না। যামিনী চন্দ্রমা শোভিতা হইয়াও সুন্দরী কন্যা ষোড়শীর ন্যায় শ্রীহীনা; নক্ষত্র কুল খদ্যোতিকা অপেক্ষাও হীনপ্রভ, প্রকৃতি মলিনমুখী। এখন আর দক্ষিণানিল প্রবাহে বৃক্ষপত্রের শর শর শব্দ নাই, তৎসহ মধুর কোকিল কূজন নাই,—পক্ষীগণ নীরব; প্রকৃতি নিস্তব্ধ; যেন কোন দুর্দ্দান্ত অত্যাচারীর ভয়ে ভীত, তাহার কঠোর পীড়নে বাক্‌শূন্য; কেবল এক একবার পত্রহীন বৃক্ষশাখা সঞ্চালন জনিত হুস হুস শব্দে, তুহিনপাত ছলে রোদন করিতেছে।

এই বিষাদের সময়ে আমার মনে মানব দুঃখের অনন্ত চিন্তারাশি আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি রাজপ্রাসাদে যাই, দরিদ্র কুটীরে ভ্রমণ করি, নগরের জনস্রোত মধ্যে বেড়াই, পল্লীস্থ প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যগত হই, যেখানে যাই সেইখানে নানা প্রকারের নানান্ লোক দেখিতে পাই, তাহাদিগের মনের গতি কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া থাকি; সম্রাট আপন প্রাসাদে বসিয়া স্বীয় প্রকৃতিপুঞ্জের অবস্থার উৎকর্ষ বিধানে, আপনার প্রশংসাক্রয়ের

জন্য আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন; কখন বা তিনি বিলাস ভোগে বিভোর হইয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন দেখিতে পাই, তিনিই আবার এক সময়ে হয় ত সংসার যন্ত্রণায় ব্যতিব্যস্ত স্বীয় পুত্র বিয়োগ দুঃখে অধীর হইয়া সর্ব্বত্যাগী বিষয়বিরাগীর ন্যায় হইয়া পড়িয়াছেন; গৃহস্থ লোক স্ত্রীপুত্র পরিজনবর্গের অভাব পূরণেই ব্যস্ত; তাঁহার সামান্য লাভেই সন্তোষ, সামান্য ক্ষতিতেই প্রভূত ক্লেশ, তিনি ক্ষণেকের মধ্যে সংসার সমুদ্রের সুখতরঙ্গে উঠিতেছেন, ক্ষণেকের মধ্যেই দুঃখে ডুবিতেছেন; দরিদ্রের ত কথাই নাই, উদরের চিন্তাতেই সদা বিব্রত,—সুখের মুখ কেমন দেখিতে পায় না। এই কোটী কোটী মানব-পরিপূর্ণ ধরণী মধ্যে এক সময়ে কাহাকেও হাসিতে দেখিতেছি, কাহাকেও অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে দেখিতে পাইতেছি; কেহ সৎকার্য্য করিয়া সাধারণের প্রীতিভাজন হইতেছে, কেহ দুষ্কর্ম্ম করিয়া দারুণ যন্ত্রনা ভোগ করিতেছে, কেহ নবজাতকুমারের মুখাবলোকনে অপার আনন্দ সাগরে ভাসিতেছে, কেহ উপযুক্ত পুত্র বিয়োগে অধীর হইয়া ধূলিবিলুণ্ঠনে আর্ত্তনাদ করিতেছে, কেহ মিলনে সুখী, কেহ বিয়োগে বিধুর হইতেছে, কেহ অনশনে যোজনপথ পরিভ্রমণ করিতেছে, কেহ সুভোজ্য ভোজনের পর অতুল নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছে। ইহ জগতে সুখ দুঃখ ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত, একটীর পর অপরটী অবশ্যম্ভাবী, এবং স্বাভাবিক সুখ মানবের চিরাভিলষণীয়; দুঃখ চিরপরিত্যাজ্য,—তাহা কখন হয় না, হইতে পারেনা। বাল্যের পর কৌমার, কৌমারের পর যৌবন, যৌবনের পর প্রৌঢ়, প্রৌঢ়ের পর বার্দ্ধক্য অবশ্য আসিবে। দিবসের পর রাত্রি কোন মতেই আসিতে ক্ষান্ত হয় না, সেইরূপ মনুষ্যের সুখের পর দুঃখ কাহার বাধা মানে না। ভ্রান্ত মানব সংসার মোহে মুগ্ধ হইয়া স্বাভাবিক নিয়মের ব্যভিচার করিতে উদ্যুক্ত; অঘটন ঘটনা করিতে প্রয়াসী, যাহা হইবার নয় তাহা কি কেহ কখন করিতে পারে? সুতরাং মানবদুঃখের সীমা নাই—অসীম। নিয়ত সুখানুধাবনেই জগৎ ব্যস্ত,—এক সুখ ভিন্ন অন্য কথা নাই। রাজার রাজকার্য্য সম্পাদনে, বণিকের বাণিজ্য কার্য্যে,—বিচারকর্ত্তার বিচারকার্য্যে,—কেরাণী বাবুর লেখনী সঞ্চালনে,—ভিক্ষুকের ভিক্ষায়—সংসারের সকল কার্য্যে—সকল লোকের

সুখের আশা ভিন্ন আর কিছুই নাই। কিন্তু যে সুখের জন্য তাহারা এত লালায়িত দুর্ভাগ্যক্রমে, জগতের অলঙ্ঘ্য নিয়মে তাহারা সেই সুখের হাস্য-পূর্ণ প্রফুল্লাস্য দর্শনে বিমুখ; সাংসারিক সুখ একবার তাহাদিগকে দেখা দিতেছে, ধরিতে যাইলে লুকাইতেছে; তাহারা আবার অন্বেষণ করিতেছে, খুজিয়া পাইতেছে না; তখন সুখ বাহিরে পুনরায় দৃষ্টিগোচর হইয়া দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাদিগকে বিদ্রুপ করিতেছে;—এইরূপে তাহাদিগের সহিত ইহলোকে লুকোচুরি খেলা খেলিয়া, তাহাদিগকে ভুলাইয়া লইয়া, তাহাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিতেছে। লোকে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না; আশার কুহকে সুখের লোভে পড়িয়া আপন কর্ম্ম হারাইতেছে, ইহাই মানবের মহদ্দুঃখ! মানব আপন জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে না ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয়ীভূত কি আছে? পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া পশু পক্ষ্যাদি ইতর জন্তুরাও উদর পূর্ত্তি করিয়া আহার করে; ক্ষুধা শান্তি হইলেই মনের সুখে থাকে। যদি মনুষ্যও জীবগণের ন্যায় আপনার দৈহিক সুখসাচ্ছন্দ্য, আহার বিহার সুখকে আপন জীবনের সার কর্ম্ম মনে করিল তবে তাহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় কি আছে? তাহাকে যে অমূল্য জ্ঞানরত্ন প্রদত্ত হইয়াছে তাহার সদ্ব্যবহার কি হইল? অপরাপর জন্তুর সহিত তাহার কি প্রভেদ রহিল? ইহ সংসারের সুখ দুঃখের কথায় কাজ কি। সৎপন্থানুসারী পরম পবিত্র ধর্ম্মাত্মা পুরুষ সমস্ত দিন ধর্ম্মানুষ্ঠানের পর জীবনরক্ষার জন্য এক মুষ্টি ভিক্ষা মিলাইতে পারে না, আর মিথ্যাবাদী, কপট, প্রবঞ্চক অনায়াসে শতসহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া আপনার বিলাসবাসনা পরিতৃপ্ত করিতেছে। অর্থ-সাধ্য ঐহিক সুখলাভের পন্থা পৃথক্—সংসারক্ষেত্রের এই অত্যদ্ভুত রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করা সহজে হয় না। যে স্থানে দুগ্ধবিক্রেতা জীবদেহপোষক অমৃতাদির পণ্যভার স্কন্ধে লইয়া পথে পথে গ্রাহকদিগকে আহ্বান করিয়া বেড়ায়—হয়ত সমস্তদিনে আশানুরূপ বিক্রয়ে সমর্থ হয় না, আর শৌণ্ডিকালয়ে স্বাস্থ্যনাশিনী সুরার জন্য মক্ষিকা পংক্তির ন্যায় ক্রেতাপুঞ্জে বিক্রেতার বিরক্তির কারণ হয়, সে সংসারের কথায় কাজ নাই, আর সে সংসারের সুখলাভের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণে আমারমত লোকে সমর্থ নহে। সম্রাট, বণিক,

ধনী, জমিদার, আপন অতুল বিষয় বিভব সুখভোগে ঔদাস্য বোধ করিয়া অভিনব সুখের কামনা করেন; মধ্যবিত্ত ব্যক্তি, নির্ধন সেই সুখের অন্বেষণে ব্যস্ত, প্রাণপণে তাহারই চেষ্টা করে; যদি দৈবাৎ কখন তদ্রূপ সুখ ভোগ করিতে পায়, তবে জীবন সার্থক বোধ করে। আবার ধনীকেও কখন কখন মধ্যবিত্তের সুখ প্রার্থনা করিতে দেখি। অসভ্য বন্য জাতিরা যদৃচ্ছালব্ধ মৃগয়াদিতে উদরপূর্ত্তি করে, সামান্য কুটীরে বাস করে, তুমি আমি দেখিলে মনে করি হয় ত তাহারাই সুখী—বাস্তবিক, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর পাইবে "তাহারা সুখী"—কখনই নহে। ইহ জগতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা পরস্পরে পরস্পরের সুখের হিংসা করে, কেহই আপন অবস্থার সুখ অনুভব করিতে সমর্থ নহে, মানবের ইহাও একটী মহদ্দুঃখ!!!

——**——

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন।

হালিসহরান্তবর্ত্তি কুমারহট্ট গ্রামে রামপ্রসাদ সেনের নিবাস ছিল। ১৬৪০—৪৫ শকের মধ্যে তত্রস্থ সম্ভ্রান্ত বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ন্যূনাধিক ৬০ বৎসরকাল তিনি জীবিত থাকেন। এই মহাত্মা কবির পিতার নাম রামদুলাল সেন। রামপ্রসাদের সংস্কৃত, হিন্দি, বাঙ্গালা, ভাষাত্রয়েতেই ব্যুৎপত্তি ছিল; প্রত্যুত তন্ত্র শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকাতে কৌলাচার ধর্ম্মেই বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করিতেন;—জ্ঞানাংশেও নিতান্ত হীন ছিলেন না, তৎকালবর্ত্তি মূঢ়দিগের ন্যায় মোহমুগ্ধ ছিলেন না। তাঁহার স্বপ্রণীত পদাবলীতেই তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা

মন কর কি তত্ত্ব তারে,
ওরে, উন্মত্ত আঁধার ঘরে;
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে
কি ধর্ত্তে পারে!

মন অগ্রে শশি বশীভূত,
কব তোমার শক্তিসারে ;
ওবে কোটাব ভিতর চোব কুটাবি, ভোর
হলে সে লুকাবেবে !
ষড দর্শনে দর্শন পেলেনা,
আগম নিগম তন্ত্র ধোবে ,
সে যে ভক্তি বসেব বসিক, সদানন্দে
বিবাজ কবে (পুবে)।
সেভাব লতে পবম যোগী,
যোগ কবে যুগ যুগান্তবে ,
হলে ভাবেব উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে
চুম্বকে ধবে।
বামপ্রসাদ বলে মাতৃভাবে,
আমি তত্ত্ব কবি যাবে ,
সেটা চাতরে কি ভাংবো হাঁড়ী, বুঝরে
মন ঠাবে ঠোবে।

কথিত আছে বামপ্রসাদ প্রথমাবস্থায় কলিকাতা বা তন্নিকটস্থ কোন সম্ভ্রান্ত ধনিব আলযে ধনরক্ষকেব অধীনে লেখকের পদে নিযুক্ত ছিলেন *। যথানির্দ্দিষ্টকালে কার্য্যেব আসনে উপবিষ্ট হইয়া আয ব্যয়ের সংখ্যা কবত খাতাব অবশিষ্ট প্রত্যেক স্থানে এক একটী ভক্তি বসাভিষিক্ত কালীগুণানুবাদ পরিপূরিত পদ লিখিয়া ভক্তিভাবে পুলকিত হইতেন। একদিন ধনবক্ষক ঐ খাতা দৃষ্টে সাতিশয় বিবক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া আপন প্রভু সামীকে গিয়া

* এই বিষয়ে দুই প্রকার জনশ্রুতি আছে, কেহ কেহ কহে খিদির-পুরস্থ দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালেব নিকট, কেহ কেহ কহে কলিকাতাস্থ দুর্গাচবণ মিত্রের নিকট লেখকের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন।

খাতা উদ্ঘাটন পূর্ব্বক তাঁহাকে দেখাইলে, প্রথমত এই গীতটি তাঁহার নয়নগোচর হইল। যথা—

আমায় দেও মা তবিলদারী,
আমি নেমকহারাম নই শঙ্করী।
পদ রত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি,
ভাঁড়ার জিম্মা আছে যার, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি,
শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা, তবু জিম্মা রাখ তারি।
অর্দ্ধঅঙ্গ জায়গির, তবু শিবের মাইনে ভারি,
আমি বিনা মাইনার চাকর, কেবল চরণধূলার অধিকারী।
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি;
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে ত মা পেতে পারি।
প্রসাদ বলে এমন পদের, বালাই লয়ে আমি মরি;
ও পদের মত পদ পাই ত, সে পদ লয়ে বিপদ সারি।

ধনস্বামী এই গীতটি দুই তিন বার পাঠ করত ভাবে গদগদ-চিত্ত হইয়া রামপ্রসাদকে ডাকাইয়া প্রেমাশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিলেন "তুমি অতি সাধু পুরুষ, তোমার আর পরাজ্ঞাবর্ত্তি হইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই, আমি ৩০ টাকা মাসিক বৃত্তি নিরূপণ করিয়া দিলাম, যথাভিমত প্রদেশে থাকিয়া সুখে কালযাপন কর"।

রামপ্রসাদ বাটী প্রত্যাগত হইয়া নিশ্চিন্তে অহরহ শ্যামাগুণানুকীর্ত্তন গুণগানে অভিনিবিষ্ট রহিলেন, সুতরাং সাংসারিক কোন ব্যাপারেই বিশেষ আশক্তি রহিল না। তাঁহার চিত্তচমৎকারিত্ব কবিত্বশক্তির প্রভাবে ধনাগমের কিছুই অপ্রতুল ছিল না কিন্তু উদার স্বভাব ও নিষ্কাম চিত্ততা বশত কিছু-মাত্র ধন সঞ্চয় করিতে পারেন নাই, দীন দরিদ্র লোককে দেখিলেই যাহা কিছু হস্তগত থাকিত তৎক্ষণাৎ তাহাকে সমর্পণ করিয়া সুখী হইতেন।

বঙ্গভাষায় প্রসিদ্ধ কবিদিগের মধ্যে কৃত্তিবাস অতি প্রাচীন বোধ হয়; তৎপরে কাশিদাস, কবিকঙ্কন (মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী), ভারতচন্দ্র, ও বহুকাল পরে ইদানিন্তন রাধামোহন সেন কবি হইয়াছিলেন এবং এই কবিশ্রেণী মধ্যে রামপ্রসাদ সেনও পরিগণিত হইতে পারেন।

রামপ্রসাদের গুণরূপ প্রফুল্ল অরবিন্দ বিনির্গত যশ পরিমল প্রশংসা-সমীরণ সহকারে চতুর্দ্দিক আমোদিত করত পরিচালিত হইয়া তৎকালবর্ত্তি গুণগ্রাহী যশোরাশী নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহোদয়ের মানস মধুকরকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। শ্রুত হওয়া যায় রাজা তাঁহার অসামান্য গুণের বশবর্ত্তি হইয়া মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক স্বায় সভাসদ্‌গণের মধ্যে সন্নিবেশিত কবিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু কবিরঞ্জনের তাদৃশ বিষযাকাঙ্ক্ষাভাব প্রযুক্ত কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। গুণবান্ রাজা তথাপি তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া, মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে নবদ্বীপে আহ্বান করত ও কখন কখন হালিসহরস্থ আপন প্রতিষ্ঠিত ভবনে আমোদ প্রমোদ কবিয়া সুখানুভব করিতেন, এবং অর্থ ও প্রশংসাবাদ দ্বারা কবিরঞ্জনের মনোরঞ্জন কবিতেন। তাঁহার আশ্চর্য্য কবিত্ব শক্তি দর্শনে প্রীতিচিহ্ন স্বরূপ রাজা তাঁহাকে "কবিরঞ্জন" উপাধি ও কতি-পয়খণ্ড ভূমি দান করেন। ফলতঃ কবিরঞ্জন যথার্থ কবিরঞ্জনই ছিলেন বটে।

কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন, ও বিদ্যাসুন্দর এই তিনখানি গ্রন্থ কবিরঞ্জন প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে কালীকীর্ত্তন সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা পাঠ করিলে ভাবজ্ঞজনের মনে যার পর নাই আশ্চর্য্য আনন্দের আবির্ভাব হয়। আর তিনি যে সকল গীত রচনা করিয়াগিয়াছেন তাহার ত কথাই নাই। তিনি ঈশ্বর সৃষ্ট ও মনুষ্য রচিত উভয় বিষয় লইয়াই গীত রচনা করিতেন এই নিমিত্ত তাহাদিগের আয়তন সমধিক বৃদ্ধি হইয়াছিল।

প্রাচীন লোকেরা বলে শ্যামাপ্রতিমার বিসর্জ্জনের দিবস রামপ্রসাদ আপন পরিজন ও বন্ধুবান্ধবকে ডাকাইয়া "আজি মায়ের বিসর্জ্জনের সহিত আমারও বিসর্জ্জন হইবে" এই কথা বলিয়া নূতন নূতন কয়েকটী কালী-গুণগান রচনা করত গাইতে গাইতে প্রতিমার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইয়া পদব্রজে গঙ্গাতীরে গমন করেন; জল নিমগ্ন হইয়া "দক্ষিণা হয়েছে" এই কথাটি বলিবামাত্র তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়া জীবনের দক্ষিণা হইল। কিন্তু ইহার সত্যাসত্যের প্রতি আমাদিগের আর কিছু লিখিবার প্রয়োজন নাই, সুবিজ্ঞ পাঠক মহাশয়েরা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

কে তোমার ?
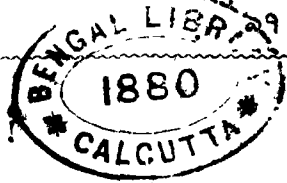
"তুমি কার কে তোমার কারে বলরে আপন।"

কে তোমার একথার প্রকৃত উত্তর দিতে কে সক্ষম? মানব মাত্রেই এ জগৎ সংসারে আপন আপন করিয়া আপনার লোক বাছিয়া লয়, আত্মীয়তা করিয়া আপনার লোক গড়িয়া তুলে। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া দেখিতে গেলে কেহই নাই। সকলি অন্ধকারময়, এ বিশ্বসংসারের কোন মনুষ্যের সহিতই তোমার প্রকৃত আত্মীয়তা নাই। সকলেই বলিতেছে কে তোমার?

আহা! বিশ্ব সংসার স্রষ্টার কি অচিন্তনীয় ক্ষমতা!—কি অপার মহিমা, আমরা ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকি, ভ্রমে পতিত হইয়া কালাতিপাত করি, তথাপি কিছুই বুঝি না। স্থির চিত্তে গভীর চিন্তাসহকারে যদিও বুঝিতে পারি যে এ সংসার সকলই অনিত্য, কেহই কেহ নহে, আপনার বলিয়া সম্বোধন করিতে কেহই নাই, তথাপি পৃথিবী আমাদিগের মনোরম পদার্থ, সহসা ত্যাগ করিবার ইচ্ছা হয় না। কুহকিনী মন্ত্র বলে আধা বাধা কোথায় পালাইয়া যায়।

যে দিন হইতে সংসারে জন্ম গ্রহণ করিলে সেই দিন হইতে আপনার জন দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলে। পরে জ্ঞান ও বয়ঃক্রমের বৃদ্ধির সহিত সংসারের, পৃথিবীর, ও জীবনের আত্মীয়গণের সহিত ক্রমশই পরিচিত ও আত্মীয়তা জালে জড়ীভূত হইতে লাগিলে। যতকাল এই পৃথিবীতে জীবিত থাকিবে ততকাল কোন ক্রমেই সেই আলোক-সামান্য পাশ ছিন্ন করিতে পারিবে না। যদ্যপি সংসারে মনুষ্য মধ্যে গণ্য হইতে বাসনা কর, যদ্যপি মানব হৃদয় প্রকাশ করিতে বাসনা কর, তবে ক্রমশঃ সেই ভয়াবহ মোহজনক পাশে জড়ীভূত হইয়া পৃথিবী সুদ্ধ লোককে আপন বলিয়া দেখ। আত্মবৎ সর্ব্ব-ভূতকে দেখিয়া পৃথিবী সুদ্ধ আত্মীয় করিয়া ফেল। যদ্যপি তাহাতে কৃত-কার্য্য হইতে না পারিয়া উদাসীন হইয়া বনাশ্রম কর, তবে তোমার হৃদয় কোথায়? যদিও থাকে তাহা পাষাণ প্রতীম।

যখন তুমি একবার চক্ষু মুদিলে তোমার আত্মীয়বর্গ ও আত্মজনের হৃদয়

হইতে তোমার প্রতি তাঁহাদের স্নেহ, মায়া, ভালবাসা, প্রভৃতি ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া নিশ্বেষিত হইবে, তখন এ সংসারে কে তোমার? পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, সন্তান, দারা প্রভৃতি সকলেই ঐ নিয়মের বশবর্ত্তী। যে পিতা মাতার পীড়া হইলে তোমার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে, যাতনা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, সেই পিতা মাতার বিয়োগের—অধিক নয়—বৎসরের পরে তুমি কতবার তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া অশ্রুনীরে বক্ষস্থল বিধৌত কর? যে মাতা পুত্ররত্ন হারাইয়া পাগলিনীর ন্যায় চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন, সেই দুঃখিনী জননীও কালস্রোতে পুত্রশোকও বিস্মৃত হন। যাহার অদর্শনে প্রাণ ব্যাকুল হয়, তাহার চির অন্তঃধ্যানের কিছু দিবস পরে আর সে অদর্শন জনিত ভয়ানক যাতনা সহ্য করিতে হয় না। এটি সংসারের অখণ্ডনীয় নিয়ম।

যে প্রিয়তমার প্রশংসা তোমার মুখে ধরে না, যাহার অঙ্গভঙ্গি, চাহনি, পাদ বিক্ষেপ, কথা বার্ত্তা, তোমার হৃদয় বিমোহিত করিয়াছে, যিনি পিত্রালয়ে গমন করিলে তুমি কাঁদিয়া আকুল হও, আহার নিদ্রা পরিহার কর, তাহার করাল-কর-কবলিত হওয়ার কিছু দিবস পরে আর সে ভাব থাকে না, তোমার পরিবর্ত্তনশীল হৃদয় নিশ্চয়ই ক্রমশঃ সেই সমস্ত বিস্মৃত হইতে থাকিবে। হয়ত তুমি পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিয়া আবার পূর্ব্বমত সুখী হইয়া পুনশ্চ সংসার জালে পরিবেষ্টিত হইবে। অতএব হে মানব, হে বিবেচক, তুমি বল দেখি এ সংসারে কে তোমার?

যে পিতা, বর্ত্তমানের সহায় ভবিষ্যতের আশা উপযুক্ত পুত্র হারাইয়া ধূলিবিলুণ্ঠনে আর্ত্তনাদ করিতে থাকেন, সেই পিতাই আবার কালের কুটিল গতিতে সেই দারুণ শোকও ভুলিয়া যান। হয়ত আবার নব কুমারের প্রীতি প্রফুল্ল মুখারবিন্দ অবলোকন করিয়া সেই শোকও বিস্মৃত হন, এইত সংসারের গতি—এই ত সংসারের লীলা, অতএব মানব এ সংসারে আপনার বলিতে তোমার কে আছে?

বাস্তবিক দেখিতে গেলে সংসারের আত্মীয়তা ও সম্বন্ধের নৈকট্য প্রভৃতি সমস্তের মূল হেতু ঘনিষ্টতা। ঘনিষ্টতা না থাকিলে কিছুই হয় না। ঘনিষ্টতায় পর আপনও আপন পর হয়। আত্মীয়তা সংস্থাপিত হইবার

প্রধান কারণ ঘনিষ্টতা, ঘনিষ্টতা ব্যতিরেকে প্রকৃত আত্মীয়তা হয় না। অধিক কি যে পুত্র বিদেশবাসী, তাহা অপেক্ষা নিকটবাসী পুত্রের প্রতি পিতার অধিক ভালবাসা জন্মে। প্রবাদ আছে যে কনিষ্ঠ পুত্রের উপর পিতা মাতার অধিক যত্ন হয়, ইহার প্রকৃত কারণও ঘনিষ্টতা ব্যতীত কিছুই নহে। যখন ঘনিষ্টতা লইয়া আত্মীয়তার সৃষ্টি, তখন চির বিচ্ছেদের পর যে মনুষ্য তাহার হৃদয়ের অতি প্রিয় বস্তুকেও বিস্মৃত হইবে তাহার বিচিত্র কি? এবং এই ঘনিষ্টতার অভাবই যে মৃত্যুর পর বিস্মৃত হইতে কহে তাহাতে সন্দেহ নাই।

যখন সংসার বন্ধন এত হীন, যখন সংসার বন্ধন এত শ্লথ, তখন সংসারে আপনার বলিবার কে আছে? আপনার বলিয়া যত্ন কর তাহা উদারতা মাত্র, হৃদয়ের পরিতৃপ্তি মাত্র। কিন্তু মনুষ্য আপনার বলিয়া আর দম্ভ করিও না, যখন সেই সর্ব্বগ্রাসি কালান্তক এক মুহূর্ত্তে সকল নষ্ট করিতে পারে তখন সংসারে কে তোমার ?

স্বামী বল, স্ত্রী বল, পিতা বল, পুত্র বল, ভাই বল, ভগিনী বল, এ সংসার মধ্যে সমস্তই ইন্দ্রজাল মাত্র, কিন্তু তাহা বলিয়া কে পুত্র কামনা না করে, কে পিতা মাতার পদারবিন্দ অনন্তকাল প্রীতি সহকারে পূজা করিতে না চায়। কিন্তু আরঙ্গজেবকে দেখিলে কে আর পুত্র মুখ নিরীক্ষণ করিতে অভিলাষী হয়? অষ্টম হেনিরীর জীবনী পাঠ করিলে কে আর সধবা থাকিতে বাসনা করে? লেডী হ্যামলেটকে দেখিলে কে আর দার পরিগ্রহ করিতে চায়? কিন্তু মানব মাত্রেই সংসারের কুহকিনী মন্ত্রে দীক্ষিত। সুতরাং কুহকে পতিত হইয়া পূর্ব্বাপর ভূত ভবিষ্যৎ সমস্ত ভুলিয়া যায়। নিয়ত যাহা দেখিতেছে তাহাও বিশ্বাস করে না, এবং আপনাকে সংসারে সাধারণ লোক অপেক্ষা সতন্ত্র ভাগ্যাপন্ন ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করে।

আত্মীয় পরিজন, পরিচারক, সহায় সম্পদ, যাহা কিছু তোমার বলিয়া জান তাহা তোমার নয়। তুমি সম্পূর্ণরূপে সংসারের, কিন্তু সংসার তোমার নয়। এ সংসারে তোমার কিছুই নাই। এই যে দেহ যাহাতে কণ্টক বিদ্ধ হইলে কত যাতনা অনুভব কর, যাহাকে শোভাময় করিবার নিমিত্ত কত আয়াস স্বীকার কর, তাহাও তোমার নহে। চক্ষু মুদিবে আর সে তোমার

হইবে না। তখন তাহাকে ধূলায় ধূসরিত কর, খণ্ড খণ্ড কর, পদাঘাত কর, আর সে নড়িবে না। রাগ, অভিমান, দম্ভ, হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, প্রভৃতি সমস্তই লুকাইবে। নিয়তীর এই অখণ্ডনীয় অপরিবর্ত্তনীয় পরিবর্ত্তন কে না দেখিতেছে? কিন্তু মানব তথাপি তুমি সংসার বন্ধন ভাল বল, তথাপি তুমি ভাব যে এ সংসার তোমার।

বলবান হও বা দুর্ব্বল হও, সুন্দর হও বা কুৎসিত হও, রাজা হও বা ভিকারী হও, সেই ভয়ানক শেষের দিন উপস্থিত হইলে আর বিভিন্নতা থাকিবে না। তোমার আত্মাভিমান, গর্ব্ব, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি সমস্তই ফুরাইবে। হয় ছার দেহ ছার হইবে নতুবা মৃত্তিকা মৃত্তিকায় পরিণত হইবে। অতএব এ ক্ষণস্থায়ী প্রাণ লইয়া আর আমার আমার করিয়া পাগল হইও না। সকল কার্য্যেই বুঝিও যে কে তোমার।

মুদিত কুসুম।

১

দহিতে সংসার তাপে হৃদয় তোমার
শোভাশূন্য এভুবন সুধু স্বার্থ পরায়ণ—
জানিতে বাসনা যদি নাহি থাকে আর
ফুটনা কুসুম তুমি ফুটনাক আর।

২

জানি বিকশিত হলে, তোমায় তখন
কতই যতন করি আঘ্রানিবে আহা মরি—
দেবের শিরসে কেহ করিবে অর্পন
কিন্তু সেই যেন তব দুঃখে নিমর্জ্জন।

৩

ওরে ফুল কত সুখে কতই যতনে
চম্পক অঙ্গুলিগুলি দিয়ে তোরে যবে তুলি

সাজায় কবরী আহা পুরবালা গণে
হাস তুমি কত সুখে সে পুতঃআসনে।

৪

কিন্তু ফুল তোরে বিধি বড় নিরদয়
তোর সেই রূপ রাশি সেই মধুমাখা হাসি—
কোন কালে বিধাতার প্রাণে নাহি সয়
আজীবন তোরে ফুল কাঁদিবারে হয়।

৫

তাই বলি ওরে ফুল ফুটনাক আর
বিকাশি রূপের ছটা—যৌবনের ঘোর ঘটা
কাঁদিতে পশ্চাতে, কাজ নাহিক তোমার
থাকরে মুদিত হ'যে তুমি অনিবার।

৬

সান্ধ্য সমীরণ সুখে ধরি তব কর
নাচাগ তোমায় ফুল ভ্রমুক ভ্রমর কুল
আসে পাসে মধু আসে তব নিরন্তর
কুহকে মজেনা যেন তোমার অন্তর।

৭

শাখার মঞ্জরী ফুল থেক শাখা পরে
থেকে থেকে উকিমেরে সংসার জীবণ ফেরে
দেখিও বিচারি-সুখ ভবের, অন্তরে,
অমনি মুদিত হ'য়ে থেক স্থির ভরে।

৮

বড় ভাল বাসি তোরে ও ফুল সুন্দরী—
সংসারে মজনা আর তাই বলি অনিবার
বিদগ্ধ করিতে প্রাণ তব সুখকরী—
ফুটনাক ফুল, থেক শাখার মঞ্জরী।

জ্যোতির্ম্ময়ী।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বরাহনগর।

দস্যুহস্তে পতিত হইয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর জ্ঞানমাত্র ছিল না। সুতরাং তাহারা সেই প্রান্তর হইতে ঊষাকালে, তাহাকে কোন্ পথ দিয়া কোথায় লইয়া গেল তাহার কিছুই জানিতে পারিল না। কতকদূর লইয়া গিয়া তাহারা জ্যোতির্ম্ময়ীকে ভূমিতে নামাইল, তখন বেলা চারি পাঁচ দণ্ড—সকল-লোক-প্রকাশক ভুবনানন্দদায়ক ভগবান ভাস্কর উদিত হইয়াছেন, চারিদিক আলোকময়। মাটিতে নামিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী চক্ষু চাহিয়া—দস্যু-দিগের মূর্ত্তি দেখিয়া বাত্যাবিতাড়িত তালপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল—দস্যুদ্বয় কহিল "ভয় নাই আমরা তোকে মারিব না"। বালিকার মন কেমন করিয়া তাহাতে প্রবোধ মানে—জ্যোতির্ম্ময়ীর মুখে বাক্য নাই—চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বাহিত হইয়া গণ্ডস্থল ভিজাইতেছিল, দস্যুরা তাহাকে কিছু খাইতে দিল—প্রাণের ভয়ে জ্যোতির্ম্ময়ীর ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই ছিল না। কেনই যে দস্যুগণ তাহাকে লইয়া যাইতেছে, প্রাণে মারিবে কি রাখিবে, কোথায় কি অভিপ্রায়ে লইয়া যাইতেছে, জ্যোতির্ম্ময়ী ইহার কিছুই জানিত না। এ সংসারে জ্যোতির্ম্ময়ীর আপনার বলিতে কেহই ছিলনা। যে ভাল বাসে সেই তাহার আপনার। ইতিপূর্ব্বে যে রেবতী তাহাকে একটু স্নেহ করিতেন তাঁহার কি হইল, তিনি জীবিতা কি মৃতা. জ্যোতির্ম্ময়ী কিছুই চক্ষে দেখে নাই, বিশ্বাস তিনি মারা পড়িয়াছেন—মনে ভাবিতে লাগিল তাহাকে আশ্রয় দিয়া তাঁহার পরিণাম এই হইল যে তিনি দস্যুহস্তে প্রাণ হারাইলেন, সে নিজেই যে তাঁহার অপমৃত্যুর কারণ ইহাই মনে করিতে করিতে আপন অদৃষ্টকে গালি দিতে লাগিল—রেবতীর অপঘাতের প্রায়-শ্চিত্ত স্বরূপ আপন মৃত্যুকামনা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যেই দস্যুগণ

তাহার হস্ত ধরিয়া লইয়া চলিল। জ্যোতির্ম্ময়ী এখন ব্যাঘ্রকবলিত কুরঙ্গিনী—তাহারা যেখানে যেরূপে যেমন অবস্থায় রাখিতেছে সেই অবস্থাতেই থাকিতে হইতেছে, যতক্ষণ জীবিত রাখে ততক্ষণই ভাল তাহারা প্রাণে মারিলে কে রক্ষা করে—যতক্ষণ না মারিতেছে, ততক্ষণই তাহাদিগের দয়া প্রকাশ হইতেছে। দস্যুরা যে পথে যাইতেছে জ্যোতির্ম্ময়ীকেও তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইতেছে; বেলা দুইপ্রহরের সময় একটী গ্রামের ধারে প্রান্তর পার্শে একটী পুষ্করীর ধারে তাহারা আহার করিবার জন্য রন্ধন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল—জ্যোতির্ম্ময়ীকেও রাঁধিবার জন্য বলিল, সে উত্তর করিল না—চুপ্ করিয়া রহিল। দস্যুরা তাহার অসম্মতি বুঝিতে পারিয়া আর কিছু বলিল না, জ্যোতির্ম্ময়ীর জন্য সামান্য খাবার দিয়া আপনারা রন্ধন করিতে লাগিল। জ্যোতির্ম্ময়ী হাঁটুর উপর চিবুক রাখিয়া ভাবিতে লাগিল—আপনার ভ্রাতা, পিতৃব্য, পিতৃব্যপুত্র, শ্রীরামপুরের বাড়ী, মৃত পিতা মাতা, গিরিজা বাবু, রেবতী, সকলই ভাবিতে লাগিল—ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রা আসিল—সেই অশ্বথ তরুর ছায়ায় আপন অঞ্চল বিস্তার করিয়া শয়ন করিল—চঞ্চল খঞ্জনের ন্যায় চক্ষু দুইটী স্থির হইয়া আসিল—জ্যোতির্ম্ময়ী অঘোরে ঘুমাইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই দস্যুদিগের অর্দ্ধপক্ক খাদ্য উদরস্থ করা হইল—দুর্বৃত্ত দস্যু—তাহাদিগের আবার শরীরের আয়াস কোথায়? দেহ লৌহময—দারুণ দুঃসহ রৌদ্র, অবিরল বৃষ্টি ধারা, অস্থিভেদী শীত, তাহাদিগের দেহে কর স্পর্শ ও করিতে পারে না। দুইজনে একবার ধূমপান করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর হস্ত টানিয়া তাহাকে জাগ্রত করিল ও পূর্ব্বমত চলিতে আরম্ভ করিল। তখনও নিদ্রা জ্যোতির্ম্ময়ীর চক্ষু ত্যাগ করে নাই—মধ্যে মধ্যে পাদস্খলন হইতেছিল আর দস্যুগণ এক একটী ধাক্কা দিতেছিল। জ্যোতির্ম্ময়ীর কোমল পদাঙ্গুষ্ট বক্তিম হইয়া উঠিল—পথের বন্ধুরতার পদতল ছিন্ন হইতেছিল—শরীরের ভার বহনে অশক্ত—কি করে, অনন্যোপায়—দুঃখ প্রকাশ করিবার নহে, তাড়নার ভয় ছিল; চলিতে চলিতে বসিয়া পড়িতে লাগিল—দস্যুগণ টানাটানি করিয়া লইয়া চলিল, জ্যোতির্ম্ময়ীর চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িল; সে জল দেখিয়া একবিন্দু জল ফেলে, তাহার ব্যথার ব্যথী হয় এমন কেহ

নিকটে ছিল না—কে যত্ন করে? তারকনাথের তত সাধের স্বর্ণ কমলের আজি এ দুর্দ্দশা, ধূলি বিলুণ্ঠিত, বিগতশ্রী—নৃসংশ দস্যুর লৌহময় অন্তঃকরণ বালিকার দুঃখে আর্দ্র হইল না। এইরূপে সমস্ত দিন কাটিয়া গেল সন্ধ্যা হইল,—তাহারাও ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইল—ত্রিযামা ধূসর বাসবিগুণ্ঠনে প্রতীচিদেশ হইতে ধীরে ধীরে প্রাচ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন,—অবলা প্রিয়তমা কামিনীকে একাকিনী গৃহের বাহির হইতে না দিবার জন্যই যেন পূর্ব্বদিকে ত্রিযামাপতি সুধাংশুর উদয় হইল। নিজ পতির ভালবাসা দেখিয়া নিশিথিনী হাসিতে লাগিল। সুশীতল সান্ধ্যসমীর ধীরে ধীরে বৃক্ষ বল্লীর বল্লরী আন্দোলিত করিয়া জীবগণের জীবন জুড়াইতে লাগিল, নির্ম্মলসলিলা ভাগিরথী কৌমুদী বাশিতে অঙ্গ বিশোভিত করিয়া লহরী লীলায় মাতিয়া উঠিল—উন্মত্তার ন্যায় নাচিতে লাগিল—সেই নাচনিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী গুলিকে নাচাইতে আরম্ভ করিল।

রাত্রি দণ্ড দুই—দস্যুগণ একখানি ক্ষুদ্র নৌকা ভাড়া করিয়া নাবিককে বলিল বরাহনগর যাইতে হইবে। বরাহনগর এই কথাটীমাত্র জ্যোতির্ম্ময়ী শুনিতে পাইয়াছিল,—বরাহনগর কোথায়, কতদূর, কেনই বা সেখানে যাইতেছে, সেখানে দস্যুরা তাহাকে লইয়া গিয়া কি করিবে এই ভাবনায় তাহার অন্তরাত্মা ব্যাকুলিত হইতেছিল, থাকিয়া থাকিয়া তাহার ক্ষুদ্র বক্ষঃস্থল, সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সমস্ত দিন গেল—রাত্রি ক্রমে চারি ছয় দণ্ড—প্রায় একরূপ নিরাহার—তাহাতে দীর্ঘ পথপর্য্যটন জনিত ক্লেশ—জ্যোতির্ম্ময়ীর সর্ব্বাঙ্গে বেদনা—মস্তকভার—অধরওষ্ঠ, কণ্ঠতালু বিশুষ্ক—সমস্ত দিন নৈদাঘ পীড়নে কুঞ্চিত কোমললতিকার ন্যায় মলিন; নৌকা মধ্যে শায়িতা—জাহ্নবী নীরাবগাহিত সমীরণের সুশীত হিল্লোলে তাহার অবশ অঙ্গ স্নিগ্ধ হইতেছিল—ক্ষণেক স্থির থাকিবার পর তাহার নিদ্রা আসিল—কোন্ দিক্ দিয়া রাত্রি কাটিয়া গেল জ্যোতির্ম্ময়ী তাহার কিছুই জানিতে পারিল না—কেবলমাত্র প্রভাতে বালার্কের কিরণজাল তাহার অঙ্গস্পর্শ করিবামাত্র নিদ্রাভঙ্গ হইল; চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখে যে পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যার সময় যে নৌকায় শয়ন করিয়া ছিল সেই নৌকা, সেই মাঝী, সেই দস্যুদ্বয়। আজি দুই দিন অনশন—জ্যোতির্ম্ময়ীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শুষ্ক, শীর্ণ

মলিন—যে চম্পককুসুমনিভ নিরূপম দেহ লাবণ্য দেখিলে চক্ষু জুড়াইত, এখন তাহা প্রভাহীন—যে নয়ন যুগল দৃষ্টি ও বিশালতায় মৃগাঙ্ককে পরাভব করিত, সেই শ্রুতিযুগল-স্পর্শী রমণীর নেত্রদ্বয় এক্ষণে ব্রীড়া শূন্য স্তিমিত-প্রায়—সেই রক্তিমাভ নিটোল গণ্ডস্থল, তদুপরি অলকাগুচ্ছ, বিকশিত নলিনীতে ভ্রমর পংক্তির ন্যায় ছিল—এখন আর সে মাধুরী নাই—গণ্ডস্থল প্রতিভাশূন্য—অলকাগুচ্ছ পরস্পর বিচ্ছিন্ন—কোনটা গণ্ডে, কোনটা চক্ষে, কোনটা ললাটে লুণ্ঠিত হইয়াছে। গ্রীবা ক্ষীণ—দেহের অস্থি সমুদয় ত্বগাবৃত মাত্র—পেশী সমুদায় স্ফূর্ত্তি-বিহীন—এ অবস্থায় জ্যোতির্ম্ময়ীর কথা কহিতে শক্তি ছিল না। বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত—নৈদাঘ সূর্য্যের বিকট করজাল মন্দীভূত হইয়া আসিল—এই সুদীর্ঘ দিবা শেষপ্রায় ইহার মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়ী কেবল সামান্য মিষ্টদ্রব্য ও কতকটা গঙ্গার জল পান করিয়া পড়িয়া আছে ক্ষুধা তৃষ্ণা কোথায় গিয়াছে? কি নিদ্রিতে কি জাগ্রতে মুদ্রিত আঁখি যুগল নিয়ত আর্দ্র—মধ্যে মধ্যে উৎসোদ্গত বারিধারার ন্যায় অশ্রুবারি গ্রীবা, গণ্ডস্থল ভিজাইতেছিল। শরীর কখন নিস্পন্দ—কখন অঙ্গ বিশেষের মৃদু কম্পন হইতেছিল—হঠাৎ দেখিলে জীবিত বলিয়া অনুভূত হইবার নহে। বেলা শেষে অধর্ম্মের ভরা বোঝা লইয়া নৌকাখানি আসিয়া বরাহনগরের ঘাটে লাগিল। জ্যোতির্ম্ময়ী এখন দস্যুলুণ্ঠিত ধন—বেলা থাকিতে উঠিলে সাধারণে জ্যোতির্ম্ময়ীকে দেখিয়া যদি তাহাদিগকে সন্দেহ করে, এজন্য তখন তাহারা তীরে উঠিল না—একটু দূরে ঘাট ছাড়াইয়া গিয়া নৌকা বাঁধিয়া বসিয়া রহিল। দস্যুদিগের মধ্যে একজন নামিয়া বাজার হইতে কিছু খাবার আনিয়া দিল—জ্যোতির্ম্ময়ী ক্ষুধা স্বত্বেও ভয়ে তাহা উদরস্থ করিতে পারিল না, কেবল জলখাইয়া উদর পূর্ণ করিল। দেখিতে দেখিতে দিবা অবসান হইল—তরুশির, পৃথিবী, আকাশ ছাড়িয়া মার্ত্তণ্ড দেবের কিরণ অদৃশ্য হইল। অন্ধকারের সহিত দক্ষিণানিল ধীরে ধীরে নদীজলে পুষ্পোদ্যানে, সহরে বাজারে, পথে ঘাটে সর্ব্বত্র বহিতে লাগিল—গাঢ়ান্ধকার হইয়া আসিল, দস্যুগণ জ্যোতির্ম্ময়ীকে লইয়া গ্রামে প্রবেশ করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দস্যুরমণী।

রাত্রি হইয়াছে—তথনও জ্যোৎস্নালোক বেশ স্ফুটিত হয় নাই—অন্ধকারে লোক চিনা যায় না—গোধূলীর গাঢাকা—দস্যুগণ জ্যোতির্ম্ময়ীকে লইয়া একটী বাটীতে উপস্থিত হইল। বাটীর চতুর্দ্দিকে প্রাচীর—ভিতরে দুই খানি ঘর, মাটীর দেওয়াল—উলুতে ছাওয়া—খুব নীচ—ভূমি হইতে অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ—গৃহদ্বার তালপত্রের আগড়ে বন্ধ—ঘর প্রবেশ করিতে হইলে মস্তকে চাল স্পর্শ করে—জ্যোতির্ম্ময়ী বালিকা—অবলীলাক্রমে গৃহে প্রবেশ করিল—গৃহের মধ্যে জানালা নাই—কেবল দুই একটী সামান্য ছিদ্র আছে তাহা দিয়া অতি সামান্য পরিমাণে যে বায়ু প্রবিষ্ট হয়, তাহাতেই গৃহবাসীদিগের শ্বাসক্রিয়া চলে—বাটীর মধ্যে কেবলমাত্র একটী স্ত্রীলোক আছে—আকার প্রকার দেখিলে নিতান্ত নীচ কুলজাত বলিয়া বিবেচনা হয় না—বয়স আন্দাজ ছত্রিশ সাঁইত্রিশ—বর্ণটী মাটা মাটা—ফরসাও নয়, ময়লাও নয়—চক্ষু দুইটী বিস্তৃত সরলতাব্যঞ্জক—দৃষ্টি চঞ্চল নয়—নাসিকায় একটী স্বর্ণময় নাসাভরণ—কর্ণে দুইটী করিয়া চারিটী সোণার মাকড়ি—হস্তে স্বর্ণ বলয়—দেহ খানি নাতি দীর্ঘ নাতি খর্ব্ব—ক্ষীণ নহে—বরং একটু স্থূল—জ্যোতির্ম্ময়ীকে পাইয়া যত্ন করিয়া বসাইল—খাবার আনিয়া দিল—জ্যোতির্ম্ময়ী স্থির বসিয়া রহিল—খাদ্যদ্রব্যে হাতও দিল না—ভাবগতিক বুঝিয়া স্ত্রীলোকটী কহিল আমরা সদ্‌জাতীয় আমাদিগের হাতে খাবার খাইবার কোন দোষ নাই—বিশেষ গঙ্গাজল—যবন ভিন্ন যে আনিয়া দেয় পান করা যাইতে পারে—ভাবে বুঝা গেল খাদ্য গ্রহণে জ্যোতির কোন আপত্তি নাই, কিন্তু লজ্জা, সঙ্গে একটু ভয়, তাহার পশ্চাৎ চিন্তা—দেখিয়া শুনিয়া স্ত্রীলোকটী আপন হস্তে জ্যোতির্ম্ময়ীকে খাদ্য দ্রব্য গুলি একে একে তুলিয়া দিতে লাগিল, জ্যোতির্ম্ময়ী খাইতে লাগিল—আহারের পর সেই গৃহে জ্যোতির্ম্ময়ীর একটী বিছানা করিয়া দিল—জ্যোতির্ম্ময়ী তাহাতে শয়ন করিল—চিন্তা জন্মাবধি

তাহার চির সহচরী—অবকাশ দেখিয়া তাহার সহিত বিহার করিতে লাগিল। চির পরিচিতা সহচরীর গাঢ় আলাপনে তাহার অঙ্গ অবশ হইল, চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল—জ্যোতির্ম্ময়ী নিদ্রা গেল। পথশ্রমান্তে খাদ্য গ্রহণ তাহার পর বিশ্রাম—তাহাতেই অঘোর নিদ্রা—এক নিদ্রাতেই রাত্রি শেষ হইল। পাখী সব ডাকিতেছে, কোকিল গাইতেছে—ঊষা বায়ু গঙ্গাজলে নাচিয়া নাচিয়া ক্লান্ত হইয়া এক একবার আসিয়া গাছে বসিতেছে—গাছ নাচিতেছে—বাগানে ছুটিতেছে—ফুল ফুটিতেছে—সৌরভে দিক্ মাতাইতেছে—লোক জাগিতেছে—কুলঙ্গনারা গঙ্গাস্নানে যাইতেছে।

ভোর হইল—গৃহিণী জ্যোতির্ম্ময়ীকে উঠাইয়া বলিল "চল গঙ্গা নাইয়া আসি"। জ্যোতির্ম্ময়ী শয্যা হইতে উঠিয়া স্ত্রীলোকটীর সঙ্গে চলিল—বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই স্ত্রীলোকটী জিজ্ঞাসা করিল—

দ, প। হাঁগা বাছা তোমার নাম কি?

জ্যোতি। জ্যোতির্ম্ময়ী।

দ, প। তোমার বাড়ী কোথায়?

জ্যোতি। শ্রীরামপুরে।

দ, প। তোমার মা বাপ আছে?

জ্যোতি। না

দ, প। এ দুর্বৃত্তেরা তোমাকে কেমন করিয়া পাইল?

জ্যোতি। পথ হইতে কাড়িয়া লইয়া আসিল।

দ, প,। কোথায় যাইতেছিলে?

জ্যোতি। গঙ্গাস্নানে।

দ, প। সঙ্গে কে ছিল?

জ্যোতি। দুইটী স্ত্রীলোক।

দ, প। তাহারা তোমার কে?

জ্যোতি। আপনার কেহ নয়।

দ, প। তবে তাহাদের সঙ্গে আসিতেছিলে কেন?

জ্যোতি। একটী বাবু আমাকে তাঁহাদিগের বাড়ীতে রাখিয়া গিয়াছিলেন।

দ, প। সে বাবুটি কে?

জ্যোতি। তিনি আমার জীবন দাতা।

দ, প। কি রকম?

জ্যোতি। আমি নদীতে ডুবিয়া গিয়াছিলাম, নদী হইতে তুলিয়া আমাকে জীবন দেন।

দ, প। তিনি তোমার কে?

জ্যোতি। আমার কেহ নয়।

দ, প। কেমন করিয়া নদীতে ডুবিয়া গিয়াছিলে?

জ্যোতি। মামার বাড়ী যাইবার সময় বেহারাদিগের স্কন্ধ হইতে শিবিকাচ্যুত হইয়া।

দ, প। সঙ্গে কেহ ছিল না?

জ্যোতি। (নিরুত্তর।)

দ, প। উত্তর করিতেছ না যে?

জ্যোতি। (নিরুত্তর।)

দ, প। কাঁদিতেছ কেন?

স্ত্রীলোকটি গামছা দিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর চক্ষু মুখ মুছিয়া দিয়া কোলে লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেন মা কাঁদিতেছ কেন? কে তোমার সঙ্গে ছিল? তোমার মা?

জ্যোতি। না।

দ, প। তোমার বাপ?

জ্যোতি। না।

দ, প। তোমার ভাই?

জ্যোতি। (নিরুত্তর।)

দ, প। তোমার ভাই কোথা গেল?

জ্যোতি। জানি না।

দ, প। কখন? কোথা হইতে হারা গেল?

জ্যোতি। যখন পাল্কী হ'তে আমি জলে ডুবি, সেই সময়।

দ, প। বাড়ীতে তোমার কে আছে?

জ্যোতি। খুড়া, খুড়ী, ভাই, ভগ্নী।

দ, প। আপনার ভাই?

জ্যোতি। না।

দ, প। আপনার ভাই কয়টী?

জ্যোতি। সেই একটী।

দ, প। সে বাড়ীতে আছে?

জ্যোতি। না। (রোদন)

দ, প। দুষ্টেরা আমারও ঐ দশা করিয়াছে মা।

জ্যোতি। (চক্ষু মুছিতে মুছিতে) উহারা তোমার কে?

দ, প। কেউ নয় মা।

জ্যোতি। তবে তুমি উহাদের বাড়ীতে কেন?

দ, প। সে দুঃখের কথা অনেক।

জ্যোতি। বলিবে না?

দ, প। যে বৎসর ইংরেজে সিপাহীতে লড়াই হয় সেই বৎসর আমি বাপের বাড়ী হইতে শ্বশুর বাড়ীতে যাইতেছিলাম আমার বাপ, আমার শ্বশুর, খুব বড় মানুষ। পথে আমার বেহারা লাঠিয়ালদিগকে খুন করিয়া আমাকে কাড়িয়া লইয়া আসিল—জোর করিয়া আমার ধর্ম্মনষ্ট করিল—নানা দেশে সঙ্গে করিয়া বেড়াইয়া শেষে এখানে আনিয়া এইখানে বাড়ী করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। উহাদের দলে ত্রিশ চল্লিশ জন লোক আছে, নানা দেশে বেড়ায়,—লুঠ ঘাট, নরহত্যা উহাদিগের কাজ—উহারা একস্থানে দীর্ঘকাল থাকে না নানাস্থানে নানাবেশে বেড়ায়। আমাকে এই কয়েক বৎসরের মধ্যে যে কত দেশে ঘুরাইল ঠিক করিতে পারি না। কখন যশোর, কখন ভাগলপুর, কখন মেদিনীপুর, কখন মুঙ্গের—নানাস্থানে বেড়াইতেছি, কখন বেদেনী হইতেছি—কখন সন্ন্যাসিনী সাজিতেছি—কখন গৃহস্থ কামিনী হইতেছি—যখন যা ইচ্ছা আমাকে তখন তাই করিতেছে।

জ্যোতি। আমাকেও কি তাই করিবে নাকি?

দ, প। আগে তাই মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু কাল রাত্রিতে তোমাকে বিক্রয় করিবার কথা বলিল।

জ্যোতি। (সরোদনে) তুমি আমাকে ছাড়িয়া দিবে বাছা? বল— মা হয় এই গঙ্গাজলে ডুবিয়া মরি।

দ, প। তোমাকে ছাড়িয়া দিলে আমাকে কি আর বাঁচিতে হইবে মা!

জ্যোতি। আমাকে কোথা বিক্রয় করিবে?

দ, প। যেখানে বেশী টাকা পাইবে?

জ্যোতি। কাহাদিগকে বিক্রয় করিবে?

দ, প। যাহারা বেশী টাকা দিবে।"

জ্যোতি। কোন্ জাতীয়ের বাটীতে?

দ, প। যে জাতীয়েরা বেশী টাকা দিবে।

জ্যোতি। তবে কিরূপে আমার জাতি থাকিবে?

দ, প। তোমার জাতি রক্ষা হউক, যাউক তাহাদের কি?

জ্যোতি। ব্রাহ্মণের বাটীতে তবে আমার বিবাহ হইবে না?

দ, প। কেমন করিয়া হইবে?

জ্যোতি। (রোদন)।

দ, প। কাঁদিও না, আমি বিক্রয় করিতে যাইব। যাহাতে সদ্জাতীয়ের বাটীতে হয়, তাহা করিব।

জ্যোতি। (স্ত্রীলোকটির পদে ধরিয়া) আমার মা নাই, তুমি আমার মা, দেখ মা যদি একান্তই আমাকে বিক্রয় করিবে, ব্রাহ্মণের বাটীতে বিক্রয় করিও, তাহা হইলেও আমার অনেকটা ভাল হইবে।

দ, প। তোমাকে দেখিয়া অবধি আমার মন কেমন করিতেছে। সর্ব্বক্ষণ চক্ষে জল আসিতেছে। মা বাপ মরা মেয়ে, তার উপর এত কষ্ট! মা মনে হইলে, প্রাণ ফাটিয়া যায়। উপায় থাকিলে আমি তোমাকে রাখিয়া প্রতিপালন করিতাম, তোমাকে ছাড়িতে ইচ্ছা হইতেছে না।

এই সকল কথা বার্ত্তা শেষ না হইতে হইতেই তাহারা গঙ্গাতীরে পৌঁছিল—প্রভাত কালের গঙ্গা উত্তাল উর্ম্মীময়ী—ঘাট স্ত্রীলোকে পরিপূর্ণ। দুইজনে জলে নামিয়া স্নান করিল, দস্যুবনিতা উত্তমরূপে জ্যোতির্ম্ময়ীর হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌত করিয়া দিল। দস্যুজায়ার সস্নেহ করস্পর্শে

তাহার মনে ঈষৎ আনন্দের উদয় হইল—ঘোর তমসাচ্ছন্ন নিশীথে বিস্তৃত প্রান্তর নিপতিত পথভ্রান্ত পথিকের দূর লক্ষিত আলোকের ন্যায় একটু আশা দেখা দিল। কথারভাবে জ্যোতির্ম্ময়ী বুঝিতে পারিয়াছিল দস্যুপত্নীর মুখের কথার সহিত অন্তরের ঐক্য আছে—সে যাহা বলিতেছিল, মনের সহিত বলিতেছিল। তাহার কথাগুলি কপটতা পরিশূন্য। দুইজনে স্নান করিয়া বাটী না আসিতে আসিতেই সূর্য্যোদয় হইল।

বাঙ্গালি দুর্ব্বল কেন ?

বাঙ্গালি দুর্ব্বল কেন ? ইহার মীমাংসা নিতান্ত সহজ নহে। হীনবীর্য্য হইলেই ভীরু স্বভাবাপন্ন ও দুর্ব্বল হইতে হয়, এবং তেজস্বীতা ও মনস্বীতাও কমিয়া যায়। স্বীকার করি যে ইহার নানা কারণ নানা লোকে নির্দ্দেশ করেন এবং নানাবিধ মতভেদ ব্যতীত ইহার প্রকৃত কারণ স্থিরীকৃত হয় নাই। আমাদের এই সামান্য প্রবন্ধটি সেই সমস্ত মতের পর্য্যালোচনা করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করনার্থ প্রকটিত হয় নাই। ইহার উদ্দেশ্যও উক্ত দৌর্ব্বল্যের কারণানুসন্ধান ব্যতীত অপর কিছুই নহে। ইহার মতের উপযোগিতা প্রভৃতি সমস্তই পাঠকের হস্তে সম্পূর্ণরূপে নিহিত হইল। সকলেরই ও সকল কার্য্যেরই অনুমোদনকারী ও বৈরী আছে অতএব আমাদের এই অভিমতের যে সকলেই প্রতিরোধী হইবেন তাহা নহে, কেহ না কেহ পক্ষপাতী হইবেনই হইবেন, তাহা হইলেই লেখকের উদ্দেশ্য সফল হইল।

বাল্য বিবাহ, ব্যায়াম শিক্ষায় অমনযোগিতা, জল বায়ু, সামাজিক দোষ, আহার প্রভৃতি নানা কারণ বাঙ্গালির শারীরিক অবনতির ভিত্তি বলিয়া অভিহিত হয়। কিন্তু কোনটিই তর্কের পর স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই। এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে আহারই জীবন ধারণের প্রধান উপায়, সেই আহারের অভাবে, তারতম্যে, বা উচিতানৌচিত্যে শারীরিক দুর্ব্ব-

লতা ও হীনবীর্য্যতা হইতে পারে এবং মনস্বীতা ও তেজস্বীতা প্রভৃতিরও হানি হইতে পারে। কিন্তু আহারই যে ঐ সমস্ত অপকারের একমাত্র কারণ তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হই।

অনেকেই বলেন যে আহারই বাঙ্গালির অবনতির একমাত্র কারণ। বাঙ্গালির আহার উত্তম নহে। কতকগুলা শাক, কচু, উদ্ভিদ ইত্যাদি আহার করিলে শারীরিক কোন বিশেষ উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। তাঁহারা বলেন—মাংস অপেক্ষা বলাধান পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই। দ্বিতীয় থাকুক বা না থাকুক মাংস যে অতি বলবিধানকারী তাহাতে সন্দেহ নাই। অতিশয় বলহীন রোগীকে মাংসের ঝোল খাওয়াইয়া আশু উপকার দেখা যায়, অতএব মাংস যে অতি উপকারী তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মাংস তুল্য বা মাংস ব্যতীত বলপ্রদ বস্তু যে নাই তাহা স্বীকার করিতে পারিলাম না।

বাঙ্গালিরা আমিষ ও নিরামিষ উভভোজি, কিন্তু আমিষ ভোজিরই সংখ্যা অধিক। বাঙ্গালির প্রধান খাদ্য ভাত, দাল, ও উদ্ভিদ। গোধূমও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মৎস্য মাংস আহার কারীর সংখ্যাও কোন ক্রমে ন্যূন নহে। বঙ্গে অতি অল্প ব্যক্তিই আছেন যাঁহারা মৎস্য খান না, এবং আজ কাল ক্রমশঃ মাংসাসির সংখ্যাই বর্দ্ধিত হইতেছে। মাংস আহার না করিলে যে শারীরিক পুষ্টি বা লাবণ্য হয় না তাহা কখনই স্বীকার্য্য নহে, কারণ অনেক বস্তু আছে যাহা মাংস অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন পুষ্টিকারক নহে। অড়হর দাল, ছোলা, মুগ, মাষকলাই, মশুরী প্রভৃতি যাহা বাঙ্গালির দৈনিক খাদ্য তাহা মাংস তুল্য পুষ্টিকারক। উক্ত দাল প্রভৃতি যেমন মাংসবর্দ্ধক তেমনি মেদবর্দ্ধক। নিম্নে একটি নির্ঘণ্ট প্রদত্ত হইল, পাঠকগণ তদ্দৃষ্টে বিচার করিবেন যে বাঙ্গালির দৈনিক আহার্য্য দাল ছোলা কোন অংশে মাংস অপেক্ষা হীন কি না?

	উত্তাপক	মেদবর্দ্ধক	মাংসবর্দ্ধক	পার্থিব
অড়হরদাল	৬০	১৬	২২	২
মাষকলাই	৬১	১৮	১৯	২
ছোলা	৬১	১৬	২১	২
মুগ	৬০	১৮	২০	২

	উত্তাপক	মেদবর্দ্ধক	মাংসবর্দ্ধক	পার্থিব।
মশুরী ...	৫৯ ...	১৫ ...	২৪ ...	২
পাককরা মাংস	১৪	৬৩ ...	২১ ...	২

ইহা দ্বারা কি প্রতিপন্ন হইল না যে উপরিউক্ত দাল সমূহ মাংস তুল্য পুষ্টি-কারক? যদ্যপি তাহাই হইল তবে বাঙ্গালিরা নিয়মিতরূপে বা সকলে মাংস আহার করে না বলিয়াই যে তাহারা দুর্ব্বল তাহা কি করিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে?

প্রত্যহ বা নিয়মিতরূপে মাংস আহারেচ্ছা সর্ব্বতোভাবে ইংরাজদিগের অনুকরণ। মাংস আহারই ইংরাজদিগের বলিষ্ট হইবার যে একমাত্র কারণ তাহা নহে। তদ্দেশস্থ জল বায়ুর উপকারিতাই তাহার একমাত্র কারণ, তাহার উপর মাংসাহারে সোণায় সোহাগা প্রাপ্ত হয়। ইংলণ্ডে প্রত্যহ গো-মাংস আহার করিলেও কোন প্রকার অপকার দর্শে না, কিন্তু এতদ্দেশে সেরূপ করিলে অধিক কি কুষ্টব্যাধি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অতএব জল বায়ু বিবেচনায় যে আহারেরও তারতম্য করা উচিত তাহাতে সন্দেহ কি। জল বায়ুর সহিত শারীরিক উন্নতি অবনতির যে অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাহা স্থিরনিশ্চয়।

অনেক বনজ দ্রব্যের তরুণ শাখা ও মূলও পুষ্টিকারক। কিন্তু সচরাচর তরুণ শাখা অপেক্ষা মূল অধিক পুষ্টিকারক। গোল আলু, ওল, মানকচু, সালগম প্রভৃতি অধিক পুষ্টিকারক বলিয়া প্রসিদ্ধ, তবে ঐ সমস্ত মূল যে মাংস অপেক্ষা অনেকাংশে ন্যূন পুষ্টিকারক তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। ঐ সমস্ত উদ্ভিদ শতকরা ২ হইতে ৪ পর্য্যন্ত পুষ্টিকারক কিন্তু অধিক মেদবর্দ্ধক। বাঁধা-কপি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পুষ্টিকারক। পলাণ্ডুও অতি উত্তম খাদ্য, উহা আহারেও যেমন সুস্বাদু শারীরিকও তেমতি পুষ্টিকারক। দুগ্ধও বাঙ্গা-লির দৈনিক খাদ্য এবং ইহাও অতিশয় পুষ্টিকারক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তবে দুগ্ধে মেদের ভাগ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে থাকায়, দুগ্ধাহার করিলে স্থূলকায় হইয়া পড়িতে হয়। বাঙ্গালির দুগ্ধ অতি প্রিয় খাদ্য, এবং তাঁহারা দুগ্ধকে অমৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। প্রকৃতই দুগ্ধ অতি উপাদেয় ও উপকারী খাদ্য। দুগ্ধ ব্যতীত এমত বস্তু অতি বিরল যুদ্ধ যাহা আহার করিয়া জীবন ধারণ করা যাইতে পারে।

বাঙ্গালির প্রধান খাদ্য চাউল এবং সেই চাউলের পুষ্টিকারক শক্তি কিছু কম। গোধুম তণ্ডুল অপেক্ষা অনেক অধিক পুষ্টিকারক।

	উত্তাপক	মেদবর্দ্ধক	মাংসবর্দ্ধক	পার্থিব
চাউল	৭৮	১৪	৭	১
গোধুম	৬২	১৩	১১	২

চাউল বাঙ্গালি কেন,—পৃথিবীর অধিকাংশ জাতিই আহার করিয়া থাকে। আর বাঙ্গালি যে শুষ্ক ভাত খায় তাহা নহে, তাহার সহিত আরও অনেক পুষ্টিকারক দ্রব্য আহার করিয়া থাকে। অতএব শুষ্ক তণ্ডুল আহার করাই যে বাঙ্গালির দৌর্ব্বল্যের কারণ তাহা নহে। বিশেষতঃ জল বায়ু দেশ কাল বিবেচনায় আহারের পরিবর্ত্তন করা উচিত। এক জন বাঙ্গালি যদ্যপি গ্রীষ্মকালে কেবলমাত্র রোটি আহার করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে নিশ্চই চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়।

মাংস আহারই যদ্যপি পুষ্টি বিধানের নিদান কারণ হইত তাহা হইলে বাঙ্গালায় অনেক দৈনিক মাংসাহারি মুসলমান আছে, তাহারা অবশ্য হিন্দুদিগের অপেক্ষা বলিষ্ঠ হইত। কিন্তু সেরূপ ত কখন দেখা যায় না। মাংসাহার করিলে যদ্যপি মস্তিষ্ক চিন্তাশীল ও মানসিক শক্তি সবল করিত তাহা হইলে মুসলমানেরা বাঙ্গালি অপেক্ষা অধিক চিন্তাশীল হইত, কিন্তু তাহাও ত দৃষ্টিগোচর হয় না, বরং তাহার বিপরীত দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে অধিক মুসলমান ছাত্র তাহার অধিকাংশই নির্ব্বোধ। কেন, তাহারাও ত মাংসাহার করে তবে তাহাদের মস্তিষ্ক চিন্তাশীল হয় না কেন? বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্য জন্মায় না কেন? অনেকে হয়ত বলিবেন যে লেখক উক্ত কথায় মুসলমানদিগের কুৎসা করিলেন, কিন্তু বাস্তবিক লেখকের সে উদ্দেশ্য নহে। আমরা কাহার বিদ্যা বুদ্ধির তুলনা করিতেছি না। মুসলমানেরা জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন বা চিন্তাশীল নহেন তাহা বলিতেছি না। কেবল এইমাত্র বলা গেল যে মুসলমানেরা বাঙ্গালি অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে অধিক মাংসাসী অতএব মাংসাহারই যদ্যপি বুদ্ধিবৃদ্ধির কারণ হইত তাহা হইলে মুসলমানেরা বাঙ্গালি অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিজিবী হইতেন।

ইংলণ্ডেও একপ্রকার সম্প্রদায় আছেন যাঁহারা মাংস আহার করেন না,

এবং যাহাতে মাংসাহার উঠিয়া যায় তৎপ্রতি যত্নবান। কেন, তাঁহারা কি দেশের শত্রু? তাঁহারা কি ইংলণ্ডকে হীনবীর্য্য করিতে ভাল বাসেন? কখনই না। তাঁহারা ত দুর্ব্বল বা মূর্খ নহেন। তবে মাংসাহারই যে ইংরাজ জাতির বলিষ্ঠ হইবার কারণ, তাহাই বা কি করিয়া বলিতে পারি। ঐ নিরামিষ ভোজিরা আরও প্রতিপন্ন করিতেছেন যে মাংসাহার না করিয়া উদ্ভিদাদির উপর নির্ভর করিলেও শরীর বিশেষ বলিষ্ঠ হইতে পারে। আমাদের দেশেও অনেক হাড়ি বাগ্‌দি ডোম প্রভৃতি ইতর জাতি আছে যাহারা অত্যন্ত বলিষ্ঠ, এমন কি প্রত্যহ মাংস আহারকারী দুই চারি জন ইংরাজও তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেনঁ। অতএব এখনও কি বলিতে হইবে যে মাংস আহারই বলিষ্ঠ হইবার একমাত্র কারণ বা প্রধান উপায়? আমরা মাংসাহারকে নিন্দা করিনা বরং মাংস অতিশয় পুষ্টিকারক বলিয়া মানি। কিন্তু মাংস ব্যতীত যে পুষ্টিকারক পদার্থ নাই তাহা কি করিয়া স্বীকার করিতে পারি। শিবজি প্রভৃতি শৈবগণ মাংস আহার করিতেন না কিন্তু তাঁহারা কি অসমসাহসী বীরপুরুষ ছিলেন না? অধিকাংশ হিন্দুস্থানিরা মাংস খায় না, কিন্তু তাহারা কি বলিষ্ঠ নয়?

কাহার স্থির বিশ্বাস যে অন্ন আহারই বাঙ্গালির দৌর্ব্বল্যের প্রধান কারণ। অন্ন আহার করিলে লম্বোদর হয় বলিয়া অনেকের বিশ্বাস আছে, কারণ অন্ন আহার করিলে উদরে অনেক স্থানের আবশ্যক। বাঙ্গালিরা অন্ন আহার করে, এবং মাংসাসী নহে সেই জন্য তাহারা দুর্ব্বল, ইংরাজ প্রভৃতি মাংসাসী জাতির সহিত তাহাদিগের কখন তুলনা হইতে পারেনা। অধিক কি ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলস্থ দোবে চোবেদের সহিতও তাহাদের তুলনা হয় না। কিন্তু অন্ন আহারই তাহার প্রকৃত কারণ নহে। অনেক বাঙ্গালি অসুস্থতার জন্য উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ গমন করেন, এবং তথা হইতে প্রায়ই সবলকায় হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা পশ্চিমাঞ্চলে কর্ম্মোপলক্ষে বাস করেন তাঁহারাও বলিষ্ঠ হন। কেন, সেখানে কি তাঁহারা দাল রোটির আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন? ভাত খান না? পক্ষান্তরে আবার হিন্দুস্থানিরা এ দেশে অধিক দিন থাকিলেই কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। আর সেরূপ লাবণ্য বা দেহ থাকেনা, ইহার কারণ কি?

বাঙ্গালির দুর্ব্বলতার প্রকৃত কারণ বঙ্গের জল বায়ুর দোষ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? যেখানে ম্যালেরিয়া বিরাজমান, সে স্থানের লোক কি করিয়া সবলকায় হইবে? দাল রোটি খাও, মাংস খাও বা শাক অন্ন আহার কর, শরীর অসুস্থ থাকিলে বা জীর্ণ করিবার সমধিক ক্ষমতা না থাকিলে কিছুতেই শারীরিক বল বিধান করিতে পারে না। আহার করিলে কি হইবে, পাক করিবার ক্ষমতা আবশ্যক করে, নতুবা আহারে কি ফল হইবে? অতএব অন্ন আহার যে বাঙ্গালির দৌর্ব্বল্যের প্রধান কারণ নহে তাহা স্থিরনিশ্চয়, এবং জল বায়ুই তাহার প্রকৃত কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বাল্য বিবাহও দৌর্ব্বল্যের কারণ হইতে পারে। অপক্ক বীর্য্যে সন্তান উৎপন্ন হইলে সে সন্তান সাধারণতঃ দুর্ব্বল হইয়া থাকে। একে জল বায়ুর জঘণ্যতা তদুপরে ঐরূপ সন্তান যে সমূহ দুর্ব্বল হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু বাঙ্গালির তৎপ্রতি লক্ষ এখনও সম্পূর্ণরূপে পতিত হয় নাই।

আমাদিগের আর একটী দৃঢ় বিশ্বাস যে জল যতই নির্ম্মল হইবে তাহা শরীরের পক্ষে ততই উপকারী। পরিষ্কার জল পান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা একটী কদর্য্য স্থানমাত্র ছিল, যিনিই কলিকাতায় কিছুকাল বাস করিতেন তিনিই উদরাময় প্রভৃতি নানা রোগাক্রান্ত হইতেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত কলিকাতায় কলের জল হইয়াছে সেই পর্য্যন্ত কলিকাতার অবস্থান্তরও হইয়াছে। যে কলিকাতা ইতিপূর্ব্বে নানাবিধ রোগের আবাস ভূমি ছিল, সেই নগরী এখন বঙ্গের উত্তমস্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। জলই মনুষ্যের প্রধান খাদ্য এবং শরীর ধারণের প্রধান উপায়। পরীক্ষানুসারে জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে, যে মনুষ্য ৭৭ সের ওজনে, তাহার শরীরে ৫৮ সের জল, সুতরাং আমাদের শরীরের সমস্তই প্রায় জল। জল বায়ুই যে স্বাস্থ্যের প্রধান উপায় তাহাতে সন্দেহ নাই এবং বঙ্গের জল বায়ু উত্তম নয় বলিয়া যে বাঙ্গালি দুর্ব্বল ও হীনবীর্য্য তাহাতেও কিছুমাত্র সংশয় নাই।

ক্রমশঃ।

মহাসংশয়।

"না ছিল এসব কিছু আঁধার ছিল অতি ঘোর দিগন্ত প্রসারি।"

হে ঈশ্বর! যখন অতি ঘোর অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই ছিলনা, তখন তুমি কোথায় কোন্ ভাবে ছিলে এই প্রশ্নই বারম্বার মনে উদয় হয় এবং যখন হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিতে অক্ষম হই তখন উচ্চৈঃস্বরে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, হে ঈশ্বর! আমাকে বলিয়া দাও বিশ্বের সৃষ্টির পূর্ব্বে তুমি কেমন করিয়া নিরবলম্বভাবে নিরবচ্ছিন্ন নাস্তিত্বকে আশ্রয় করিয়াছিলে? নিজে ত এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি না, ঈশ্বরও কোন উত্তর দেন না। যত তাঁহাকে দীনভাবে জিজ্ঞাসা করি, উত্তর পাওয়া দূরে থাকুক, ততই মন সংশয়াক্রান্ত হয়। শেষে নিরস্ত হই। আপনার প্রশ্ন আপনার হৃদয়ে যত্নের সহিত পোষণ করিয়া ক্ষান্ত থাকি। আর ততদূর আশা করিতে সাহস হয় না—আকাঙ্ক্ষা খর্ব্ব হইয়া এক পদ নামিয়া আইসে—এই পরিদৃশ্যমান জগতের স্রষ্টার বিষয় কিছু জানিতে চেষ্টা না করিয়া ইহার আদি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের ইচ্ছা হয়। যখন পণ্ডিতমুখে শুনি আর্য্য মহর্ষিগণ বহুকাল হইল বলিয়াগিয়াছেন—"প্রথমে আর কিছু ছিল না কেবলমাত্র এক আদি শব্দ ওঁকার ছিল" তখন মন অনেকটা আশ্বস্ত হয়। সেই শব্দ মধ্যে অ, উ, ম, রূপ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী তিনটি মহীয়সি ক্ষমতা নিহিত ছিল। যে আদ্যাশক্তি এই প্রকাণ্ড বিশ্বের জন্ম দিয়া আমাদিগকে মহাশ্চর্য্যে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, ওঁকার সেই আদ্যাশক্তির জন্মদাতা এবং সেই শক্তিই আমাদের উপাস্য দেবতা। বাইবেলেও প্রায় এইরূপ লিখিত আছে, আদি পুস্তকে বলে—আদিতে কিছুই ছিল না কেবলমাত্র বাক্য ছিল, সেই বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল। সেই বাক্যই স্বয়ং ঈশ্বর। বাক্যের অর্থ এখানে শব্দ। আবার আজকাল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ কোন কোন মহাত্মা বলেন সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন ঘোর অন্ধকারে এই সুবিশাল বিশ্ব-

সংসার আবৃত ছিল তখন সেই গভীর তামসময় অস্তিত্বের অভ্যন্তর হইতে কেবলমাত্র একটি হম্ হম্ শব্দ অনবরত বাহির হইত। সেই প্রথম শব্দ হইতে আদি শক্তি উৎপন্ন হয়। আদি শক্তি আপন বল আপনার উপর চালাইতে চালাইতে বিশ্ব প্রসবিনী অম্বুর (সেল্) জন্ম দেয়। সেই অম্বু আপনা আপনি অসংখ্যাংশে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ আয়তন বৃদ্ধি করতঃ এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করে। •

এখন যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে অনেক পণ্ডিত মহাত্মাগণের মতে একটি মহা অদ্ভুত কথা, অটুট সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। কি প্রকারে সেই একেবারে—কিছুই না—হইতে সহসা বা ক্রমান্বয়ে এই সুন্দর বিশ্ব সৃষ্ট হইল তাহা ভাবিতে গেলে আর জ্ঞান থাকে না। কিন্তু একেবারে অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়ান অপেক্ষা—যে সেই নিস্তব্ধ তামসময় নাস্তিত্বের মধ্য হইতে প্রথমে একটি গম্ভীর শব্দের উদ্ভাবন হয়,—এ বিশ্বাসটি অনেক শান্তিদায়ক বলিয়া বোধ হয়। যদি কেহ বলেন অন্ধকারময় স্থান হইতে হঠাৎ আলোক নির্গত হইল, আমরা তাঁহাকে সহসা পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিই, কিন্তু উল্লিখিত বিশ্বাস হৃদয়ে স্থান দিতে গেলে তাঁহার কথাও অন্ধের দর্শন, বধিরের শ্রবণের ন্যায় নিতান্ত উপহাস যোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। অন্ধকারে কি আছে, আলোকেই বা কি আছে আমরা উভয়েরই কিছুই জানি না। অন্ধকার হইতে আলোকের জন্ম হইতে পারে কি না সে বিষয় নিশ্চয় মীমাংসা করিয়া আমরা একটি কথাও বলিতে সক্ষম নহি।

আমরা কখন কখন ঠিক যেন প্রত্যক্ষরূপে নাস্তিত্বের মধ্যে অস্তিত্বের উপলব্ধি করি কিন্তু সেটা এক বা ততোধিক ইন্দ্রিয়ের ভ্রম বলিয়া আমরা তাহার সত্তা স্বীকার করি না, ভ্রম নয় বলিয়া স্বীকার করা উচিত কি না, প্রকৃত সত্তা তাহাকে দেওয়া যাইতে পারে কি না সে বিষয় বলিতে গেলে অনেক কথা আসিয়া পড়ে। সংক্ষেপে—এই বলিয়া ক্ষান্ত হওয়া যাইতে পারে যে যেখানে আমি কিছুই শুনিতে পাইনা সেখানে অপর একজন আমা অপেক্ষা বিজ্ঞ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক ঠিক একটি গম্ভীর শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পান। নিস্তব্ধতার শব্দ আমার নিকট মোটামুটি একটি অসংলগ্নতা প্রতীয়মান হয়। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিতে গেলে যেখানে আমি সমুদায়

অশব্দ অচঞ্চল বোধ করি, সেখানে আমা অপেক্ষা জ্ঞানে উন্নত ব্যাক্তি কল্পনা দ্বারা হউক বা অন্য কোন ক্ষমতার সাহায্যে হউক ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন দ্বিপ্রহর রজনীতে কোন চঞ্চল পদার্থ শূন্যস্থানে একটি শব্দ—গম্ভীর শব্দ স্পষ্ট—উপলব্ধি করিতে পারেন। ভ্রম যেমন সত্য বলিয়া বোধ হয় সময়ে সময়ে সত্যকেও আবার ভ্রম বলিয়া প্রতীতি হয়। এই যে অসংখ্য তারকারাজি প্রতি নিয়ত আকাশে দীপ্তিমান দেখা যায় প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যতীত অন্যরূপ বলিলে সাধারণ লোকে অধিক কি অনেক শিক্ষিত লোকেও বিশ্বাস করিতে চান না, কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ নিশ্চয় করিয়া বলিতেছেন যে স্বচ্ছ বায়ুরাশি মধ্যে থাকার দরুন, এক একটি নক্ষত্রকে শতধা বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে দেখা যাইতেছে একটি বৈজ্ঞানিক মহাসত্যও বুক ঠুকিয়া বলিতে গেলে হঠাৎ লোকের নিকট পাগল বলিয়া উপহাসিত হইতে হয়। কিন্তু বাস্তবিক যাঁহারা সেই অকাট্য সত্য অবিশ্বাস করিতে সাহসী হন তাঁহারাই প্রকৃত পাগল। ক্রমে জ্ঞানের যত উন্নতি ও বিকাশ হইবে ততই এখন যাহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া নিশ্চয় বিশ্বাস আছে, তাহাও অতি সহজ বলিয়া বোধ হইবে।

কোন্‌টি সত্য ও কোন্‌টি ভ্রম তাহার মীমাংসা করা বড় সুকঠিন, এখন যাহা ভ্রম বলিয়া জানা আছে, হয়ত পরে তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। দেশে বিজ্ঞানের চর্চ্চা যত অধিক হইবে আমাদের জ্ঞানেরও তত বিকাশ হইবে। জ্ঞান ব্যতীত কিছুই সিদ্ধান্ত হয় না সেই জ্ঞান যতই হইবে ততই দেশের মঙ্গল। পূর্ব্বে পৃথিবী যে নিরন্তর ঘুরিতেছে একথা কেহ বিশ্বাস করিতেন না। যে মহা পণ্ডিত পৃথিবীর পরিভ্রমণ স্থির করেন তৎকালিন লোকেদের তাঁহার কথায় বিশ্বাস করা দূরে থাকুক তাঁহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করেন অধিক কি তাঁহার বিশ্বাসের গভীরত্ব পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে প্রাণে বিনষ্ট করা হয় কিন্তু সেই মহাপুরুষ অবিচলিত চিত্তে অকুতো সাহসে স্বীয় মতের প্রতি অচল বিশ্বাস প্রদর্শন করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। কিন্তু সত্য এক ব্যতীত কখন দুই হয় না। সেই সত্য কালক্রমে সমাজিক বিদ্যা বুদ্ধির উন্নতির সহিত যখন লোকে বুঝিল, তখন মনে কি ভাবের উদয় হইল?—সেই মহাপুরুষের প্রাণের জন্য কত নয়নবারি অজ্ঞাতসারে গণ্ডদেশে

আসিয়া উপনীত হইতে লাগিল। অতএব কোন্‌টি ভ্রম ও কোন্‌টি সত্য তাহার কিছুই স্থির করিবার আমাদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা নাই অথবা একেবারে হইবে না।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

অপ্সরী-মিলন। (গীতনাট্য) শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা সাহিত্য-সংগ্রহ যন্ত্রে মুদ্রিত।

অপ্সরী উর্ব্বশী ও মহারাজ পুরুরবার মিলন লইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রকটিত হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠ করিলেই উপলব্ধি হয় যে গ্রন্থকার রচনা নিপুন নহেন। এ গ্রন্থে আমরা একটি নূতন সৃষ্টি দেখিলাম। নায়ক অপেক্ষা নায়ীকা লজ্জাহীনা। সখীগুলির ত কথাই নাই। উর্ব্বশী যদ্যপি সুচতুরা বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক হইতেন তাহা হইলে তিনি সখীগণের পরিহাসে কৌতুক না করিয়া উত্তম মধ্যম করিয়া সম্মার্জ্জনীর ব্যবস্থা করিতেন।

আমরা "অপ্সরী-মিলন" হইতে একস্থান উদ্ধৃত করিয়া পাঠক বর্গকে উপহার দিলাম। ইতি পুর্ব্বে নায়ক নায়ীকার বাক্যালাপও হয় নাই।

প্রথ। সখি। তুমি এতক্ষণ জল জল করে অস্থির হয়েছিলে, এখন তোমার জলধরকে ধরে এনেছি, দুজনে সুখে প্রেম সাগরে সাঁতার দাও, আর ডুবে ডুবে জল খাও।

উর্ব্ব। কৈ, সই! তিনি কোথায়? (পুরুরবাকে দর্শন পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া)

গীত।

এসহে জলধর করি আলিঙ্গন।
দিব এ হৃদয়ে তোমার কমল আসন।
আমার যৌবন কুপ অকালে শুকায়ে গেল জীবন সঙ্গম বিনা রহেনা জীবন,
তুমিহে রক্ষক হয়ে, কর বারি সিঞ্চন।

এই গীত সমাপ্ত হইবামাত্র গাঢ় আলিঙ্গন করিল। বাস্তবিক বলিতে কি, আমরা এরূপ লজ্জাহীনা নায়ীকা কস্মিন কালে দেখি নাই।

অপ্সরী মিলনের সর্ব্বাগ্রেই ঐ রূপ, সুতরাং পাঠে অরুচি জন্মে। গীতগুলি অনুকরণ পূর্ণ ও জঘন্য।

দরিদ্রের মন।

আমি দরিদ্র—আমার ধন নাই—সমস্ত দিন ওষ্ঠাগত প্রাণে পরিশ্রম করিয়া যা কিছু উপার্জ্জন করি, তাহাতে সংসার নির্ব্বাহ করিতে পারি না, স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গের অশন বসন ক্লেশ নিবারিত হয় না। সুতরাং আমার সংসারে অন্নাভাব ঘুচেনা—অন্নচিন্তাতে আমার মন সদাই বিব্রত। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করি, অপোগণ্ড সন্তান সন্ততিগুলি আহারীয়ের জন্য তাহাদিগের জননীকে ব্যতিব্যস্তা করিয়া তুলে—গৃহিণী স্বভাব সুলভ মিষ্ট বচনে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করে, উদর জ্বালার কাছে অপর সকল প্রকার যন্ত্রনা পরাভূত—বিশেষ বালকের—তাহাতে আবার যদি সংসারের অপ্রতুলতা তাহারা জানিতে পারে, তবে ক্ষুধা দ্বিগুণিত হয়;—কাতরতার আধিক্য কেবল আশাভঙ্গ জন্য বুঝিতে হইবে। যখন গৃহিণী সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিয়াও কৃতকার্য্য না হয়, তাহাদিগের প্রার্থনা পূরণ করিতে অসমর্থ হয়, তখন তাহাদিগের রোদন বৃদ্ধি হয়, তাহাকে অস্থির করিয়া তুলে, তখন সে সজলনয়নে, বসনাঞ্চলে বদন অর্দ্ধাবৃত করিয়া হস্তের ইঙ্গিতে আমাকে দেখাইয়া দেয়—গৃহিণীর ভাবেই বুঝিতে পারি বাক্‌স্ফুরণে অসমর্থা! তখন আমি জগৎ অন্ধকার দেখি, বিবেক পরিশূন্য মনে চিত্রিতের ন্যায় থাকি, পুত্র কন্যাগণের আর্ত্তরোদনে আমাকে বধিরবৎ করে, বক্ষঃস্থল কম্পিত করিতে থাকে, হৃদয় যেন হৃদয় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, ইচ্ছা হয় অগাধ বারিধি তলে, প্রজ্জলিত হুতাশনে, অথবা বিজন বিপিনে প্রবেশ করিয়া সংসার জ্বালা যন্ত্রনা হইতে অব্যাহতি লাভ করি। কি করি—সংসারের কঠিনতম মোহনিগড় কোন মতেই ভগ্ন করিতে পারি না—অস্থির হই—সহস্রবৃশ্চিক দংশন জ্বালা অপেক্ষাও অন্তর্ভেদী যাতনায় ব্যথিত হই—চক্ষু ফাটিয়া অশ্রুধারা বাহির হয়;—দারুণ দুঃখাবেগ সহ্য করিতে পারি না;—নিজেই তাৎকালিক বিবেচনা, কর্ত্তব্যতা সকল হারাই, তাহাদিগকে আর বুঝাইব কি। তখন দুঃখের জ্বালায়, গৃহিণী বিপন্না জানিলেও,

তাহাকে একাকিনী তদবস্থায় রাখিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হই—রাজপথে গিয়া দেখি কেহ বহুমূল্য আরবীয় যুগ্মাশ্বযোজনে সুচিক্কণ যান হাঁকাইতেছেন; কেহ সুবর্ণ চিত্রিত শুভ্রতন্তুবসনে অঙ্গাবরণ করিয়া সুখে প্রাতঃসমীর সেবায় বিনির্গত হইয়াছেন,—ধনী মধ্যবিত্ত শত শত লোক রাজপথ পরিপূর্ণ করিয়া চলিতেছে, আমার মত অবস্থাপন্ন কি না বলিতে পারি না, কত জীর্ণবাস পরিহিত, অতৈলদগ্ধী স্ফূর্ত্তিবিহীন ব্যক্তিও বেড়াইতেছে। আমিও তাহাদিগের দশজনের একজন হইয়া বেড়াইতে থাকি—এই অগণ্য লোক সমষ্টির মধ্যে কেহ মনের উল্লাসে হাস্য তরঙ্গ তুলিয়া রাজপথ কোলাহল ময় করিয়া যাইতেছে, কেহ আপন বন্ধু বান্ধবের সহিত মনের কথা কহিতে কহিতে আপন কার্য্যে যাইতেছে, আর আমার মত দরিদ্র ভিক্ষা লোভে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতেছে, তাহাদিগের কথায় কেহ কর্ণপাত করেন না, আপন মনে চলিয়া যাইতেছেন, কেহ বা বারম্বার সম্বোধনে বিরক্তি বোধ করিয়া কটুবাক্য বর্ষণে দরিদ্রের বেদনার উপর বেদনা দিয়া আশাভঙ্গ করিয়া আপন কার্য্য করিতেছেন, যিনি নিতান্ত দয়ালু—মানবদুঃখে যাঁহার মন কাঁদে তাঁহাকে বলিতেও হয় না অবস্থা দেখিয়া যাচ্ঞার পূর্ব্বেই প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া দিয়া যাইতেছেন। আমি ভদ্র লোক সে রূপ যাচ্ঞা করা আমার সাজেনা—আমাকে কোন কার্য্যালয়ে যাইয়া দুই ঘণ্টা কাজ করিতে হয়, যে দিন না কাজ জুটিল, কোন সম্ভ্রান্ত লোকের দ্বারস্থ হইয়া তাঁহাকে আপন অবস্থা জ্ঞাপন করিতে হয়, তিনি যদি প্রসন্ন হইয়া আমার দুঃখে লক্ষ্য করেন এই প্রত্যাশায় থাকিতে হয়। ধনীর মন যোগাইয়া, মধ্যবিত্তকে আপন দুঃখ জানাইয়া, এখানে সেখানে ছুটাছুটী করিয়া দিনান্তে যাহা সংগ্রহ করি তাহাতে সমস্ত পরিবারের অর্দ্ধাশনও কুলান হয় না, জানিয়াও, কি করি সন্ধ্যাকালে বাটীতে প্রত্যাগমন করি, প্রত্যাগমন কালে বিলাসী আমোদ প্রিয় ব্যক্তিগণকে দেবলোকসুলভ বসন ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া বারবিলাসে গমন করিতে, বৃদ্ধকে আপন সংসার চিন্তা হইতে একটু অবসর লইয়া সান্ধ্যসমীর সেবায় জাহ্নবীতীরে পাদচারনা করিতে, যুবাকে কার্য্যালয় হইতে ক্লান্তদেহে প্রত্যাগমন করিতে দেখি;—সমস্ত দিনের পর আপন পরিবারবর্গের প্রফুল্ল আস্য দেখিয়া দিনের

কষ্ট তাঁহার দূরে যাইবে, বালক পাঠাভ্যাস করিয়া ফিরিতেছে, এইবার জননীর সুকোমল অঙ্গে আশ্রয় লইয়া আনন্দসাগরে ভাসিবে, পুরাঙ্গনাগণ অন্তঃপুরে সকলেই ব্যস্ত—স্বামী, পুত্র, আত্মীয়গুরুজনেরা সকলেই আপন আপন কর্ম্ম হইতে আসিতেছেন, তাঁহাদিগের শ্রান্তি দূরের আয়োজন হইতেছে। এই সন্ধ্যাকালীন পৃথিবী অতীব কার্য্যব্যস্ত—সকলেই আপনাপন কার্য্য সাধন করিয়া গৃহে ফিরিতেছে—দরিদ্রের কার্য্য আর শেষ হয় না এসময়েও দেখিতে পাই দুঃখিনী জননী মলিন জীর্ণ বাসপরিধানে আপন রোরুদ্যমান শিশু সন্তান ক্রোড়ে লইয়া একমুষ্টি অন্নের জন্য পথে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছে—দেখিবামাত্র আমার শরীর কাঁপিয়া উঠে আপনার গৃহিণী ও শিশু সন্তান গুলিকে মনে পড়ে, আমার অবর্ত্তমানে তাহাদিগের এই ভাবী দুঃখ সংঘটনের আশঙ্কা হইতে থাকে, তখন আমি মনুষ্য কি পশু, জীবিত কি মৃত কিছুই বোধ থাকে না, ভগ্ন হৃদয়ে গৃহের দিকে প্রধাবিত হই—মনে ভাবি না জানি আমার সংসারেরই কি হইল—ব্যাকুলা ভিকারিণী, আমার অবস্থা দর্শনেও ক্ষান্ত নহে, এমনি বিবেচনা শূন্য যে আমাদের নিকটস্থা হইয়া আমাকেও তাহার দুঃখ কাহিনী বলিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করে—দুঃখের উপর দুঃখ—কখন বিরক্ত হইয়া, তাহাদিগের পানে না চাহিয়া চলিয়া আসি, কখন বা আপন ভিক্ষোপার্জ্জিতের কিয়দংশ তাহাদিগকে না দিয়া থাকিতে পারি না—কি করি—গৃহে আসিয়া দেখি দরিদ্রের গৃহ অন্ধকার ময়—দুঃখের তামসী মূর্ত্তি তথায় বিরাজ করিতেছে—গৃহিণী সেই অন্ধ গৃহে, অপেক্ষাকৃত বয়োধিক পুত্রটী জাগ্রত তাহাকে কাছে লইয়া ভগ্ন হৃদয়ে আপন দুঃখ ভাবিতেছে—মধ্যে মধ্যে এক একটী গুরুশ্বাস পতন হইতেছে পুত্রটী আমার প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইতে দেখিয়া মধুর স্বরে জননীকে দু একটী প্রশ্ন করিতেছে, গৃহিণী বিমনা, সুতরাং পাঁচটীর পরে ক্ষীণস্বরে একটী প্রশ্নের উত্তর দিতেছে, তাহাও হয় ত প্রশ্নানুযায়ী হইতেছে না—সুতরাং পুত্রটী মধ্যে মধ্যে বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে, আর নিতান্ত শিশু কয়টী ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অনেক রোদনের পর, তজ্জনিত আয়াসে অবসন্ন হইয়া ধূলি শয্যায় নিদ্রা যাইতেছে। সকল গৃহস্থাঙ্গনা এখন কর্ম্ম-ব্যস্তা—আমার সংসারে কাজ নাই—আমার গৃহিণী নিষ্ক্রিয়া—সংসারের সমস্ত

কাজ থাকিলেও তাহার এখন কোন কর্ম্ম নাই—আমার গমন পথ প্রতিক্ষা করিয়া বহিয়াছে—প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি ক্ষণে আমি যাইতেছি ইহাই ভাবিতেছে—বৃক্ষপত্রের ভূপতন শব্দে আমার পাদ সঞ্চার মনে করিয়া চমকিত হইয়া উঠিতেছে—আবার বসিতেছে—এক একবার সুষুপ্ত বালকদিগের নিকটে যাইয়া পাছে তাহারা জাগ্রত হয়, তাহারই সাবধান লইতেছে। প্রতি দিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া নিয়মিত সময়ে আহার করিয়া বিশ্রাম লইয়া, কত লোক কত কার্য্য সমাধা করিয়া বাটী আইসে—রাজার রাজকর বৃদ্ধি হয়, উত্তমর্ণের কুশীদ বৃদ্ধি পায়, রাজার এক দিন রাজ্যভোগ হয়, ধনীর এক দিনের বিলাস বাসনা পরিতৃপ্ত হয়—বিচারালয়ে কত লোক হাসে, কত লোক কাঁদে,—সংসারে কেহ অভিনব পুত্র মুখ দর্শনে অপার আনন্দ সাগরে ভাসে, কেহ সেই অমূল্য রত্ন হারাইয়া হাহাকার করিতে বসে—মন্দের ভাল—ভালর মন্দ কতই হয়—হতভাগ্য দরিদ্রের যা তাই থাকিয়া যায়—সৌভাগ্যেরও সাক্ষাৎ হয় না, মৃত্যুরও দর্শন লাভ হয় না। নলিনীনাথ প্রতি দিন কত শত লোকের অবস্থান্তর দেখিয়া যাইতেছেন—কাহাকেও কোন দিন হাসিতে, কাহাকেও কোন দিন কাঁদিতে দেখিতেছেন—কিন্তু আমার মত দরিদ্রের এক দিনের জন্য অবস্থান্তর দেখিতে পাইলেন না। আমার "হাহা" করা আর ঘুচিল না :—সন্ধ্যার অন্ধকারে মেদিনী কালিমা মূর্ত্তি ধারণ করে, এমন সময় আমি আপন কুটীরে প্রত্যাগমন করি,—সমস্ত দিনের অদর্শনের পর গৃহিণী আমাকে দেখিয়া ত্রাস্তে উঠিয়া, দিবসের শুভাশুভ জিজ্ঞাসা করিলেই, আমার উপার্জ্জিত যা কিছু থাকে, তাহার হস্তে দি ;—গৃহিণী তাহাতেই কষ্টে স্রষ্টে এক রকম দিনাতিপাতের উপায় করে—এই জন্যই আমাদিগের শাস্ত্রে গৃহলক্ষ্মী নামে অভিহিত। সমস্ত দিনের পর আহারাদি করিয়া মলিন জীর্ণ শয্যায় শয়ন করি—সংসারের চিন্তায় নিদ্রা হয় না,—আপন অবস্থার, আপন দুঃখের অপার চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। কি উপায়ে সংসার চলিবে—দুসন্ধ্যা পুত্র কন্যা এবং গৃহিণীর আহারীয় সংস্থান হইবে, ইহারই চিন্তা—পরিশ্রম করিতে ক্রটী করি না—লেখা পড়া যাহা জানি তাহাতে যে এ রূপ দৈন্য দশার প্রতিকার করিতে পারি না, তাহাই বা কেমন করিয়া বলি—আমা অপে-

ক্ষাও অনেক মূর্খ অনায়াসে সংসার প্রতিপালনক্ষম দেখিতে পাই—আমার পরিশ্রমেরও কম নাই, যত্নেরও ত্রুটী নাই—তথাপি কিছুই করিতে পারি না কেন?—তখন অদৃষ্টের কথা মনে পড়ে—অদৃষ্ট স্বীকার করিতে হয়—জীবলোকে অদৃষ্ট হইলেও ঐ নামে অবশ্য কোন কিছু আছে—যাহার জন্য লোক হাজার চেষ্টাতেও আমার মত বিপর্ন—যত্ন, আয়াস যত কিছু করুক তাহাকে তাহার ফল ভোগ করিতেই হয়—যাহার ফলে রাজার রাজত্ব নাশ, মন্ত্রীর মন্ত্রীত্ব চ্যুতি, বৃত্তিভোগীর বৃত্তিনাশ, ধনীর দরিদ্রতা, সৌভাগ্যশালীর সৌভাগ্যলোপ, বহু পুত্রের পুত্রহীনতা, কার্য্যক্ষমের অকর্ম্মণ্যতা, বীরের বীরত্বনাশ, ও কারাবাস অপর পক্ষে দরিদ্রের রাজ্যলাভ, মূর্খের মন্ত্রীত্ব প্রাপ্তি, বৃত্তিহীনের বৃত্তিভোগ, নির্ধনের ধনপ্রাপ্তি, দুর্ভাগ্যের সৌভাগ্যলাভ, অপুত্রকের পুত্র এবং ভীরুর বীরখ্যাতি ও প্রাধান্য বিস্তার ইহ জগতে নিয়ত ঘটিয়া থাকে।

জগতে যাহার যে অভাব, তাহার তাহাতেই আগ্রহ, তল্লাভের চিন্তাতেই সে ব্যাকুল—আমি দরিদ্র, আমার ধন নাই, ধন লাভের জন্যই আমার মন পাগল—যখন বাটীতে থাকি তখন ধন চিন্তা, পথে বাহির হইলে ধন চিন্তা, যেখানে যাই, যেখানে থাকি সেই স্থানে সেই অবস্থায় ধন চিন্তা ভিন্ন আমার অন্য চিন্তা নাই—কিসে ধন পাইব, কিসে পরিবারবর্গের দারিদ্র্য দুঃখ দূরীকৃত করিব, সর্ব্বদা এই ভাবি—ভাবিলে কি হয়, কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারি না;—কখন কোন ধনবানের কাছে আত্ম দুঃখ বর্ণন করিয়া তাঁহার নিকট কার্য্য প্রাপ্তির চিন্তা করি, কখন রাজদ্বারে কোন প্রকারে সম্মান লাভের উপায় করিয়া অর্থবান হইবার কল্পনা করি, কখন ব্যবসায় দ্বারা প্রচুর অর্থাগমের উপায় চিন্তা করি, যখন আপন মনে তত্তৎ বিষয়ের উপায় অবধারণ করিতে না পারি, বা তাহাদিগের অযৌক্তিকতা মনে বুঝিতে পারি, তখন দৈব ধন প্রাপ্তির কামনা করি, যুক্তিসঙ্গত হউক বা না হউক কিছুতেই ধনের আশা করিতে ক্ষান্ত হই না। নদীস্রোতের ন্যায় মানব মনে আশার প্রবাহ—কখন প্রাবীট কালীন জলদমালাচ্ছন্ন আকাশ তলে বর্দ্ধিত জল রাশিতে দুই কূল প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হয়; কখন হিমাচলানিল চালিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া কাঁপিতে

কাঁপিতে গমন করে; কখন বসন্তকালীন মৃদু মন্দ মলয়মারুত ভরে নাচিতে নাচিতে বসন্ত রবির মনোরম ছবি বক্ষে ধারণ করিয়া মনের স্ফূর্তিতে প্রবাহিত; কখন বা প্রচণ্ড নিদাঘ তাপিত হইয়া শীর্ণ, বিশুষ্ক দেহে মৃতপ্রায়! আশার উপর নির্ভর করিয়াই আমার জীবন আছে। আশা না থাকিলে আমার ইহলোক লীলা কোন্ দিনে ফুরাইয়া যাইত। ধনিন্ তুমি আমার দুঃখের কথা প্রলাপ বলিয়া মনে করিবে, হয়ত এই সকল কথা শুনিয়া আমাকে উন্মাদগ্রস্ত ভাবিবে, আমার দুঃখের কথায় তোমার মন যদিই আর্দ্র হয় একবার শুনিয়া, আমার শীর্ণ দুঃখাগ্নি বিদগ্ধ মলিন বদন দর্শন করিয়া একবার মাত্র "আহ" করিবে, তাহাতে আমার কি? তখনই তুমি আমার আর্ত্তশব্দে বিরক্তি বোধ করিয়া চলিয়া যাইবে, আমার পানে ফিরিয়া দেখিতেও তোমার ইচ্ছা হইবে না। যতক্ষণ আমার দুঃখ দেখিবে, দুঃখের কথা শুনিবে ততক্ষণ তোমার অতি সুখের সময় বৃথায় যাইবে বলিয়া মনে করিবে। আমার ব্যথায় অত্যন্ত ব্যথিত হইলে, আমার দুঃখে তোমার মন নিতান্ত কাঁদিলে, হয়ত আমাকে ঈশ্বর বিড়ম্বিত বলিয়া লাঞ্ছনা দিবে; তাহাতে আমার দুঃখের হ্রাস না হইয়া বরং দারুণ জ্বালা জ্বলিয়া উঠিবে। আমার দুঃখ দূর করিবার জন্য তোমার প্রবৃত্তি হইবে কি না সন্দেহ' তবে তোমার ফিরিয়া দেখিবার আবশ্যক নাই—পরদুঃখকাতরতা-ক্লেশ অনর্থক তোমার সহ্য করিবার প্রয়োজন নাই। যতক্ষণ তুমি আমার দুঃখ দেখিবে ততক্ষণ তোমার বিলাসময় সুখের সময়ের অপব্যয় হইবে। তাই আবার বলি এদিকে চাহিয়া দেখিও না—দরিদ্রালয় অতি ভীষণ, অতিশয় দুঃখদ, অতীব শোকোত্তেজক—এদিকে চাহিও না, চাহিও না,—যে শুভ দৃষ্টিতে তুমি প্রিয়তমার মধুর হাস্যোৎফুল্ল বদন সুধাকর দর্শন করিয়া অতুল আনন্দানুভব কর, যে দৃষ্টিতে তুমি ইহ জগতের সমস্ত সুখসাধনীয় ধনরাশি দর্শনে উৎসাহিত হও, যে দৃষ্টিতে তুমি তোমার এই সুখের জগৎ দেখিয়া স্বর্গ সুখ ভোগ কর, সে দৃষ্টিতে এই ঘৃণার মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কষ্ট পাইবে? তাই আবার বলি এ পাপীর পাপ ভবনের দিকে দৃষ্টি দিও না—কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন সমাজের ধনে সাধারণের সমাধিকার আছে, সে বিধায়ে ধনীর ধনে নির্ধনের

অংশ আছে, এ কথা আমার অতীব আনন্দদায়ক, অপরের নিকট উন্মাদ মস্তিষ্কের কল্পনা সম্ভূত বলিয়া পরিগণিত! পাঠক! রাত্রি কালে আমার সামান্য বস্ত্রের শয্যায় শয়ন করিয়া এইরূপ কত চিন্তা আসিয়া যে আমার পাগল মনকে নাচাইয়া লইয়া বেড়ায় আমি বলিতে পারি না। এই সময় আমার মন নগরে, গ্রামে, অচলশিরে, সিন্ধুগর্ভে, অরণ্যমধ্যে, নদীজলে, রাজপ্রাসাদে, পৃথিবীর সকল স্থানে, পরিভ্রমণ করে; কোথাও গিয়া শান্তি লাভ করিতে পারে না—তখন মন আপনা হইতেই আশার মহিমায় আপন রাজ্য বিস্তার করিয়া আমাকে রাজপদ প্রদান করে, আমি মনে মনে তখন রাজা হই, অপূর্ব্ব অট্টালিকা রচনা করিয়া তাহাতে বাস করি, মনে মনে গৃহিণীর দৈনিক অন্ন চিন্তা প্রশমিত করিয়া তাহাকে মহিষী পদে বরণ করিয়া আপনি সিংহাসনে তুলিয়া লই, বস্ত্রাভরণে পুত্রগণের অপূর্ব্ব কান্তি বর্দ্ধিত করি, প্রতিবাসী অনাথ দীন দরিদ্রগণের দুঃখ দূর করিবার বন্দোবস্ত করি, জগতের সকল অভাব মোচন করি। কিন্তু এ সুখ স্বপ্ন কতক্ষণ থাকে? গৃহিণীর দৈনন্দিন দুঃখ চিন্তা প্রসূত স্বপ্নবাক্য শ্রবণে, না হয় পুত্র কন্যাদিগের জঠর জ্বালা জনিত খাদ্য প্রার্থনা বাক্যেই হয়ত সে স্বপ্ন ভগ্ন হয়; কিম্বা কোন কোন রাত্রে এই স্বপ্ন থাকিতে থাকিতেই ভোরের পাখী ডাকিয়া উঠে,—ভোরের বাতাস মৃদু বহিয়া আমার সুখের রাজ্য কাড়িয়া লয়। আমি যে জীর্ণ শয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম তাহা দেখিয়া চকিত হইয়া উঠি;—আমার চির সহচরী দুঃখ আসিয়া আমাকে আহ্বান করে,—আমি সকল ভুলিয়া আবার উদরান্নের জন্য আপন কাজে বাহির হই।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

———00———

হাসিনা কেন ?

১

ওইত হাসিছে পূর্ণ শশধর,
নীলকাদম্বিনী বক্ষের উপর,
ওইত হাসিছে সুনীল অম্বর,
রজত কিরণ মাখিয়া সুন্দর।

২

ওইত হাসিছে নক্ষত্র রতন,
অভ্রভেদী ওই মহিরুহ শিরে,
ওই ত হাসিছে শশাঙ্ক জীবন,
নিরমল নীল সরোবর নীরে।

৩

উহারা হাসিছে, কিন্তু কেন হায়,
আমি আজি পড়ে এ হেন দশায়
নিরাশ হইয়া সুখের আশায়
অধঃ প্রান্তে হাসি দিয়াছি বিদায় ?

৪

পাপের সংসারে হাসিই সুন্দর,
তবে কেন প্রাণ না হাসে কেবল ?
প্রমোদ সাগরে মাতি নিরন্তর,
তুলেনা হাসির লহরী তরল ?

৫

হাসিব কি ? হাসি আসিবে কেমনে,
হাসাতে সংসারে কে আছে আমার ?
হাসিব বাসনা করিলে মননে,
হাসি স্থলে কান্না আসে অনিবার।

৬

হাসি মুখে ছাই পড়েছে তখন,
প্রাণ পাখী উড়ে গিয়েছে যখন ;
পাবনা সঘনে হাসিতে কখন,
যত দিন পাখী না আসে ভবন।

৭

আসিবে কি পাখী ফিরিয়া আবার
দেখাবে কি আর নয়ন ভরিয়া,
বিশ্ববিমোহিনী সেরূপ তোমার
যেরূপে হৃদয় গিয়াছে ভুলিয়া ?

৮

বলিবে কি আর সেই কণ্ঠস্বরে
নবীন ভাবের নবীন ভাষ,
প্রগাঢ় চুম্বনে, গোলাপি অধরে.—
হাসিবে কি মৃদু মধুর হাস ?

৯

আর পাখী আয় গৃহে ফিরে আয়,
দারুণ বিচ্ছেদ অনল শিখায়,
জ্বলিছে অন্তর, প্রেম বরিষায়—
কর নিবারণ সে তীব্র জ্বালায়।

১০

এলে পাখী আর আমার সদনে,
দিবনাক তোরে যাইতে কখন ,
অন্দর পিঞ্জরে রাখিয়া যতনে,
প্রেম আধা দিয়ে করিব পোষণ।

১১

প্রেমামৃত ফল করিলে ভক্ষণ,
পারিবেনা তুমি যেতে দেশান্তরে ;

রাখিয়া হৃদয়ে হৃদয় রতন,
ভাসিব বিমল সুখের সাগরে।

—— oo ——

প্রলয়।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রমতে প্রলয় চতুর্ব্বিধ। নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত, এবং আত্যন্তিক। প্রতিনিয়ত বিশ্বের যে পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতেছে, তাহার নাম নিত্যপ্রলয়। ব্রাহ্মদিবসাবসানে (১) যে প্রলয় হয় তাহার নাম নৈমিত্তিক প্রলয়। আর ব্রাহ্মদিবসের শতবৎসরে বা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার পরমায়ু শেষ হইলে যে প্রলয় সংঘটিত হয়, তাহার নাম প্রাকৃত, এবং পুরুষের মুক্তির নাম আত্যন্তিক প্রলয়। এই চতুর্ব্বিধ প্রলয়ের মধ্যে নিত্যপ্রলয়, আমাদের সম্মুখে প্রাতে, মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে প্রতিনিয়তই সংঘটিত হইতেছে। কিন্তু মনুষ্য এমনি সংসার জালে আবদ্ধ ও কুহকিনী আশায় প্রতারিত যে তাহা দেখিয়াও দেখিতে পায় না, বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না। সকল মনুষ্যে যদি তাহা বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে নশ্বর যৌবন মদে বা অসার ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া বলিত না, যতই দিন যাইতেছে ততই তাহার আয়ু বর্দ্ধিত হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় দুরতিক্রম্য কাল-বসে বিশ্বের নিত্য পরিবর্ত্তনে প্রতিনিঃশ্বাসে যে মনুষ্যের পরমায়ু বর্দ্ধিত না হইয়া হ্রাস হইয়া যাইতেছে, ইহা কি সকলে বুঝিতে পারে? বোধ হয় কখনই নয়। যাহা হউক নিত্যপ্রলয় সম্বন্ধে আমরা আর অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না।

(১) ৪৩২০০০ সৌর বৎসরে কলিযুগ, ইহার দ্বিগুণ অর্থাৎ ৮৬৪০০০ বৎ-সরে দ্বাপর যুগ, ত্রিগুণে অর্থাৎ ১২৯৬০০০ বৎসরে ত্রেতাযুগ, চতুর্গুণে অর্থাৎ ১৭২৮০০০ বৎসরে সত্যযুগ হয়। এই চারি যুগের নাম এক মহাযুগ। ৭১ মহাযুগে এক মন্বন্তর এবং চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ব্রহ্মার এক দিবস বা কল্প হইয়া থাকে। পাঠক! ব্রহ্মার দিনটি কেমন ক্ষুদ্র দেখিলেন? ক্ষুদ্র দেখিয়া যেন হাস্য করিবেন না। ইহার মধ্যে একটী উপদেশ আছে। সে উপদেশ এই, কল্পান্তঃ শীঘ্র হয় না। কল্পান্তঃ কবে হইবে, কে তাহার গণনা করিতে সমর্থ?

নৈমিত্তিক প্রলয় কি দেখা যাউক।

আমরা উপরেই বলিয়াছি, ব্রাহ্মদিবসান্তে যে প্রলয় সংঘটিত হয়, তাহারই নাম নৈমিত্তিক প্রলয়। এই প্রলয়ে বিশ্বের এককালে ধ্বংশ হয় না সত্য বটে, কিন্তু ইহা প্রায় ধ্বংশেরই অন্তর্গত। ইহা সচরাচর ঘটে না। আমরা অদ্য যে প্রলয়ের কথা বলিব, তাহা সম্পূর্ণরূপে এই প্রলয়ের নিয়মান্তর্গত না হইলেও ইহারই স্থূলস্বরূপ। পৃথিবীর বহুতর সুসভ্য জাতির মধ্যে এই প্রলয় সংঘটনের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। পৃথিবী যখন দস্যুগণের ঘোর অত্যাচারে প্রপীড়িতা হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তাহাদের হস্ত হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য ঈশ্বর জলপ্লাবন দ্বারা প্রলয় সংঘটিত করিয়া দস্যুদিগের নিপাত করতঃ ধরিত্রীকে শান্তিপূর্ণ করিয়াছিলেন। জলপ্লাবনে কেবল দুই এক জন ধার্ম্মিক ব্যক্তি জীবিত ছিলেন। তাঁহাদের সন্তান সন্ততি হইতে কালে আবার পৃথিবী মনুষ্যে পরিপূর্ণা হইয়াছেন। বিশ্ব প্রলয়ান্তকারী জলপ্লাবন কোন্ সময়ে হইয়াছিল, ও সকল জাতির মধ্যে তাহার সময়ের একতা আছে কিনা, যদিও এসকল অবগত হওয়া সুদূরপরাহত বিষয়, তথাপি ইহার মধ্যে যে কিছু সত্য আছে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। এই প্রলয় সম্বন্ধে কোন্ জাতির কিরূপ মত তদালোচনাই অদ্য আমাদের এই প্রস্তাব অবতারণার মুখ্য উদ্দেশ্য।

যে ভারত এক সময়ে বিদ্যাবুদ্ধি সভ্যতা প্রভৃতিতে পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য দেশের দীক্ষাগুরু ছিল, সেই ভারতে বিশ্বপ্লাবন সম্বন্ধে কিরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে সর্ব্বাগ্রে তাহাই দেখা কর্ত্তব্য। বোধ হয় হিন্দু সন্তান মাত্রেই শাস্ত্রে শুনিয়া থাকিবেন, শ্রীমৎ ভগবান নারায়ণকে পৃথিবী উদ্ধারের জন্য দশবার দশ অবতার হইয়া পৃথিবীতে আসিতে হয়। তাহার প্রথম অবতারের নাম মৎস্য অবতার। ইহা সত্যযুগের কথা। পুরাণে লিখিত আছে, এক সময়ে দৈত্যগণ অমিতবল-সম্পন্ন হইয়া মদগর্ব্বে, পৃথিবীকে তৃণজ্ঞান করিয়া বহুতর অত্যাচার করিতে থাকে। তাহাদের অত্যাচার নিবারণার্থ নারায়ণ প্রথমতঃ শফরীর ন্যায় ক্ষুদ্র একটী মৎস্যরূপ ধারণ করেন ও দেখিতে দেখিতে এরূপ প্রকাণ্ডকায় হইয়া পড়েন যে পৃথিবীতে তাঁহার স্থান সঙ্কুলন হওয়া ভার হইয়া উঠিল।

মৎস্যমূর্ত্তিও যত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, পৃথিবীও তত জলে পরিপূর্ণা হইতে লাগিলেন। পরিশেষে ধরিত্রী জলময়ী হইয়া পড়িল, বৃক্ষ লতা সকলই ডুবিয়া গেল। সুতরাং দস্যুগণও নিপাত হইল। কেবল ভগবানের কৃপায় সত্যব্রত নামা জনৈক সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তি সস্ত্রীক সর্ব্বজাতীয় জীবের দম্পতি সহিত রক্ষা পাইলেন। সেই সর্ব্বজাতীয় দম্পতি হইতে সময়ে আবার পৃথিবী জীব স্রোতে পূর্ণ হইয়া উঠিযাছে। হিন্দুদিগের মধ্যে প্রলয় সম্বন্ধে এই মত।

এতদ্ভিন্ন দুই জন লোকের প্রমুখাৎ শুনিতে পায যায়, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সময় প্রলয় হইয়াছিল, কিন্তু ইহা সম্ভবপর হইতে পারে না বলিয়া সে বিষয় উল্লেখে বিরত হওয়া গেল।

ভারতের পরই বিদ্যা বুদ্ধির সভ্যতাতে গ্রীস্‌দেশ গণনীয়। ইহা অতি প্রাচীন দেশ। গ্রীসেরা এক সময়ে যেরূপ শৌর্য্য বীর্য্যাদীর সহিত সংসার রঙ্গ-ভূমে অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। সুপ্রসিদ্ধ পিথাগোরাস্‌, সক্রেটিস্‌ প্লেটো প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ও মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডর, লিওনিডাস্‌ প্রভৃতি বিখ্যাত বিখ্যাত ভুবনবিজয়ী যোদ্ধাগণ এই থানেই জন্মগ্রহণ করেন। ফল কথা, গ্রীস্‌ অনেক বিষয়েই আদরণীয় ছিল। এই গ্রীস্‌বাসীগণের যখন প্রথম অভ্যুদয় হয়, যখন তাহারা পৌত্তলিক ধর্ম্মাক্রান্ত ছিল, তখন তাহাদের মধ্যে প্রলয়ের কথা শুনিতে পাওয়া যায। সেই প্রলয় জলপ্লাবনে হয়। হেলেনিক বংশীয় বিখ্যাত হেলেনার পিতার পর এই জলপ্লাবন হইয়াছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত অ্যাপো-ডোরাসের মতে ব্রেজেন্‌বংশীয়গণের উপদ্রব হেতু ও অন্যান্য পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন লাইকুনের পঞ্চাশৎ দুরাচার রাক্ষস পুত্রের অত্যাচারে গ্রীস্‌ অত্যাচরিত হইলে জিয়াস্‌দেব (আমাদের যেমন নারায়ণ) গ্রীসের উদ্ধারার্থ সমস্ত গ্রীস্‌ জলমগ্ন করেন। কেবল অত্যুচ্চ পর্ব্বত শিখর সকল জলনিমগ্ন হয় নাই। পুণ্যবান্‌ ডিউকেলিয়ন্‌ তাঁহার পিতা প্রোমিথিয়াসের প্রমুখাৎ এই প্লাবনের (ইহাকে খণ্ডপ্রলয় বলিলে বলা যায়) কথা শুনিয়া পূর্ব্ব হইতে একখানি নৌকা প্রস্তত করিয়া রাখিয়াছিলেন। জল-প্লাবনের সময তিনি নৌকায় আরোহন করিয়া নয় দিবস ক্রমাগত জলে

ভাসিতে ভাসিতে অবশেষে পার্ণেসস্ পর্ব্বতের শিখর দেশে অবতরণ করেন। পরে জিয়াস্ তাঁহার নিকট হারমিসকে পাঠাইয়া দেন (২) ইত্যাদি। এই রূপে গ্রীসে যে জলপ্লাবন হয়, তাহাতে ডিউকেলিয়ান্ রক্ষা পান। মেঃ ক্লিন্-টনের মতে এই জলপ্লাবন খৃঃ অব্দের ১৬৯৭ অব্দ পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৮১+১৬৯৭=৩৫৭৮ বৎসর অতীত হইতে চলিল, সংঘটিত হইয়াছে।

গ্রীস্‌দেশের কথা বলা হইল। এক্ষণে খৃষ্টানদিগের মধ্যে প্রলয় ঘটিত প্লাবন সম্বন্ধে কিরূপ প্রবাদ আছে দেখা আবশ্যক। পুরাতন বাইবেলে আছে, নোয়ার সময়ে প্রলয় উপস্থিত হয়। নোয়া যখন যীশুর পূর্ব্ব পুরুষ ছিলেন, তখন এ প্রলয় সীরিয়া দেশেই হইয়াছিল বলিতে হইবে। কেননা জেরুজেলেম্ সীরিয়ার অন্তর্গত। সীরিয়া আবার আসিয়িক তুরস্কের একটি প্রদেশ। অতএব এ প্লাবনের কথা খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে থাকিলেও ইহা প্রাচীন সীরিয়াবাসীদিগের মত বলিতে হইবে।

---

(২) Deukalion is the person specially saved at the time of deluge, next he is the father of Helen, the great oponym of the Hellenic race. The enormous inpuiry with which earth was contaminated as Appodorus says, by the then existing brazen race, or as others say, by the fifty monstrous sons of Lykoon, provoked Zeus to send a general deluge. An unremitting and terrible rain laid the whole of Greece under water, except the highest mountain tops, whereon a few stragglers found refuge : Deukalion was saved in a chest or arch which he had been forewarned by his father Prometheus to construct. After floating for nine days on the water, he at length lauded on the summit of mount Par nasus Zeus having sent Hermes to him, promising to grant what ever he asked, he prayed that men and companions might be sent to him in his solitude. Accordingly Zeus directed both him and Pyrrha to cast stones over their heads ; those cast by Pyrrha became women those by Deukalion men ; and thus the 'Stoney race of men came to tenant the soil of Greece.

Grote's History of Greece Vol I P. 93.

যাহা হউক অতি প্রাচীন কালে (কোন্ সময়ে ঠিক্ তাহার মীমাংসা করা সুদূরপরাহত) আদমের বংশে নোয়া নামে একজন ধর্ম্মশীল রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সেম্, হ্যাম্ ও জ্যাফেথ্ এই তিন পুত্র ছিল। তাঁহার সময়ে মনুষ্যেরা অত্যন্ত অধর্ম্ম পারায়ণ হইয়া উঠে। এজন্য ঈশ্বর, নোয়াকে মনুষ্য ধ্বংশ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। ও বলিলেন, তুমি ৩০০ শত ঘনফুট দৈর্ঘ্য ৫০ ঘনফুট প্রস্থতা ও ৩০ ঘনফুট উচ্চতাবিশিষ্ট একটী নৌকা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে তোমার স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ ও এক এক জাতীয় জীব দম্পতিকে ও তাহাদের সর্ব্বপ্রকার খাদ্য দ্রব্য লইয়া আরোহণ কর। নোয়া সেইরূপ করিলে তাহার ৬০০ শত বৎসর বয়ঃক্রমের সময় ফেব্রুয়ারি মাসের ৭ই হইতে ৪০ দিবস ক্রমাগত মুষল ধারে বারিবর্ষণ হইতে লাগিল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উৎস সকল নির্গত হইয়া পৃথিবী জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তাহাতে অধার্ম্মিকেরা প্রাণত্যাগ করিল, কেবল নোয়ারা জীবিত রহিলেন (৩)। এই নোয়া হইতেই আবার বিশ্ব মনুষ্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে যে প্রলয়ের কথা লিখিত আছে, তাহাও দেখান গেল। এক্ষণে কাল্ডীয়া বাসীরা প্রলয় সম্বন্ধে কিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, দেখা কর্ত্তব্য।

---

(৩) Genesis VI, VII Chapter VI.

10. And Noah begat three sons, Shem, Ham, and Japheth.

11. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with voilence

12. And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt, for all the flesh had corrupted his way upon the earth.

13. And God said unto Noah, the end of all flesh is come before me; for the earth is filled with violence through them; and, behold, I will destroy them with the earth.

14. Make thee an arck of gopher wood &c.

কালডীয়া দেশের প্রধান দেবতার নাম শুনিস্। তাঁহার অর্দ্ধ অঙ্গ মনুষ্যের ন্যায় অপরার্দ্ধ মৎস্যের ন্যায়। জিজস্থি স্ যখন রাজা ছিলেন, তখন অধার্ম্মিকগণের অত্যাচারে ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া এক দিন স্বপ্নে বলিলেন, যে দ্বিতীয় মাসের পঞ্চদশ দিবসে বিশ্ব জলে প্লাবিত হইবে, তুমি সকল ঘটনা লিখিয়া সিপ্পরি নগরে মৃত্তিকাখনন করিয়া তন্মধ্যে লুক্কায়িত রাখিবে। পরে জলপ্লাবন হইল, তিনিও একখানি নৌকায় সমস্ত জীবের সহিত উঠিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। দিনকতক পরে জল ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। তিনি মৃত্তিকা জাগিয়া উঠিয়াছে কিনা ইহা জানিবার জন্য প্রথমতঃ পক্ষী ছাড়িয়া দিলে। পক্ষী ফিরিয়া আসিল, তাহাতে ভাবিলেন, মৃত্তিকা আজিও জাগিয়া উঠে নাই। পরে আবার পক্ষী ছাড়িয়া দিলেন। সেবার ফিরিল না দেখিয়া নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন। এইরূপে তাঁহা হইতেই আবার জীবস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে ইত্যাদি।

আমেরিকার অন্তর্গত ব্রেজিলেও জলপ্লাবনের বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যায়। সেখানে জলপ্লাবনে একজন পুরুষ ও তাহার গর্ভবতী ভগ্নী রক্ষা পায়।

এইরূপ ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে বোধ করি এ বিষয়ে আরও অনেক বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। এক্ষণে বক্তব্য এই, পাঠক! প্রলয় সম্বন্ধে অনেক পুরাতন জাতির মত কিরূপ বুঝিতে পারিলেন। বিশ্বব্যাপী প্রলয় না হউক, একটী প্রলয় যে হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় সন্দেহ নাই। এ মতের পরিপোষণার্থ অনেক প্রাচীন জাতীরা বলিয়া থাকেন, যদি প্রলয় না হইবে, তবে পর্ব্বতের উপরে মৎস্যাদির অস্থি পাওয়া যাইবে কেন? কিন্তু ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, সে ভূকম্পনাদির বলে হইয়াছে। যাহাহউক সে বিষয়ের আলোচনায় আমরা বিরত হইলাম।

শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।
ভাগলপুর।

জ্যোতির্ম্ময়ী।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিক্রয়।

দুইজনে বাটী আসিবার পর দস্যুপত্নী জ্যোতির্ম্ময়ীকে একখানি নূতন বস্ত্র পরিধান করিতে দিল—জ্যোতির্ম্ময়ী বস্ত্র পরিধান করিয়া জল খাইল। জল খাওয়া হইলে দস্যুবনিতা জ্যোতির্ম্ময়ীকে কহিল "মা জ্যোতি! তুমি নিজে বাঁধিতে পারিবে?—আমি দেখাইয়া দিব। নতুবা ত অন্য উপায় নাই"। জ্যোতির্ম্ময়ী স্বীকৃত হইল। সকাল সকাল আহার করিয়া নিদ্রা গেল—এইরূপে চারি পাঁচ দিন কাটিয়া গেল—জ্যোতির্ম্ময়ীর বরাহনগরের অন্ন উঠিল—একদিন প্রত্যূষে দস্যুপত্নী জ্যোতির্ম্ময়ীকে বলিল "জ্যোতি আজি তোমাকে কলিকাতায় লইয়া যাইব।"

জ্যোতি। তবে আজি আমাকে সেখানে বিক্রয় করিয়া আসিবে?

দস্যুপত্নী উত্তর করিল না—জ্যোতির্ম্ময়ী দেখিতে পাইল একবিন্দু অশ্রু তাহার অপাঙ্গে উঠিয়া গণ্ড বহিয়া ভূতলে পড়িল। জ্যোতির্ম্ময়ী তাহাতেই বুঝিয়া লইল যে আবার তাহার এক নূতন অবস্থার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। দস্যুগৃহ হইলে কি হয়—দস্যুবনিতার মমতায়, ভাল বাসায় তাহার প্রতি জ্যোতির্ম্ময়ীর একটু মমতা জন্মিয়াছিল। জ্যোতির্ম্ময়ী অল্পদিন মাত্র মাতার আদর পাইয়াছিল—তাহার ভালবাসা, আদর কেমন তাহা দেখে নাই। সুতরাং যে তাহাকে একটু ভাল বাসিত তাহারই গুণের পক্ষপাতিনী হইত, তাহার দুঃখে আপনার দুঃখ বিবেচনা করিত, তাহার সুখে সুখী হইত। দস্যুজায়ার চক্ষের জল মৃত্তিকায় পড়িল বটে কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ীর মন তাহাতে আর্দ্র হইল—কহিল আমি তোমাকে ছাড়িয়া যাইব না।"

দ, প। আমি যে মা দস্যুগৃহবাসিনী, দস্যুসহবাসে আমি দস্যুপত্নী বলিয়া পরিচিত হইয়াছি, পূর্ব্ব স্বভাব বশতঃ দস্যুকুল সুলভ নৃশংসতা অভ্যাস

হয় নাই। আমার ইচ্ছা হয়, আমি তোমাকে লইয়া প্রস্থান করি, কিন্তু তাহা হইলে আমাদিগকে বাঁচিতে দিবে না।

জ্যোতি। দস্যুরা আমাকে রাখিবে না? তাহারা যদি না আমার ভরণ পোষণ করে, তুমি আমাকে কোনরূপে প্রতিপালন করিতে পারিবেনা? তাহাও যদি না দেয় আমি কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে কাজ করিয়া খাইব।

দ, প। মা ব্যাধ কি কখন ধৃত মৃগ পুষিবার জন্য আপন গৃহে রাখে? আমি উহাদিগের নিতান্ত অধীন, আমার জীবন উহাদিগের নিকট বিক্রীত আছে, উহাদিগের অসম্মতিতে তোমাকে কিরূপে রাখিব? যদি তোমাকে রাখিতে দেয়, আমরা আমাদের একজনের খাবার দুই জনে খাইব। তোমাকে কাজ করিয়া খাইতে হইবে কেন?

জ্যোতি। তবে কি আমাকে একান্তই আজি বিক্রয় করিয়া আসিবে?

দ, প। মা আমি পূর্ব্ব জন্মে কত গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা করিয়া আসিযাছি, যে সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া দস্যুর ঘরণী হইতে হইল—দস্যুতার্জ্জিত অনাথ দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণাদির লুণ্ঠিত ধনে, কত কুলকামিনীর ভগ্ন তাড়নাত্যক্ত অলঙ্কারাদি বিক্রয়জাত অর্থে ভরণ পোষণ করিতে হইতেছে। তোমার মত অসহায় পিতৃ মাতৃ হীনা কন্যাকে সামান্য অর্থের জন্য অজ্ঞাত কুল শীল লোকের হাতে তুলিয়া দিতে হইতেছে। আমি নারীরূপিনী রাক্ষসী—অশনিপাতে মৃত্যু হইলেও আমার পাপের লঘু প্রায়শ্চিত্ত হইবে। যদি কোন পাপী ভগবানের নিকট অনন্ত নরক যাতনা ভোগে দণ্ডাহ হয় তবে সে আমা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। আমার মত কুল পাংশুলী, ঘোর পাতকিনী ভূমণ্ডলে খুজিয়া মিলা ভার!

জ্যোতি। তবে চল কিন্তু আমার সে দিনের কথা যেন মনে থাকে মা!

দ, প। জ্যোতি! তুমি আমায় "মা" বলা ছাড় মা! তোমার মুখে মা কথা শুনিলে আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে।

জ্যোতির্ম্ময়ীকে লইয়া আসিতে বিলম্ব দেখিয়া এক জন দস্যু গৃহ প্রবেশ করিয়া জোরে তাহাকে টানিয়া বাহিরে আনিল—জ্যোতির্ম্ময়ীর চক্ষু অশ্রুজলে আর্দ্র হইল—সে কথাটী কহিল না, আস্তে আস্তে তাহাদের সঙ্গে

চলিল। তাহারা তিন জনে গঙ্গাতীরে আসিয়া এক খানি নৌকা ভাড়া করিল—তখন গঙ্গায় ভাটা, নৌকায় উঠিবা মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে তাহারা আহীরিটোলার ঘাটে আসিয়া নামিল। তিন জনে নগর প্রবিষ্ট হইয়া—কিছু দূর পূর্ব্ব মুখে গেল—পূর্ব্ব মুখে যাইয়া একটী বাটীতে প্রবেশ করিল। সেই বাটীর মধ্যে অনেক গুলি স্ত্রীলোক—সকলেই সুবিন্যস্ত বেশা—অনেকেই তরুণী—দস্যুর সঙ্গে জ্যোতির্ম্ময়ীকে দেখিয়া সকলেই তাহাকে লইবার জন্য অগ্রসর হইল। দ্বিতলের উপর গৃহে একটী স্ত্রীলোক ছিল—তাহার নিকট একটী পুরুষ উপবিষ্ট,—দস্যুকে উপরে ডাকিল, তাহারা তিন জনেই উপরে গেল। পুরুষটী জ্যোতির্ম্ময়ীর সীমন্ত হইতে পদনখর পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া দস্যুকে জিজ্ঞাসা করিল কন্যাটী কোন জাতীয়া? দস্যু ভয়ে একটু জড়সড় হইল, তাহার পত্নী উত্তর করিল "ব্রাহ্মণের" পূর্ব্বে দ্বিতলোপরি যে স্ত্রীলোকটীর উল্লেখ করিয়াছি সেটী বেশ্যা। পুরুষটি তাহার উপপতি, ইহার দুই এক দিন পূর্ব্বে দস্যু আসিয়া এই বাটীর বেশ্যাদিগকে একটি কন্যা বিক্রয়ের সংবাদ দিয়া গিয়াছিল। পাঠকগণ অবগত থাকিতে পারেন যে বেশ্যারা এইরূপে কন্যা পাইলে প্রায়ই অনেকে ক্রয় করিয়া প্রতিপালন করিয়া থাকে। যে পুরুষটির উল্লেখ করিলাম তাঁহার সহিত আমাদিগের উপন্যাসের অনেক সংশ্রব আছে এ জন্য তাঁহার একটু বিশেষ পরিচয় আবশ্যক। পুরুষটি জাতিতে ব্রাহ্মণ—নাম সারদাকান্ত চট্টোপাধ্যায়—বয়স আন্দাজ চল্লিশ বিয়াল্লিশ—দেহটি বেশ মোটা সোটা—শ্যামবর্ণ—গোঁপ আছে মস্তকের দু এক গাছি চুল পাকিয়াছে—ললাট বিস্তৃত—তাহাতে প্রবীণতা বঞ্জক বিরল কেশ—শ্রুতিদ্বয় ক্ষুদ্র—পরিধান সিমলার কালাপেড়ে এক খানি পাতলা ধুতি—স্কন্ধে এক খানি কোঁচান চাদর—সওদাগর সাহেবের বাড়ীর মুচ্ছুদ্দি—বেশ টাকা উপার্জ্জন করে। দস্যুর সহিত তিনিই জ্যোতির্ম্ময়ীর মূল্য অবধারিত করিয়া এক শত টাকা পর্য্যন্ত বলিলেন; দস্যু স্বীকার পাইল না। তাঁহার উপপত্নী আরও পঁচিশ টাকা বলিল—দস্যু তাহাতেও মত করিল না—সারদাকান্ত বাবু আরও পঁচিশ টাকা দিতে চহিলে দস্যু টাকা গণিয়া লইয়া আপন পত্নী সমভিব্যাহারে বাটী হইতে চলিয়া আসিল, জ্যোতির্ম্ময়ী সজল দৃষ্টিতে দস্যু বনিতার পানে চাহিয়া রহিল—মন থাকি-

সেও দস্যু পত্নী তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিতে পারিল না—চলিয়া গেল। সারদাকান্ত বাবুর বেশ্যা জ্যোতির্ম্ময়ীকে লইয়া নাম জিজ্ঞাসা করিল—তখন বেলা দশটা অতীত—আহারাদি করাইবার জন্য পাকগৃহে লইয়া যাইবে, এমন সময় সারদাকান্ত বাবু জ্যোতির্ম্ময়ীকে আপন বাটীতে আনিবার কথা বলিলেন—তাঁহার উপপত্নী সম্মত হইল না। সারদাকান্ত বাবু তাহাকে কাণে কাণে কি বলিলেন তাঁহার বারবিলাসিনী উত্তর করিল "তার জন্য অনেক মেয়ে পাইবে, এ কি জাতিষের মেয়ে ঠিক নাই—কেন জাতিটা মজাবে?"

আকার প্রকারে ইহাকে উচ্চ বর্ণ সম্ভূতা বিবেচনা হইতেছে। নীচকুলে কখন এতাদৃশ সৌন্দর্য্য সমষ্টি দেখা যায় না—জ্যোতির্ম্ময়ীকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হাঁগা বাছা তুমি কোন জাতীয়ের কন্যা?"

জ্যোতি। ব্রাহ্মণের।

সার। দস্যুরা তোমাকে কিরূপে পাইল? জ্যোতির্ম্ময়ীর জ্ঞানে আপনার বিষয় যতদূর সে জানিত সকলই বলিল। তখন সারদাকান্তবাবু নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিলেন, সেখানে অধিক বিলম্ব না করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীকে আপন বাটীতে লইয়া গেলেন।

———oo———

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আঁধারে বিজলি।

সারদাকান্ত বাবুর নিবাস হুগলী জেলার কোন্ পল্লীগ্রামে—বহু দিন হইতে কলিকাতায় কর্ম্ম কাজ থাকায় সপরিবারে এই মহা নগরীতে বাস করিতেন—দেশে একটী বাড়ী ছিল বটে—কিন্তু তিনি কলিকাতায় বাসিন্দা হইয়া গিয়া ছিলেন। হোগলকুঁড়ের একটী খরিদা বাড়ীতে তিনি অবস্থিতি করিতেন—বাড়ীটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—বাহিরে বৈঠকখানা—বাটীর ভিতর নীচে উপরে সাত আটটী ঘর—পরিবারের মধ্যে সারদাকান্ত বাবুর

ব্রাহ্মণী—দুইটী পুত্র, একটী কন্যা আর বৃদ্ধ মাতা—এতদ্ভিন্ন একটী পাচিকা ব্রাহ্মণ কন্যা, দুইটী ঝি আর একজন ভৃত্য। তাঁহার পুত্র দুইটী ইংরাজী স্কুলে অধ্যয়ন করিত—জ্যেষ্ঠটীর নাম নির্ম্মলচন্দ্র, কনিষ্ঠের নাম পূর্ণচন্দ্র। সারদাকান্ত বাবু বাটী পৌঁছিয়া গাড়ী হইতে নামিলেন—বাহিরের বৈঠকখানায় না বসিয়া একাকী জ্যোতির্ম্ময়ীকে লইয়া ভিতর বাড়ীতে গেলেন, এবং আপনার সহধর্ম্মিণীর নিকট তাহার সমস্ত পরিচয় দিলেন—তাহাকে বাটীতে রাখিয়া লালন পালনের কথা বলিয়া দিলেন। সারদাকান্ত সিমন্তিনী জ্যোতির্ম্ময়ীকে পাইয়া অতি যত্ন সহকারে আপন উৎসঙ্গে বসাইয়া খাদ্য দ্রব্য আনিয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন—পরগৃহে বাস, অপরিচিতের সহিত ব্যবহার জ্যোতির্ম্ময়ীর নূতন নহে, তাহাতে বেশ অভ্যাস জন্মিয়া ছিল—জল খাবার খাইবামাত্র পাচিকা অন্ন প্রস্তুত করিয়া সেই গৃহে আনিয়া দিল জ্যোতির্ম্ময়ী আহার করিল। সারদাকান্ত বাবুর কন্যা হিরণ্ময়ী প্রতিবেশী দিগের বাটীতে খেলা করিতে গিয়াছিল—সেইখানে জ্যোতির্ম্ময়ীর কথা শুনিয়া বাটীতে আসিয়া তাহার জননীর নিকট দেখিল জ্যোতির্ম্ময়ী উপবিষ্ট তাহার বয়স ছয় কি সাত বৎসর। অপরিচিতাকে দেখিয়া সে তাহার মাতার নিকট যাইতে কেমন লজ্জা বোধ করিল, কপাটের অন্তরাল হইতে দেখিতে লাগিল। তাহার দিকে জ্যোতির্ম্ময়ীর যেই দৃষ্টি পতিত হয় অমনি বাহিরে অদৃশ্য হয়। পরিশেষে তাহার মাতা তাহাকে দেখিতে পাইয়া ডাকিল—লজ্জায় লুকাইত হইল—তিন চারি বার ডাকিবার পর যখন নিকটে আসিল না তখন সারদাকান্ত বাবুর পরিবার উঠিয়া গিয়া হিরণ্ময়ীকে ধরিয়া কোলে লইলেন পালঙ্কোপরি জ্যোতির্ম্ময়ীর নিকট তাহাকে বসাইলেন। হিরণ্ময়ী বড় লজ্জাশীলা মাতার বস্ত্রাঞ্চলে মুখ লুকাইল চাহিয়া দেখিল না—কথাও কহিল না। তখন তাহার মাতা খেলনা লইয়া দুইজনকে খেলা করিতে দিলেন, আপনি মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া উভয়ের খেলা দেখিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ খেলিতে খেলিতে খেলায় হারি জীতের ঈর্ষায় হিরণ্ময়ী ও জ্যোতির্ম্ময়ীতে কথা বার্ত্তা হইল—লজ্জা ভাঙ্গিয়া গেল—তখন হিরণ্ময়ী আপনিই জ্যোতির্ম্ময়ীকে লইয়া প্রতিবাসিনী সমবয়স্কা বালিকাদিগের নিকট খেলা করিতে গেল। তাহার পর দিবস সারদাকান্ত বাবু হিরণ্ময়ীর সঙ্গে জ্যোতি

র্ম্ময়ীকে বালিকা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে পাঠাইয়া দিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ মাত্র সমাপ্ত করিয়া ছিল—হিরণ্ময়ী তখন চরিতাবলী শেষ করিয়া নূতন "আখ্যান-মঞ্জরী" আরম্ভ করিয়াছে। জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিদিন রীতিমত বিদ্যালয়ে যায়—বিদ্যালয় হইতে আসিয়া জল খাইয়া একবার খেলা করে সন্ধ্যায় সময় পুস্তক লইয়া রাত্রি আটটা নয়টা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করে তাহার পর আহারাদি করিয়া রাত্রিকালে সারদা বাবুর জননীর নিকট শয়ন করে। বৃদ্ধাও অল্প দিনে জ্যোতির্ম্ময়ীর রূপ গুণের পক্ষপাতিনী হইলেন তিনি তাহাকে বেশ ভাল বাসিতেন। দুই এক মাস মধ্যেই আপন গুণে জ্যোতির্ম্ময়ী সকলেরই প্রিয় হইয়া উঠিল—বাটীর দাসদাসী হইতে কর্ত্তা পর্য্যন্ত সকলেই জ্যোতি-র্ম্ময়ীকে ভাল বাসিতেন। জ্যোতির্ম্ময়ী যা পাইত তাই খাইত, যা পাইত তাই পরিত, খাবার পরিবার কোন আব্দার করিত না, সর্ব্বদাই প্রসন্ন মতি —ঝগড়া বিবাদ কেমন সে জানিত না। কেহ কটু বলিলে, বা গালি দিলে তাহার উত্তর করিত না,—কেবলমাত্র মনে কষ্ট বোধ করিত, এরূপ সুশীলা সৎস্বভাবা দেখিয়া সারদাকান্ত বাবুর পত্নী এক দিন কতকগুলি অলঙ্কার লইয়া জ্যোতির্ম্ময়ীকে পরাইয়া দিলেন—তাহাতেও তাহায় আহ্লাদ প্রকাশ নাই—জ্যোতির্ম্ময়ীর সেই স্বাভাবিক রূপরাশির উপর আভরণের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল—হিরণ্ময়ীর মাতা একদৃষ্টিতে জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রতি চাহিয়া ছিলেন—মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন কি আশ্চর্য্য—তস্করসম্ভূত দস্যুগৃহ প্রতিপালিতার কন্যার এমন রূপত কখন দেখা যায় না। বাল্যকালে আমার হিরণ্ময়ী কোলে কোলে ফিরিত—কখন পদে মৃত্তিকা স্পর্শ করিত না—আশৈশব দাসদাসী পরিসেবিতা—নানাবিধ সুরসার দ্রব্য আহার ইহাতেও ত জ্যোতির্ম্ময়ীর রূপজ্যোতির নিকট হিরণ্ময়ী দণ্ডায়মান হইবার যোগ্য নহে। অপত্যস্নেহের আধিক্য হেতু হিরণ্ময়ী আমার চক্ষুর অতি-প্রিয়—তাহাকে যতবার দেখি চক্ষুর তৃপ্তি হয় না—আবার দেখিতে ইচ্ছা যায়—আবার দেখি তাহাতেও আশা মিটেনা—যেন অপূর্ব্ব আনন্দে মন পরিপ্লুত হয়—শরীর স্পন্দিত হইয়া উঠে—কিন্তু তথাপি জ্যোতির্ম্ময়ীর রূপ আমার নয়ন ভুলাইয়াছে। যাহা হউক জ্যোতির্ম্ময়ী যেরূপ সরলা—কোন

মতে আপন পরিচয়ে মিথ্যা বলিবে না—আকার প্রকারেও দেখা যাইতেছে সে উচ্চবর্ণ সম্ভূতা সে বিষয়ে ভ্রমেও সন্দেহ জন্মে না। যাহা হউক জ্যোতির্ম্ময়ীকে যাহাতে চিরদিন দেখিতে পাই এমন করিতে হইবে—প্রাণ থাকিতেও উহাকে ছাড়িয়াদিব না। জ্যোতির্ম্ময়ী যে সুলক্ষণা তাহারও প্রমনাভাব নাই যেদিন জ্যোতির্ম্ময়ীকে আমরা ঘরে আনি তাহার পরদিনই বাবুর প্রভূত অর্থলাভ হইয়াছে, সারদাকান্তের পরিবার জ্যোতির্ম্ময়ীকে বলিলেন "মা জ্যোতি! তোমার গহনা পরিবার আশা মিটিয়াছে?"

"মা গহনা পরার সাধ আমার অনেক দিন মিটিয়াছে। আমি যখন বালিকা তখন আমার পিতা আমাকে অনেক গহনা দিয়াছিলেন, এ আমার নূতন নহে।

সা, প। তোমার পিতা কি ধনী ছিলেন?

জ্যোতি। হাঁ তাঁহার অনেক বিষয় আশয় তালুক মুলুক ছিল।

সা, প। তুমি কি সকল রকম অলঙ্কার পরিয়াছ? হাঁ আমাদিগের মত লোকে যেরূপ—

জ্যোতি। পরিতে পারে, সে সমস্তই এ হতভাগিনীর কলুসিত অঙ্গে উঠিয়াছিল।

সা, প। নূতন কিছু পরিবার সাধ আছে?

জ্যোতি। গহনা পরিবার সাধ আমার কোন দিনই নাই। পিতা যখন আদর করিয়া পরাইয়া দিতেন তখনই আমি পরিতাম না হইলে, সে সকল বাক্সে বন্ধ থাকিত।

সা, প। আচ্ছা জ্যোতি তোমার কি মা ছিলেন না?

জ্যোতি। ছিলেন তাঁহাকে আমার ভাল মনে হয় না।

এই কথা শুনিয়া তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল নিমেষ পরিবর্ত্তনে দুই চারি ফোঁটা অশ্রুবিন্দু পতিত হইল। জ্যোতির্ম্ময়ীও সরল দৃষ্টিতে তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া রহিল—ক্ষণেক পরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল—সেই নিশ্বাস নিদাঘতপ্ত সমীরণের ন্যায় মনুষ্যের অন্তর্দাহী —সারদাকান্তের স্ত্রী তখন জ্যোতির্ম্ময়ীকে কোলে লইয়া মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন—"তোমার মাতা নিতান্ত হতভাগিনী—তাই তোমার মত কন্যা

রত্নলাভ করিয়া সকল সাধ মিটাইতে পায় নাই। তোমার চিন্তা নাই—যত দিন বাঁচিব আমিই তোমার মাতা—তোমাকে কণ্ঠার ন্যায় চিরদিন গলায় গাঁথিয়া রাখিব।” মাতার নাম শুনিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী নীরব থাকিতে পারিল না—হস্তে মুখ ঢাকিয়া রহিল; দেখিতে দেখিতে নবীন কিশলয়ে শিশির শিশিরাভিষেকের ন্যায় অশ্রুজলে করতল ভিজিয়া গেল—জ্যোতির্ম্ময়ী কথা কহিতে পরিল না—নির্ম্মলের মাতা তাহাকে বক্ষে লইয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মিষ্ট আশ্বাস বাক্যে জ্যোতির্ম্ময়ীর রোদন থামিল—চক্ষু মুছিল তাঁহার ক্রোড়ে বসিল। যে আপনি ভাল—যাহার স্বভাবে কোন দোষ নাই--যাহার মন নির্ম্মল, কপটতা শূন্য, যে পরদুঃখে দুঃখী, পরের সুখে সুখী—যে নির্লোভী, মিষ্টভাষী, সে পৃথিবীতে সকলের প্রিয় হইতে পারে—তাহাকে ভাল বাসিবার লোকের অভাবনাই। তুমি আমি নির্দ্দয় দয়ালু, সকলেই তাহার দুঃখে দুঃখ বোধ করে।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

অভাগা বিলাপ। (কাব্য) শ্রীহেমচন্দ্র নাগ প্রণীত, হোমিওপ্যাথিক প্রিন্টিং প্রেসে মুদ্রিত। কলিকাতা।

এখানি কাব্যগ্রন্থ, অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। কোন অভিন্ন হৃদয়ের ভাগ্য বিপ্লব বর্ণনা করিতেই গ্রন্থকার এই কাব্যখানি প্রকটন করিয়াছেন। আমরা অভাগা বিলাপের অনেক স্থান পাঠ করিয়া হেমবাবুর কবিত্বের ও ভাবুকতার পরিচয় পাইয়াছি। নিম্নোদ্ধৃত কএক পংক্তি হইতে পাঠক বর্গ তাহার বিচার করিবেন।

“শিহরিলা—তরু, লতা; পল্লবিলা চারু,
পল্লব উদ্গমে, বালার্ক বরণ মাখা,
লিখিলা অনঙ্গ, ভুবন বিজয় কেতু,
মহীরুহশীরে; বেড়িয়া বেড়িয়া, লতা—
ধরিলা হৃদয়পরে পতি, প্রাণসম, ৯

কোমল ভুজবন্ধনে; অপূর্ব্ব মিলন!
মুঞ্জরিলা আশু; অমনি ছুটিল তাহে
সৌরভ, দিগন্তব্যাপি; মকরন্দ লোভে—
জুটিল দ্বিরেফ, প্রিয়ার অঞ্চল ধরি,
মাতি প্রেমমদে; গাইলা রাজার গুণ,
গুণ গুণ রবে, বন্দী যেন রাজ দ্বারে,
সুতানে; চটুল কোকিল ঘোষিল উচ্চ,
মাধব বিজয়, বসিয়া রসাল পরে,
রসে গদ গদ; "কু" "কু" বলি বুঝি পাখী,
ভর্ৎসিলা জগতে, সুষুপ্ত নিদ্রায় ঘোর;
সাজে কি শয়ন? বিরাজেন ঋতুরাজ,
তোসবার দ্বারে; নাহি লাজ মুখে।
উঠি মুখে বল "জয় বসন্তের জয়,"
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল পূর জয় নাদে।
কিবা কাজ মানে, মানিনী কামিনী কুল?

অভাগা বিলাপ পাঠ করিয়া আমাদের হৃদয়ে যুগপৎ সুখ ও দুঃখের উদয় হইয়াছে। সুখ এই ইহার অনেক স্থান পাঠোপযোগী, দুঃখ এই যে গ্রন্থকার নাম কিনিয়াও কিনিতে পারিলেন না, তাঁহার পুস্তকে পুনরুক্তি, শব্দাড়ম্বর, ও অনুকৃত দোষও বহুল পরিমানে পরিলক্ষিত হয়।

লক্ষ্মী ও সরস্বতী। এই দুই খানি চিত্রপট কলিকাতা আর্টষ্টুডিয়ো হইতে চিত্রিত হইয়াছে। চিত্র দুটি অতি উত্তম হইয়াছে। কলিকাতাস্থ শিল্প বিদ্যালয়ের কতিপয় কৃতবিদ্য ছাত্র একত্রিত হইয়া এই ষ্টুডিয়ো সংস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্যমে ও যত্নে সূক্ষ্ম শিল্পের ক্রমশ উন্নতি হইতেছে। আমরা আশা করি যাঁহারা সূক্ষ্ম শিল্পের উন্নতি দেখিলে আনন্দিত হন, তাঁহারা ইঁহাদিগকে সম্যক্ প্রকারে উৎসাহ প্রদান করিবেন। এবং যাঁহারা অল্প মূল্যে উত্তম ছবি পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন আর্টষ্টুডিয়ো হইতে ছবি ক্রয় করিতে বিস্মৃত না হন।

আশা।

—:—

" Congenial Hope ! thy passion-kindling power,
How bright, how strong, in youth's troubled hour !
On yon proud height, with genius hand in hand,
I see thee light, and wave thy golden wand."

The Pleosures of Hope.

মনুষ্য জীবনে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য প্রভৃতি নানাবিধ হৃদয় গত ভাব ও উদ্দীপনা আছে। কিন্তু আশা তন্মধ্যে কি? দেখিতে গেলে আশা হৃদয় ধারণের একটি প্রধান উপায়, অথবা আশা জীবনের একটি অপর শব্দ। এ কথা কেহ স্বীকার করুক বা না করুক তদ্বিষয়ে আমাদের তর্ক আবশ্যক নাই। আশা কি, মনুষ্য জীবনের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ? ইহাই জ্ঞাত হওয়া আমাদের উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা।

আশা মৃদু মন্দ ভাষিনী, মধুর হাসিনী, মনুষ্য জীবনের আনন্দ প্রদায়িনী, পরিতৃপ্তি সাধিনী ও আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি কারিনী। আশা মনুষ্যকে কিছুতে চির সম্পৃক্ত হইয়া মন নিস্তেজ করিতে দেয় না। যে মানব যৌবনে কত আশা করিল, কত সাফল্য লাভ করিবার কল্পনা করিল, কিন্তু হয় ত কৃত-কার্য্য হওয়া তাহার ভাগ্যে লিখিত হয় নাই। সুতরাং সফল কাম হইল না।

এ দিকে মানব জীবন নিবৃত্ত হইবার নহে; নিরন্তর সাগরাভিসারিনী স্রোতস্বিনীর ন্যায় নিয়ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে সাগর সন্নিহিত দেখিয়া মনে করিল যে কি হইল? আশা ভরসা কোথায়? তখন তাহার মস্তক ঘুরিয়া গেল, সে বিমর্ষ হইল। পক্ষান্তরে আবার আশা অঙ্গুলি হেলাইয়া মধুর হাসি হাসিয়া তাহার পুত্রের কমল বদন স্মরণ করাইয়া দিল। অমনি বৃদ্ধের চক্ষের জল শুকাইল, চক্ষু ঈষৎ হর্ষোৎফুল্ল হইল। পরিশেষে তাহার এ আশার যে কি পরিণাম হইবে তাহাই বা কে বলিবে? কিন্তু আশা তাহাকে বলিতেছে তুমি রাজ্যেশ্বরের পিতা হইবে। তোমার যশোগৌরব ধন সম্মানের আর সীমা রহিবে না।

আশা কত প্রকারে চিত্রিত ও রঞ্জিত হইতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহা কখন বালিকার ন্যায় মৃদু মন্দ সুললীত ভাষায় কাহার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করে। কখন শিশুর বাকস্ফুরণের আভাস জ্ঞাত করে। কখন যুবতীর ন্যায় পরিহাসময়ী আহ্লাদিনী, কখন বা বৃদ্ধার ন্যায় গাম্ভীর্য্যময়ী। অধিকাংশ সময়ে ইহাব আলোকসামান্য জগন্মন-মোহিনী সাহাস্য আননই পরিলক্ষিত হয়। যে দেখে সেই বিমোহিত ও বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া যায়। এমন মনুষ্য নাই যিনি সেই লোক বিমোহনকারী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া মোহিত না হইয়াছেন। বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সেই সহাস্য মুখমণ্ডল দেখিতে পান, ও সতৃষ্ণ নয়নে তৎপ্রতি চাহিয়া থাকেন। কিন্তু দেহ দেখিয়া অনেকে ভয় পান, দুঃখিত হন, সে আনন্দ অন্তর্হিত হয়, সে পরিতৃপ্তি থাকে না। কিন্তু আশা অমনি অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র আবার সেই মত অনুরাগ জন্মে। উঃ। কি কুহকিনী মন্ত্র।

আশা মনকে উন্নত করে, ইহা মনুষ্যকে নাচাইয়া লইয়া বেড়ায়। ভিক্ষুখকে রাজা কবিতে চায়, দুঃখীকে সুখী করিতে চায়, বৃদ্ধাকে যুবতী করিতে চায়, অনাথাকে আশ্বাস দেয়। অনাদরিনীকে আদরিণী করিতে চায়, পতি লাঞ্ছিতাকে পতি সোহাগিনী করিবার মনস্থ করে, চৌর্য্যবস্তু পুনঃ প্রদান করিবার কথা কয়, অন্তর্হিতকে দেখাইবার কথা কয়; বিরহিনীর কানে কানে কত কি কথা বলে, বন্ধ্যাকে পুত্র দিতে চায়, তপস্বীকে তাহার উপাস্য দেবতা দেখাইতে চায়। আশার কার্য্য এই রূপ। যদ্যপি প্রতিদিন প্রতিদণ্ডে প্রতিপলে মনুষ্য হৃদয়ে ঐ সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত না হইত তাহা হইলে কি পৃথিবী চলিত? আর্ত্তনাদ ও ক্রন্দন ব্যতীত এ জগতে কি শুনা যাইত?

ঐ যে ধূলায় ধুসরীতা পতি বিয়োগ বিধুরা কামিনী তাহার প্রাণ পতির নিমিত্ত কাঁদিয়া আকুল যদ্যপি আশা না থাকিত তাহা হইলে কে তাহাকে সান্ত্বনা করিতে পারিত? ঐ দেখ পুত্র শোকাতুরা জননী চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, যদ্যপি আশা না থাকিত তাহা হইলে কি বলিয়া তুমি তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে যাইতে? আশা না থাকিলে অষ্টম হেনিরিকে কে পানিদান করিতে চাহিত? রে কুহকিনী আশা তুই কি না করিতে

পারিস্, মনুষ্য হৃদয়ে কি মাদকতাই না ঢালিয়া দিতে পারিস্, এ দিকে এক পত্নী বদ্ধ ভূমিতে প্রেরিত হইল,—অপর দিকে নব কামিনী বিবাহার্থ ধর্ম্মালয়ে নীত হইল। নব কামিনী কি হাসিল না? হাসিল বই কি; কে হাসাইল? আশা!

আশাকে মনুষ্য যে রূপ বিশ্বাস শ্রদ্ধা ও আস্থা প্রদান করে, আশা মনুষ্যকে সেরূপ করে না। আশা সফল হওয়া অপেক্ষা আশায় নৈরাশ্যই অধিক, তথাপি আশা কি কুহকিনী মন্ত্র দ্বারা মনুষ্যকে বশ্য করিয়া রাখিয়াছে যে তাহা পরিহার করা মনুষ্য সাধ্যায়ত্ব নহে। আশার কামনা কর আর না কর আশা তোমার কামনা করিবে। তোমায় তাহার আপনার করিয়া গড়িয়া নাচাইবে। তুমি ভুলিয়া যাইবে। কখন বা চমকিয়া উঠিয়া পলাইবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু তোমার স্মরণ নাই যে কাহার আয়ত্ত্বাধীন হইয়াছ। সে অধীনতা হইতে কখন স্বাধীন হইতে পারিবে না। তোমার চপলতা দেখিয়া আশা তোমার প্রতি তীব্র দৃষ্টি প্রয়োগ করিবে, তুমি আর বাঙনিষ্পত্তি করিবে না। মাতৃ পশ্চাতে বৎসের অনুসরণের ন্যায়, বা মেষের পশ্চাতে মেষপালের অনুধাবনেব ন্যায তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইবে। দিক্ শূন্য, জ্ঞান শূন্য, বাহ্য জগতের আস্থা শূন্য! উঃ! কি বিভ্রম!

প্রকৃত পক্ষে আশা না থাকিলেও মনুষ্যের উন্নতি হইত না। আশা মনুষ্যকে উন্নত ব্যতীত নীচ হইতে বলে না। মনুষ্যকে সুখী ব্যতীত দুঃখী করিতে চায় না। তুমি সংসারের নূতন ছাত্র জীবনের প্রথম সোপানে পদার্পণ মাত্র করিয়াছ। আশা তোমার অগ্রে অগ্রে হাসিতে হাসিতে, দুলিতে দুলিতে, ঈঙ্গিত করিতে করিতে, যাইতেছে, এদিক ওদিক কত দেখাইতেছে। কখন বি এ, বি এল, কখন বঙ্কীম, দীনবন্ধু, কখন মাইকেল, নবীন, কখন কালিদাস সেক্সপিয়াব, মিলটন, বায়রল কখন নিউটন গেলিলিও। কখন বা দ্বারীক, রামমোহন, কেশব করিতে চাহিতেছে। তুমি অবাক্ চিত্তে কি হইবে ভাবিতেছ; কিছুই স্থির করিতে পারিতেছ না। এদিক ওদিক দেখিতেছ দেখিয়া আশা কানে কানে আসিয়া বলিল পোতারোহন করিয়া বিলাত চল উমেশ বন্দ্যো হইয়া আসিবে, ইহা কি পারিবে না? নিশ্চয় পারিবে। মধ্যে মধ্যে "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদর্দ্ধং"—বলিয়াই

জিহ্বা কাটিয়া চুপ করে। সংসারের নবীন ছাত্র, জগতের অভিনব বস্তু, তুমি কি করিবে স্থির করিলে?—যাহাই কেন করনা আশা তোমার তাহাতেই উন্নতি দেখাইবে। তাহাতেই তোমার সুখ দেখাইবে। কিন্তু দুই এক দিন পরে হয়ত তাহা আর তোমার তত ভাল লাগিবে না। আশা অমনি তোমায় অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কত কি দেখাইবে, আবার তুমি তাহাই দেখিবার নিমিত্ত উৎসুক ও আগ্রহ হইবে। জগতের নীতি এই, সংসারের চিত্র এই, আশার কার্য্য এই, তুমি পলে পলে আত্ম বিস্মৃত হইবে, পলে পলে কত কি ভাবিবে, কিন্তু কে ভাবাইবে? আশা!

মনুষ্য যাহা কহে, যাহা ভাবে, যাহা দেখে, সে সমস্তই আশা বিমিশ্রিত। পৃথিবীতে আশার অনায়ত্ত্ব কোন কার্য্যই নাই। সাধনা ব্যতীত সিদ্ধি নাই, কিন্তু সেই সাধনার উত্তেজক আশা, সেই সাধনার আদি আশা, আশাই সাধনা করিতে নিরত ও প্রতি নিবৃত্ত করে। তুমি যে কোন কার্য্য করনা তাহাতেই আশা আছে।

চাইণ্ড হেরণ্ড স্বদেশের প্রতি চাহিয়া সখেদ উক্তি করিলেন, বলিলেন,—

" Yon sun that sets upon the Sea
We follow in his flight;
Farewell awhile to him and thee
My native Land—Good Night!
A far short hours and He will rise
To give the morrow brith,
And I shall hail the main and skies,
But not my mother earth."

অমনি আশা বলিল কি করিবে, কাঁদিও না; চল তোমায় কত কি দেখাইব। অমনি পরক্ষণে দুঃখেই হউক আর সুখেই হউক, আমরা বলি আশার ছলনে বলিলেন——

"Welcome, ye deserts and ye caves!
My native land good night."

আবার পরক্ষণ হইতে সিণ্ট্রা প্রভৃতি পর্ব্বত দেখিয়া, আনন্দ অনুভব

করিতে লাগিলেন, অন্ততঃ ক্ষনেক ও আনন্দিত হইলেন, কিন্তু এ সমস্ত কে করাইল? আশা!

প্রকৃত প্রেমীকার নিদর্শন স্বরূপা সূর্য্যমুখী স্বামীর চিত্তরঞ্জন করিতে যথাযথ চেষ্টা করিল, পরে পাষাণে প্রাণ বাঁধিয়া, প্রাণের প্রাণ, জীবনের সম্বল, সংসারের সাররত্ন পতিকে কুন্দনন্দিনী হস্তে সমর্পণ করিয়াও স্বামীকে সুখী করিতে যত্নবতী হইলেন। কিন্তু পরে তাহা সহ্য হইল না, গৃহত্যাগিণী হইলেন। এ সমস্ত কে করাইল আশা, এবং আশাই আবার নগেন্দ্রের সহিত তাহার মিলন কবাইয়া দিল। আশা যদ্যপি না থাকিত তাহা হইলে কে সূর্য্যমুখীব কর্ণকুহরে মৃদুমন্দ ললিত সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাহাকে জিবীত রাখিত? কে তাহাকে পুনরায় নগেন্দ্রের সমীপে আনিত? যদ্যপি আশা না থাকিত তাহা হইলে দীনবন্ধুবাবুর ক্ষীরোদবাসিনী অনাথনাথের শিরে দুগ্ধ ঢালিতেন না। যদি আশা না থাকিত তাহা হইলে এ জগত সংসার চলিত না। কেহই উৎসাহের সহিত কোন কার্য্য করিত না। এই জড় ও নির্জ্জীব জগৎ প্রকৃত নির্জ্জীব বলিয়া মনুষ্য মাত্রেই বুঝিতে পারিতেন।

আশা কখন ফুরায় না। আশা যায় আবার আসে। আশান্তে হৃদয় বিরশ হয়, আবার নব আশা হৃদয় আবরিত করিবামাত্র পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ বা ততোধিক আহ্লাদিত হয়। যেমন গাঢ় নীরদ খণ্ডে একবার চপলা ক্রীড়া করিয়া তাহা রঞ্জিত ও মনোহব করত সমস্ত জগৎ সেই তরঙ্গে ভাসাইয়া পুনশ্চ ঘোর তমসাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, মনুষ্য হৃদয়ে আশার খেলা সেইরূপ তাহা ক্ষনেক হৃদয়কে রঞ্জিত উৎসাহিত ও আনন্দিত করে, আবার পরক্ষণে গাঢ়মসী ঢালিয়া দেয়; আবার চঞ্চলা চমকে তাহা দিপ্তীময় হইয়া সুখাবহ হয়। আশার নিবৃত্তি নাই বিরাম নাই। পয়নালা মুখে বেগে নীর প্রবাহিত হইবার সময়, এক বেগের উপর যেমন আবার বেগ আসিয়া উপনীত হয়, হৃদয়ে এক আশা ফুবাইতে না ফুরাইতে, অন্য আশা বা সেই পূর্ব্বতন আশা দ্বিগুণীত হইয়া হৃদয় অধিকার করে। হৃদয়ে ক্রমশঃ মোহ বাড়াইয়া দেয়, মনুষ্যকে ভ্রমান্ধ করিয়া ফেলে। আশার শক্তি অনির্ব্বচণীয়! আশার ক্ষমতা অচিন্ত ও অনন্ত! আশার আকাঙ্ক্ষা অসীম!

বিলাপ।

——oo——

১

'আবার কেনরে হৃদে সে সুখ উদয় মরি,
কেন সে মধুর হাসি, হৃদয়ে উদিল আসি
মধুমাখা সেই বানী, শ্রুতি বিমোহন-করী,
সেই সুখ প্রাণনাথ, 'দাসী প্রেমাধিনী নাথ,
'প্রণয় সাগরে দোঁহে ভাসার জীবন তরী',
সেই সুখ ভালবাসা, সেই সে বিমল আশা।
সেই সে কৌমার প্রেম, প্রণয়ের সে মাধুরী
সরলতা মাখা সেই বালিকা হৃদয় পুরী।

২

মনে হয় সে প্রণয় সেই কথা সমুদয়
গলাধরি উভযেতে কত সুখে কহিতাম,
অনন্ত আনন্দ স্রোতে উভয়েতে ভাসিতাম,
কোথা গেল সেই দিন সে প্রণয় হ'ল লীন,
কোথা গেল প্রেম আশা, কেন পুন কাঁদিলাম,
হৃদয় ভাঙ্গিয়া সেই সুখ আশা ভুলিলাম।

৩

ভুলিলাম কই তায় ভুলিতে কি পারিব,
যতদিন এই ভবে এ পরাণ ধরিব ?
যতদিন এই ভবে এ পোড়া জীবন রবে
ততদিন সে বদন হৃদয়েতে হেরিব,
বিধাতার বিড়ম্বনা স্মরি কত কাঁদিব।

৪

হায় ওরে মায়াবিনী এই তোর ছিল মনে
কেমনেতে সে প্রণয় ভুলিলিরে এ জীবনে ?
মনে পড়ে দুই জনে বসিতাম নিরজনে
যখন রজনী-গন্ধ হাসি মুখে ফুটিত,
যখন ভ্রমর পুন কুমুদেতে যুটিত,
গিরিজার তীরে বসি আনন্দ সাগরে পশি
গনিতাম যায় তরী একটি দুইটি ক'রে
ভাঙ্গিয়া তরঙ্গ লীলা দাঁড়ের প্রহার ভরে।

৫

সুনীল আকাশ পানে এক দৃষ্টে দেখিতাম
কত তারা উভয়েতে মন সুখে গনিতাম,
'সাত ভাই কই ভাই' দেখাতাম বলি তাই
দেখিতাম গনিতাম আনন্দেতে ভাসিতাম
মধুর চুম্বন করে মৃদু মৃদু হাসিতাম।
চন্দ্র করে সচঞ্চল ধবল গঙ্গার জল
সে হাসি দেখিয়া যেন পুলকেতে হাসিত
আনন্দে বেলায় পুন ধীরে ধীরে নাচিত।

৬

ভুলিলি সকলি হায় ভুলিলিকি সমুদায়
অভাগারে জন্মমত কেমনেতে ভুলিলি,
অক্ষয় প্রণয়ে মরি কেমনেতে নাশিলি ?
মরমের গাঁথা ধনে কেমনেতে অযতনে
ছিঁড়িয়া হৃদয় হ'তে সুদূরেতে ফেলিলি,
পাষাণে কোমল প্রাণ কেমনেতে বাঁধিলি ?

৭

ভুলিয়া সংসার জ্বালা নিশীথ সময়ে যবে
মানব নিদ্রার কোলে থাকে সুখে এই ভবে,
বন্দীর যাতনা যায় বিরহিনী সুখ পায়
দয়াময়ী নিদ্রাদেবী শান্ত্বনা কারিনী নরে
ভুলাও জড়ের ব্যথা তব বিমোহিনী বরে।
কিন্তু এ অভাগা নর দগ্ধ হয় নিরন্তর
স্বপনে নেহারি সেই অকলঙ্ক রূপ রাশি,
সেই নাশা সেই চক্ষু সেই মধুমাখা হাসি,
সেই রূপ আলাপনে সেই রূপ সম্ভাষণে
আকুলিত করে চিত্ত সেই প্রেমে সুহাসিনী
অমনি ত্যজিয়া নিদ্রা যাও তুমি বিনোদিনী।

৮

এবে আর প্রণয়িনী ভুলেও কথন কিরে
সায়াহ্নে আকাশ প্রতি সেই ভাবে দেখ ফিরে,
কথন কি প্রেম ভবে আমায় স্মরণ ক'রে
এক বিন্দু অশ্রুনীর ফেললো ধরণী পরে
সেই প্রেম ভালবাসা হৃদয়ে স্মরণ ক'রে ?

৯

তারকা বেষ্ঠিত নভঃ নাম তবে দয়া করি,
লিখে দিব তব অঙ্গে বিগত কাহিনী মরি।
লইয়া তরকা করে সাজাব বিভিন্ন থরে
হীরক অক্ষরে শোভি আমার যাতনা গাবে
প্রাণেশ্বরী গোধুলিতে সে লেখা দেখিতে পাবে।
কি আর লিখিব হায় 'প্রণয়িনী প্রেম দায়
এক বৃন্তে দুটি ফুল একটি তাহার পড়ি,
হতংশে কানন মাঝে, যায় প্রিয়ে গড়াগড়ি।'

জ্যোতির্ম্ময়ী।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সম্বন্ধ।

এই কর্ম্ম ভূমি ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া যে অদৃষ্টের ক্রীড়নক নহে সে মনুষ্য মনুষ্যই নহে, সে স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকই নহে। লোকের অদৃষ্ট কখন কি রূপ হয় কেহ বলিতে পারে না। অদৃষ্টের প্রসন্নতাই ইহ জগতের ইহ সংসারের সুখ—অদৃষ্টের বিরূপতাই দুঃখ—অতি বড দুঃখ—তুমি আমি—ধনী নির্ধন—বৃদ্ধ যুবা—বালক বালিকা—বৃদ্ধা যুবতী—কে অদৃষ্টের বশবর্ত্তী নহে? অদৃষ্ট কাহার উপর না প্রভুত্ব করে? তুমি আজি রাজেশ্বর সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর, তোমার পদতলে শত শত নৃপতি নতশির; শত শত বন্দী তোমার স্তবপাঠে তোমার অনুগ্রহ প্রত্যাশী এ অদৃষ্টের কি পরিবর্ত্তন হইতে পারে না? যদি তাহাই না হয় তবে নেপোলিয়ান বোনাপার্টি বিপুল বলবিক্রমশালী ও অলৌকিক ভুজবল সম্পন্ন হইয়াও কেন ইংরেজ হস্তে পরাজিত, বন্দী হইয়া পরিশেষে অনাথের ন্যায় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া দ্বীপ নির্ব্বাসনে জীবন পরিত্যাগ করিলেন? রবিকুলকীর্ত্তিকেতন সকল গুণ নিধান রামচন্দ্র, যিনি জগদীশ্বরের অবতার বলিয়া আমাদিগের আরাধ্য ও উপাস্য তিনি কেন রাজ্যাভিষেকের দিবসে দীনবেশে অরণ্যচারী হইয়া অশেষ কষ্ট ভোগ করিলেন? সুধাংশু কুল-ভূষণ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠীর জগতের যাবতীয় লোকের ধর্ম্মকার্য্যের আদর্শ স্বরূপ হইয়াও রাজ্যচ্যুত বনবাসী, অবশেষে দাস বৃত্তি অবলম্বনে অজ্ঞাতরূপে কেন বিরাট ভবনে কাল হরণ করিলেন? মনে কর দেখি অমিততেজা দাসরূপী-দেবগণ-পরিসেবিত লঙ্কেশের শত পুত্র কেন বিনষ্ট হইল? সেই কনকময়ী রত্নকীরিটিনী লঙ্কা পুরীর পরিচয় দিতে কেন এক প্রাণীও রহিলনা? কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের দুর্দ্দম শত পুত্র কোথায় গেল? ইহ জগতে অদৃষ্টের

নিকট ধন জন, মান মর্য্যাদা, বিষয় বিভব কিছুই চিরস্থায়ী নহে। অদৃষ্ট এ সকলকেই তৃণবৎ জ্ঞান করে। পাঠক! হাইদর আলীর জীবনী পাঠ করিয়াছ? ভাব দেখি সেই দরিদ্র যবন তনয় কিরূপে আপন অবস্থা উন্নত করিয়া দক্ষিণাপথের অধিকাব করিয়া বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধীশ্বর হইযা অদ্বিতীয় বৃটিশসিংহের সিংহাসন কম্পিত করিয়াছিল—মহারাষ্ট্রীয় কুলাবতংশ ভারত·সুখসূর্য্য ব্রাহ্মণ তনয় শিবজীর বাল্যকালে কি অবস্থা ছিল—পরে কি হইল? আজি যাহাকে তুমি রুক্ষকেশে, শীর্ণ অতৈল শরীরে এক মুষ্টি ভিক্ষার জন্য লালাযিত দেখিতেছ সে হয়ত অদৃষ্টের প্রসন্নতায় কল্য অতুল ঐশ্বর্য্যশালী, সুধাধবলিত সৌধশিখরবিহারী হইতে পারে—তাহার কদর্য্য অস্পৃশ্য দেহেব সেবায় শত শত দাস দাসী নিযুক্ত হইতে পারে—তাহার বিচিত্র কি? অদৃষ্টেব উপর কাহারও প্রভুতা চলে না। অদৃষ্ট কাহার বিনয় শুনে না।

জ্যোতির্ম্ময়ীর অদৃষ্ট এখন একটু ভাল—জ্যোতির্ম্ময়ীব অদৃষ্টের কোপ এখন একটু নিবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু অদৃষ্টের অপার লীলা বুঝিযা উঠা ভার—শরৎ কালীন আকাশের মত—কখন নবীন নীবদ মালায় অন্ধকারাবৃত হইয়া বিদ্যুৎ বিস্ফারিত বক্ষঃ হইতে অবিরল বারিধারা বর্ষণ করিয়া পৃথিবী ভাসাইয়া দেয়, কখন ও বা অন্ধকারময় অঙ্গাবরণ উন্মুক্ত করিয়া সুনীল উৎসঙ্গ দেশে সমুজ্জ্বল দিনমণিকে বাহির করিয়া জগৎ হাসায়। জ্যোতির্ম্ময়ীর বয়স বার কি তের, দুই তিন বৎসর কাল সারদাকান্ত বাবুর বাটীতে থাকিয়া তাঁহার নিজের, তাঁহার সহধর্ম্মিনীর ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলের সোহাগে সকলের যত্নে বালিকা কাল অতিবাহিত করিল। সুখদ বসন্ত ঋতুসমাগত—নবোদ্গত কোমল পল্লবে তরু গুল্ম লতিকাদি শোভমান—চ্যূত কলিকা অঙ্কুরিত হইয়া প্রণয় প্রয়াসী মধুব্রতগণকে আহ্বান করিতেছে—চারিমাস কাল গাইবার বায়না পাইযা, ভাল গাইলে পর বৎসর আবার বায়না পাইবার আশায়, পিকবর মুকুলিত সহকার শাখায় বসিয়া গলার গিট খিরি বাহির করিতেছে। দেখা দেখি পাপিয়া দধিমুখ সকলেই রিহার্শেল (আকড়া) দিতেছে; রিহার্শেলের ধুমে দিনরাত্রি বিহঙ্গমরবের বিরাম নাই। বড় লোকের বড় কাজ—ঋতু সকলের রাজা বসন্ত—মলয় গিরি

ব্যজনকের কার্য্য ভার লইয়াছে, তাই সুমন্দ হিল্লোলে দক্ষিণানিল সকাল সন্ধ্যায় প্রবাহিত হইয়া শরীর জুড়াইতেছে—সুধাংশুদেব ফরাসের কার্য্য লইয়া মণি মুক্তা খচিত সুনীল বিচিত্র চন্দ্রাতপে শূন্য আবরণ করিয়া সুন্দর নৈশালোকে মেদিনীকে হাস্য মুখী করিতেছেন। এ সময় উদ্যানের অপূর্ব্ব শোভা! পুষ্পবতী মাধবী গাঢ় আলিঙ্গনে মুকুলিত সহকারকে বদ্ধ করিয়াছে—মল্লিকা, মালতী, যুথিকাদি সুরভিত কুসুম নবোঢাকামিনীর হাসি হাসিতেছে। নিশির শিশিরের শীতলতা ঘুচিয়াছে। রাত্রি দশ দণ্ডে শয়ন করিয়া দুই ঘুম ঘুমাইলেও দিবাকরের প্রফুল্ল মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইত না। এখন দিবারাত্রি সমানাংশে বিভক্ত। কমলিনী স্বীয় বান্ধবের অপ্রায়ু প্রযুক্ত জীবন ত্যাগ করিয়াছিল এখন নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া সরোবরের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। বসন্তের পূর্ণাধিকার—সারদা বাবুর বাটীতে রব উঠিল জ্যোতির্ম্ময়ীর বিবাহ—কর্ত্তা গৃহিনী, দাস দাসী সকলেরই মুখে বিবাহের কথা—সারদা কান্ত বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র নির্ম্মল চন্দ্রের সহিত জ্যোতির্ম্ময়ীর বিবাহ—পাড়া প্রতিবাসীরা দুই এক দিন লুচি মণ্ডা খাইবার আশায় আনন্দিত, দাস দাসীগণ মনোমত পরিচ্ছদ, অর্থ অলঙ্কার ইত্যাদি পুরস্কার পাইবে এই আশায় আনন্দিত। কর্ত্তা গৃহিনী জ্যোতির্ম্ময়ীহেন সুন্দরী কামিনীকে বধুরূপে প্রাপ্ত হইবেন এই আনন্দ—বাড়ীশুদ্ধ সকলেই আমোদোন্মত্ত উঠিতে বসিতে সকলের মুখে বিবাহের কথা কিন্তু আমরা একদিনের জন্যও জ্যোতির্ম্ময়ীকে আপন মুখে বিবাহের কথা বলিতে শুনি নাই—পাঠক মনে করিতে পারেন তের চৌদ্দ বৎসর বয়সের কন্যা তাহার নিজ মুখ হইতে নিজের বিবাহের কথা শুনিতে প্রত্যাশা করা আমাদের সম্পূর্ণ অন্যায়—এ কথা স্বীকার করি; কিন্তু বর্দ্ধনশীলা ললিত লতিকা তরুকে আশ্রয় করিবার পূর্ব্বে যেমন সোৎসুকা দেখায় জ্যোতির্ম্ময়ীর সে ঔৎসুক্য কই? মুখেত সে প্রফুল্লতাও দেখা গেল না—তবে কি তাহার এ বিবাহে সম্মতি ছিল না? তাই বা এখন কেমন করিয়া বলিব? কই বিবাহের কথা শুনিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীত কোন আপত্তিও করিল না! কার মনে কি আছে, কে বলিতে পারে? দু পাঁচ দিন গেল—বিবাহের সমস্ত আয়োজন হইল—বিবাহের চারিদিন বাকী—কল্য জ্যোতির্ম্ময়ীর গাত্রহরিদ্রা—সারদাকান্ত

বাবু সদাগরের বাড়ীর মুচ্ছুর্দ্দি—বেশ দশটাকার সমাবেশ ছিল—তায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ—বেশ খরচ পত্র করিবেন ইচ্ছা ছিল—নহবতের বায়না হইয়া গিয়াছে;—ফুলের ছড়ি, বমের গাছ—রোসনাইয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। কল্য হইতে সারদা কান্ত বাবুর বাটীতে মহাধূম পড়িবে—ভদ্র ভদ্র লোক সকলকে নিমন্ত্রন করা হইয়াছে। সারদাকান্ত বাবু আপিশের সাহেবদিগের নিকট ছুটী লইয়াছেন, পুত্রের বিবাহ আনন্দের ঘটা কত!

সন্ধ্যার সময় সহধর্ম্মিণীর নিকট বসিযা সারদাকান্ত বাবু জ্যোতির্ম্ময়ীকে ডাকিয়া বলিলেন—মা তোমাকে বাটীতে আনিবা অবধি আমার গৃহস্থের যে রূপ উন্নতি হইয়াছে—যে রূপ আয় বৃদ্ধি হইযাছে তা তে তুমি আমার নির্ম্মলচন্দ্রের পরিণীতা হইয়া আমার গৃহলক্ষ্মী হইলে আমার এত প্রয়াস, এত যত্ন সকলই সার্থক হয়—আমি তোমাকে যে দিন দস্যুদিগের নিকট ক্রয় করি সেই দিনেই যে তোমাকে আমার নির্ম্মলের সহিত বিবাহ দিব তাহা স্থির করিয়াছিলাম—এত কাল আমি যে তোমাকে লালন পালন করিলাম তাহা সফল হইল—তোমার স্বভাব এবং সৌন্দর্য্যগুণে তুমি যে নির্ম্মলের হৃদয়গ্রাহিনী হইবে তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। নির্ম্মলের সমবয়সীদিগের দ্বারা তাহার মনোভাব অবগত হইয়াছি উপস্থিত পরিণয় তাহার একান্ত মননীয। এক্ষণে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় ভালয় ভালয় তোমাদিগের পাণিগ্রহণ কার্য্য সমাধা হইলে আমার সংসার সকল সুখের আলয় হয়। সুধাকরে অচলা সৌদামিনী শোভা যেমন মনোহারিণী তোমাদিগের মিলনও সেইরূপ হইবে। আজি রাত্রি হইয়াছে আহার করিয়া শয়ন করগে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—oo—

পলায়ন।

জ্যোতির্ম্ময়ী এখন বালিকা নহে—বয়স প্রায় তের চৌদ্দ—আজি কালি এই বয়সের নবীনাগণ সাংসারিক কার্য্যে স্বামীকে উপদেশ দিয়া থাকেন—

স্বামীকে বশীভূত করিবার সমস্ত কল কৌশল শিখিয়া বসেন ; প্রাচীনা-দিগের উপদেশের ধার ধারেন না : কেহ কেহ এমন আছেন যে শশুর শাশুড়ী-দিগকে না মানিয়া এই বয়সে স্বাধীনভাবে সংসার কার্য্য দেখিয়া লয়েন। জ্যোতির্ম্ময়ী সরলা—চিরকাল দুঃখে কাটাইয়াছে, সকল বিষয়েই লোভ ও স্পৃহা শূন্য ; সুখাভিলাষ কেমন তাহা জানিত না। জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিদিন যেমন সারদাকান্ত বাবুর বৃদ্ধা জননীর নিকট শয়ন করিত আজিও সেইরূপে শয়ন করিতে গেল—বৃদ্ধা তখন নিদ্রিতা—জ্যোতির্ম্ময়ী চিন্তান্বিতা—সারদাকান্ত বাবুর বাটীতে আসিয়া অবধি তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া নির্ম্মল চন্দ্রকে আপন অগ্রজের ন্যায় ভাবিত—স্বপ্নেও নির্ম্মলের প্রতি তাহার প্রণয় ভাব উদয় হয় নাই। পক্ষান্তরে গিরিজাকান্ত বাবুকেও সে ভুলিতে পারে নাই ; কুবুদ্ধি পরিশূন্য হিতাহিত বিবেচনা শূন্য সরল বাল্যমনে গিরিজা বাবুর প্রতি তাহার যে ভালবাসা জন্মিয়াছিল সে ভালবাসা বিস্মৃত হইতে পারে নাই ; সেই অন্ধকারময়ী যামিনীতে মুমূর্ষু দশায় ময়ূরাক্ষীর জল হইতে গিরিজা বাবু তাহাকে যে রক্ষা করিয়াছিলেন—তাহার পর তীরে তুলিয়া ঔষধ প্রয়োগে জীবন দান, অনন্তর সে অবস্থায় সেবা শুশ্রূষা ও স্বার্থ শূন্য যত্নে তাহাকে বেরতীর বাটীতে আশ্রয় প্রদান—সেই সকল কথা জ্যোতির্ম্ময়ীর মনে জাগরূক ছিল—গিরিজাকান্ত বাবুর সংসারিক পরিচয় না পাইলেও তিনি যে জ্যোতির্ম্ময়ীর স্বজাতীয় তাহা সে বেশ জানিত। এদিকে সারদা-কান্ত বাবুর নিকট তাহার জীবন বিক্রীত—এতদিন বহু যত্নে কন্যার ন্যায় তাহাকে লালন পালন করিয়াছেন—উভয় শঙ্কট!—জ্যোতির্ম্ময়ী এখন লেখা পড়া শিখিয়াছিল—ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে পারিত—অনেক চিন্তা, অনেক যুক্তির পর ধর্ম্মে বাধা দিল—মন নিষেধ করিল—এ বিবাহে তাহার সম্মতি হইল না—একথা জ্যোতির্ম্ময়ীর মনে পূর্ব্বেই স্থির ছিল, কিন্তু অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া কোন কার্য্যে উতলা হওয়া ভাল নয় কাজেই জ্যোতির্ম্ময়ী এতদিন তাহার সিদ্ধান্ত করিতে ক্ষান্ত ছিল—কাহাকেও কিছু বলে নাই। যদিও উপস্থিত বিবাহ তাহার বাঞ্ছনীয় নহে তথাপি তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায়? এখন জ্যোতির্ম্ময়ী সকল রূপে সারদাকান্ত বাবুর আধীনা; এখন একমাত্র সারদাকান্ত বাবুরই রক্ষণীয়া—এ অবস্থায় যদি বিবাহে অস-

ক্ষতি দেয় তাহার প্রতি সারদা কান্ত বাবুর সে স্নেহ, সে ভাব কখনই থাকিবে না; পূর্ব্বেই শুনিয়াছে যে নির্ম্মল চন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ দিবার একমাত্র কারণেই সে সারদাকান্ত বাবুর গৃহস্থবর্ত্তিনী হইয়াছে। নতুবা তাহাকে বেশ্যান্ন ভোজনে ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে হইল। শয্যায় পড়িয়া আপন মনে জ্যোতির্ম্ময়ী অনেক তোলা পাড়া করিল, পুরাণ পঠিত জানকী দময়ন্তী প্রভৃতি কামিনীদিগের জীবনী আলোচনা করিল—তাঁহারা আপনাপন ব্যক্তিদিগের পাণিদান জন্য যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন সকলই আলোচনা করিল—জ্যোতি বেশ বিবেচনা করিল তাহার জীবনে কাহার অধিকার অধিক। গিরিজা বাবু তাহাঁর জীবন দাতা—তিনি অনুগ্রহ না করিলে এতদিন কোন কালে তাহাকে জীবন হারাইতে হইত—সেই সন্ধ্যাকালে—সেই জনশূন্য ময়ূরাক্ষী গর্ভ হইতে তাহাকে রক্ষা করা গিরিজা বাবুর দয়া, উদারতা এবং নিঃস্বার্থতার পরিচায়ক—তিনি তাহার নিকট প্রত্যুপকার পাইবার কোন আশা রাখে না। পক্ষান্তরে সারদাকান্ত বাবু তাহার জাতি এবং ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছেন—এতদিন প্রতিপালন করিয়াছেন—কিন্তু এ সমুদায়ই তাহার একমাত্র স্বার্থসাধন জন্য—প্রথমাবধিই তাঁহার ইচ্ছা আপনার পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিবেন। জ্যোতির্ম্ময়ী স্থির করিল—গিরিজা বাবুর দাবি বেশী। সুখের দশায় বিপদকালের উপকারীকে স্মরণ করিয়া যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞ হয়, ও সাধ্যানুসারে প্রত্যুপকারের সুযোগ অন্বেষণ করে সেই যথার্থ মনুষ্য ভাবাপন্ন—এই সকল চিন্তার পর—বিশেষ যখন তাহার মনে হইল যে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য গিরিজা বাবু ময়ূরাক্ষীর প্রবল স্রোতে সাঁতার দিয়া আপন জীবনের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন—সে উপকারে তাহার কোমল হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল—চক্ষু বিস্ফারিত হইল—দেহের উষ্ণতায় ধমনীমধ্যে রক্তস্রোত খর গতিতে বহিতে লাগিল—ললাটে, গণ্ডস্থলে, অংশ, পার্শ্বে ঘর্ম্মবিন্দু ক্ষরিত হইতে থাকিল।—জ্যোতির্ম্ময়ী স্থির করিল পলায়ন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই—রাত্রিকাল—নিশীথ সময়—কলিকাতা সহর—সকল স্থানই অপরিচিত কিন্তু সতীত্ব রক্ষার জন্য তাহার এ ভয় মনোমধ্যে স্থান পাইল না—সে ভাবিল মনুষ্যের দুঃখ চিরস্থায়ী নহে—অন্ধকারের পর আলোক—ঝটিকায়

পর সাম্য—গ্রীষ্মের পর বর্ষা—দুঃখের পর সুখ—চক্রাবর্ত্তের ন্যায় অবশ্যম্ভাবী তাহার আপনার অবস্থাই তাহার পরিচয় স্থল। জ্যোতির্ম্ময়ী শয্যা হইতে উঠিল—সারদাকান্ত বাবুর সহধর্ম্মিনী দত্ত অলঙ্কারাদি উন্মোচন করিল—এক বস্ত্রা গৃহ হইতে বহির্গত হইল। সে একবার সারদা বাবুর পত্নীর সহিত কালীঘাট গিয়া গড়ের মাঠ, মনুমেণ্ট দেখিয়া আসিয়াছিল—গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের সম্মুখে রাত্রিযাপন করিতে ইচ্ছা হইল—কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের সোজা রাস্তা ধরিয়া দক্ষিণ মুখে চলিল—বরাবর হাঁটিয়া গিয়া মনুমেণ্টের নিকট উপস্থিত; পথশ্রমে দেহ ক্লান্ত, অবশ—তায় তৎপ্রদেশের শীতল সমীরণের স্পর্শসুখে নয়ন মুদ্রিত হইয়া আসিল রাত্রি অধিক হইয়াছিল সেই অঞ্চল বিস্তার করিয়া শয়নমাত্র নিদ্রা—ঘোর নিদ্রা—দুইটার সময় পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেট সাহেব রোঁদে বাহির হইয়াছিলেন—দ্বিপ্রহর রজনীতে সেই জন শূন্য স্থানে একটী বালিকা দেখিতে পাইয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া আপনার কুটীতে গেলেন। তিনি প্রাচীন—মস্তকের ও শ্মশ্রুর কেশ রাশি শুভ্র বর্ণ ধারণ করিয়াছে, সুতরাং কিছু দয়ালু—সহরে জ্যোতির্ম্ময়ীর বাটী নয় অথচ কেহ আত্মীয়ও নাই শুনিয়া তাহাকে থানায় লইয়া গেলেন পর দিন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি লইয়া বয়োপ্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত প্রতিপালিত হইবার জন্য তাহাকে অনাথাশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন। অনাথাশ্রম গবর্ণমেণ্টের স্থাপিত—সদুদ্দেশে স্থাপিত—তাহার কোন সন্দেহ নাই—পিতৃ মাতৃ হীন অনাথ দরিদ্র বালক বালিকা অন্ধ খঞ্জ অপটু লোকদিগের ভরণপোষণ জন্য ইহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের যেমন ধর্ম্মের জন্য এই আশ্রমটী স্থাপিত তত্তৎস্থানীয় কর্ম্মচারীদিগের সেইরূপ নির্ম্মল মনে ধর্ম্মভয় থাকিলেত সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হয়—নতুবা অর্থের সহিত যদি তাহাদিগের সম্বন্ধ থাকে তবে তাহাদিগের দ্বারা উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইতে পারে? জ্যোতির্ম্ময়ীর অবস্থা এবং অদৃষ্টানুযায়ী স্থান এত দিনে মিলিল—পিতৃমাতৃহীন অসহায়া—কেহ প্রতিপালক নাই—যে সম্পত্তির কোন অধিকারী নাই, রাজাই তাহার অধিকারী—যে পুত্র কন্যা বা স্থবির অন্ধ খঞ্জের অন্য কেহ আশ্রয়দাতা নাই, রাজাই কেবল তাহাদিগের আশ্রয়দাতা। বেলা দশটা না হইতে জ্যোতির্ম্ময়ী আহারাদি করে—একটু সামান্য কাজ করে—

দুই একখানি ভাল পুস্তক পাইলে তাহা পাঠ করে—সন্ধ্যা হইলে আহার করিয়া শয়ন করে—আপনার অবস্থা ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রা হয়—চিন্তার কঠোর করাবমর্ষণে দিনে দিনে তাহার সোনার কান্তি, সুন্দর মুখশ্রী মলিন, বিবর্ণ হইতে লাগিল শরীর ক্ষীণ দুর্ব্বল হইয়া আসিল—মন আশা শূন্য—নৈদাঘ হ্রদিনীর ন্যায় বিশুষ্ক—দুস্তর মরুভূমির ন্যায় আশ্রয় শূন্য। চিন্তার সমান পীড়া আর নাই—দুরবস্থায় পতিত হইয়া যে ব্যক্তি চিন্তাকে পরাজিত করিতে পারেন সেই ব্যক্তিই সংসার সমরাঙ্গনের প্রকৃত বীর। তিনি আমার মতে লর্ড ক্লাইব, ডিউক অফ ওয়েলিংটন এবং জেনেরল ওয়াসিংটন অপেক্ষাও বলশালী।

আমাদিগের জ্যোতির্ময়ী এখনও প্রাপ্তযৌবনা নহে—অদ্যাপি সংসার পথে পদার্পণ করে নাই—কিসে ভাল, কিসে মন্দ ভাল বুঝে না, কাজেই এ অবস্থায় তাহাকে দেখিয়া আমাদিগের অশেষ দুঃখ হইতেছে। বিপদ কখন চিরস্থায়ী হয় না—প্রলয়কালীন গাঢ়তম অন্ধকার ঘুচিয়া আবার আলোকের সৃষ্টি হয়,—বর্ষার প্রভূত জলরাশি নদীকূল প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হয়, সে জল ও দীর্ঘকাল থাকে না—শীঘ্র শুকাইয়া যায়। ঘোর বিপদে পড়িয়াছ—চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছ—সংসার পথের পথিক—পথ দেখিতে পাইতেছ না—আশার একটী নক্ষত্র ও হৃদয়াকাশে দেখা দেয় না—ঘোর অন্ধকার!—স্থির হও—ধৈর্য্য ধারণ কর—যদি পাদবিক্ষেপেও কণ্টকরাশি বিজড়িত হইয়া পড়িবে বিবেচনা কর—স্থির দণ্ডায়মান থাক—বিপদ ঝটিকা প্রবলরূপে তোমার উপর বাহিত হউক—স্বভাবের নিয়ম—নিশ্চয়ই আলোক দেখা দিবে—তখন সহজে অব্যাহতি পাইবে।

স্বপ্ন দর্শন।

পোষা কুকুর।

এক দিন বৈশাখ মাসের জ্যোৎস্নাবতী যামিনীতে দুঃসহ গ্রীষ্মাতিশয্যে চক্ষে নিদ্রা আসিতে ছিলনা, শীতল সমীর অন্বেষণে প্রান্তর, সরোবর নদীতীর, বটবৃক্ষ অনেক ভ্রমণ করিলাম, কথঞ্চিৎ শান্তি সুখভোগে, ভ্রমণ জনিত শ্রমে শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল চক্ষে নিদ্রার আবেশ হইল—শয্যায় আসিয়া পার্শ্বের গবাক্ষ উদ্ঘাটিত করিয়া শয়ন করিলাম। নিশীথ সময় প্রকৃতি নিস্তব্ধ, গ্রাম, পল্লী, গিরি, গহন, নগর, সমস্ত জগৎ ঘুমাইছে প্রকৃতি স্থিরা সুমন্দ অনিল সঞ্চারে শরীর অধিকতর স্নিগ্ধ হইল—অনেক কষ্ট, অনেক আরাধনার পর নিদ্রার দর্শন লাভে সাগ্রহে তাহাকে আলিঙ্গন দিলাম। ক্ষণেক মধ্যেই জ্ঞান ও চেতনা শূন্য হইলাম। মনের কার্য্য দেখ! এক অতি রমণীয় সুন্দর উদ্যানে প্রবেশ করিয়াছে। স্থানটীর মনোহারিতা দেখিয়া চিত্রিতের ন্যায় তাহা দেখিতেছে! উদ্যানটী যেন প্রকৃতির বিহার ক্ষেত্র! নয়নাভিরাম কুসুমবিশোভিত বিপটী শ্রেণীতে পরিপূর্ণ—তাহাদিগের সৌরভামোদে দিক্ আমোদিত, নানা জাতীয় মধুর বিহঙ্গম গীতে উদ্যান প্রতিধ্বনিত—মলয় মারুত সঞ্চারে মন উল্লাসিত আহা কি রমণীয় স্থান! তথায় শীত নিবৃত্তি জন্য গ্রীষ্মাধিক্য নাই অথবা গ্রীষ্মাধিক্য অভাবে শৈত্যের প্রধান্যও নাই—নাতি শীত নাতি গ্রীষ্ম। বিরাজ করিতেছে। সেই অতি বিস্তীর্ণ উদ্যানের উত্তর দিক্ অত্যুচ্চ শৃঙ্গধর অচল মালায় এবং অপর তিন দিক্ গাঢ়তর নীল বীচিমালা শোভিত বারিধিতে পরিবেষ্টিত। তাহার স্থানে স্থানে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নয়নানন্দ ভূধর, ফল পুষ্প বিশোভিত বিবিধ পাদপ পংক্তি পূর্ণ কত চিত্ততোষিনী উপত্যকা, কত নির্ম্মল সলিলা কলস্বনা তটিনী—দেখিয়াই মন ভুলিয়া গেল। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়! সেই অতি মনোজ্ঞ—সেই অতি বিস্তীর্ণ সুখের উদ্যানে মনুষ্য নাই! নাই কেন, আছে, কিন্তু তাহারা বৈদেশিক। আকার প্রকার, ভাব ভঙ্গি, বেশ ভূষা পৃথক্ বিধ। পৌরাণিক লোকের

মুখে যেমন শুনা যায়, আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা এদেশের আদিম নিবাসী দিগকে পরাভূত করিয়া, তাহাদিগকে অরণ্য ও পর্ব্বতবাসী করিয়া তাহাদিগের সুখের অতি সাধের জন্ম ভূমির উপর প্রধান্য লাভে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া অধুনা আমাদিগের ভারত ভূমির সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়াছিলেন তাহারাও সেইরূপ উদ্যাননিবাসীদিগকে যাদু মন্ত্রে, (পূর্ব্ব উপকথা প্রথিত মালিনীর রাজ পুত্র ও সাধু পুত্রকে বশীকরণ দ্বারা মেষ করিবার মত) কুকুর করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল কুকুরের সংখ্যা ২০ কোটীর ও অধিক,—এই সকল কুকুর হিংস্র বা বন্য নহে, কতকগুলি যে আছে, তাহাদিগের সহিত অন্য জাতীয় দিগের সংশ্রব বড় কম। সুতরাং তাহাদিগের কথা পরে বলিব; এখন সাধারণ কুকুর গুলির সম্বন্ধে যাহা দেখিলাম তাহাই বলিতেছি। এই বিংশতিকোটী কুকুর যাদু মন্ত্রে বশীভূত পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—কিন্তু বলিতে কি ইহাদের মধ্যে এক একটার পূর্ব্ব পুরুষেরা সেই আসমুদ্র অত্যুচ্চ অচল মালা বেষ্টিত সমস্ত উদ্যানের একাধিপতি ছিল, তাহাদিগের বল বিক্রমে উদ্যানের পার্শ্ববর্ত্তী ও সুদূর অরণ্যের সিংহ শার্দ্দুলেরা ও তাহাদিগের সমকক্ষ হইতে সাহস করিত না। তাহাদিগের ভয়ে সূর্য্য থামিত; প্রভঞ্জন মৃদু বহিত; ভূধর কাঁপিত; সমুদ্র সেতু বন্ধন ক্লেশ সহ্য করিত; কাদম্বিনী বৃষ্টিধারা বর্ষিত; বিভাবসু শীতল হইত, তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিত; তাহাদিগের প্রভূত বল, প্রভূত পরাক্রম, অখণ্ড আধিপত্য ছিল, প্রতিদ্বন্দ্বী ভয়ে জড়সড় থাকিত। তাহাদিগের ঐশ্বর্য্যের কথা কি বলিব; আমার স্বপ্ন দৃষ্ট উদ্যান ত রত্নগর্ভা, সে সময় আমি যতদূর দেখিয়াছি স্বপ্নের কথা যতদূর মনে হইতেছে, বলিতে পারি, পৃথিবীর মধ্যে সেই সুদুর্লভ স্থানের তুল্য আর নাই। তাহাতে কত স্বাদু অমৃতময় ফল শস্য, কত অনুপম বৃক্ষ, লতা, ওষধি! কত মণি মাণিক্য বৈদুর্য্যাদি অমূল্য রত্নের আকর। তাহাতে কিছুরই অভাব নাই! স্বপ্নেও নাকি কখন অমরাবতীর নন্দনকানন দেখি নাই সুতরাং কিরূপে বলিব। কিন্তু মনে হয়, নন্দনেই বা ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি থাকিবে? এই সুখের উদ্যানে বসিয়া যাহারা এক দিন একাধিপত্য করিয়া গিয়াছে, তাহাদিগের বংশধরেরা আজি পশুভাবাপন্ন! কি পরিতাপের বিষয় এই নীচ জাতীয় পশুদিগের অনেক

শ্রেণী আছে দেখিলাম—ইহাদিগের প্রায় সকলেরই গলদেশে শৃঙ্খল, ইহারা প্রভুর অতিশয় অনুগত—অতি বশীভূত—প্রভুর অনুগ্রহ লাভের জন্য ভক্তি ভাবে নিয়তই তাহার পদলেহন করিতেছে ও আহ্লাদে লাঙ্গুল সঞ্চালন করিতেছে—প্রভু উদ্যানের সমস্ত সুখভোগী—উদ্যানের রমণীয় কুসুম চয়ন করিয়া নাসারন্ধ্রের তৃপ্তিসাধন করিতেছেন—সুরসাল ফল তুলিয়া উদরের পুষ্টিসাধন করিতেছেন—মৃদুমন্দ সমীরণে অতুল আমোদ লুণ্ঠন করিতেছেন—যত বিলাস ভোগ—যত সুখাস্বাদ সকলই তাঁহার একচেটে—তিনি ইহলোকে দেবতা—তিনি সুখ দুঃখের নিয়োগকর্ত্তা—তিনিই তাহাদিগের পশু জন্মের একমাত্র বিধাতা। প্রভু তাহাদিগেব দেহের, তাহাদিগের জীবনের যা করিবেন তাহাই হইবে, প্রভুভক্তি স্বতঃ প্রবর্ত্তিত, এরূপ ভক্তি বিহীন পশু পশু মধ্যেই গণ্য নহে, সে পশু কোন কর্ম্মে লাগেনা—তাহা হইতে কিছু হয় না—তাহার জন্মও সার্থক নহে। পশুরা ষোল আনা রকমে প্রভুর কার্য্য করে—প্রভুর শরীর রক্ষা করে, প্রভুব বোঝা বহন করে, প্রভুর চিঠী পত্র বহন করে, প্রভুকে অন্ধকার রাত্রে আলোক লইয়া পথ প্রদর্শন করে, সর্ব্ব প্রকারে প্রভুকে সাহায্য করে, এবং অনেক সময় প্রভু বুঝিতে না পারিলে বিষয় কার্য্যে উপদেশও দিয়া থাকে (কুকুর হইলে কি হয়, তাহাদিগের বুদ্ধিত কুকুরত্ব প্রাপ্ত হয় নাই দেখিলাম অথবা আমরা বালককালে পড়িয়াছি The dog has more sense than most other beasts) পশুগুলি এত প্রভু ভক্ত যে প্রভুকে মন প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে, প্রভু সেবায় দেহ সমর্পণ করিয়াছে, প্রভুর তরে তাহাদিগের কিছুই অদেয় নাই, কিন্তু প্রভুর ব্যবহার দেখিয়া অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল—শরীর শুকাইয়া গেল, মন স্তম্ভিত হইল! প্রভু পশুদিগের সুখ দুঃখ একবারের জন্যও চিন্তা করেন না, পশুত পশু, পশুর আবার সুখ দুঃখ কি? পশু জীবন কষ্টের জন্যই হইয়াছে; প্রভুর পদ সেবার জন্যই পশুর দেহ, এই তাঁহার ধারণা। তিনি দুবেলা দুমুষ্টি কদন্ন মাত্র খাইতে দিয়াই পশুর প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন বিবেচনা করেন—ইহাতেই পশুর সন্তুষ্ট হওয়া উচিত, না হইলেই সে দুরাকাঙ্ক্ষ, কাজেই প্রভুর অপ্রিয় ভাজন। প্রভুর উপাদেয় খাদ্য (তাহার স্বদেশজাত ও স্বদেশের ধন হইলেও) তাহার দৃষ্টি দিবার অধিকার নাই, প্রভুর সুখে,

প্রভুর বিলাসে তাহার লোভ করিবার ক্ষমতা নাই, প্রাণীমাত্রেই আহার নিদ্রার সুখ প্রত্যাশা করে, পশুর মন বুঝে না, লোভ করিলেই লগুড়াঘাত, হয়ত তাহাতেই প্রাণত্যাগ, না হয় বিকলাঙ্গ হইয়া জন্মের মত পশু অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। প্রভু সেবায় পশুকে চিরজন্মের মত আত্মজীবন সমর্পণ করিতে হইয়াছে;—পশু প্রাণপণে তাহাই করিতেছে। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক তাহাকে করিতেই হইবে, না করিলে তাহার চলিবে না; প্রভুপরায়ণ পশু দুসন্ধ্যা দুবেলা প্রভুর পদলেহন করিতে করিতে যদি দৈবাৎ প্রভু অঙ্গে তাহার দন্ত স্পর্শ হইল, অথবা আনন্দ সঞ্চালিত লাঙ্গুল তাঁহার স্ত্রী অঙ্গে আঘাত করিল অমনি দয়াবান্ প্রভু পাদ নিক্ষেপে পশুকে শত হস্ত দূরে নিক্ষেপ কবিলেন;—পশু অঙ্গ বেদনায় অস্থির,—বিলাপরবে তখনই তাহাকে আবার অতি সাবধানে আসিয়া আপন কার্য্য করিতে হইবে,— পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই সকল পোষা পশুব অনেক শ্রেণী আছে। কতকগুলা উচ্চ শ্রেণীর—আকার বৃহৎ, ধীর প্রকৃতি, গম্ভীর মূর্ত্তি, কুকুর হইলে কি হয়, দেখিলেই তজ্জাতীয় পশু অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন শান্ত বলিয়া বোধ হয়— তাহারাও প্রভুপদলেহনে ব্রতী,—তাহাবা আর্ত্তস্বরে প্রার্থনা করিতেছে, যাহাতে তাহাদিগের পশুত্ব মোচন হয়, রোদন কবিতেছে, ভাব ভঙ্গীতে আপন অবস্থার জন্য অনুতাপ করিতেছে, ভূমি বিলুণ্ঠিত হইতেছে, একবার ছুটিতেছে, একবার পডিতেছে, একবাব উঠিতেছে, আহা কত ব্যাকুল!— আর মুখে বলিতেছে "প্রভো! আর কিছু চাই না, আমাদিগের পশুত্ব মোচন কর।" পশুত্বমোচন করিলে প্রভুর স্বার্থসিদ্ধি কোথায়, প্রভুর এত বিলাস, এত বিভব বিরূপে অব্যাহত থাকিবে, সুতরাং প্রভু তাহাতে কর্ণপাত করিতেছেন না, অধিক বিরক্ত হইলে পশুকে দণ্ডাঘাত করিতে- ছেন, পশু যন্ত্রনায় অস্থির হইয়া, একটু জুড়াইতেছে, আবার ছুটিতেছে। এইরূপে কত যত্ন করিতেছে, সকলই ব্যর্থ হইতেছে। আর এক শ্রেণীর কুকুর দেখিলাম—তাহারা স্থূলোদর; প্রকাণ্ড মূর্ত্তি; অকর্ম্মণ্যের চূড়ামণি কোন কাজে আইসে না, প্রভুর আজ্ঞাপালনে বড় অগ্রসর—প্রভু মিষ্ট সম্ভাষণে (কুকুরের প্রতি যেরূপ সম্ভাষণ সম্ভবে) ডাকিলেই দৌড়ি- তেছে—এই সকল বৃহৎ জাতীয় পশুর অধীনে অনেক ক্ষীণজীবি পশু

আছে। এজন্য এই সকল স্থূল কায় পশুদিগের—প্রভুর নিকট একটু আদর যত্ন আছে; তাহা থাকিলেও কিন্তু প্রভু বৈগুণ্যে ইহাদিগের ও সমান বিপদ! আর এক শ্রেণী আছে তাহারা শীর্ণদেহী উদর যন্ত্রনায় অস্থির—যেখানে একমুষ্টি অন্ন পাইতেছে সেইখানে গিয়াই দাসত্ব করিতেছে—মানাপমান নাই, আপন অবস্থা, আপন নীচত্ব কিছুই ভাবেনা, কিছুরই চিন্তা করিতে পারে না, তাহাদিগের অনেকের মস্তকেই এক একটী দারুণ যাতনাপ্রদ ক্ষত আছে, তাহারই জ্বালায় অস্থির—তাহারাই অতিবড় প্রভুভক্ত; উদরের দায়ে সকল কার্য্যই করিতেছে—তাহারা দিনান্তে একমুষ্টি অন্ন পাইয়াই বলিতেছে "আমরা বেশ সুখে আছি, এই হইলেই আমাদিগের যথেষ্ট হইল, আমরা পশু জাতীয়, আমাদিগের পশুত্ব কি কখন ঘুচিবার যে ঘুচিবে, আমরা বেশ সুখে আছি আমরা আর কিছু চাহিনা।" এরূপ বলিলে ও তাহাদিগের উদর জ্বালার শান্তি কোথায়? তাহার জন্য ত তাহারা আকাশ ফাটাইতেছে দেখিতে পাইলাম—প্রভুত তাহাব দুঃখে চাহিয়া ও দেখিয়াছেন না। কৌতূহলাবিষ্ট চিত্তে এই সকল দেখিতেছি, এমত সময়ে বহুল চীৎকার বিমিশ্র একটী বামাকণ্ঠ স্বর শ্রবণ বিবরে প্রবিষ্ট হইল—কোথা হইতে সেই ধ্বনি আসিতেছে দেখিবার জন্য চারিদিক চাহিলাম—দেখিলাম সেই উদ্যানের উত্তর সীমাবর্ত্তী অচল হইতে গগণভেদ করিয়া সেই শব্দ আসিতেছে। একটী আর্য্য সীমন্তিনী কঠোর পাষাণ খণ্ডে হস্তপদ ও মস্তক কুট্টন করিতে করিতে পুত্রগণের দুঃখে কাতরা হইয়া চীৎকার করিতেছেন। ইহাতেই বুঝিলাম ইনিই এই কুকুরকুল প্রসবিনী—এই পশুগুলি তাঁহারই সন্তান সন্ততি, যদিও তাঁহার দেহ শীর্ণ জীর্ণ বিবর্ণ রূপপ্রভা বিপদবারিদাচ্ছন্ন কিন্তু দেখিয়াই বোধ হইল উচ্চ কুল সম্ভূতা বড়লোকের কন্যা, আজি এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন! সেই শব্দে শরীর শিহরিয়া উঠিল;—অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাঁপিতে লাগিল—ভয়ে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল—তখনও যেন সকলই প্রত্যক্ষ দেখিতে ছিলাম। গৃহ মধ্যে, বালার্ক কিরণ দেখিয়া জানিলাম প্রভাত হইয়াছে। তখন শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া পশু দুঃখ ভাবিতে ভাবিতে আপন কার্য্যে গমন করিলাম।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

যুগলনায়িকা নাটক ; বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত, কলিকাতা।

, আজ কাল বঙ্গ মুদ্রাযন্ত্র হইতে যে রাশি রাশি নাটকাদি উদ্গীর্ণ হইতেছে তদ্দ্বারা বঙ্গসাহিত্য সমাজ উপকৃত কি অপকৃত তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু বাঙ্গালির কর কণ্ডুয়ন রোগ যে ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই এবং সেই রোগের বিষময় ফল যে ক্রমশঃ সমস্ত দেশমধ্যে ভয়ানক সংক্রামক হইয়া উঠিতেছে তাহা নিশ্চয়। এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে বঙ্গভাষানুরাগী লোকের সংখ্যা এখনও কম, সুতরাং পাঠক সংখ্যাও কম, কিন্তু যাঁহারা বঙ্গভাষানুরাগী আছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই একখানি না একখানি নাবট লিখিয়া গ্রন্থকার হইয়াছেন ই হইয়াছেন। ভাষা জানি বা না জানি গ্রন্থকার হইতে কে যেন মাথাব দিব্য দেয়, বাঙ্গালি হইয়া এই সামান্য বাঙ্গালাভাষার অস্থিলেহন করিযা যদ্যপি একখানি নাটক মাত্রও না লিখিলাম তবে বাঙ্গালা কি শিখিলাম ? বস্তুত এইরূপ নাটকাদিই আমাদের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় বাঙ্গালা ভাষাকে উন্নত হইতে দিতেছে না। নাটকাদির দুরবস্থা দেখিয়া আমাদের কেমন এক ধারণা হইযাছে যে নাটক নাম শুনিলেই বোধ হয় এখানি কোন অপরিণত, ভাষা অনভিজ্ঞ যুবকের লিখিত। আধুনিক যুবকদিগের ও এক ধারনা জন্মিয়াছে যে নাটক লেখা অতি সহজ। কতকগুলি লোকের কথা সংযোজনাব নামই নাটক ! কিন্তু নাটক কাহাকে বলে এখনও তাহা তাঁহারা জানেন নাই। যদ্যপি ঐ রূপ লোকে গ্রন্থকার হইয়া বাঙ্গালা ভাষা কি একটা ভাষা উহাতে আছে কি ? এইরূপ সগর্ব্ব বাক্য প্রয়োগ করিতে থাকেন, তাহা হইলে আমরা ভবিষ্যতের উদরকন্দরে দিব্য চক্ষে দেখিতেছি যে বাছা বাঙ্গালাভাষারও "কালাপানি সার"।

দিনবন্ধু ও বঙ্কিম বাবু নাটক ও উপন্যাসাদি লিখিয়া কি সর্ব্বনাসই করিয়াছেন! তাঁহাদের নাটক ইত্যাদি পাঠ করিয়াই সকলের মাথার আগুণ জ্বলিয়াছে। যে রসিকতায় দীনবন্ধু বাবু ও বঙ্কিম বাবু বঙ্গীয় পাঠক সমাজকে কিনিয়া-

ছেন সে রসিকতার উদ্গীর্ণের উদ্গিরণে আজ কাল বঙ্গীয় যুবক হাসির তরঙ্গে বঙ্গ প্লাবিত করাইতেছেন! সে যাহাই হউক রসময়ী নাটকাদির আর অভাব নাই "ইলিষমাছ ভাজা" হইতে "বলদমহিমা" পর্য্যন্ত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ কর্ত্তার কাছে লেখনী ধরে কে? কোথায় লাগে বঙ্কিম?

অনেকগুলি নাটক আমাদের হস্তগত হইয়াছে তন্মধ্যে অদ্য যুগলনায়িকা নাটকের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। গ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্তার নাম নাই সুতরাং গ্রন্থকার সুচতুর লোক। বাস্তবিক বলিতে কি গ্রন্থের প্রথম খানিকটা পাঠ করিয়া আমাদের ক্ষুধা বাড়িয়াছিল, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, যে পেটের ক্ষুধা পেটেই রহিল তাহার পরিতৃপ্তি হইল না। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা আমাদিগকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে এখানি আধুনিক অনেক নাটক নাম ধারি গ্রন্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্থানে স্থানে লেখকের ভাবুকতার ও রচনা নিপুনতার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থের গুণপক্ষে ঐ পর্য্যন্ত, পরে আমাদের বক্তব্য যে লেখকের এমনও ভাষায় উত্তম অধিকার জন্মে নাই। যখন যুগলনায়িকার প্রধান নায়িকা হেমপ্রভা যবন শিবিরে বলপূর্ব্বক নীতা হইয়া একাকিনী আসীনা, তখন গ্রন্থকার হেমপ্রভাকে কখন কাঁদাইতেছেন কখন বা আক্রোশের সহিত কথা কহাইতেছেন কিন্তু আমাদের কি দুর্ভাগ্য যে হেমপ্রভার ক্রন্দনে একবিন্দু অশ্রুবারিও ত্যাগ করিতে পারিলাম না; সেই বীরপত্নী ক্ষত্রিয় কন্যার আক্রোশ বাক্য শ্রবণ করিয়া একবারও শরীর কণ্টকিত হইল না। হেমপ্রভা সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ কথা আছে। ছদ্মবেশী যবন দূত আসিয়া কহিলেন রাজপুত্র বিজয় সিংহ যবনদিগের বন্দী হইয়াছেন। ক্ষত্রিয় রমণীর আর দ্বিরুক্তি নাই কাহাকেও জিজ্ঞাসা নাই অমনি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে রাজপুত্র বন্দীই বটে। সখি সুহাসিনীকে উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন, সুহাসিনী মন্দ লোক নয় কিন্তু এবার কানে কানে ভাল পরামর্শ দিল না। উভয়ে রজনীযোগে সন্ন্যাসিনীবেশে সীতা উদ্ধারে গমন! ক্ষত্রিয় রমণী না হবে কেন? গ্রন্থকার যদ্যপি ভাবিয়া থাকেন যে তাঁহার উক্ত উদাহরণ সংক্রামক হইলে বাঙ্গালির উন্নতি হইবে, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে হিন্দু সমাজের সংস্কারক বলিয়া কখনই সমাজের কলঙ্ক করিব না।

যুগল নায়িকার দ্বিতীয় নায়িকা বীরবালা মনে মনে রণ প্রতাপকে প্রাণ

সমর্পণ করিয়াছিল। বীরবালার আত্ম সমর্পণের কারণ রণ প্রতাপের চিত্র দর্শন করা। রণ প্রতাপের সম্বন্ধে কি তাহা জানি না। যাহাই হইক রণ প্রতাপ ও বীরবালার সাক্ষাৎ হইলে তাহাদের কথোপকথন প্রণয়ীর মত হয় নাই। আমাদের পাঠকের মধ্যে যদ্যপি কেহ কোন সুদক্ষ ব্যারিষ্টার কর্ত্তৃক কোন সাক্ষীর জেরা (Cross Examination) দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহার কতকটা অনুভব করিতে পারিবেন। এই জেরার জ্বালায় যুদ্ধ নিপুন রণ প্রতাপ পঞ্চবর্ষীয় বালকের ন্যায় রোদন করিয়া ফেলিল! আমরাও হরি! হরি! বলিয়া প্রস্থান করিলাম।

ঊনবিংশ শতাব্দির সভ্যতা স্রোতে হাড়ি মুচি পর্য্যন্ত বাবু হইয়াছে এবং কুলরমণীরাও দিদিবাবু প্রভৃতি নানাবিধ মধুর সম্বোধন বাচ্য হইয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থকার যে সময়ের কথা বলিতেছেন তখন ও যে ঐরূপ সম্ভাষণ ছিল তাহাত জানিতাম না। সে সময়ে সাধবন্তে দিদিবাবু প্রচলিত ছিল এ কথা বলিলেও গ্রন্থকারকে মনে মনে ধন্যবাদ দিতাম কিন্তু তিনি রাজবধুকে ও দিদিবাবু সম্বোধণ বাচ্য করিয়া রুচির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। "গ্রাম্যদ্বয়" গ্রাম্যদ্বয় কি? মানুষ না পশু? প্রণাম ও নমস্কারে কি কোন প্রভেদ নাই? গ্রন্থকার এমন সুখের মিলনেও কাহার চক্ষে জল আনিতে পারেন নাই। সুখে দুঃখে যে নয়নবারি স্খলিত হয় গ্রন্থকার তাহার পরিচয় দেন নাই। বীরবালা এক স্থানে বলিতেছেন "আঃ দাদা, বাঁচালে প্রাণ আমার দেহে এলো।" এরূপ খিচুড়ির পাকও অনেক আছে।

আর এক কথা গ্রন্থকার একটি কবিতা লিখিয়া আমাদের প্রাণে বড় আশঙ্কার উদ্রেক করিয়া দিয়াছেন—

"জেনেছে যতনে ভাবুক সুজন,
জগতে প্রণয় রতন সার?"

আমরা ভাবুক বা সুজন নহি, কিন্তু প্রণয়ী বলিয়া (অন্ততঃ মনে মনে) আত্ম পরিচয় দিয়া থাকি। আপাততঃ দেখিতেছি যে আমাদের সে সুখ টুকুও বুঝি যায়?

উপসংহারে আমাদের একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে যুগল নায়িকা নাটকের মুদ্রণ কার্য্য অতি সুন্দর রূপে নিষ্পাদিত হইয়াছে।

অমূল্য ধন।

——০০——

প্রিয় পাঠক! এই সসাগরা পৃথিবী মধ্যে মানবের অমূল্য নিধি কি? যেমন পৃথিবী নিয়তির অনন্ত চক্রবৎ নিয়ত পরিঘূর্ণিত হইতেছে, তদ্রূপ পৃথিবীস্থ সমস্ত জীব সম্প্রদায়ের ও মানসিক উত্তেজনা সুখ দুঃখ সহানুভূতি প্রভৃতি হৃদয়গত ভাব সকল ও পরিভ্রমণ করিতেছে। ঐ দেখ সূর্য্যদেব আরক্তিম নয়নে পশ্চিমাকাশে বিরাজ করিতেছেন। এখন ও পৃথিবী আলোক পূর্ণ, আবার দেখ সে সমস্ত বিলুপ্ত হইয়াছে, গগন স্পর্শী ঘোর অন্ধকারে দিগন্ত পরিপ্লাবিত হইয়াছে। সেইরূপ সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি মানবের মনোমধ্যে ক্রমশঃ ঐ রূপে পরিভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু সেই সুখ, দুঃখ, অনুরাগ, বিরাগ, স্নেহ, মায়া, ভালবাসা, সৌহার্দ্দ প্রভৃতি মধ্যে মনুষ্যের অমূল্য ধন কি? এমন ধন কি আছে যাহা সম্পদ বিপদ সুখ দুঃখ, অনুরাগ বিরাগ, হর্ষ বিষাদ, স্নেহ বিনয়, অনুনয়, স্তব স্তুতি সর্ব্বত্র সমান ভাবে ব্যবহার করা যায়? যদি কিছু থাকে তবে তাহা অমূল্য ধন বটে; কিন্তু সে অমূল্য ধন কি?

কেহ বলিবেন ভালবাসাই পৃথিবীতে অমূল্য ধন, কেহবা সুন্দরী রমণী, কেহ বা সুকুমার নবশিশু, কেহ বা পণ্ডিত পুত্র, কেহ বা গুণবতী ভার্য্যা, কেহ বা দান, ধর্ম্ম, মায়া, মোহ, স্নেহ ইত্যাদি। যিনি যাহাই বলুন এ সমস্ত কথা লোক স্বীয় স্বীয় রুচি অনুযায়ী বলিবেন। সুতরাং যাহাতে এক জনের রুচি লইযা সম্বন্ধ তাহা কখন সকলের প্রিয় হয় না। অতএব সেই সকলের সমান আদর অনাদরের ধন কি?

ভালবাসা অতি প্রিয় বস্তু বটে, ভালবাসা মনুষ্যকে সময়ে সময়ে বা নিয়ত সুখী করিতে পারে। মাতার স্নেহ, ভার্য্যার প্রণয়, শিশুর হাসি, বন্ধুর প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণ ইত্যাদি যাহা কিছু ঐহিকের সার বলিয়া অভিহিত, সে সমস্তই ভালবাসা মূলক। কিন্তু তাহা হইলেও ভালবাসা অমূল্য নিধি নহে। কারণ ভালবাসা কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? যিনি ভাল

বাসিয়াছেন, বা ভাল বাসার স্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার নিকট ভাল বাসা অতি প্রিয়বস্তু, অতি উপাদেয় সামগ্রী বলিয়া অভিহিত হইতে পারে, কিন্তু অনেকে তাহার অভ্রাণ উপাভোগেও সক্ষম হন নাই। হয়ত কেহবা ভাল বাসিতে গিয়া প্রতারিত হইয়াছেন। অন্তর্দাহ মাত্র ভোগ করিয়াছেন। বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়াছেন। বায়রণকে উল্লেখ করিয়া কোন রমণী বলিয়াছিল "How can I love that lame boy" যখন ভালবাসায় এত পাত্রাপাত্র ভেদ তখন তোমার আমার কপালে আর সে ভালবাসা ঘটিল না।

সুন্দরী রমণীই বা কি করিয়া জগত মধ্যে অমূল্য ধন বলিয়া গণনীয়া হইতে পারে। সময়ে সময়ে সে রূপে কাহার নয়ন বিমোহিত হইতে পারে; কাহার হৃদয় কুসুমেষু বিশিখে জর্জ্জরিত হইতে পারে, কাহার হৃদর পরিতৃপ্ত হইতে পারে, কেহ বা গালিদিতে পারেন। কিন্তু তুমি আমি তাহাকে কি করিয়া অমূল্য ধন বলিয়া গণ্য করি। *

নবীন শিশু কি সংসার মধ্যে একমাত্র অমূল্য ধন? যাহার পুত্র তাহার নিকট অমূল্য ধন হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সকলের নিকট তাহা নহে। অতএব এমন বস্তু সংসারে কি আছে যাহা সুখে দুখে সকল সময়ে সমান যাহা গোলকণ্ডার হীরক রচিত মালা অপেক্ষাও শতাংশে মূল্যবান?

গুণবতী ভার্য্যা, পণ্ডিত পুত্র, বা অন্য কোন প্রকার মানবের কল্পনা সম্ভূত বস্তু বল, তাহা কোন অংশেই পৃথিবীর সেই অমূল্য ধন নহে। আমি যে অমূল্য ধনের কথা বলিতেছি, তাহার মূল্য নাই—অথচ প্রচুর। যে তাহাকে যেখানে যেমন করিয়া ব্যবহার করিয়াছে, সে তাহাতে সেই পরিমাণে ফল পাইযাছে। এমন অমূল্য ধন কি মনুষ্যের কল্পনাতেও কখন হইতে পারে, যদি হইতে পারে তবে তাহা কি?

পাঠক! তাহা কি? তাহা মানবের অতি তুচ্ছ পদার্থ,—বালক হইতে বৃদ্ধার অতি সামান্য ধন—তাহা "অশ্রুজল।" সেই অশ্রুজল, যে অশ্রুজল

---

* মান্যবর শ্রীল শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহা এ জন্মের মত ভক্তিভাবে বিশ্বেশ্বরকে অর্পণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহারই শিষ্য।

আজি ভারত ভূমি আর্দ্র করিয়াছে। সেই অশ্রুজল অপেক্ষা প্রিয় পদার্থ ও অমূল্য ধন মানবের বুদ্ধি জ্ঞান বা চিন্তায় কি আছে? যে অশ্রুজলের মূল্য কিছুই নহে সেই অশ্রুজলই আবার সময়ে অমূল্য ধন।

আহা! এমন সম্বল আর কি আছে? অথচ এ সম্বল কার নাই? রাজা হইতে ভিখারী পর্য্যন্ত সকলের আছে। দেখ সকল বস্তুরই পাত্রা পাত্র উচিতানৌচিত্য আছে, কিন্তু অশ্রুজলের তাহা কোথা? যখন সংসারে জন্মগ্রহণ করিলাম, যখন অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন। যখন পৃথিবীর কিছুই জানিনা তখনও সেই অশ্রুজল সহায়। জন্মগ্রহণ করিলাম আর কাঁদিলাম। যখন অতি শিশু যখন বাকস্ফুরণ নাই, যখন ক্ষুধা তৃষ্ণা বলিতে জানিতাম না তখন ও মানবের সর্ব্বদুঃখদ্রাবক অশ্রুজলই সম্বল ছিল, অতএব এ পৃথিবীতে এমন সহায় আর কে?

শৈশবে, বাল্যাবস্থায়, কে জানে কি দুষ্কর্ম্ম কবিলাম, মাতা চক্ষু রক্তিমাভ করিলেন অমনি অশ্রুনীর আসিয়া আমার সহায় হইল, জননী সকল ভুলিলেন। তাঁহার হৃদয়ে দয়ার সাগব উথলিয়া উঠিল, তিনি আমার চক্ষু মুছাইয়া মুখ চুম্বন করিলেন। যৌবনের পাপস্রোতে, দুর্নিবার যৌবনের মত্ততায়, অন্ধতায়, কোন দুষ্কর্ম্ম করিলাম পিতা রাগান্ধ হইলেন, কত ভৎসনা করিলেন, তাঁহার রাগ যায় না, আমার যৌবনেরও সহায় সেই অশ্রুজল আবার আমার সহায় হইল, পিতার সেই দোর্দ্দণ্ড ক্রোধ ও প্রশমিত হইল। হায় রে! এ অশ্রুজল না থাকিলে আর সংসারে কি ছিল।

যখন পুত্র শোকে মাতা অধীরা হন তখন এই সর্ব্ব দুঃখনাশকারী নয়ন বারিই তাঁহার হৃদয় সান্ত্বনা করে। আবার যখন জননী হারাধন পুত্ররত্ন প্রাপ্ত হন তখন ও সেই অশ্রুজলই তাঁহার সুখের প্রগাঢ়তা জ্ঞাপন করে। অশ্রুজল যেমন বিয়োগ বিধুরা, পতিশোকে কাতরা কামিনীর প্রাণকে সান্ত্বনা করে, আবার তেমনি প্রোষিত ভর্ত্তৃকার পুনর্ম্মিলনে দম্পতী যুগলের নয়ন প্রান্তে ঢল ঢল করিয়া সুখের কেতন পরিজ্ঞাত করে।

তুমি কোন রমণীকে নূতন ভাল বাসিতেছ, আধ আধ হৃদয়ে আধ আধ ভালবাস, তোমার প্রণয়িনী আজি তোমায় পাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল, তোমার বক্ষে সেই সুকুমার মস্তক ন্যস্ত করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, এখন

তুমি যে পরিমাণে আধ আধ ভাল বাসিতে, আর কি সে ভাল বাসিতে পারিবে? সেই নয়ন বারি তোমার মনকে উন্নত করিয়াছে তোমার হৃদয়ের ভাবান্তর করিয়াছে, তুমি এখন তাহাকে নিশ্চয়ই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতে বাধ্য। ধন্য অশ্রুজল! ধন্য তোমার কুহকিনী মন্ত্র ধন্য তোমার ক্ষমতা! আমরা দরিদ্র মানব, আমরা তোমা অপেক্ষা মূল্যবান বস্তু নাই বলিয়াই জানি।

অশ্রুজল না করিতে পারে কি? যাহা বর্ণমালায়, বাক্যে, চীৎকারে, শত বর্ষে ব্যক্ত করা যায় না, তাহা অশ্রুজলে এক মুহূর্ত্তে সম্পন্ন হইয়া থাকে। দস্যুহস্তে নিপতিত হইয়া যে প্রাণ দ্বন্দ্ব, রাগ, ভয় প্রদর্শন প্রভৃতি কিছুতে রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা থাকে না তাহা আবার এক বিন্দু অশ্রুজলে রক্ষা পায়। তাই বলি অশ্রুজল অপেক্ষা অমূল্য ধন আর ইহ জগতে কি আছে?

প্রণয়ীর নিকট অশ্রুজল অপেক্ষা আদরের ধন নাই। যে প্রেমিক বা প্রেমিকা কাঁদিতে জানেনা সে প্রণয়ই জানে না। কবিবর বাইরন বলিয়াছেন ঃ———

"When Friendship or love our Sympathies move,
When truth in a glance should appear,
The lips may beguile with a dimple or smile,
But the test of affection's a tear.

Too oft is a smile but the hypocrite's wile,
To mask detestation or fear,
Give me the soft sigh, whilst the soul-telling eye,
Is dimm'd for a time with Tear.

Mild charity's glow, to us mortals below,
Shows the soul from barbarity clear;
Compassion will melt when this virtue is felt,
And its dew is diffused in a tear.

The man doom'd to sail with the blast of the gale,
Through billows Atlantic to steer,
As he bends o'er the wave which may soon be his grave,
The green sparkles bright with a Tear.

The soldier braves death for a fanciful wreath
In Glories romantic career ;
But he raises the foe when in battle laid low,
And bathes every wound with a tear.

If with high-bounding pride he return to his bride,
Renouncing the gone-crimson' d spear,
All his toils are repaid when, embracing the maid,
From her eyelid he kisses the Tear "

অতএব পাঠক! অশ্রুজল অপেক্ষা অমূল্য নিধি আর কি আছে! যে যাহার যত উপকারী সে তাহার তত আদরের ধন যে যাহার যত প্রিয় বস্তু সে তাহার নিকট তত মুল্যবান; কিন্তু যে বস্তু আমাদের এত প্রিয় যাহার উপর আমাদের সমস্ত সুখ দুঃখ নির্ভর করিতে পারে, সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বদুঃখ হারীনয়ন সুশোভন অশ্রুজল অপেক্ষা অমূল্য ধন আর ইহ সংসারে কি আছে?

প্রণয় সঙ্গীত।

—:—

১

"প্রেমের প্রতিমা, প্রাণ প্রিয়তমা
জীবন সংগ্রামে তুমিই বল,
বাঙ্গালীর তুমি কমলা সুষমা
জীবন নিদাঘে শীতল জল।
মানস সরসে ফুল্ল কমলিনী
আঁধার ঘরের রতন আলো,
বাঙ্গালী জীবনে মৃত্যু সঙ্গিনী
হৃদয় কমলে ভ্রমরা কাল।"

২

গাইছে অদূরে যমুনার তীরে
প্রেমিক যুবক ত্রিতন্ত্রী করে,
মিশাইয়া তান ললিত গম্ভীরে
বন উপবন কাঁপায়ে থরে।
সোহাগে পবন দূর দেশান্তরে
আনন্দে বহিছে প্রেমের গান,
আনন্দে যমুনা মৃদু কলস্বরে
উছলি উছলি মিশায় তান।

৩

"জীবন তোষিনী প্রাণ প্রণয়িনী
সংসার সাগরে সুখের তরী,
জগতের তুমি শক্তি স্বরূপিণী
জীয়ে বঙ্গবাসী তোমায় স্মরি।

অভাগা বাঙ্গালী! কি আছে সম্বল
বাঙ্গালী জীবনে কি আছে সুখ,
বিনা তব প্রিয়ে! নয়ন চঞ্চল
বিনা তব প্রিয়ে কমল মুখ।"

৪

গাহিল যুবক রসাল সুস্বরে
কাঁপিল সুনীল যমুনা জল,
উঠিল সঙ্গীত সুদূর অম্বরে
কাঁপিল আবার অরণ্য স্থল।
হ'ল প্রতিধ্বনি ভারত ভুবনে
'কি আছেরে আর জীবনে সুখ,
নয়ন চঞ্চল বিনা প্রিয়তমে
বিনা তব প্রিয়ে কমল মুখ?'

৫

"দাসত্ব যন্ত্রণা সব যাই ভুলি
আনন্দ সলিলে হৃদয় ভাসে,
যখন দেখি সে প্রাণের পুতলি
প্রণয় আবেশে বুকেতে আসে।
যখন নিরখি ও চাঁদ বদন—
উছলে হৃদয় প্রণয় ভরে,
দেখিলে আকাশে শশাঙ্ক যেমন—
হরষে সাগর উছলি পড়ে।"

৬

গাহিল আবার মধুর ললিতে
জাগিল তাহাতে তারকা শত,
ঢুলু ঢুলু চখে শুনিতে শুনিতে
ঘুমায়ে পড়িল আবার কত।

উদিল আকাশে শশাঙ্ক সুন্দর
শুনিতে যুবার প্রণয় গান,
সরসী সলিলে মাখি চন্দ্রকর—
হাসে কুমুদিনী ত্যজিয়ে মান।

৭

"আশার প্রদীপ তুমিরে আমার
হৃদয়ে আলোক দাওরে জ্বেলে,
তুমি না থাকিলে জগত আঁধার,
কে দিবে হৃদয়ে মদিরা ঢেলে।
ইচ্ছা করে ছাড়ি সংসার আশ্রম
লইয়া প্রেয়সী বনেতে যাই,
দেখিতে দেখিতে প্রিয়ার বদন
সুখেতে স্বরগে চলিয়া যাই।"

৮

বনের বিটপি গানেতে মজিয়া
নাচিল পবন-সোহাগ ভরে,
নাড়ি দীর্ঘ শাখা করতালি দিয়া
এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়ে।
চাপি চন্দ্রাকরে পবনের ভরে
চলিল যুবার প্রণয় গান,
দূর দেশান্তরে গিরির গহ্বরে
ধীরে ধীরে শেষে মিশাল তান।

জ্যোতির্ম্ময়ী।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

আশার উষা।

ভাবনায় চিন্তায় জ্যোতির্ম্ময়ীর জ্বর হইল—একে দারুণ চিন্তা, তায় শারীরিক পীড়া—আতপতাপিত সুরভি কুসুম কোরক কীট দংষ্ট হইল—দেখিয়া কার না কষ্ট হয়! সুনিনাদী পিক পক্ষীকে ব্যাধিগ্রস্ত দেখিয়া কে সুখী হয়? সুন্দর চিত্রপট উই কর্ত্তৃক ভক্ষিত প্রায় দেখিয়া কে না কষ্ট বোধ করে!

জ্যোতির্ম্ময়ী পীড়া শয্যায় শায়িতা—সমস্ত দিন আহার নাই—দেহের সে স্ফূর্ত্তি, সে প্রতিভা কিছুই ছিল না—নীল ইন্দীবর নয়নের সে উজ্জ্বলতা গিয়াছিল—অঙ্গের কোমলতা ঘুচিয়া অস্থিমাত্র সার হইযাছিল। বৈকালে একজন বাঙ্গালী ডাক্তার তাহাকে দেখিতে আসিলেন—তাঁহার নাম কালিদাস গুপ্ত জাতিতে বৈদ্য বয়স আন্দাজ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মস্তকের কেশ অর্দ্ধেকগুলি শুভ্র, অর্দ্ধেক কৃষ্ণ, বর্ণ উজ্জল শ্যাম—গোঁপ দাড়ি কামান—পরিধান সাদা পেণ্টুলেন চাপ্‌কান—চাপকানের পকেটে একটী সুবর্ণ শৃঙ্খলে ঘটিকা যন্ত্র। ডাক্তার বাবু গৃহ প্রবেশ করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"তোমার বাড়ী কোথা ছিল গা বাছা?"

জ্যোতি। "বর্দ্ধমান জেলা।"

ডাক্তার। "কোন গ্রাম?"

জ্যোতি। "শ্রীরাম পুর।"

ডাক্তার। "হাঁগা বাছা শ্রীরাম পুরের তারকনাথ রায়কে জান?"

জ্যোতির্ম্ময়ী কিয়ৎকাল অনিমিষ চক্ষে ডাক্তার বাবুর মুখ পানে চাহিয়া রহিল—নয়নোৎস অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়া আসিল—শয়ন করিয়াছিল, দুইটী

অশ্রুধারা নয়নোৎস হইতে উঠিয়া তাহা দুইটী শ্রুতিমুল আর্দ্র করিল আর স্থিত থাকিতে পারিল না—কাঁদিয়া বলিল——

"জানি!"

ডাক্তার। "কাঁদ কেন মা?"

জ্যোতি। "পৃথিবীতে আমাদিগকে চিনেন এমন কি কেহ আছেন?"

ডাক্তার। "কেন? তুমি তাঁহার কি আপানার কেহ?"

জ্যোতি। "তিনি আমার পিতা।"

ডাক্তার। "তোমার পিতা? তোমার এ দশা কেন? তিনি এক্ষণে কোথায়?"

জ্যোতি। "পরলোক বাস করিয়াছেন।"

ডাক্তার। "তোমার কি আপনার কেহ নাই?"

জ্যোতি। "না—আপনি আমাদের কে?"

ডাক্তার। "তোমার পিতাব বন্ধু—তোমার পিতা যখন মিউটিনীর সময় কণ্ট্রেকটরের কাজ লইয়া কাণপুরে ছিলেন আমিও সেই সময় সেখানকার ডাক্তার ছিলাম—আমাদিগেব দুইজনে বড় প্রণয় ছিল—তিনি সেখান হইতে বাটী আসিয়াও আমাকে মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিতেন—তোমার ও তোমার ভ্রাতার জন্ম কালীন তিনি আমাকে পত্র দ্বারা সংবাদ দেন আর তোমাদিগের দুই জনের দুইটী ভাল নাম বাছিয়া রাখিবার জন্য আমাকে লেখেন আমি তোমার নাম "জ্যোতির্ম্ময়ী" ও তোমার কনিষ্ঠের নাম "সুধাংশু শেখর" পছন্দ করিয়াছিলাম। আমি জানি তিনিও সন্তোষের সহিত তোমাদিগের ঐ নাম রাখিয়াছিলেন।"

জ্যোতি। "এই হতভাগিনীই আপনার সেই জ্যোতির্ম্ময়ী!"

ডাক্তার। "সুধাংশু কোথায়?"

জ্যোতি। "বলিতে পারি না।"

জ্যোতির্ম্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে আপনাদিগের ইতিবৃত্ত বলিতে লাগিল। কালিদাস বাবু সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া আশ্রমের ভৃত্যকে জ্যোতির্ম্ময়ীর বিশেষ যত্ন লইবাব জন্য বলিলেন, ঔষধের উত্তম ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বলিয়া চলিলেন তিনি আবার রাত্রিতে আসিবেন—রাত্রিতে দুই তিনবার দেখিয়া

গিয়া পর দিন বেলা দশটার সময় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া জ্যোতির্ম্ময়ীকে আপন গৃহে লইয়া যাইবার জন্য আবেদন করিলেন—আবেদন মঞ্জুর হইল—কালিদাস বাবু জ্যোতির্ম্ময়ীকে আপন বাড়ীতে লইয়া গিয়া আপন পরিবারস্থ সকলকে তাহার পরিচয় দিলেন। সকলেই তাহাকে আপন পরিবারের মধ্যগত বিবেচনা করিয়া অতি সাবধানে রাখিল—অল্প দিনেই জ্যোতির্ম্ময়ীর পীড়া সারিয়া গেল—বেশ সুস্থ হইল—দুই এক মাস মধ্যে তাহার শরীর পূর্ব্ববৎ হইল। কালিদাস বাবু অনেক দিন ছুটী লয়েন নাই—এই সময় ছুটীর প্রার্থনা করায় তিন মাসের ছুটী মঞ্জুর হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

মোকর্দ্দমা।

কালিদাস বাবু জ্যোতির্ম্ময়ীকে সঙ্গে করিয়া শ্রীরামপুর যাত্রা করিলেন—এসময়ে বর্দ্ধমানের পথে রেলওয়ে প্রস্তুত হইয়াছিল। তাঁহারা দুইজনে বর্দ্ধমানে পৌঁছিয়া সেখান হইতে শ্রীরামপুর যাত্রা করিলেন। মধ্যাহ্নের সময় বর্দ্ধমানে নামিয়া শ্রীরামপুর যাইতে হইলে পথে রাত্রি অতিবাহিত করিতে হয়। বর্দ্ধমান সহরে কালিদাস বাবু কোন বন্ধুর বাসায় আহারাদি করিয়াছিলেন পথে এমন স্থান নাই যে ভাল খাদ্যদ্রব্য মিলে সুতরাং রাত্রিতে তাঁহাদিগের আহারাদি হইল না—সামান্যরূপ জলযোগেই কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকালেই তাঁহারা শ্রীরামপুর পৌঁছিলেন—জন্ম ভূমির এমনি অনির্ব্বচনীয শক্তি যে আবাল বনিতা বৃদ্ধ সকলেই সেই মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ—সে স্থান অপেক্ষা এই ভূমণ্ডলে অনেক উৎকৃষ্ট স্থান আছে, কিন্তু আমরা এই পৃথিবীর মধ্যে যতবড় স্বাস্থ্যকর জীবনোপযোগী আবশ্যক দ্রব্য সমন্বিত, সকল সুবিধা সম্পন্ন যত কেন ভাল স্থানে অবস্থিতি করি না, সেই আজন্ম পরিচিত স্থান অপেক্ষা কোন স্থানেই আমাদিগের ভাল

লাগে না। এদেশের বায়ু যেন পৃথিবীর যাবতীয় স্থান অপেক্ষ স্বাস্থ্যকর, হইয়া এক একটী হিল্লোলে যেন শতবর্ষ পরমায়ু বর্দ্ধনকরে; জল যেন সুনির্ম্মল নির্ঝর জল অপেক্ষাও নির্ম্মলতর; রবিশশী সুখদকর প্রকাশক বিহঙ্গম কুল সুকণ্ঠ কলরিত এবং তরুরাজি সুমিষ্ট ফল এবং সুগন্ধ কুসুম রমিত বোধ হয়। এমন স্থান জগতে আর নাই। অত্যুষ্ণ বিষুব রেখান্তবর্ত্তী দেশ নিবাসী কৃষ্ণতম কাফ্রি একজনকে জিজ্ঞাসা কর সে লণ্ডন, প্যারিশ, কলিকাতা প্রভৃতি পৃথিবীর যে কোন উৎকৃষ্ট মহানগরীতে বাস করুক আপনার দেশের গর্ব্ব করিতে ছাড়িবে না; ল্যাপলাণ্ডের দারুণ শীত কম্পিত তৃণ শস্যোৎপাদন বিমুখ অনুর্ব্বর দেশনিবাসী ব্যক্তি কেবল মাত্র মীন মাংস ভোজনে জীবন ধারণ করে; তাহাকেও জিজ্ঞাসা কর— সেও সহস্র মুখে আপন মাতৃ ভূমির সুখ্যাতি করিবে। এস্থানের প্রতি মমতা স্বাভাবিক—জ্যোতির্ম্ময়ী এতদিনে যেন দাসত্ব বন্ধন বিমুক্ত বোধ করিল—মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দ!—সে আনন্দ অতুল, অব্যক্ত, কথায় প্রকাশ করা যায় না—কেবল অন্তরে অনুভবনীয়।

ক্রমে তাঁহারা জ্যোতির্ম্ময়ীদিগের বাটীর নিকটস্থ হইলেন—বালকগণ অপরিচিত তাহারা কালিদাস বাবুকে কাহার বাটী যাইতে হইবে জিজ্ঞাসা করিল—কালিদাস বাবু পাল্কীর বাহিরে মুখ বাহির করিয়া একটী ভদ্র লোককে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয! তারকনাথ রায়ের বাটী কোথায়?' তিনি দেখাইয়া দিলেন—অতি নিকটেই—পল্লীগ্রামের মধ্যে ইষ্টকালয অতি অল্প—তারকনাথ বেশ ভাল বাড়ী ঘর করিয়া গিয়াছিলেন—বিশেষ তিনি সেই গ্রামের জমিদার ছিলেন—তাঁহার বাটী অন্বেষণ করিয়া লইতে অধিক কষ্ট হইল না। অবিলম্বেই দুইখানি পাল্কী তারকনাথের, (হালে শিবনাথের) দরজায় গিয়া লাগিল। কালিদাস বাবু পাল্কী হইতে নামিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর পাল্কীর নিকটে আসিয়া বলিলেন "যতক্ষণ না আসি ততক্ষণ বাহির হইও না।"

জ্যোতির্ম্ময়ীর মন তাহা মানিল না—পাল্কীর দ্বার খুলিয়া পরিতৃপ্ত নয়নে আপন পিতৃ ভবন দেখিতে লাগিলেন—সেই গৃহে—সেই বারাণ্ডায়— সেই গৃহপ্রাঙ্গনে পিতার বক্ষে, ভৃত্যদিগের অঙ্কে থাকিয়া বিচরণ—পিতা

আদর করিয়া কোলে লইয়া যে স্থানে বসিয়া সর্ব্বদা তাহাকে সান্ত্বনা করিতেন সেই স্থান, সেই সান্ত্বনা—সেই সেই স্থানে সুধাংশুর সহিত খেলা—খেলায় হারিলে, তাহার সেই রাগ—তাহাতে জ্যোতির্ম্ময়ীই সম্পূর্ণ অপরাধিনী ভাবিয়া তাহাকে অজস্র গালিবর্ষণ—পরিশেষে তাহার ক্রন্দন সকলই মনে পড়িতে লাগিল।

কালিদাস বাবু বাটী প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন বৈটকখানায় কতকগুলি লোক উপবিষ্ট—সংখ্যায় প্রায় দশ বার জন হইবে—সকলেই একবস্ত্র—পল্লীগ্রামবাসী মধ্যস্থের দল—কেহ ধুমপান করিতেছে—কেহ বলিতেছে অমুক প্রজার জমিটা ভাল, সে বড় অবাধ্য, তাহার জমি ছাড়াইয়া অমুককে দিতে হইবে—অমুক বড় মোকর্দ্দমা বাজ তাহাকে একহাত না দেখাইলে শুধরাইবেনা ইত্যাদি নানা কথা বলিতেছিল—সকলকে দেখিলে তাহাদিগের মধ্যে বিনা পরিচয় জিজ্ঞাসায় শিবনাথকে চিনিয়া লওয়া যায় "হংস মধ্যে বক যথা", তিনি একটী উচ্চ আসনে তাকিয়া অবলম্বনে কখন বসিতেছেন, কখন উপাধানটী ক্রোড়ে লইতেছেন, কখন মস্তকে দিয়া শয়ন করিতেছেন, ও মধ্যে মধ্যে লালের উপর সাচ্চার বুটা দেওয়া পুরাতন একটী ফর্সিতে ধূম পান করিতেছেন—বয়স আন্দাজ সাঁইত্রিশ আটত্রিশ মোটা মোটা উদরটী ছোট মুঙ্গেরের মটকীর মত—গোপ আছে—গলায় ছোট রুদ্রাক্ষের মালা—তাহার মাঝে মাঝে দুই চারিটী প্রবাল—ও দুইটী মাত্র সোণার ছোট মাদুলী—কর্ণে ও ললাটে পূর্ব্বদিনের রক্তচন্দনের ফোঁটা অস্পষ্টীকৃত—চক্ষু ঈষৎ বক্তিম রাগ রঞ্জিত—পরণে একখানি পাতলা সাদা ধুতি পারিষদমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া নানা প্রকার কথা বার্ত্তা কহিতেছিলেন এমন সময়ে কালিদাস বাবু বৈটকখানার মধ্যে প্রবেশ করিলেন—পল্লীগ্রামের সভ্য—ইনি উঁহার মুখপানে চান—কে অগ্রে কথা কহিয়া অভ্যর্থনা করিবেন। সকলে সমান ছিলেন না একজন বলিলেন "আসুন"—দেখা দেখি সকলেই সেই কথা পুনরাবৃত্তি করিলেন। শিবনাথ ডিটো দিলেন—কালিদাস বাবু বসিলেন—বসিবামাত্র যিনি অগ্রে সম্ভাষন করিয়াছিলেন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন;——

"মহাশয়ের নিবাস?"

" হালিসহর।"

" কি নাম ?"

" কালিদাস গুপ্ত।"

" কি উদ্দেশে আগমন ?"

" তারকনাথের সহিত বহুদিনের পরিচয় ছিল, কোন প্রয়োজন থাকায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম।"

" তিনি মারা পড়িয়াছেন।"

" পথে তাই শুনিলাম।"

" কি প্রযোজন ছিল ?"

" তাঁহার একটী পুত্র একটী কন্যা ছিল না ?"

" বাবু মারা পড়িবার সাত আট মাস পরেই ছেলে দুটী মারা গিয়াছে (শিবনাথের দিকে লক্ষ্য করিয়া) ইনিই বাবুর কনিষ্ঠ—এক্ষণে সকল বিষয়ের মালিক।"

" (শিবনাথের প্রতি) মহাশয়েরই নাম শিবনাথ বাবু ?"

" আজ্ঞা হাঁ।"

" তারকনাথ বাবু কাণপুরে থাকিতে, মহাশয় তাঁহাকে যে সকল পত্রাদি লিখিতেন, তিনি আমাকে দেখাইতেন। যদিও সাক্ষাৎ নাই—মহাশয়ের পরিচয় জানা আছে।"

" মহাশয়ের কি বিষয় কর্ম্ম করা হয় ?"

" আমি চব্বিশ পরগনার সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন। হাঁ মহাশয়! তারকনাথ বাবুর ছেলে দুইটী কিরূপে মারা যায়, আহা! বাবু বড় অমায়িক লোক ছিলেন।"

" আজ্ঞা হা—দাদা মহাশয়ের মৃত্যুর পরেই, তাহার শাশুড়ী ঠাকুরুণ ছেলে দুইটীকে দেখিতে চান, সেখানে পাঠাইয়া দিলাম—আর সেখানে গিয়া বিষুচীকা রোগে দুইটিই মারা যায়।"

" আহা—হা!"

কালিদাস বাবু উঠিয়া যান—শিবনাথ বলিলেন " আজি এখানে অবস্থিতি হউক।"

"আজ্ঞা হাঁ—আসিতেছি।"

কালিদাস বাবু গৃহ হইতে বাহির হইয়া জ্যোতির্ম্ময়ীকে সঙ্গে লইয়া বৈটকখানায় গিয়া বলিলেনঃ——

"মহাশয় এই কন্যাটিকে চিনিতে পারেন ?"

জ্যোতির্ম্ময়ীর মুখপানে চাহিয়া শিবনাথ স্তম্ভিত—অধর ওষ্ঠ শুকাইয়া গেল—ক্ষণেক পরে উত্তর করিলেন—না—কই—কখনত দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। "পারিষদগণ পরস্পরে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া অবাক্! "জ্যোতির্ম্ময়ী" কাকা আমি গো, তোমার জ্যোতি!" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

শিব। "জ্যোতির্ম্ময়ীত অনেক দিন মারা গিয়াছে।"

জ্যোতি। "কাকা আমি মারা পড়ি নাই ময়ুরাক্ষীর জলে ডুবিয়া গিয়াছিলাম একজন বাবু আমার জীবন দান করেন।"

শিব। "ময়ুরাক্ষীর জলে আবার কি! ওলাউঠা রোগে আমাদিগের জ্যোতির্ম্ময়ী মারা গিয়াছে। ময়ুরাক্ষীনদীর কথাত আজি শুনিতেছি—কালিদাস বাবুর দিকে চাহিয়া "মহাশয়! ভাল করিয়া শিখাইতে পারেন নাই। যেরূপ কন্যাটী আনিয়াছেন উহাতে আমার ভ্রাতুষ্কন্যার আকার প্রকারের অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে বটে। কিন্তু এজেহারে খেলাপ হইল।"

কালি। "এটী কি আপনার ভ্রাতুষ্কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ী নহে ?"

শিব। "আজ্ঞা না—আমার ভ্রাতুষ্কন্যা আমি চিনি না ?" আপনি এরূপ করিয়া কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন ?

জ্যোতির্ম্ময়ী তখন স্নেহ পূর্ণ কাতর স্বরে কহিল "কাকা! এত অল্প দিনে আমায় ভুলিয়া গেলেন? কে আপনাকে বলিল আমি বিসুচীকা রোগে মারা পড়িয়াছি—যে রাত্রিতে আমাদিগকে আপনি দুইজন দরোয়ান সঙ্গে দিয়া মামার বাড়ী যাইবার জন্য পাল্কীতে তুলিয়া দেন—সেই রাত্রিতে ভিজিতে ভিজিতে বেহারারা আমাদিগকে লইয়া চলিল—রাত্রি প্রভাত হইল—সমস্ত দিন গেল—মামার বাড়ী আর পাইলাম না—"এই যে এই যে" করিয়া সন্ধ্যার সময় ময়ূরাক্ষী পার হইবার সময় বেহারাদিগের

স্কন্ধ হইতে পাল্কীখানি জলে পড়িয়া গেল প্রাণের ভাই সুধাংশুর কি হইল বলিতে পারি না—আমি জলে ডুবিয়া পাল্কীখানি আশ্রয় করিয়া শেষে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় গিয়াছিলাম জানি না—তখন আমার জ্ঞান ছিল না—জ্ঞান হইলে দেখিলাম একটী বাবু আমায় শুশ্রূষা করিতেছেন। সেই অবধি নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া পিতৃবন্ধু এই বাবুর আশ্রয় পাইলাম।"

শিব। "তুমি যতই বল—আমি তোমায় চিনিতে পারিতেছি না।"

জ্যোতি। "কেন এই যে আমাদিগের "কুসুমের" পিতা—এই যে ঘোষেদের কামিনীর পিতা—ইঁহারা কি আমায় চিনিতে পারিতেছেন না? আমি দিনরাত্রি ইঁহাদিগের বাটীতে যাইতাম "কামিনী" "কুসুম" আমার সম বয়সী তাহারাও কি আমায় চিনিবে না।"

শিব। "তাহারা বালিকা তাহারা কি জানিবে—এতদিনের কথা তাহাদিগের কি মনে আছে!"

জ্যোতি। "কাকা! আমার পিতা মাতা মারা পড়িলে আমি যে আপনাকেই পিতৃতুল্য জ্ঞান করিতাম—খুড়ীমাকে মা বলিয়া জানিতাম। আমার অদৃষ্টফলে আপনিও আমায় ভুলিয়া গেলেন—এখন একবার খুড়ীমার সঙ্গে দেখা করিব, দেখি তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন কি না?"

শিব। "তাহার অসুখ করিয়াছে—কেন তাহাকে বিরক্ত করিবে?"

জ্যোতি। "কাকা! আমি বিষয় আশয় কিছুই চাই না—সংসারে রাখিয়া কেবল আমাকে খাবার পরবার দিবেন।"

কালিদাস বাবু এতক্ষণ নীরব ছিলেন—কিছু বলেন নাই—তাঁহার আর সহ্য হইল না—শিবনাথের পারিষদ বর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মহাশয়! আপনারা এই গ্রামবাসী—আপনারা ইঁহাদিগের সকলই জানেন—আপনারা কি কন্যাটীকে চিনিতে পারিতেছেন না?" যে লোকটীর সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল তিনি বলিলেন—"মহাশয়! কেমন করিয়া বলিব—আমরা শুনিয়াছি তারকনাথ বাবুর পুত্রকন্যা উভয়েই মারা গিয়াছে—তবে এই মাত্র বলিতে পারি, এ কন্যাটী দেখিতে ঠিক জ্যোতির্ম্ময়ীর মত বটে।" তখন কালিদাস বাবুর আর সহ্য হইল না

তিনি বলিলেন—সমস্তই বুঝাগিয়াছে। তা আপনারা দেখিবেন ইহার পরিণাম ফল কি হয়—আমি চলিলাম উঃ! কি দেশ! এখানে কি ভদ্রলোক উচিত বক্তা কেহই নাই!” তিনি জ্যোতির্ম্ময়ীকে লইয়া শিবনাথের বাটী ছাড়িয়া চলিয়াগেলেন—একজন লোককে জিজ্ঞাসায় জানিলেন প্রাচীন “মিত্র” বংশ যাঁহাদিগের বাসায় থাকিয়া তারকনাথ আপন অদৃষ্টের প্রসন্নতা লাভ করেন, তাঁহাদিগের অনেকেই জীবিত আছেন—কিন্তু তাঁহাদিগের অবস্থা ততদূব ভাল নহে—শিবনাথ গ্রামের জমিদার—গ্রামে তাঁহার একাধিপত্য—তিনি কাণপুরে থাকিতে তাঁহাদিগের দুই একজনকে চিনিতেন জ্যোতির্ম্ময়ীকে তাঁহাদিগের বাটীতে লইয়া গেলেন—সেখানে যাইবামাত্র উপযুক্ত সমাদর পাইলেন—তাঁহাদিগের বাটীর স্ত্রীলোকেরা জ্যোতির্ম্ময়ীকে চিনিল—বাটীতে লইয়া যত্ন করিয়া রাখিল। কালিদাস বাবু সেই খানে থাকিয়া “মিত্র” দিগের সাহায্যে বর্দ্ধমানের জজ আদালতে জ্যোতির্ম্ময়ীকে দিয়া তাহার খুড়া শিবনাথের নামে মোকর্দ্দমা রুজু করিলেন।

হিন্দু-পুরন্ধ্রীবর্গের সংগীত শিক্ষা।

সংগীত পরম ধন। মানব-হৃদয় দ্রবীভূত হইবার যতপ্রকার বিশুদ্ধ উপায় আছে, তন্মধ্যে তৌর্য্যত্রিক সর্ব্বপ্রধান। সংগীতে* পাষাণ-হৃদয় মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, অরণ্যবাসী পশু পক্ষীর হৃদয় ও দ্রব হইয়া থাকে। কথিত আছে, অর্ফিউসের সুমধুর সংগীত ধ্বনিতে বনের পশু পক্ষীও মোহিত হইয়া যাইত, শ্রীকৃষ্ণের নিশীথ বংশীধ্বনিতে কলনাদিনী যমুনাও কল কল রবে উজান বহিয়া যাইত। সংগীতে যে পুত্রশোক ও নিবারিত হয়, একথা মিথ্যা নহে। সংগীতশাস্ত্র অনন্ত। ভারতে এক সময়ে এই শাস্ত্রের এতদূর উন্নতি হইয়াছিল, যে হিন্দুগণ তাঁহাদিগের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র সনাতন বেদেরও বহুতর ঈশ্বরস্তোত্র সকল গীতধ্বনিতে উদাত্ত, অনুদাত্ত সরিদাদি

* গীতং বাদ্যং নর্ত্তনঞ্চ ত্রয়ঃ সংগীত মুচ্যতে। সংগীত দর্পণ।

স্বর সংযোগে গান করিতেন। বৈদিক সময়ে হিন্দুললনাগণ সংগীত শাস্ত্র শিক্ষা করিতেন কিনা তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু পৌরাণিক সময়ে অনেক হিন্দুললনা সংগীত শিক্ষা করিতেন, ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক্ষণে কালবশে সংগীত চর্চ্চা এদেশ হইতে একরূপ উঠিয়া গিয়াছিল; সংপ্রতি রাজশ্রী সৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুর ও অন্যান্য কতিপয় কৃতবিদ্য ব্যক্তির যত্নে আজ কাল আবার এদেশে লুপ্তপ্রায় সংগীতের পুনর্চ্চচা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এটি শুভলক্ষণ ও উন্নতির চিহ্ন সন্দেহ নাই।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই শুভলক্ষণ দেখিয়াই অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি পরিণাম না ভাবিয়া যাহাতে বর্ত্তমান সময়ে সাধারণ্যে হিন্দুসমাজে হিন্দু-ললনাগণ সংগীত শিক্ষা করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা, ধর্ম্ম-বন্ধন শিথিল হওয়ায় পরোপকারিতা, দয়া দাক্ষিণ্যাদি দেবদুর্লভ গুণ সকল অন্তর্হিত হইয়া যেরূপ স্বার্থপরতাদির প্রশ্রয় হইযা জ্ঞানের মস্তকে বজ্রাঘাত হইয়াছে, এরূপ অবস্থানে সমাজে 'স্ত্রী স্বাধীনতা' প্রদান বা সংগীতচর্চ্চা করান কিরূপ উপযোগী তাহা বলিতে পারিনা। সত্যবটে যে স্ত্রী স্বামীর যাবজ্জীবনের প্রিয়সঙ্গিনী, যাহার গুণে বা দোষে সংসারে স্বর্গসুখ উপভোগ বা নিরয় যন্ত্রনা সহ্য করিতে হয়, তাঁহাকে স্বাধীনতা দান করা, বা সংগীত শিক্ষা দিয়া তাঁহার মনকে প্রফুল্লিত রাখা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য; কিন্তু আমাদের যুবকেরা স্ত্রীগণের স্থল বিশেষে অর্থাৎ সৎকার্য্যাদির অনুষ্ঠান সময়ে স্বাধীনতা দিয়াই সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহাদিগকে পক্ষিণীর ন্যায় একবারে স্বাধীনতা আকাশে উড়াইতে বদ্ধ পরিকর! পক্ষিণী যেমন দীর্ঘকাল পিঞ্জরাবদ্ধ থাকিলে পক্ষ সঞ্চালন করিতে সক্ষম হয় না, তখন তাহাকে একবারে পিঞ্জরমুক্ত করিযা দিলে সে যেমন আশাসুখে উড়িতে চেষ্টা করিয়াও পৃথিতলে পুনঃ পুনঃ পতিতা হয়, উড়িতে পারে না; আমাদের যুবকগণও সেইরূপ দীর্ঘকাল অন্তঃপুরনিবদ্ধা রমণীমণ্ডলীকে পক্ষ সঞ্চালন করিতে শিক্ষা না দিয়াই একবারে আকাশে উড়াইতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারাও আশাসুখে মনের সাধে উড়িতে গিয়া স্বেচ্ছাচারিতা-ক্ষেত্রে পতিতা হইতেছেন, না হইবে কেন? যিনি কখন স্বাধীন

ভাবে উড়িতে শিক্ষা করেন নাই, তিনি উড়িতে পারিবেন কেন? তাঁহাকে সহসা উড়াইতে চেষ্টা করাও বৃথা!

আর এক কথা, যে দেশের পুরুষগণ স্বাধীন নহেন, যাঁহারা অনেকে আত্মরক্ষণে সম্পূর্ণ অসমর্থ; ও কাম ক্রোধাদি দুর্জ্জয় রিপুর একান্ত বশীভূত অথচ বাহিরে জিতেন্দ্রিয় ভীষ্ম বলিয়া পরিচিত! তাঁহারা কোন্ সাহসে যে নিরাশ্রয়া আত্মরক্ষণাক্ষমা জ্ঞান ধর্ম্মবিবর্জ্জিতা গৃহনিবদ্ধা কপোতীকে সহস্র সহস্র শিকার প্রিয় শ্যেন পক্ষীর মধ্যে উড়াইতে চেষ্টা করেন, বলিতে পারিনা! তাঁহাদের সাহসকে শত সহস্র ধন্যবাদ। আমরা এই স্থলে বলিতে বাধ্য হইতেছি, স্ত্রী স্বাধীনতা প্রদান করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য হইলেও প্রথমতঃ হিন্দুরমণীগণকে রীতিমত শিক্ষা না দিয়াও জ্ঞানধর্ম্মে বিভূষিতা না করিয়া তাঁহাদিগকে ইংরেজ-মহিলাগণের ন্যায় সর্ব্বত্র নিসঙ্কুচিতচিত্তে গমনাগমন করিতে দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য নহে। অগ্রে সকলে অবলা রমণীগণেরও আপনাদিগের মনকে দৃঢ় করিতে চেষ্টা করুন, পরে স্ত্রী স্বাধীনতা প্রদান করিবেন।

স্ত্রীস্বাধীনতার ন্যায় সংগীত শিক্ষা বিষয়েও আমাদের এইরূপ মত। যতদিন পর্য্যন্ত সমাজে বিশুদ্ধ-স্বভাব-সম্পন্ন সংগীত শিক্ষক না পাওয়া যাইবে, যতদিন আমাদের ও রমণীগণের মন অভ্রভেদী পর্ব্বতের ন্যায় প্রশস্ত ও অটল না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত সাধারণ্যে হিন্দুরমনীমণ্ডলীকে সংগীত শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। সংগীত শিক্ষাদিতে হইলে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অগ্রে দিতে হইবে। তবে যাঁহারা অতুলবিভবশালী ও সস্ত্রীক জ্ঞানধর্ম্মে বিভূষিত, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা সুধাধবলিত অট্টালিকায় বা সাধারণ নৃত্যালয়ে আপন আপন রমনীগণকে সংগীত শিখাইয়া রমণীকণ্ঠ বিনিঃসৃত গীতধ্বনিতে কর্ণকুহর ও আত্মার পরিতৃপ্তি সাধন করুণ, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু যাঁহারা আমাদের ন্যায় অবস্থাপন্ন, তাঁহারা যেন এই আশা করেন না। ধনে প্রাণে মারা যাইবেন। তাঁহারা এই সাধ, এই জীবনের মত জগন্নাথের পাদপদ্মে যেন উপঢৌকন দেন!

যুবকেরা, অনেক পণ্ডিতও বলিয়া থাকেন, স্ত্রীদিগকে সংগীত শিক্ষা দিলে সমাজের অনেক উপকার আছে; যে সকল যুবা স্বগৃহে আমোদ

অনুভব করিতে না পারিয়া বিপথগামী হয়, যুবতীরা সংগীত শিক্ষা করিলে তাহাদিগকে কুপথ হইতে সুপথে আনিয়া সমাজের অনেক উপকার করিতে পারে ইত্যাদি। আমরা বলি, এ যুক্তি অনেকাংশে সত্য হইলেও ইহাতে অনেক দোষ আছে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের যুবতীরা যেরূপ বিলাসিনী হইয়া পড়িয়াছেন, যদি তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া সংগীত শিক্ষা দেওয়া যায় অথচ অগ্রে জ্ঞানধর্ম্মে বিভূষিতা করা না হয়, তাহা হইলে একদিন এমন সময় আসিয়া পড়িবে, যে সেই দিন দেহরক্ষার্থ হয় আমাদিগকে নিজে রন্ধন করিতে হইবে, না হয় বাবুর্চ্চি রাখিয়া দিতে হইবে। সন্তান প্রতিপালনের জন্য ইংলণ্ড আয়া রাখিতে হইবে! আর নৃত্যশিক্ষা করিয়া বিপথগামী স্বামীর মনোরঞ্জন করিতে হইলে বহুমূল্যের পরিচ্ছদ ক্রয় করিতে হইবে। না দিলে রক্ষা থাকিবে না। ইংরেজ মহিলাগণ বকের কাকের পালক মস্তকে দিয়াই সন্তুষ্ট। আর আমাদের মহিলাগণ অষ্টালঙ্কারে বিভূষিতা না হইলে রক্ষা রাখেন না। আমরা দরিদ্র সন্তান। আমরা এসব কোথায় পাইব? তাই বলি আমরাও সুখ চাহি না!

আর এক কথা, মদ্যের সহিত সংগীতের বর্ত্তমান সময়ে যেন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছে! রঘুবংশ পাঠে অবগত হওয়া যায়, ইন্দুমতী সংগীতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি মধু, পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই! "মদিরাক্ষি মধুঃ পীত্বা রসবৎ কথংনুমে" ইহাই সাক্ষ্যস্থল। বিরাট-পত্নীও মধুপান করিতেন। মহাভারত পাঠে জানা যায়, তিনি একদিবস ছদ্মবেশিনী দ্রৌপদীকে মধু আনিতে বলিয়াছিলেন। আমাদের রমণীগণ যে মধুপান করিবেননা তাহার প্রমাণ কি? এ কথায় যেরূপ উত্তর প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, আমরা নিম্নে যথাক্রমে সেই উত্তরগুলির সাধ্যানুসারে উত্তর প্রদান করিয়া অদ্যকার মত বিদায় লইব। পরে পাঠক-মণ্ডলীর সহিত বা কোন পাঠিকার সহিত যাঁহারা পুরুষদিগকে ভেড়া বানাইয়া রাখিয়াছেন! যদি এ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ করিতে হয় তবে সাক্ষাৎ হইবে। কিন্তু যাঁহার পরিণামজ্ঞান আছে বা যিনি যথার্থ সদ্বিবেচক, তিনি কখনই যে সাধারণ্যে সংগীত শিক্ষাদিতে পরামর্শ দিবেন আমাদের

এমন বোধ হয় না। আমাদের মতে অগ্রে পুরুষদিগকে সংগীত শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। বাঙ্গালার কয়জন লোকে সংগীত শাস্ত্রজ্ঞ?

যাঁহারা হিন্দু-পুরন্ধ্রীবর্গকে সংগীত শিখাইয়া চিত্তরঞ্জন করিতে অভিলাষী; তাঁহারা বলেন "সংগীত শিক্ষা দ্বারা বিলাসিনী হইয়া আমাদের পরিবারবর্গ যে রন্ধনাদি বিষয়ে অক্ষম হইবেন, এ আশঙ্কা অতি অমূলক। পাচকতার সহিত সংগীতের কোনরূপ সংশ্রব নাই! ভারতেশ্বরীর একটী কন্যা অতুল বিভবশালিনী হইয়া, ও নৃত্যগীতে বিশেষ ক্ষমতালাভ করিয়াও কেন স্বহস্তে সকলকে রন্ধন শিক্ষা দিতেছেন? ইত্যাদি।" এতদুত্তরে আমাদিগকে বলিতে হইতেছে, পাচকতার সহিত সংগীতের কোন সংশ্রব নাই সত্য, কিন্তু ইংলণ্ডীয় রমণীগণের সহিত বর্ত্তমান হিন্দুললনাগণের তুলনা কখনও হইতে পারে না; আর সে তুলনা করাও বিজ্ঞব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য নহে। ইংরেজ মহিলাগণ স্বাধীন, সুশিক্ষিতা উদ্যম অধ্যবসায়াদিগুণে বিভূষিতা; আর আমাদের রমণীগণ পরাধীনা, অশিক্ষিতা বা সামান্য শিক্ষিতা, উদ্যম অধ্যবসায়াদিগুণে এককালে প্রায় পরিবর্জ্জিতা, অধিকন্তু গৃহবিচ্ছেদের ভিত্তি-স্বরূপা! আমরাও যেমন আমাদের রমণীগণও সেই রূপ! আলস্য আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়া দিতেছে। বলিতে লজ্জা করে, এক্ষণকার অধিকাংশ ঐশ্বর্য্যশালী ও কৃতবিদ্য ব্যক্তির জীবন-তোষিনীরা একপদ উঠিয়া বসিতে হইলেই মহা কষ্ট অনুভব করিয়া থাকেন। তাঁহারা যেন নবনীর পুত্তলি! পৃথিবীতে আসিয়া কবরীবন্ধন, আতর গোলাপে শ্রীঅঙ্গের সৌগন্ধ-সম্পাদন, তাম্বুল চর্ব্বণ, অতি সুক্ষ্ম শান্তিপুর কি চন্দ্রকোণার বস্ত্র পরিধান—বা অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় দিন যাপন! করাকেই সারকর্ম্ম বিবেচনা করিয়া থাকেন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণের রমণীরাও আর বনবিহারিণী হরিণীর ন্যায় সরল প্রকৃতি-বিশিষ্টা নহেন; তাঁহারাও অনেকে সভ্যতাস্রোতে শরীর ঢালিয়া দিয়া অনেকস্থলে সাংসারিক কার্য্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া অসার বাবুগিরী প্রদর্শনেও লজ্জাবোধ করেন না। কি লজ্জার কথা! ইহাই কি উন্নতির লক্ষণ?

আমাদের এ সকল কথা স্বকপোল কল্পিত বাক্য মাত্র নহে। আমাদের এই কথা যদি বিশ্বাস না করেন; ও তাঁহারা সমাজে এই সকল দোষকে

বদ্ধমূল হইতে দেখিতে না পান। তবে একবার ১২৮১ সালের বঙ্গদর্শনে "প্রাচীনা ও নবীনা" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমাদের রমণীরা দিন দিন কিরূপ অধঃপাতে যাইতেছেন দেখুন। বঙ্গদর্শন যদি সময়গুণে মনোনীত না করেন, তবে ১৮৮০ সালের এপরেল্ মাসের "ওরিএণ্টাল্ মিস্‌লেনী" নামক ইংরাজী মাসিক পত্রের "The Moral Training of our girls" "আমাদের কুমারীগণের নীতিজ্ঞান শিক্ষা" শীর্ষক প্রস্তাব পাঠ করিলেও আমাদের বাক্যের সত্যতা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এই প্রস্তাবলেখক একজন সুশিক্ষিত উন্নতমনা ও অবলাবন্ধু হইলেও ন্যায়ের অনুরোধে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধের শেষে বর্ত্তমান হিন্দুরমণীগণের নৈতিক জ্ঞানহীনতা সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, সাধারণের সুবিধার্থ আমরা নিম্নে সংক্ষেপতঃ তাহার স্থূল মর্ম্মানুবাদ করিয়া দিতেছি। পাঠক! আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, অশিক্ষিতা বর্ষীয়সী হইতে অর্দ্ধশিক্ষিতা বা বিদ্যাভিমানিনী যুবতীদিগের কার্য্য কত নিন্দনীয় হইয়া পড়িয়াছে!

লেখক বলেন এবং আমরাও প্রতিদিন দেখিতেছি, "নবযুবতীগণ স্বহস্তে অনেকে পাক করিতে পারেন না, তাঁহাদের জন্য উপযুক্ত পতিকে পাচক রাখিয়া দিতে হয়। তাঁহারা সন্তান প্রতিপালনের ভার স্বহস্তে না রাখিয়া দাস দাসীর হস্তে সমর্পণ করিয়া থাকেন। আমাদের প্রাচীনারা পরিবারস্থ বা কোন পীড়িত আত্মীয়ের সেবা শুশ্রুষা করিতে সমধিক আনন্দ ও অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া বোধ করিতেন, কিন্তু উন্নতমনা রমণীরা সে কার্য্যকে আপনাদের উচ্চ অবস্থার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বোধে দাস দাসীর উপর সে ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। ইহারা বর্ষীয়সীগণের ন্যায় গৃহ কার্য্যের সুব্যবস্থা করা দূরে থাকুক, তাহাকে কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়াই জ্ঞান করেন না। বক্তৃপক্ষগণের সম্মাননা, তাঁহাদের নিকট বশ্যতা স্বীকার, স্বামীভক্তি, জ্ঞাতি কুটুম্ব ভৃত্যগণের প্রতি যথোচিত সদ্ব্যবহার প্রদর্শন, সন্তান প্রতিপালন, দুঃখীগণের দুঃখ বিমোচনাদি সকল পবিত্র গার্হস্থ্য-কার্য্য ভুলিয়া গিয়া তৎপরিবর্ত্তে আমাদের নবীনা যুবতীরা সহজ নাটক নবেল্ শিক্ষায় অল্প আগ্রহ প্রদর্শন, অলঙ্কার দ্বারা শরীরের শোভা সম্বর্দ্ধন, এবং পূর্ব্ব বর্ণিত কার্য্য সকল দ্বারা স্বামীকে উৎসন্ন দিতে সুদক্ষা হইয়া

পড়িয়াছেন! নৈতিক শিক্ষা দ্বারা তাঁহাদের উন্নতি না হইলে আমাদেরও উন্নতির সম্ভাবনা নাই।" এ সকল অত্যুক্তি পূর্ণ বাক্য নহে, প্রকৃত বাক্য। অস্মদ্ সমাজের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত লোকের রমণীরা এই সকল সদ্গুণে বিভূষিতা! তবু অদ্যাপিও সমাজে স্ত্রীস্বাধীনতা প্রদত্ত হয় নাই, কেবল সূত্রপাত হইতেছে। ইহার উপর আবার স্ত্রী স্বাধীনতা প্রদত্ত হইয়া হিন্দুললনাগণকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে রত করিলে তাঁহারা যে বিলাসিনী হইয়া রন্ধনের জন্য বাবুর্চ্চি (বাবুর্চ্চি না হউক উচ্চদরের পাচক) ও সন্তান প্রতিপালনের জন্য যে দাস দাসী প্রার্থনা করিবেন এবং না হইলে সম্মার্জনীর দ্বারা পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিতা হইবেন না! ইহাতে সন্দেহ অতি অল্পই আছে। এই সকল বিবেচনা করিয়া অগ্রে আমরা সকলকে আমাদের রমণীগণকে জ্ঞান-ধর্ম্মে-বিভূষিতা করিতে বলি। পরে অন্য কথা।

নব্য-যুবকেরা স্ত্রী স্বাধীনতার কথা শুনিয়া, আবার কেহ কেহ এই বলিয়া আপত্তি উপস্থিত করিয়া থাকেন, যে হিন্দু পুরন্ধ্রীবর্গকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে হইলে স্ত্রী স্বাধীনতা প্রদান করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। এ যুক্তি যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, ইহাতে যে কিছুমাত্র সারবত্তা নাই, তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। কেন না সমাজে আমাদের মত সাধারণ ব্যক্তিগণের এমত ক্ষমতা নাই, যে সকলে আপন আপন রমণীগণকে বা কুমারীদিগকে স্ব স্ব গৃহে রাখিয়াই তাহাদের প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সংগীতশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিতে পারি। স্বীকার না হয় করিলাম, ক্ষমতা আছে, কিন্তু প্রত্যেক গৃহস্থের জন্য প্রত্যেক সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি কোথায় পাইব? আমাদের সমাজে সাধু ও সুসংগীতজ্ঞ ব্যক্তি কত জন আছেন? অভিভাবক আমরা ও শতকরা ৯৫ জন সংগীতশাস্ত্রে নারদ কি ভরতঋষিরতুল্য, হস্তে এক একটী বীণা থাকিলেই হইত! এ অবস্থায় আমরা যে পরিবারবর্গকে বিশুদ্ধ-রাগ-রাগিণী সংযুক্ত সংগীত শিক্ষা দিব সে আশা নাই। অগত্যা সঙ্গীতশিক্ষার্থ তাহাদিগকে সাধারণ বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত স্ত্রী-শিক্ষায় আবশ্যকানুরূপ স্ত্রী স্বাধীনতা প্রদত্ত না হওয়াতেই যখন রীতিমত স্ত্রীশিক্ষা হইতেছেনা,

যখন অনেক কুমারীরা আজিও গুরুজনবর্গের নিকট পাঠাভ্যাস করিতেই লজ্জাবোধ করিয়া থাকে, তখন পরিবারবর্গ কি ১০।১২ বৎসর বয়স্কা বালিকাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না দিলে তাহারা যে অন্তের নিকটে বেশ্যানুরক্ত পতির মনোরঞ্জন করিবার উদ্দেশে পূর্ব্ব হইতে সুপরিচ্ছদ পরিধান (গাউনও হইতে পারে!) পূর্ব্বক ঘুরিয়া ফিরিয়া তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া নৃত্যগীত বাদ্যাদি শিক্ষা করিতে পারিবে ইহা কখনও বিশ্বাস্য হইতে পারে না। অবশ্য রমণীগণকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে। দুই চারিটি রমণীকে স্বাধীনতা দান করা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু সমগ্র হিন্দুললনাগণকে এই সময়ে একেবারে ইউরোপীয় মহিলাগণের ন্যায় স্বাধীনতা প্রদান করা কি রূপ বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত, পাঠক! আপনারা তাহার বিচার করিবেন।

এই স্থলে আর একটী বিষয় বলিতে হইল। সংগীতে হৃদয় দ্রব করিয়া থাকে; হৃদয় দ্রব হইলেই যদি উপযুক্ত জ্ঞানরূপ বাঁধে তাহা বদ্ধ না থাকে, তবে সে হৃদয়নিম্নাভিমুখে প্রবলা নদীর ন্যায় স্বভাবের নিয়মানুসারে গমন করিতে থাকে। এ কথায় অনেক যুবক বলেন, "আমরা যদি আমাদের পরিবারবর্গকে সংগীতশিক্ষা দিই, তবে কি আমরা তাহাদিগকে বিদ্যা-সুন্দরের বা নিধু বাবুর টপ্পা শিখাইব? না, আমরা তাহা করিব না। আমরা তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গীত সকল শিক্ষা দিব। তাহা হইলে তাহাদের মন কখন বিচলিত হইবে না ইত্যাদি।" এ কথা যে অপরিণাম-দর্শী যুবকের কথা তাহা কে না স্বীকার করিবেন? আমাদের নবযুবকেরা রমণীগণকে সংগীতশিক্ষা দিতে যে পরিমাণে উপযুক্ত হইয়াছেন, এ কথায় স্পষ্ট বোধ হইতেছে তাঁহারা সে পরিমাণে আজিও মানবপ্রকৃতি বুঝিতে সক্ষম হন নাই! আজিও তাঁহারা সংসার রঙ্গভূমে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত অভিনেতা। জিজ্ঞাসা করি, সিংহশিশু করভ দেখিবামাত্র কেন উৎফুল্ল হইয়া তাহাকে হনন করিতে উদ্যত হয়? কে তাহাকে করিশিশু বধ করিতে শিক্ষা দিয়া থাকে? কে কোকিলকে সন্তান প্রতিপালনের জন্য বায়সের নীড়ানুসন্ধান করিতে পরামর্শ দিয়া থাকে? প্রকৃতিই কি তাহাদের শিক্ষয়িত্রী নহে? প্রকৃতির নিয়মানুসারেই কি তাহারা এরূপ

করিতে অভ্যস্থ হয় না? এজন্য কাহাকেও শিক্ষা দিবার সহায়তা করিতে হয় না। নর নারীর প্রকৃতি ও সেইরূপ। তাহাদিগকে শিক্ষা দেও, আর নাই দেও, যখন স্বভাবের নিয়মানুসারে তাহারা যৌবনে পদার্পণ করে, তখন আপনা আপনিই শিক্ষা করিতে যত্নবান ও যত্নবতী হয়। তখন তাহাদের মন পবিত্র গার্হস্থ্যধর্ম্ম হইতে দূরে গিয়া উড়ু উড়ু করিতে থাকে। সেই সময়ে যদি তাহাদের বাল্য-উপার্জ্জিত নীতি ও ধর্ম্মজ্ঞান থাকে, তবেই তাহারা তাহার বলে, রক্ষা হইতে পারে, নতুবা সুবিধা পাইলেই অতল গভীরজলে নিমগ্ন হইয়া যায়। তাই আবার বলি, তাহাদিগকে অগ্রে জ্ঞানধর্ম্মে বলিষ্ঠ কর। বলিষ্ঠ হইলে যাহা হয় করিও। কোন আপত্তি থাকিবে না। বরং সমাজের উন্নতি হইতে পারিবে।

মধুপান সম্বন্ধে অনেকে বলেন, ছিছি কি লজ্জার কথা! বাঙ্গালীর রমণীরা নাকি সুরাপান করিবে, ইহাও কি সম্ভব হয়। একথাও কি বিশ্বাস করিতে আছে? জিহ্বা তুমি কেন এ কথা উচ্চারণে সহস্রধা হইয়া গেলেনা ইত্যাদি। ফলকথা এ আশঙ্কা বৃথা। এ কথা উচ্চারণে জিহ্বা সহস্রধা হইবারই কথা, কেন না যে ভারত, ভারতীয় ললনাগণের পতিভক্তি, ধর্ম্মনিষ্ঠাদির জন্য জগৎ পূজিত, সেই ভারতীয় বিশেষতঃ বঙ্গীয় ললনাগণ যে মধুপানে আসক্তা হইবেন, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর। কিন্তু কি করি, লজ্জার বিষয় হইলেও ন্যায়-ধর্ম্মানুসারে আর বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া থাকিতে পারিতেছিনা। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, অনেক হিন্দু পরিবারবর্গের মধ্যে ইহাঁর মধ্যে মদ্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, অনেক উন্নত হিন্দু সন্তানের পারিবারেরা চিঠী কাটিয়া মদ্যালয় হইতে মদ্য আনিতে শিখিয়াছেন! এ প্রত্যক্ষ ঘটনা। ইহার মধ্যেই এই, সঙ্গীত শিক্ষা দিলে যে ইহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিতায়তন সম্পন্ন হইয়া অল্প দিবসের মধ্যে সংক্রামক রোগের ন্যায় বঙ্গদেশব্যাপী হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? প্রত্যক্ষের অপলাপ করিয়া সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিলে পাঠক কি পাঠিকাবর্গ যদি আমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, আমরা তাঁহাদিগকে সে রূপ সন্তুষ্ট করিতে অভিলাষী নহি। সত্য অবশ্য প্রকাশ করিব, এজন্য লজ্জা পরিত্যাগ করিতে হয়, বা জিহ্বাকে সহস্রধা করিতে হয়, তাহাতেও কুণ্ঠিত নহি। এখনও দিন আছে,

এখনও প্রতিকারের সময় আছে ; কিন্তু প্রতিকার করে কে? বাঙ্গালার অধিকাংশ লোক, যে শয্যাগুরুর চরণতলে বিক্রীত! কে শয্যাগুরুর বিপক্ষে কথা বলিতে প্রশস্ত বক্ষঃ ধরাণ করিয়াছে? অনেকে যে বাস্তবিকই ভীত! যিনি সাহস করিতে সক্ষম, তিনিই প্রকৃত মনুষ্য। তাঁহাকেই ধন্য! তিনিই বাঙ্গালার আশ্রয় স্থল।

যাহা হউক এ সম্বন্ধে আরও অনেক বক্তব্য আছে। কিন্তু আদরিণীতে স্থানাভাব বিবেচনা করিয়া এই স্থলেই বিদায় গ্রহণ করিলাম।

তবে উপসংহারে এই কথা বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য, অগ্রে আমাদের রমণীগণের মনকে ও সমাজের পুরুষগণের চিত্তকে দৃঢ় করিতে সকলে যত্নবান্ হউন, এবং নারীগণের সহিত পুরুষগণও জ্ঞানধর্ম্মে বিভূষিত হউন, তখন স্ত্রীগণকে সাধারণ ভাবে সঙ্গীতশিক্ষা দিবেন। স্ত্রীকণ্ঠ-বিনিঃসৃত গীত অতি মনমুগ্ধকর। কে ষোড়শী রমণীর গীত শুনিতে উৎকর্ণ না হয়, কে তাহার নৃত্য দেখিতে সহস্র চক্ষু প্রার্থনা না করে? কিন্তু করিলে কি হইবে, সমগ্র সমাজের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পরে তাহা কর্ত্তব্য। এ সুখ সকলেরই প্রার্থনীয়। কিন্তু আহো কি পরিতাপ! বিধাতা, হতভাগ্য আমাদের অদৃষ্টে এ সুখ লিখিতে বিস্মৃত হইয়াগিয়াছেন!!

শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়
ভাগলপুর।

আরণ্য-প্রসূন।

(খণ্ডকাব্য।)

কলিকাতা ১৪ নং ডফ্‌ষ্ট্রীট্। মূল্য ৷৹ আনা মাত্র।

আজ কাল যে সময় ইহাতে নূতন কবির গ্রন্থের সমালোচনা করার পদ্ধতিই নাই! যদি কেহ করেন,—তবে ছাঁকা নিন্দা, কিন্তু আমরা আরণ্য প্রসূনের সৌরভ যত দূর পাইয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি,—এখনকার অনেক উপবন কুসুমাপেক্ষা অনেক সময় তৃপ্ত হইয়াছি।

ফুল গুলি পরিষ্কার, শুগন্ধি। তবে সব স্তবক ভাল বদ্ধ নয়, কোন কোন স্থলে পাপড়ি ভাঙ্গা কোন কোন স্থলে গন্ধহীন! বনের ফুল সব সমান সম্ভবে না!

আরণ্য প্রসূন সম্বন্ধে আমাদিগের যাহা বক্তব্য তাহা এক প্রকার বলা হইল। কিন্তু কবি উপহার স্থলে লিখিয়াছেন,—

" কারে দিব তোমাবিনা কে লইবে আর,
কে দেখিবে পরিমল, আছে কিনা তায়! "

তজ্জন্য আর দুই একটী কথাব উল্লেখ আবশ্যক।

পরিমল—লইতে লইতে রগ্‌ড়াইতে হয়, অমর সিংহের উক্তি,—" বিমর্দ্দোত্থে পরিমলে গন্ধে জনমনোহরে "—বিমর্দ্দন করিয়া যে মনোহর গন্ধ বাহির হয় তাহার নাম পরিমল! কিন্তু ফুল বিমর্দ্দনে প্রায়ই সদ্গন্ধ যায়, আমরা ফুলগুলি অধিক বিমর্দ্দন করিতে চাহিতাম না, তবে কবির ইচ্ছা সুতবাং দুই এক স্থল রগ্‌ড়াইয়া দেখিয়াছি, তাহাতে বিরক্তি কর হইয়া উঠে! প্রথম প্রসূন—অবতরনিকা—একটি স্তবক—

"সুনীল অম্বর তলে শরতের শশী
বিশদ রজত রঙ্গ ফলাইয়া মুখে
ভাসিল—হেরিল লক্ষ যোজন অন্তরে
মুদিত আনন দুখে কুমুদিনী প্রিয়া——
পড়িল খসিয়া আসি সরসী-সলিলে।
ধীরে ধীরে সরাইয়া মুখ আবরণ,
চুম্বিল অধর তার বিপুল সোহাগে!
সিহরি আবেশে তাহে বিধু বিনোদিনী
চাহিল শশাঙ্ক পানে,—গাঢ় আলিঙ্গনে
পড়িল—সোহাগী যথা—পতির উরসে
কহিতে মরম কথা প্রাণে প্রাণে যেন।"

সুগন্ধি,—সুদৃশ্য! কবিতা-উপবনের যত্নের কুসুমের সাদৃশ্য আছে,—কবিতা কুসুমটি লেখকের ভাবুকতার ও কবিত্বের পরিচয় দেয়। কিন্তু পরিমল লইতে চেষ্টা করিলে পূতিগন্ধ হয়, শরতের শশী পরিস্কৃত শ্বেতবর্ণ মুখে দিয়া—সুনীল অম্বরে ভাল হয় না, পড়িল খসিয়া আসি—অসঙ্গত বরং পড়িল খসিয়া যেন—হইলে ভাল হইত, আর একটি কথা কবি একটু সায়ং সমীরণের উল্লেখ করিয়া যদি কুমুদিনীকে কাঁপাইতেন তাহা হইলে, "শিহরি আবেশে"—আরও মিষ্ট হইত।

উপহারের প্রথম দুই ছত্র——

"সখের বাগানে, সখে, পশিয়া পুলকে,
তুলিয়া ফেলেছি এযে বনফুল, হায়!"

সত্যকথা!—সখের বাগানে প্রায়ই অনেক কুসুমের কলম থাকে, কবির বাগানের সকল কুসুম ঠিক বনজাত স্বাভাবিক কুসুম নয়, অনেক স্থলে ভাল ভাল কুসুমের কলম!—কবি সৌখীন হেম বাবুর বাগানের অনেক কুসুম বৃক্ষের কলম লইয়াছেন—এক এক স্থানে ঠিক তাঁহার বাগানের ফুল বলিয়া বোধ হয়।

কবির এই কয়টি মুখ্যদোষ,—অনেক স্থলে মনের ভাব পরিস্কার প্রকাশ

হয় নাই, কতকগুলি শব্দ অন্যায় ব্যবহার হইয়াছে, আর এক স্থলে স্ত্রী শিক্ষার বিরোধী, একস্থলে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন! আর একটি কবির কুসংস্কার—

নাহেরি সে নারীমুখ—কবিতার খনি—
* * * * * * * * * *
* * * * * * প্রেমে প্রবঞ্চনা—

নারীমুখ না হেরিলে কবি হয় না, বা প্রেমে প্রবঞ্চনা না হইলে কবি হয় না, এটি ভ্রম! সেদিনের কথা কবি শঙ্করাচার্য্য,—হেরেনিতো নারীমুখ কবিতার খনি,—তথাপি বিখ্যাত কবি। এ কবি সংসারী "শিশু" শীর্ষক কবিতাটি তাহার স্পষ্ট প্রমান—তবে কেন কবি দুঃখ করিয়াছেন,—— "নাহেরি সে নারীমুখ—" জানিনা যে কি কি লক্ষাণ থাকিলে নারীমুখ কবিতার খনি হয়! আমরা কবির প্রণয়িনীকে প্রেমে ছলনা করিতে অনুরোধ করি!!

আর একটি বিলাতী কলমের কুসুমের চমৎকারিতা দেখাই।

"ওই জলে কুতুহলে ক্ষুদ্রবীচিদল
আমোদে মাতিয়া যেন নাচিয়া নাচিয়া
সুধাধারা ধরি উঠে বাসনা কেবল,
নাপারে উঠিতে—ছোটে, পড়িয়া পড়িয়া।"

চাঁদ শীর্ষক কবিতাটি অতি মিষ্ট—ভাবগুলি ভাবুক কবির মত; একটি কবিতা।

"মরি ওই বিরহিনী বিচ্ছেদ জ্বালায়
চেয়ে চাঁদে প্রাণ কাঁদে বাসনা অন্তরে—
চিকন চাঁদের গায়ে পারদ মাখায়
সে মুকুরে দেশান্তরে প্রিয়তমে হেরে।"

স্থানে স্থানে অনর্থক কতকগুলি দুর্গন্ধি বন্য কুসুম আহরণ করা হইয়াছে, "কন্যাদায় হইতে কন্যাগুণে রক্ষা" শীর্ষক কবিতাটির অনেক স্থল বাদ দিলেই ভাল হইত,—এক স্থলে—

" বিলাত ফেরত সি, এস্ ফাঁসা,
উকিল মোক্তার অর্জ্জন নাশা,
বিলাতি ঔষধে নিদান ধাবী,
অথবা " বিউটী " বিলাসাচারী—
উপাধি ভূষিতা কুমারী " ভাণ্ড "
বাড়াবে যেমন বাজা বা'রাণ্ড।

বোধ হয় আমরা ঔদ্ভিজ্জ বিদ্যায় পারদর্শ নহি, সুতরাং এ কুসুম গুচ্ছটির কিছুই বুঝিতে পারিলাম না! কবি যে ভাষায় কবিতা লিখিয়াছেন, তাহার ভিতর এরূপ শব্দ বিন্যাস সুরীতির পরিচয় নহে।

আমাদের নব কবিকে অনুরোধ তিনি পুনর্ব্বার যখন কবিতা লিখিবেন তখন একটু ভাষায় বিষদতা সম্পাদন করিতে যত্নবান হইবেন।

যাহাই হউক আমরা কবিপ্রিয় পাঠকবর্গকে একবার গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি, আজকাল আমাদের বঙ্গ সাহিত্য উপবনে যেরূপ বন্যকুসুম নিত্য জন্মাইতেছে, এ আরণ্য কুসুম তদপেক্ষা অনেক ভাল।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

—**—

চতুরা (উপন্যাস) গুপ্তলিপি লেখক প্রণীত। কলিকাতা ৮৪ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট্ "কলিকাতা প্রেশে" মুকর্জ্জী কোম্পানির দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গুপ্তলিপি লেখক একজন রচনা নিপুন উপন্যাস লেখক কিনা তাহা বলিতে পারি না। চতুরাতে ভাল বলিবার কিছুই নাই।

জয়নগর পাঠালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক বিবরণ। আমরা জয়নগর পাঠালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক বিবরণ পাঠে প্রীত হইলাম। কতিপয় উন্নত মনা মাতৃভাষা প্রিয় যুবকের উদ্যোগে ও যত্নে ইহা যে ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পাঠালয়ে অনেকগুলি সপ্তাহিক ও মাসিক পত্রাদি লওয়া হয়। কিন্তু ইহারা বঙ্গদর্শন গ্রহণ করেণ না দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড বঙ্গদর্শন প্রত্যেক পাঠালয়েই থাকা উচিত; ঐ তিন খণ্ড বঙ্গদর্শনে যে সমস্ত মূল্যবান হীরকাদি স্তরে স্তবে সুসজ্জিত আছে সে রূপ রত্নাবলী এ পর্য্যন্ত কোন পত্রিকাকে উজ্জ্বলিত করিয়াছে কি না সন্দেহ। আপাততঃ যে বঙ্গদর্শনের অতি দৈন্যদশা তাহা আমরা স্বীকার করি—তথাপি "বান্ধব" ব্যতিরেকে এখনও তাহার সমতুল্য কোন মাসিকপত্র আছে কি না সন্দেহ। আধুনিক বঙ্গদর্শনে রাশি রাশি আবর্জ্জনা থাকিলেও তাহার মধ্যে এক একটী অতি উৎকৃষ্ট রত্ন দেখিতে পাওয়া যায এবং সেই রত্নের দর্শন লালসায় বার্ষিক ৩।৶০ ব্যয় করা একটী পাঠালয়ের পক্ষে অপব্যয় নহে।

সাবিত্রী। এ চিত্রখানি কলিকাতা আর্টষ্টুডিয়ো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ঘোর নিশীথ সময়ে জম দূতগণ সমভিব্যাহারে সত্যবানকে লইতে আসিযাছেন। সতী সাবিত্রী কৃতাঞ্জলিপুটে সরোদনে জমরাজের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছেন। জমরাজ তাহার বিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া সহাস্যবদনে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। আমরা এ চিত্রটি দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি, যাঁহারা দেব দেবীর মূর্ত্তি সযত্নে গৃহে রাখেন, তাঁহারা যেন এ সকল চিত্র রাখিয়া গৃহ শোভা সম্বর্দ্ধিত করিতে বিস্মৃত না হন।

কালী। এ চিত্রখানিও আর্টষ্টুডিয়ো হইতে চিত্রিত। বাস্তবিকই এ চিত্রখানি দেখিলে চমকিয়া উঠিতে হয়। আলুলায়িত কেশা উলাঙ্গিনী মহাদেবী মহা সংগ্রামে নিরতা। দেখিলেই "মহা মেঘ প্রভাং ঘোরাং মুক্তাকেশীং চতুর্ভূজাং" যে কি রূপ মূর্ত্তি তাহা উত্তম বুঝিতে পারা যায়।

মহাদেব (বিগত প্রাণ সতীদেহ সহ।) এখানিও আর্টষ্টু-

ডিয়ো হইতে প্রকাশিত। আমরা আর্টষ্টুডিয়োর যত ছবি দেখিতেছি ততই যেন মুগ্ধ হইতেছি। যাঁহাদের অসাধারণ অধ্যবসায় ও যত্নে আর্টষ্টুডিয়োর প্রাণ ও প্রতিপত্তি আমরা কিরূপে তাহাদিগকে যথাযথ ধন্যবাদ দিব তাহা স্থির করিতে পারিতেছিনা। আশা করি সূক্ষ্ম শিল্পানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়া ইহাদিগকে শিল্পের প্রতি বিশেষ মনোযোগী করাইয়া, বঙ্গের মুখোজ্জ্বল করিবেন।

বর্ণমালা। ইহাও একখানি অতি উৎকৃষ্ট বস্তু কলিকাতা আর্টষ্টু-ডিয়ো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ইংরাজী ফারসি প্রভৃতি নানাবিধ ভাষার বর্ণমালা ইহারা প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহা মনোহর বর্ণে নানাবিধ ফলমুল সম্বলিত চিত্রদ্বারা রঞ্জিত হইয়াছে। ইহা যে রূপে প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে শীঘ্র নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। ছোট ছোট বালক বালিকা দিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্তই ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। মাতা পুত্র কন্যাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন এইরূপ এক খানি চিত্রও তাহার শিরোদেশে অঙ্কিত হইযাছে। বস্তুতঃ এখানি বঙ্গের নূতন বস্তু। ইহা গৃহে গৃহে সমাদৃত হইলে উদ্যোগ কর্ত্তাদিগেব শ্রম সফল হইবে। মূল্যও বোধ করি অধিক নয়।

Bengal Miscellany এই নামে একখানি মাসিক পত্র চুঁচুড়া বুড়-শিবতলা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার প্রথত খণ্ড আমারা প্রাপ্ত হইয়াছি ইহাতে ৩ টি ইংরাজী ও ৫ টী বাঙ্গালা প্রবন্ধ আছে অধিকাংশ প্রবন্ধই সরল ও সুখপাঠ্য হইয়াছে, আমবা বেঙ্গল মিস্‌লেনির দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি। একটী কথা,—ইংরাজীভাষার পদে সেবা করিবাব লোক পৃথিবীতে অনেক আছেন, কিন্তু বঙ্গভাষার দীন বদন মণ্ডলে ভ্রমেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এমন লোক বঙ্গেও অতি অল্প। যাঁহারা আমাদের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম বঙ্গভাষার মলিন মুখচ্ছবি দেখিয়া দুঃখিত হন, আমরা আন্তরিক আহ্লাদ সহকারে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কৃতার্থ হই।

নৈশ বিহার।

——**——

(উদ্যানে।)

একদা নিশাপতি স্বকীয় মৃদু মধুর শান্তিজনক কিরণ বিকিরণ করিতেছে, ও গগন পটে অসংখ্য তারকারাজি সহাস্য আননে শশধরের চতুর্দ্দিকে বিরাজ করিতেছে, সেই সময়ে আমি সেই মনোহর দৃশ্য সন্দর্শন কবিতে বরিতে গৃহ পার্শ্বস্থ কুসুমোদ্যানে দৈনিক শ্রম শান্তি করনার্থ গমন করিলাম। উদ্যানের এক পার্শ্ব আলিঙ্গন করিয়া একটি সাগরাভিসারিনী নদী প্রবাহিতা হইতেছিল। আমি তাহার তীবোপরি একটি প্রস্তরময় আসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রকৃতির সেই মধুর ভাব অবলোকন করিতে লাগিলাম ও সেই ভাবে বিমোহিত হইযা তৎ প্রণেতা অনাদি কারণ ঈশ্বরকে মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম। দেখিলাম,—তরঙ্গিনী বক্ষে নক্ষত্রমালা পরিশোভিত শশধর সহাস্য আননে প্রতিবিম্বিত ও মন্দ সমীরণ সন্তাড়িত, নদী তলে ধীরে ধীরে নর্ত্তিত। সেই পুণ্যময়ী স্রোতস্বিনী অসংখ্য তারকারাজি বক্ষে ধাবণ করিয়া সুকল স্বরে সাগরাভিমুখে গমন করিতেছে। তাহার বিরাম নাই, শ্রান্তি নাই; অবিরল চল চল চলিতেছে। যে দিন হইতে সেই নদী সৃজিতা হইয়াছে,—সেই দিন হইতে সে সাগর প্রয়াসিনী হইয়াছে। আমি তখন শীতল নৈশ সমীরণ সেবিত হইয়া, সেই শিলাতলে উপবিষ্ট থাকিয়াই, অনন্য মনে সেই সাগরাভিসারিণী তরঙ্গিনী ক্রীড়াই লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে থাকিতে থাকিতে প্রকৃতিভাব বিমোহিত আমার মনে আর একটী নূতন ভাবের উদয় হইল। ভাবিলাম এই নদীজীবনের সহিত মনুষ্য জীবনের তুলনীয় কি কিছুই নাই? কিঞ্চিৎ ভাবিতে ভাবিতেই প্রতীতি জন্মিল, আছে—আকাঙ্খা! সকলের নিবৃত্তি আছে, পরিতৃপ্তি আছে, বা বিতৃষ্ণা আছে, কিন্তু অকাঙ্খার কিছুই নাই, তাহার চিরকালই সমান? তাহাব জীবনের যৌবনে চির বসন্ত বিরাজমান। ঐ যে নদীব জল বিনা নিবারণে বিনা অবরোধে অনন্তকাল সাগর

উদ্দেশে যাইতেছে, সে যত কাল পৃথিবীতে থাকিবে, তত কাল কাহার সাধ্য যে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করে? এই জগৎ সংসারের মনুষ্য হৃদয়বর্ত্তিনী আকাঙ্খারও ঐ ভাব। অনন্ত কাল ইপ্সিত ধনের জন্য ছুটীতেছে, তাহারও নিবৃত্তি নাই, পরিতৃপ্তি নাই, বা বিতৃষ্ণা নাই। মনুষ্য যত কাল থাকিবে ততকাল কাহার সাধ্য যে তাহার আকাঙ্খাকে প্রতিনিষেধ করে? কাহার সাধ্য যে তাহার মনোবেগ স্তম্ভিত করে। যেমন নদীতে স্রোত পরে স্রোত ক্রমশঃ প্রধাবিত হয়, হৃদয়িক আকাঙ্খা সমূহও তদ্রূপ; এক আকাঙ্খা প্রতিনিবৃত্ত না হইতে হইতে আবার নূতন আকাঙ্খা দ্বারা হৃদয় প্রতিবেষ্ঠিত হয়। যেমন স্রোত কখন ফুরায় না তেমনি আকাঙ্খাও ফুরায় না। কে কবে দেখিয়াছ যে অমুক লোক আকাঙ্খাশূন্য এবং কে কবে দেখিয়াছ যে নদী স্রোতশূন্য। আকাঙ্খারও নিবৃত্তি নাই, নদীরও নিবৃত্তি নাই। মনও চিরকাল স্বীয় ইপ্সিত পদার্থের অনুসরণ করিবে, নদীও তদ্রূপ করিতে কখন বিরত হইবে না। অতএব নদী এবং মানব হৃদয়, নদীর জলও মানবাকাঙ্খা তুলনীয়।

আবার ভাবিলাম তাহাই বা কিরূপে সম্ভব। নদী জল বেগবান ও অনন্ত কাল প্রবাহিত হইলেও সাগর পর্য্যন্তগামী কিন্তু মানবাকাঙ্খা অনির্দ্দেশ্য! কোথাও স্থির ভাবাপন্ন হইবে না। আর নদী পুণ্যময়ী, মানব হৃদয় পাপময়, অপবিত্র বস্তুও নদীর জলে প্রক্ষালিত হইয়া পবিত্র হয়, কিন্তু মানব হৃদয়ে তাহা হয় না। মানব হৃদয় দুর্গন্ধময়, সেখানে যদিও কেহ সহসা প্রবেশ করিতে পারে না, তথাপি বলিতে কি সে স্থান গলিত পদার্থের কঙ্কাল দ্বারা পরিপূরিত, সেখানে পবিত্র বলিবার কিছুই নাই। হায়! আমি কি ভাবিতেছি, আমি এই অকিঞ্চিৎকর মানব হৃদয়ের সহিত নদীর তুলনা করিতেছি! হায় রে! এই অপদার্থ মানব জীবন হইতে সময়ে সময়ে কি পশু জীবনও উপাদেয় বলিয়া বোধ হয় না? ওহো ধিক্! কি বিড়ম্বনা! জীবন তুমি ঘৃনিত? ছি! ছি! সকল জীবের শ্রেষ্ঠ মনুষ্য, তাহার জীবন অপবিত্র! যদি তাহাই হয়, তবে মনুষ্য পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিসে?

যেখানে দ্বেষ, হিংসা, অহংঙ্কার, ইর্ষা ঘৃণা, প্রভৃতি অসংখ্য জঘন্য বৃত্তি সমূহ সতত দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহা যদি পবিত্রতার আদর্শ বা আবাস

ভূমি হইল, তবে অপবিত্র কি? পশু জীবন অপবিত্র, কিসে? যিনি অপ্রতিহত ভাবে স্বীয় স্বার্থ ও সাধণাকে উপেক্ষা করিয়া পরহিত করিতে সক্ষম তিনিই কি বুদ্ধিহীন? আর যিনি কেবল পরস্ব হরণ করিতে পটু, যিনি জ্ঞাতি বর্গকে পদতলে বিদলিত করিতে ইচ্ছুক, যিনি দরিদ্র প্রতিবাসি দিগকে অন্যায় অভিযোগ দ্বারা বশ্য করিতে নিপুণ, যাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে অনুচর বর্গ কাঁপিয়া আকুল তিনিই বুদ্ধিমান? তিনিই জ্ঞানী? তিনিই জন সমাজের প্রধান নেতা, সম্মান ভাজন ব্যক্তি? যদ্যপি তাহাই হয়, তবে মনুষ্য মাত্রেই পশু নহে কেন? কোন মহামতী আর এরূপ পশু দুর্লভ মানব জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছুক হইবেন? কিন্তু কি ভাবিতে ছিলাম নদীর জল ও মানব হৃদয় দূর হৌক আর পারি না।

প্রকৃতির সহিত তুলনা করিয়া সমাজিক বা সংসারিক চিন্তা কি কষ্ট দায়ক। একে চিন্তা কষ্ট দায়ক, তাহাতে আবার আত্ম দোষ দৃষ্টে সংশোধনে অকৃত কার্য্য হইয়া পরিতাপ ছলে চিন্তা আরও ক্লেশকর। আমি এ চিন্তা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। চন্দ্র তারকা বক্ষে প্রতিফলিত কারিণী মৃদুকলনাদিণী বিচীমালা সুশোভিণী তরঙ্গিণীকে পরিহার পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিলাম।

উদ্যান মধ্যে একটি সুন্দর তড়াগ ছিল, তাহার সুচারু কারুকার্য্য সম্বলিত ইষ্টক নির্ম্মিত সোপানোপরি উপবেশন করিলাম। দেখিলাম এখনও সেই সর্ব্বত্র বিহারী শশধর বিরাজ করিতেছে। কৌমুদীমাখা কুমুদিনীগণ হাস্য করিতেছে। একপ যৌবনে পতিপ্রেমে আহ্লাদিনী কোন সুহাসিনী আন্তরিক আহ্লাদ লুকাইতে পারে? সে আন্তরস্পর্শী আনন্দ প্রকাশ হইবেই হইবে। কিন্তু কুমুদিনীর এত হাসি আমার ভাল লাগিল না। যে কাল চক্রের চঞ্চল পরিবর্ত্তনে সতত বিঘূর্ণিত হইতেছে, তাহার এত হাসি কেন? তোমার পার্শ্বে কে দেখিয়াছ—কমলিনী—সূর্য্যোদয়ে তাহার মুখভরা হাসি দেখিয়াছ, আবার এখন দেখ! তাই বলি যখন হাসিবে তখন বুঝিয়া হাসিও, যখন হাসিলেই কাঁদিতে হইবে বলিয়া স্থির, তখন হাসি কেন? যদিও হাসি এত উচ্চ হাসি হাসিব কেন? ধন, যৌবন, মান, সম্ভ্রম, যশ, কিছুই নিত্য নহে, এ অনিত্য সংসারে নিত্য বলিবার বস্তু কিছুই নাই। তবে এত কি জন্য হাসিব?

আর কমলিনী তুমি ও কাঁদিও না, পরের হাসি দেখিয়া তোমার হৃদয়ে বিরাগ বা দুঃখকে স্থান দিওনা। কেহ চিরকাল হাসিবেনা কেহ চিরন্তন কাঁদিবেনা। এই পিশাচপুরী-সংসার ক্ষণস্থায়ী, এই ক্ষণস্থায়ী সংসারে ক্ষণস্থায়ী জলবুদ্বুদবৎ প্রাণ লইয়া এত কাঁদিও না। যদি পরিণামে দুঃখ না পাইতে ইচ্ছাকর তবে মিতব্যয়ী হও। অযচ্ছল অনিয়ম বা যে কোন প্রকার ব্যয় হউক, স্বীয় ধনাধারের সহিত পরামর্শ ব্যতিরেক কোন ব্যয়ই করিওনা। তপন প্রিয়া তুমি কি জাননা যে মধু এ সংসারের সম্বন্ধ। যদি জানিতে তাহা হইলে এত অপব্যয় করিয়া আজি আমার নিকট এত কাঁদিতেনা। এ সংসার নিতান্তই মধুর নির্মিত্ত। যেখানে মধু নাই সে কিসের সংসার? যাহার মধু নাই সে কিসের মনুষ্য? তাহার মান যশ গৌরব কোথা? তাঁহার দয়া থাকিলেও দয়া নাই, মায়া থাকিলেও মায়া নাই, ভাল বাসিলাও অপ্রেমিক, জ্ঞান থাকিতে মূর্খ, অতএব সে রূপ লোকের বিজনে অলক্ষিত ক্রন্দন কাহার কর্ণে প্রবেশ করে? যদি ও কেহ দৈব ঘটনা প্রযুক্ত তাহাকে দেখে, সে আর কখন দেখেনা, সে বারান্তরে সে স্থান হইতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া প্রস্থান করে।

যে সংসার বুঝিয়াছে, যে প্রকৃতির গুহ্য বৃত্তান্ত তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়াছে, সে আর হাসিবেনা। অপর কথা কি, যিনি একটি গোলাপকে প্রিয়তমার কবরীতে সাজাইয়া দিয়াছেন, আবার ক্ষনেক পরে পদতলে বিমর্দ্দিত করিতে দেখিয়া স্তম্ভিত না হওয়ার প্রকৃত কারণ বুঝিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন এ সংসার কিসের, তিনিও ইহ জনমে আর হাসিবেন না।

প্রকৃতির গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে সহসা পেচকের বিকট শব্দ কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র আমার চিন্তা ভাঙ্গিয়া গেল। রজনীর কার্য্য নিদ্রা লালসায় গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

লুক্রেশিয়া।

——oo——

"পবিত্র ত্রিদিব ধাম ধরণীমণ্ডলে
সতীত্বরতনে নারী বিভূষিতা হ'লে।"
৺ দীনবন্ধু মিত্র।

গভীর পুর্ণিমা রাতি, সুষুপ্ত জগতে
লভিছে জগত জীব, নিশিদেবী ক্রোড়ে
বিরাম দায়িনী নিদ্রা, অচেতন প্রায়।
কিন্তু কোথা সেই পুর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র
দেব কুমুদরঞ্জন ? সরসী সলিলে,
ম্লানমুখী কুমুদিনী, পতি আশে ওই,
চেয়ে আছে এক দৃষ্টে আকাশের পানে।
হায় রে যেমতি, শারদ উৎসব কালে
প্রোষিত ভর্ত্তৃকা যত বঙ্গ সিমন্তিনী
চেয়ে থাকে পথ পানে পতি আশা করি।
একটি তারাও, হায় ! না উজলে দিশি ;
না হাসে প্রকৃতি সতী, বিষন্নবদনা ;
প্রকৃতির প্রতিচিত্রে, কালিমা গভীর
রয়েছে অঙ্কিত, সজল জলদ মালা
ভীমকায় ভয়াবহ ভীষণ দর্শন
নিশ্চলে, আকাশ কোলে, আছে দাঁড়াইয়া
মদমত্ত করী যূথ যেন। গম্ভীরা প্রকৃতি,
না ডাকে জলদমালা, না বহে বাতাস,
না নড়ে পল্লব কোথা, না ডাকে পেচক,
নীরব ঝিল্লীর রব। টাইবর জলে
না দেয় হিল্লোল। প্রকৃতির ভীমবেশে

ভয়ে ভীতা হয়ে, নিসাড়ে তটিনী যেন,
মৃদুমন্দ কলস্বরে, বহে যায় ধীরে।
গভীর তামসী নিশি, নিশব্দ, নির্ব্বাত,
ঘোর ঝিম্ ঝিম্ রবে, নিশিথিনী কাল
প্রকৃতি ভীষণ ভাব, জীবভয়প্রদ
করিছে ঘোষণ। অদূরে নগর রোম,
আবৃত নিবিড় ঘোর নৈশ অন্ধকারে।
উচ্চ মহী রুহ চয, বোধ হয় যেন
ভীম কৃষ্ণস্তম্ভ রাজি, পাষাণ নির্ম্মিত
ধরে আছে উর্দ্ধশিরে, কৃষ্ণ চন্দ্রাতপে।
অথবা বিরাটকায, প্রহরী নিচয
দিতেছে পাহারা যেন রোম নগরেতে।
সকলি গম্ভীর, প্রকৃতি সজ্জিতা আজি,
ভীম রণ সাজে, কেবল অপেক্ষি যেন,
সাঙ্কেতিক শব্দ কোন, তাহ'লে অমনি
মাতিবে ভীষণ রণে। এ হেন সময়ে,
ভুবন বিখ্যাত সেই রোম নগরেতে
সমগ্র জগত পূজ্য, গৌরব ভাস্কর,
সুসর্জ্জিত কক্ষে, সুখে পালঙ্ক উপরে
নির্ম্মিত দ্বিরদ রদে শায়িতা সুন্দরী
বরাননা বরারোহা বিদ্যুৎবরনী
লুক্রেশিয়া সতী—রমণী কুলের মনি
কোলেটিনস্ প্রিয়া। নিদ্রায় কাতরা বামা।
নিবিড় কুন্তল রাশি, উচ্ছৃঙ্খল ভাবে
পড়িয়াছে স্কন্ধদেশে, প্রশস্ত কপোলে
মন্মথের রঙ্গভূম যেন, মরি কি সুন্দর।
নিমিলিত ঘুমে দুটি নয়ন নলিনী
আকর্ণ পূরিত। রাঙা রাঙা ওষ্ঠ দুটি

স্ফুরিত ঈষদ, প্রকাশিছে রমণীর
অমল দশন জ্যোতিঃ সিন্দূর মার্জ্জিত।
সুগন্ধী প্রদীপ জ্বলে স্ফটিক আধারে,
আলোকি প্রকোষ্ঠতল , চমকিছে তাহে
রমণীব রূপজ্যোতিঃ নয়ন ধাঁধিয়া।
কুস্বপ্ন দেখিয়া বামা, থেকে থেকে যেন,
উঠিছে শিহরি। হঠাৎ প্রকোষ্ঠ মাঝে
পডিল মানব ছায়া। জাগিলা তরুনী,
সভয়ে দেখিলা অগ্রে সেক্সটস্ পাপী,
পীড়িত কন্দর্পে। সভয়ে হরিণী যথা,
দুরন্ত সার্দ্দুল হিংস্র, মৃগপেতে লোভী,
দেখে গুহা মুখে। যুগল নয়ন তার,
বিলাপ বিলোল, কবিছে যতনে পান
বিমল সৌন্দর্য্য সুধা—মানস মোহন।
তৃষিত চাতক যথা পিয়ে কুতুহলে
শাবদ মেঘেব জল, নবীন, নির্ম্মল।
আরম্ভিলা সেক্সটস্ "প্রিয়তমে, প্রাণ,
জীবন আমার, কেমনে জানাব তোরে
কত ভাল বাসি ? মরমে পীড়িত হায়!
না পেয়ে লো ধনী! সাদরে রাখিতে বুকে
তোমা হেন ধনে। সদা ইচ্ছা করে মম
দিবস রজনী হেরি ওই মুখ খানি"
যথা ক্রুর কাল ফণী তীব্র বিষধর,
সরোষে আস্ফালে ফণা, নিশ্বাসি গভীর
উগরায় বিষরাশি, করে চেষ্টা যদি
লইতে মাণিক কেহ ; তেমতি সরোষে
উত্তরিলা নিতম্বিনী "ওরে দুরাচার
মূর্খ, পাপাত্মা, কামুক, জানিস্ না তুই

সতীর সতীত্ব ধন, কি অমূল্য নিধি,
দুর্লভ জগতে। দূর হও কাপুরুষ।
নতুবা এখনি ভীম পদাঘাতে তোরে
পাঠাইব যমপুরে। দেখাব জগতে
পূত শতী নারী দেহে কত বল ধরে।”
পবিত্র স্বর্গীয় বিভা, সতেজ, উজ্বল
চঞ্চল চপলা যেন, বামার চৌদিকে
খেলিতে লাগিল। অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নিকর
উগবিল নেত্রদ্বয় ঝলকে; ঝলকে।
কার হেন সাধ্য ওই রমণীর দিকে
নিরখে মুহূর্ত্ত কাল। পবিত্র মূরতি,
প্রত্যক্ষ সতীত্ব যেন উরেছে জগতে।
ক্ষণপরে সেক্সটস্, স্তম্ভিত, বিহ্বল,
উত্তরিলা আস্ফালিয়া অসি খরসান।
“বৃথা রোষ কেন তুমি কর, প্রাণাধিকে,
হৃদয় রতন। পূরণ না হয় যদি
আমার মানস, এখনি বধিব তোরে
এই অসি দিয়া, পরে ঘোষিব জগতে
মম ভৃত্যাসনে মজেছিল লুক্রেশিয়া
অপবিত্র প্রেমে।” শুনি শিহরিলা সতী;
অবিরল স্বেদ ধারা লাগিলা ঝরিতে
কাঁপিল হৃদয় মন, ঘুরিল মস্তক।
‘কলঙ্ক গাহিবে সবে’ ভাবিতে ভাবিতে
মূর্চ্ছিয়া পড়িলা ধনী। হায় রে যেমন
স্বর্গচ্যুত পূর্ণচন্দ্র পড়িলা ভূতলে।
পাপাত্মার মনসাধ হইল পূরণ।
মন্দ্রিল জীমুত বৃন্দ গভীর নির্ঘোষে,
কাঁপিল সঘনে পৃথ্বি। বহিল পবন,

ভীম পরাক্রমে, উপাড়িয়া তরুরাজি,
মথিয়া সাগর। ঝলিতে লাগিল ঘন
শত সৌদামিনী, ক্ষণিক আলোকি ধরা।
(মানবের মনে যথা আশার সঞ্চার)
ঘন ঘন বজ্রপাত, ঘন ভূকম্পন
পড়িতে লাগিল বৃষ্টি মুষল ধারায়,
ভাসাতে জগত যেন, পাপ কলুষিত,
ভাসাইতে রোম, ভাসাইতে সেক্সটসে
দুরাত্মা লম্পট। ভীম প্রভঞ্জন বলে
কাল মেঘ যত, সীমা হ'তে সীমান্তরে
লাগিলা ছুটিতে। সর্ব্বসংহারক মূর্ত্তি
আজি প্রকৃতির। ভয়ে জড়সড় হায়!
প্রাণীকুল যত। নহে মানবের রণ—
প্রকৃতির রণ এই কে জানে কি হয়।
থামিল তুমুল ঝড়। হইল প্রভাত।
রজনীর অত্যাচারে অরুণ লোচনে,
তরুণ ভাস্কর দীপ্ত পূর্ব্বাসার দ্বারে
দেখাদিল ধীরে। মূর্চ্ছাগতে লুক্রেশিয়া
বিষাদ বিষন্ন মুখী, উঠিয়া বসিল।
দরদরে অশ্রুধারা লাগিলা ঝরিতে
ভাষায়ে কোমল গণ্ড, উরস বিশাল।
চলিলা ভামিনী—গজেন্দ্র গামিনী মরি!
যথা জ্ঞাতি বন্ধুগণ। সম্বোধিয়া পরে
কহিতে লাগিলা ধণী উচ্ছলিত প্রাণে।
"কি বলিব হায়! বলিতে সে সব কথা
বিদরে হৃদয় মম, গত নিশাকালে
হরেছে সতীত্ব মোর সেক্সটস্ পাপী
টার্কুইনাত্মজ" হঠাৎ থামিলা বামা,

অশ্রুণীরে দুনয়নে দেখিলা আঁধার।
কষ্টেতে সম্বরি পুনঃ হৃদয় আবেগ,
আরম্ভিলা সতী। "জানিনা কেমনে হায়!
প্রসবিলা বসুন্ধরা এই কুলাঙ্গারে।
কোন্ পুরুষের শিরা হ'তে শিরান্তরে
নাহি বহে বেগে, তরল তাড়িত স্রোত
এই অত্যাচারে। হায়। হেন কাপুরুষ
কে আছে রোমেতে, অসময়ে ছেড়ে দিবে
এই দুরাত্মায় ? বলে যাই শেষ কথা
সত্য যদি হও তবে বীর আর্য্য সুত
জগত ভূষণ, যদি পুত আর্য্য রক্ত
বহে তব দেহে, তবে করি প্রাণপণ,
বধিবে সবংশে ওই পাপী সেক্সটসে।
সতীর প্রার্থনা শেষ ভুলিওনা যেন"
নিরবিলা ধণী, না মিলাতে প্রতিধ্বনি
লুক্কায়িত অস্ত্রতীব্র, হানিলা সরোষে
নিজ হৃদি মধ্য খানে, পড়িলা ভূতলে।
ভগ্ন রম্ভা তরু যথা ভীম চৈত্র বায়।
সতীর পবিত্র রক্ত আপ্লিলা পৃথিবী।
কি ছার ইহার কাছে, দেবেন্দ্র সম্পদ
জগত গৌরব, কিম্বা, মণি কহিনূর।

জ্যোতির্ম্ময়ী।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মের গতি।

কালিদাস বাবু ছুটির কয়েক মাস শ্রীরামপুরে থাকিয়া মকর্দ্দমার তদ্বির করিতে লাগিলেন। গ্রামের অধিকাংশ প্রজাই শিবনাথের অত্যাচারে, স্বেচ্ছাচারীতায় ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল, মোকর্দ্দমা রুজু করিলে জ্যোতির্ম্ময়ী যে তারকনাথের কন্যা তাহা প্রমাণ করিবার অভাব হইল না—জ্যোতির্ম্ময়ীর ধাত্রী—যে ঝি তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছিল, ও মৃত্যুকালে তারকনাথ যাঁহাদিগের কাছে বাচনিক উইল করিয়া যান, সকলেই সাক্ষ্য দিলেন—জজ সাহেব জ্যোতির্ম্ময়ীকে মোকর্দ্দমা ডিক্রী দিলেন। কালিদাস বাবু মোকর্দ্দমায় জয়লাভ করিয়া আসিয়া আদালতের সাহায্যে জ্যোতির্ম্ময়ীকে সমস্ত সম্পত্তি, বাড়ী ঘর, পুষ্করিণী, সকলের দখল দেওয়াইলেন। শিবনাথকে বাটি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন—মোকর্দ্দমার পূর্ব্বেই শিবনাথ পরাজয়ের পূর্ব্ব সূচনা জানিতে পারিয়া নগদ সম্পত্তি কিছু আত্মসাৎ করিয়াছিলেন—সেই টাকায় হাইকোর্টে আপিল করিলেন। কালিদাস বাবু জ্যোতির্ম্ময়ীর বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া আপন কার্য্যে প্রত্যাগমন করিলেন—এবং সেখান হইতে হাইকোর্টের আপীলের তদ্বির করিতে লাগিলেন—হাইকোর্টে নিম্ন আদালতের রায় বাহাল রহিল—জ্যোতির্ম্ময়ী পিতৃদত্ত সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী হইলেন। শিবনাথের যাহা কিছু ছিল হাইকোর্টের মোকর্দ্দমায় সমস্তই ফুরাইয়া গিয়াছিল—এখন অন্নাভাবে—সংসারের একটি মাত্র শিশুপুত্র—আপনি ও ব্রাহ্মণী—তাঁহার অপরাপর পুত্রকন্যাগুলি ইতপূর্ব্বেই কাল কবলিত হইয়াছিল। দুই তিন মাস মনের খেদে আপন পৃষ্ঠানুগত বন্ধুবান্ধবদিগের বাটিতে রহিলেন—এ সংসারে সকলেই সুখের খেলা ভাল বাসে—তুমি আজি অতুল বিভবের অধিপতি,—তোমার চতুর্দ্দিকে কত লোক অবনত-

মস্তক—তোমার সুখ স্বাস্থ্যের জন্য নিয়ত ঐকান্তিক প্রার্থনা করে—কিসে তোমার মঙ্গল হয় সদা অনুধ্যান করে—তোমাগত প্রাণ—তোমা ভিন্ন জানে না—তোমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত—তোমার নিশ্বাস জোরে বহিলে তাহারা কষ্ট বোধ করে—তোমার পুত্রের অন্নপ্রাশনে, কন্যার বিবাহে আমোদে মহা ধূম ধাম করিয়া বেড়ায়—বাটিতে জনতার নিবৃত্তি পায় না—তুমি আপন মনে সৌভাগ্য বোধ কর—এত লোক যখন অনুগত—তখন কিনা হয়—কিন্তু যেদিন তোমার পুত্রের সাংঘাতিক পীড়া—চিকিৎসক ঔষধ প্রয়োগে হতাশ হইয়াছে—পুত্রটি অনুক্ষণ যাতনায় কাতর হইয়া তোমাকে পিতঃ সম্বোধনে আহ্বান করিতে থাকে—যখন তুমি মনে কর আপন জীবন দিয়াও যদি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্রের স্বাস্থ্যলাভ হয়—গৃহিণী পীড়িত পুত্রের পার্শ্বে বিষণ্ণ বদনে উপবিষ্টা—আর পুত্রের আর্ত্তস্বরে তাপিত হইয়া কিসে আশু উপশম হইবে তাহারই চেষ্টা করিতে থাকেন—ঘোরা তমস্বিনী, তোমরা এই অবস্থায় পতিত হইয়াছ—তখন তুমি কয় জন লোকের দর্শন পাও? কয় জন তোমার বিপদে আসিয়া মাথা দেয়? বসন্তকালে যখন বন উপবন নব পল্লব, পুষ্পমুকুলে পরিশোভিত হয়, মলয় মারুৎ সুমন্দ হিল্লোলে প্রবাহিত হইয়া জীবদেহে সরলতা সম্পাদন করে, কোকিল তখন আসিয়া কুহুরবে মধুর গীত গায়—নিবীড় মেঘাচ্ছন্ন বিদ্যুল্লতা প্রকাশিত ঝটিকার সহ অবিরল বৃষ্টির দিনে তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না—স্বভাবের নিয়মই এইরূপ—এখন শিবনাথ বাবুর বন্ধুগণের দর্শন সুদুর্লভ। তিনি বন্ধু-বান্ধবদিগের বাটিতে থাকিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীরই সাহায্যে একটি বাটি প্রস্তুত করিয়া লইলেন। যদিও তিনি জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ী একদিনের জন্যেও খুল্লতাতের প্রতি বিরক্তি বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই। শিবনাথের মত নৃশংস কৃতঘ্ন লোকের সহিত ব্যবহার করিতে বিশেষ নিষেধ ছিল বলিয়াই জ্যোতির্ম্ময়ী খুল্লতাতের সহিত আহার ব্যবহার করিতে বা এক পরিবারস্থ হইয়া থাকিতে পারেন নাই নতুবা তাহার মনে কোন দ্বিধা ছিল না।

জ্যোতির্ম্ময়ী অতি কষ্টের পর এই বিপুল বিভবের অধিকারিণী হইয়া আপনার দুঃখ বিস্মৃত হয়েন নাই—লোকের বিপদ বেশ বুঝিতেন—অসময়ে

লোকের মনোভাব যেরূপ বিকৃত ও অব্যবস্থিত হয় সে সকলই জানিতেন। এজন্য অনাথ দীন দরিদ্র অসহায় লোক দেখিলেই তাহাদিগকে অতি যত্নে রাখিতেন—তাহাদিগকে প্রচুর অর্থানুকূল্য করিয়া তাহাদিগের দুঃখ দুর করিতেন। কিছুদিন অতিবাহিত হইলে একদিন জ্যোতির্ময়ী কালিদাস বাবুর এক খানি পত্র পাইলেন—তাহাতে তাঁহার নিজের বিবাহের কথা লিখিত ছিল—কালিদাস বাবু লিখিয়াছেন :—

বৎসে!

তোমার পত্র পাইযাছি। তুমি শারীরিক সুস্থ থাকিযা সুশৃঙ্খলায় বিষয় কার্য্য নির্ব্বাহ কবিতেছ পাঠ করিয়া যার পর নাই সুখী হইলাম। তোমার বিষয় কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য আমাকে যাইতে লিখিযাছ, কিন্তু আমার অবকাশ বড কম, চলিত বৎসরের শেষে আমাব পেন্সন পাইবার সম্ভাবনা আছে; পেন্সন মঞ্জুর হইলে সে বাটীতে গিযা মধ্যে মধ্যে থাকিব।

তোমার বাল্যকাল অতীত হইযাছে। তোমার পিতৃদেব জীবিত থাকিলে এবং তোমার দৈব দুর্ব্বিপাক ভোগ করিতে না হইলে এতদিন তোমার শুভ পরিণয় ক্রিয়া বন্ধ থাকিত না। এক্ষণে প্রস্তাবিত কার্য্যের আর উপেক্ষা বা বিলম্ব করা ভাল হইতেছে না। আমি এখানে একটি পাত্র স্থির করিয়াছি—তাঁহার বয়স ২৩ বৎসব মাত্র, এবৎসর এম্. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, আগত বর্ষে বি, এল্. পরীক্ষা দিবেন। তিনিই তোমার পক্ষে সকল বিষযে উপযুক্ত পাত্র অতএব অনুমাত্র বিলম্ব না করিয়া আমাকে উত্তর লিখিবে—উত্তর পাইলে আমি তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়া শুভকার্য্য সমাধা করিয়া দিব। আমবা সকলে ভাল আছি। তোমার ভগ্নী ইন্দুমতী তোমায় দেখিতে চায়। তোমার বিবাহের দিন স্থির হইলে তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইব ইতি ১৩ই মাঘ ১২৭৪ সাল।

শ্রীকালিদাস গুপ্ত।

জ্যোতির্ম্ময়ী পত্র পাঠ করিয়া কিযৎকাল স্থির হইয়া রহিলেন—মনের চিন্তা মুখ ভঙ্গিতে প্রকাশ পাইল। ক্ষণকাল চিন্তার পরে তিনি কাগজ লইয়া প্রত্যুত্তর লিখিলেন :—

জনক প্রতিম!

আপনার অনুগ্রহে, আপনার যত্নে আমার সকলই হইল—কিন্তু প্রাণের ভাই সুধাংশুর অনুসন্ধান হইল না।

আপনার অনুগ্রহ পত্র খানি পাইয়া আমি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। এই কয়েকমাস পরে আপনি পেন্সন পাইবেন শুনিয়া বড় আনন্দিত হই-লাম। নিয়মিত সময় শেষে আপনি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম হইতে অবসর পাইলে এখানে আসিয়া আপনাকে থাকিতে হইবে। আমি মাতাপিতাহীন—আমার আর কেহ নাই—আজ সুধাংশু থাকিলে কিছুই ভাবিতে হইত না। সুধাংশু না থাকায় কিছুই ভাল লাগিতেছে না। এই বিপুল বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ করা কোন মতে আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। আপনি ভিন্ন আমা দ্বারা এই সুদুরূহ কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া কোন মতে সম্ভবে না। ভবিষ্যতের কথায় এখন প্রয়োজন নাই; ঈশ্বর করুন সেই দিনই হউক তখন আপনি অত্যন্ত স্নেহগুণের বশবর্ত্তী হইয়া আমার প্রার্থনা পূরণে অসম্মত করিতে পারি-বেন না।

আপনি অবগত আছেন গিরিজাকান্ত বাবু আমার জীবনদাতা এবং নিঃস্বার্থ পরোপকার পরায়ণ। তাঁহার সদ্ব্যবহারে বেশ বিশ্বাস হয় যে তিনি একজন উন্নতমনা যুবক, বলিতে হইলে আমার ধৃষ্টতা ও চপলতা প্রকাশ হয়, তিনিই আমার একমাত্র বরণীয়। যদিও তাঁহার বিশেষ পরিচয় অজ্ঞাত কিন্তু যখন তিনি পুনরায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া-ছিলেন তখন তাঁহার দর্শন অপেক্ষনীয়। সারদাকান্ত বাবুর পুত্র নির্ম্মল চন্দ্র বিদ্যা বুদ্ধি, ধন মানে কোন রূপে আমার অনুপযুক্ত ছিল না। তেমন দুরাবস্থায় পতিত হইয়াও যখন সে বিবাহে সম্মতি দিতে পারি নাই, তখন এ অবস্থায় ধনান্ধতা প্রযুক্ত পাত্রান্তর পরিগ্রহ করিলে ঘোর অধর্ম্ম হইবে। যদিও গিরিজা বাবুর অনুসন্ধান করা সহজ নহে, কিন্তু চেষ্টায় অসাধ্য কার্য্য নাই। মনে করুন দেখি অপূর্ব্ব কল্পিত আমার এই বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ দৈবানুকূলতায় মিলিয়াছে সেই রূপে কোন দিন না কোন দিন তাঁহার সাক্ষাৎ লাভও অসম্ভব নহে। দৈবের কথা বলা যায় না যদিই দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা না ঘটে তবে চিরজীবন এই রূপেই কাটাইতে হইবে। আপনার কন্যা

আমার প্রাণের ভগ্নী ইন্দুমতী ত ইহা জানে। বোধ হয় আপনি একথা তাহার নিকট প্রকাশ করেন নাই তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই আপনাকে জানাইত। আসিবার সময় ভগ্নীকে সঙ্গে আনিবেন এবং তাহাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন ১৩ই মাঘ ১২৭৯ সাল।

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

—oo—

সন্ন্যাসীটী কে?

কালিদাস বাবু জ্যোতির্ম্ময়ীর পত্র পাইয়া সাত দিনের জন্য সাময়িক বিদায় লইলেন এবং আপন কন্যা ইন্দুমতীকে সঙ্গে করিয়া শ্রীরামপুরে আসিলেন, তাঁহারা দুইজনে অনেক বুঝাইলেন, জ্যোতির্ম্ময়ীর মন কিছুতেই বুঝিল না—তখন তাঁহারা জানিলেন তবে আর জ্যোতির্ম্ময়ীর বিবাহ হইল না। কালিদাস বাবুর শেষ কথার উত্তরে যখন জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন যে "আপনার উপদেশ বাক্য আমার অলঙ্ঘনীয়—কিন্তু আমার মনে বিশ্বাস পাত্রান্তর গ্রহণ করিলে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে।" একথার উত্তরে কালিদাস বাবু কিছুই বলিতে পারিলেন না—কেবল এই মাত্র বলিলেন "আচ্ছা আমি গিরিজা বাবুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।" এবার আসিয়া কালিদাস বাবু কেবল মাত্র চারিটী দিন শ্রীরামপুরে ছিলেন।

চব্বিশ পরগণায় ফিরিয়া আসিয়া কালিদাস বাবু আপন আত্মীয় বন্ধু বান্ধব যাঁহারা বিদেশে ছিলেন, গিরিজা কান্ত মুখোপাধ্যায়ের অনুসন্ধান জন্য সকলকে লিখিলেন—অনেক গুলি প্রকাশ্য সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন, যে কেহ সন্ধান করিয়া দিতে পারিবে তাঁহাকে সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দিবেন। আর তিনি যদি স্বয়ং উপস্থিত হয়েন তবে তাঁহাকে দশ সহস্র মুদ্রা দিবেন—কলিকাতা সহর—এখানকার লোক হুজুগ পাইলে আর কিছু চায় না—কালিদাস বাবুর নিকট গিরিজা বাবুর সন্ধান লইয়া কত শত

লোক আসিল। দুই একজন গিরিজা কান্ত বাবুও আসিলেন—কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ীর গিরিজা বাবু পাওয়া গেল না। কালিদাস বাবু নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া জ্যোতির্ম্ময়ীকে লিখিলেন—গিরিজা বাবুর সন্ধান হইল না—এক বৎসর গেল—জ্যোতির্ম্ময়ী ত গিরিজা বাবুর দর্শন লাভে হতাশ হইয়া পিতৃদত্ত সম্পত্তি সৎকার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য নিজ গ্রামে একটী চতুষ্পাটী, অনাথ মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া আপনি বিবিধ ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠানে মন দিলেন—কয়েক মাস অতীত হইলে তিনি তীর্থ দর্শন মানসে, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, অযোধ্যা বৃন্দাবন পুষ্কর প্রভৃতি স্থাণ পর্য্যটন করিয়া জগন্নাথ তীর্থে উপস্থিত হইলেন। এখানে থাকিয়া তিনি একদিন জগন্নাথ দেব দর্শন করিতে যাইবেন এমন সময় অকস্মাৎ তাঁহার বামভুজ কম্পিত হইয়া উঠিল—অনপেক্ষিত রূপে অন্তঃকরণ আনন্দ রসে পরিপ্লুত হইল—বিনা কারণে অপাঙ্গে সুখাশ্রু বাহিত হইল। আজি জ্যোতির্ম্ময়ীর কি সুখের দিন! জ্যোতির্ম্ময়ী বামনদেব শরণ লইয়া মন্দিরে চলিলেন—তিনি হিন্দুকুল রমণী বাঙ্গালা ভাষা ভাল রূপ শিখিয়া কিছু ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া যে হিন্দু দেবদেবীর প্রতি লঘুশ্রদ্ধা ছিলেন এমন নহে—স্ত্রী স্বভাব সুলভ দেবভক্তি তাঁহার মনে বদ্ধমূল ছিল—দেব মন্দিরে প্রবেশ করিবা মাত্র দেবমূর্ত্তি যেন প্রশন্ন ভাব দেখিলেন—তিনি যেন সহাস্য বদনে জ্যোতির্ম্ময়ীর অন্তরস্থ চিন্তা মেঘে রমণীয় ইন্দ্রধনুব সৃষ্টি কবিতেছেন—দেবমূর্ত্তি দর্শনে জ্যোতির্ম্ময়ী অধিকতর সুখবিহ্বলা হইলেন—তিনি অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজি অধিক সময় শ্রীমন্দিরে দণ্ডায়মান থাকিয়া ভক্তি ভাবে স্তোত্র পাঠ করিয়া বাহিরে আসিলেন—প্রতিদিন যেমন আসিবার সময় মন্দিরের প্রাঙ্গণে দীন, দরিদ্র, অন্ধ খঞ্জ গণকে কিছু কিছু ভিক্ষা দিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিতেন, সে দিন সেই রূপে চারি দিক্ পরিক্রমণ করিতেছেন এমন সময় ভিক্ষুক মণ্ডলী পরিবেষ্টিত একটী যুবককে দেখিতে পাইলেন—যুবকের মূর্ত্তি প্রশান্ত—মুখশ্রী অমায়িকতা পূর্ণ সত্যবাদীত্বের পরিচায়ক—বর্ণ ঈষৎ রক্তিমাভ সুন্দর যেন সিন্দুর চর্চ্চিত কাঞ্চন—নিবিড় কৃষ্ণ বর্ণ আকর্ণ ভ্রূ-যুগল—নলিনীদল নিন্দিত বিশাল চক্ষু—ললাট সুপ্রশস্ত ত্রিরেখা সমন্বিত—শ্রুতিদ্বয় ক্ষুদ্র—মস্তক বৃহৎ, বিপুল ধীশক্তিজ্ঞাপক, তনু-

পরি লম্বিত জটাজাল—বক্ষঃস্থল বিস্তৃত, তাহাতে শ্মশ্রুরাশি দোদুল্যমান—বয়স আন্দাজ ২৯।৩০ বৎসর হস্ত অজানুলম্বিত—পরিধান গেরুয়া বসন—গলদেশে যজ্ঞোপবীত দোষের মধ্যে মহাব্যাধিগ্রস্ত—হস্ত পদের অঙ্গুলিগুলি যদিও এপর্য্যন্ত গলিত হয় নাই—কিন্তু সাধারণ চক্ষে ব্যাধি অনুভবের। সেইমাত্র তিনি স্নান করিয়া আসিয়া বসিয়াছেন—নবগ্রহ স্তোত্র পাঠ করিতেছেন—এই যৌবনে যোগীটীকে দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর অন্তঃকরণে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার সম্মুখে একটী টাকা ফেলিয়া দিলেন—যোগী তাহা লইবেন কি না—তাহা দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিলেন, অনেক ক্ষণ থাকিলেন—তিনি মুদ্রাটী গ্রহণ করিলেন না—জ্যোতির্ম্ময়ী কথায় অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন—তথাপি লইলেন না—অন্যান্য দর্শকগণ বলিলেন তাঁহারা জানেন সন্ন্যাসী অর্থ প্রয়াসী নহেন ভক্তি সহকারে কেহ খাদ্য দ্রব্য দিলে গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাও আহার কাল ভিন্ন নহে। তৎক্ষণাৎ জ্যোতির্ম্ময়ী সঙ্গিনীকে বলিলেন—অনুমতি মাত্র সে দুগ্ধ ও ফল মূলাদি কিছু আনিয়া দিল—স্তোত্র পাঠ সমাপ্ত হইলে তিনি জ্যোতির্ম্ময়ী দত্ত দ্রব্যগুলি গ্রহণ করিলেন। বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইল জ্যোতির্ম্ময়ী সন্ন্যাসীর নিকট পরিত্যাগ করেন না—সন্ন্যাসীর ভাবে যেন গলিয়া গেলেন, সন্ন্যাসী কি জাদু জানে জ্যোতির্ম্ময়ীকে ভুলাইল—জ্যোতির্ম্ময়ীর আহার নিদ্রা গেল—সেই সঙ্গে গিরিজা বাবুর প্রণয়ও উড়িয়া গেল। তিনি পূর্ব্বেও অনেক সুন্দর পুরুষ দেখিয়াছিলেন—সহস্রগুণে সুন্দর দেখিয়াছেন কিন্তু তাহাতে তাঁহার মন টলাইতে পারে নাই, কিন্তু আজি একজন সন্ন্যাসী—মহাব্যাধিগ্রস্থ সন্ন্যাসী দেখিয়া তাঁহার মন সেই খানেই রহিয়া গেল। বিপদসাগরের একমাত্র ভেলা সারদাকান্ত বাবুর স্নেহ, যত্ন তাঁহার পরিবারের সদ্ব্যবহার, মিষ্ট বচন যাঁহার মন হইতে গিরিজা বাবুকে ভুলাইতে পারে নাই—আজি একজন সামান্য সন্ন্যাসী কি করিল কিসে তাঁহাকে ভুলাইল। আমরা তাহা বলিতে পারি না—সেই রাত্রিকালে তিনি ময়ূরাক্ষী তীরে সামান্য দীপালোকে বালিকাবস্থায় পাঁচ ছয় ঘণ্টার জন্য গিরিজা বাবুকে দেখিয়াছিলেন—সে মূর্ত্তি কি এতদিন মনে থাকিতে পারে? কখনই

না—কিন্তু সেই বীণা বিনিন্দিত, কোকিল লাঞ্ছিত কণ্ঠস্বর তাঁহার শ্রুতি-কুহরে জমাট হইয়াছিল—তিনি সন্ন্যাসীকে কথা কহাইবার অনেক চেষ্টা করিলেন—বিফল হইল—কোন কাজে আসিল না—সন্ন্যাসীর চক্ষু উদ্ঘাটিত হইল না। জ্যোতির্ম্ময়ী অনিচ্ছা স্বত্ত্বে, সহচরীর অনুরোধে, লোকলজ্জার ভয়ে বাসায় ফিরিলেন—মনটা কিছু বিকল হইয়া গেল—আশার ফল ফলিল না—ফল বড় সুন্দর—বড় মধুর—সকলের ভাগ্যে মিলে না—আমাদিগের জ্যোতির্ম্ময়ী চিরদুঃখিনী, তাঁহার কেন সে ফলের প্রত্যাশা?—তবে আজি কালি জ্যোতির্ম্ময়ীর পড়তা ভাল—কি হয় বলা যায় না।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

——**——

আশার চাতুরী।

সন্ধ্যা হইল—জগন্নাথ দেবের মন্দিরে আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিল—জ্যোতির্ম্ময়ী আরতি দেখিতে গেলেন। আরতি শেষ হইতে বেশ অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল—তিনি দেবমূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া যুবক সন্ন্যাসীর নিকট যাইলেন—গিয়া দেখেন তখনও তাঁহার সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপ্ত হয় নাই—পরিচারিকাকে সঙ্গে করিয়া সেইখানে উপবিষ্ট হইলেন। ক্ষণেক পরে তাঁহার সন্ধ্যা ক্রিয়া সমাধা হইল—জ্যোতির্ম্ময়ী বিবিধ পেয় এবং ভক্ষ্য দ্রব্য সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন সেগুলি তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া দিলেন—সন্ন্যাসী পূর্ব্বমত তাহা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার একটু প্রসন্নভাব দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার আশ্রম কোথায়?" কোন উত্তর পাইলেন না—আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—তথাপি কোন উত্তর পাইলেন না—তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন উত্তর পাইলেন না—বরং সন্ন্যাসী চাহিয়া ছিলেন, চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ীর মনের কৌতুহল মনেই রহিয়া গেল—সন্ন্যাসী আর চক্ষু চাহিলেন না। রাত্রি অধিক হইল—বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। মনটা স্থির নহে—কেমন একটা চিন্তা—সে চিন্তা তাঁহার বদন সুধাংশু বিবর্ণ করিল।

জ্যৈষ্ঠ মাসের রাত্রি—যামদ্বয় বিগত—দারুণ গ্রীষ্মাতিশয্য—গগনে পূর্ণ-চন্দ্রমা—তাহার নির্ম্মল কিরণজালে আকাশ, মেদিনী, গিরী গহন, বৃক্ষ লতা, অট্টালিকা সকলই রজতময় দেখাইতেছে—অদূরে সমুদ্র—অনন্ত অত্যুচ্চ তরঙ্গমালার তটাহত মধুর ধ্বনি এই নিস্তব্ধ নিশিথে অতি সুন্দর—নিকটবর্ত্তী উদ্যানে কোকিল সহ কোকিলের মধুরালাপ অতীব চিত্ত প্রদায়ক—জগৎ শান্তির সুখদ অঙ্কে নিদ্রিত—মৃদুল দক্ষিণানিল সেবায় শরীর স্বভাবতঃ শীতল হইতেছিল—জ্যোতির্ম্ময়ীর চক্ষে নিদ্রা নাই—বাতায়ন দ্বার উন্মুক্ত করিয়া তিনি পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট—ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হইয়া অলকাগুচ্ছ আর্দ্র করিতেছিল—শীতল সমীর সেবায় তাহার বিরাম নাই—মধ্যে মধ্যে মল্লিকার দিঙমণ্ডলামোদী সৌরভে তাঁহা শরীর শিহরাইতেছিল—অধর ওষ্ঠ বিকম্পিত হইতেছিল—বাতায়ন সমীপস্থ হইলে মারুৎস্পর্শে বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল—কখন পর্য্যঙ্কে শয়ন করিতেছিলেন—শয়নে গ্রীষ্মানুভব হইতেছিল আবার উঠিতেছিলেন, আবার শয়ন করিতেছিলেন—কিছুই ভাল লাগিল না। একখানা বই লইয়া পড়িতে লাগিলেন—তাহাও ভাল লাগিল না—সেখানা কাদম্বরী—মহাশ্বেতার চন্দ্রপীড় দর্শন—কাদম্বরীর বিরহের কথা ছিল ভাল লাগিবে কেন? উঠা বসা করিতে করিতে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল—শেষ রাত্রির পাখী ডাকিয়া উঠিল—অনিলগতি প্রবল হইল—তাহাতেই কুসুম কাননের সমস্ত কলিকা ফুটিয়া গেল—প্রভাত সমীর বলপূর্ব্বক সৌরভ কাড়িয়া বহিতে লাগিল—শৈত্যস্পর্শে শরীর স্নিগ্ধ হইতেছিল—জ্যোতির্ম্ময়ীর তন্দ্রা আসিল—পালঙ্কে শয়ন করিলেন—সে তন্দ্রা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না—যেন বিস্মৃতিবশতঃ ঘুমাইতেছিলেন—হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া গেল—এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন—যেন কোন পদার্থের অন্বেষণ করিতেছেন—সেপদার্থ সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসী কোথায়? আর ঘুম হইল না—জ্যোতির্ম্ময়ী উঠিয়া স্নান করিতে গেলেন, স্নান করিয়া আসিয়া জগন্নাথ দেবের মন্দিরে গমন করিলেন, সেদিন আর সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন না—সন্ন্যাসী কোথায় গিয়াছেন জিজ্ঞাসা করায় কেহ বলিতে পারিল না। জ্যোতির্ম্ময়ীর মস্তক ঘুরিয়া গেল, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার চক্ষে ঘুরিতে লাগিল, সেই খানে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কি ভাবিবেন—

আকাশ পাতাল পৃথিবী, এই সংসার—ইহার অপূর্ব্ব মায়া সকলই ভাবিতে লাগিলেন, পরে বাসায় আসিলেন—বাসায় আসিয়া শয়ন করিলেন, সমস্ত দিন কাটিয়া গেল, আবার সন্ধ্যা আসিল, সেই সন্ধ্যা—যে সন্ধ্যায় এক দিন সন্ন্যাসীর দর্শন পাইয়াছিলেন, নিয়মিতরূপে দেবদর্শনে গমন করিলেন, সেই সন্ধ্যা; সেই দেবালয়; সেই দেবমূর্ত্তি দর্শন; সেই সব—কিন্তু সে মন নাই। সেই সন্ন্যাসী—সেই যৌবনে সন্ন্যাসী নাই, কোথায় গিয়াছেন—কেহ বলিতে পারে না।

জ্যোতির্ম্ময়ী ক্ষুব্ধ মনে বাসায় আসিলেন। একবার মনে করিলেন দেশে ফিরিয়া আসেন, একবার ভাবিলেন রথযাত্রা নিকট, মাসেক থাকিয়া বামনদেবকে রথে দেখিয়া জন্ম সার্থক করিবেন, এসময় অনেক সন্ন্যাসী যোগী জগন্নাথ দর্শনে আসিয়া থাকেন, যদি তাঁহার মনের সন্ন্যাসীকে দেখিতে পান—আর দেশে আসিয়াই বা কি করিবেন—সাত পাঁচ ভাবিয়া রথযাত্রা পর্য্যন্ত সেখানে থাকাই অবধারিত হইল। জ্যৈষ্ঠ বেলা অতি দীর্ঘ, তায় জ্যোতির্ম্ময়ী নিষ্কর্ম্মা, নিয়মিতরূপে পূজার্চ্চনা আহার আর সন্ন্যাসীর চিন্তা ভিন্ন অপর কাজ ছিলনা—নিদ্রা তাঁহার চক্ষু ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহার পর পুস্তক পাঠ—ইহাতেও দিন কাটে না। ক্রমে রথযাত্রা নিকট হইল। চারি পাঁচ দিন আছে—একদিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় জ্যোতির্ম্ময়ীর বাসা বাটীর বৈটকখানাতে "বেটা ভণ্ডতপস্বী চোর চুরী করিবার জন্য আসিয়াছে"—জ্যোতির্ম্ময়ী এই কথা শুনিতে পাইয়া—পরিচারিকাকে জাগ্রত করিয়া বাহিরে গিয়া ভণ্ডতপস্বীকে দেখিয়া আসিতে বলিলেন, মুহূর্ত্তেক মধ্যে দাসী উপরে আসিয়া বলিল—"মা ঠাকরুণ! আমাদের সেই সন্ন্যাসী" "সেই সন্ন্যাসী" শুনিয়া তাঁহার চিন্তাম্লান বদনে নিবীড় কাদম্বিনীর উপর বিদ্যুদ্দামস্ফুরণের ন্যায় অকস্মাৎ হাসি আসিয়া উদয় হইল। এ হাসির শোভা অপূর্ব্ব—যে দেখিয়াছে সেই ভুলিয়াছে।

জ্যোতির্ম্ময়ী নিচে বৈঠকখানায় আসিয়া অন্তরাল হইতে সন্ন্যাসীকে দেখিলেন—দেখিয়াই চিনিলেন—সন্ন্যাসীকে যত্ন করিয়া বৈঠকখানায় আনিয়া বসাইবার জন্য দ্বারবানদিগকে বলিলেন—দ্বারবানেরা প্রথমে অপ-

মান করিয়াছে—তাহাদিগের কথায় সন্ন্যাসী আসিলেন না—স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময়ী বাহির হইয়া অনেক অনুনয় বিনয় করায় সন্ন্যাসী বসিলেন—আহারাদির জন্য অনুরোধ করায় অস্বীকৃত হইলেন, পরিশেষে জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন "আতিথ্যসৎকার গ্রহণ না করিলে গৃহস্থকে পাপ অর্শিবে" অনেক অনুরোধ করিলেন—শেষে সন্ন্যাসী স্বীকৃত হইলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দাসীকে উপস্থিতমত জলখাবারের আয়োজন করিতে বলিলেন, সন্ন্যাসী বৈঠকখানায় বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দাসী জলখাবার প্রস্তুত করিয়া বৈঠকখানার একটি পৃথক গৃহে আনয়ণ করিল—জ্যোতির্ম্ময়ী সন্ন্যাসীকে গাত্রোত্থান করিতে প্রার্থনা করিলেন—সন্ন্যাসী আপত্তি করিয়া সেই খানেই লইয়া যাইতে বলিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী তাহা খণ্ডাইয়া গৃহ মধ্যে আসিতে নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিলেন। সন্ন্যাসী গৃহমধ্যে আসিলেন—পরিচারিকা যে কার্পেটের আসন খানিতে বসিবার জন্য পাতিয়া দিয়াছিল, তাহা সরাইয়া সন্ন্যাসী আপন অজিনাসন বিস্তৃত করিয়া তাহাতে বসিলেন—স্বুবর্ণের পানপাত্র হইতে জল ঢালিয়া আপন কমণ্ডলুতে রাখিয়া জলযোগ করিতে বসিলেন—আচমন পরে জলযোগ আরম্ভ হইল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—ঃ—

আশার সফলতা।

জ্যোতির্ম্ময়ী দীপালোকে দেখিলেন সন্ন্যাসী মহাব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াছেন—পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার দেহ কান্তি দ্বিগুণিত হইয়াছে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর আপনার ব্যাধি এত সত্বর কি রূপে আরোগ্য হইল?"

সন্ন্যা। "দৈবানুগ্রহে।"

জ্যোতি। "কোন ঔষধাদি সেবনে, কি আপনা হইতে?"

সন্ন্যা। "দৈব ঔষধে।"

জ্যোতি। "কি রূপে পাইলেন?"

সন্ন্যা। "জগন্নাথ দেবের প্রত্যাদেশে।"

জ্যোতি। "যদি অনুগ্রহ করিয়া কথা রক্ষা করেন, তবে একটী প্রার্থনা জানাই।"

সন্ন্যা। "রক্ষা করিবার মত হয় অবশ্য রক্ষা করিব।"

জ্যোতি। "অনুগ্রহ করিলে অনায়াসে রক্ষা করিতে পারেন।"

সন্ন্যা। "অবশ্য করিব।"

জ্যোতি। "আমার এ পর্য্যন্ত দীক্ষা গ্রহণ হয় নাই। সংসার মায়া মুগ্ধ গৃহস্থের নিকট দীক্ষিত হওয়া অপেক্ষা নির্লোভী দণ্ডীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা আমার সম্পূর্ণ অভিলাষ ও শাস্ত্র সিদ্ধ। যদি আপনি আমাকে শিষ্য করেন তবে আপনার শ্রীপদ অনুধ্যানে ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই।"

সন্ন্যা। "আমার কোন আপত্তি নাই তবে বিশেষ নিয়ম এই যে, যে সময়ে তোমার দীক্ষা হইবে সেই মুহূর্ত্তে এস্থান পরিত্যাগ করিব, এখানে জল বিন্দুও স্পর্শ করিব না।"

জ্যোতি। "তাহাতে আমারও জেদ নাই।"

সন্ন্যা। "তবে আমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে পার।"

জ্যোতি। "আপনি কত দিন সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছেন?"

সন্ন্যা। "সে কথা তোমার জানিবার প্রয়োজন নাই।"

জ্যোতি। "শাস্ত্রে আছে গুরু করণের পূর্ব্বে গুরু শিষ্য উভয়ের পরিচয় ও চরিত্র পরীক্ষা করা পরস্পরের আবশ্যক ও কর্ত্তব্য।"

সন্ন্যা। "আমার তাহাতে প্রত্যবায় আছে।"

জ্যোতি। "যেমন অনুগ্রহ করিয়া শিষ্য করিতে স্বীকার করিয়াছেন, সেই রূপ আমার গুটী কয়েক প্রশ্নের উত্তরে অনুগ্রহ করিলে, কৃতার্থ হই।"

সন্ন্যা। "ঠিক মনে নাই, প্রায় ছয় সাত বৎসর হইবে।"

জ্যোতি। "আপনি কি দার পরিগ্রহ করেন নাই।"

সন্ন্যা। "করিয়াছিলাম, সে স্ত্রী জীবিতা নাই।"

কণ্ঠস্বরে জ্যোতির্ম্ময়ী সন্ন্যাসীকে বেশ চিনিয়া ছিলেন—তাঁহার পূর্ব্ব সন্দেহ মিটিয়া গিয়াছিল। এখন সন্ন্যাসী ঠাকুরের সন্ন্যাসধর্ম্ম ঘুচাইতে

তিনি অশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন—অপরিচিত পুরুষ বিশেষ একটী সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ করিতে লজ্জাশীল স্বভাবা স্ত্রী জাতী সহজেই যে সঙ্কোচ করিবে তাহা বিচিত্র নহে। এরূপ হইলেও আমরা বলিতে পারি না যে জ্যোতির্ম্ময়ী কেন মুখ টিপিয়া টিপিয়া সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ঠাকুর আপনি এ যৌবনে কেন বৈরাগী হইলেন? কেমন করিয়া আপনি নরজন্মসার সংসার সুখের মায়া ভুলিয়া বসিলেন?"

সন্ন্যা। "সে কথা বলিতে আমার বিশেষ বাধা আছে, তোমার শুনিয়া কাজ নাই।"

জ্যোতি। "আচ্ছা কাজ নাই—আপনি যে আপনার স্ত্রীর কথা বলিলেন, তাঁহাকে কি ভুলিতে পারিয়াছেন?"

সন্ন্যা। "যাহার সহিত একবার পরিচয় হয় তাহাকে কি কখন ভুলা যায়?"

জ্যোতি। "যাহাকে একবার দেখেন তাহাকে কি কখন ভুলেন না?"

সন্ন্যা। "না"—

জ্যোতি। "বেশ বুঝিয়া বলিবেন"—

সন্ন্যা। "হাঁ—বেশ বুঝিয়া বলিতেছি।"

জ্যোতি। "আপনার কি আর বিবাহ করিতে সাধ যায় না?"

সন্ন্যা। "তাহা হইলে আর সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিব কেন?"

জ্যোতি। "সংসারাশ্রম অপেক্ষা কি সন্ন্যাসাশ্রম ভাল?"

সন্ন্যা। "অনেকাংশে"—

জ্যোতি। "আমার মতে নয়।"

সন্ন্যা। "কোন অংশে তাহা নহে। প্রথমতঃ দেখ সন্ন্যাসীগণ স্বাধীন, দ্বিতীয়তঃ সংসারের সুখ দুঃখ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত—তৃতীয়তঃ লোভ মায়া মোহ পরিশূন্য।"

জ্যোতি। "আপনি যে কথা বলিলেন সেগুলি সমস্তই আমার মতে কেমন কেমন বোধ হয়। স্বাধীন কিরূপে বলিব? মনুষ্য মাত্রেই অধীন—কেহ প্রভুর অধীন—কেহ অর্থের অধীন—কেহ অবস্থার অধীন—আর

সকলেই স্বভাবের অধীন। তবে আপনার স্বাধীনতা কোথায়? দ্বিতীয়তঃ সংসারের সুখ দুঃখ। আপনি সংসারী নহেন সুতরাং সাংসারিক সুখ দুঃখ আপনার নাই—কিন্তু সাধারণ সুখ দুঃখের অবশ্য বশীভূত—শারীরিক স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্য হইতে সুখ দুঃখ অনুভূত হইয়া থাকে বিশেষতঃ এই পাঞ্চ ভৌতিক দেহ যখন ক্ষুধা তৃষ্ণার বশীভূত তখন আহারে সুখ, নিরাহারে দুঃখ অবশ্যই আছে। তৃতীয়তঃ লোভ মায়া মোহাদি কথা—সাংসারিক মনুষ্যের ধনে লোভ, মানে লোভ, গৌরবে লোভ আছে—কিন্তু আপনি সন্ন্যাসী, আপনার ঈশ্বরে লোভ, পরলোক সুখে লোভ আছে নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে। ঈশ্বরে মায়া—উপাসনায়, তাঁহার কার্য্য সমালোচনায় কোন্ উপাসকের না মোহের উদয় হয়।'

সন্ন্যা। "তথাপি সাংসারিতে ও সন্ন্যাসীতে অনেক প্রভেদ।"

জ্যোতি। "রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখুন দেখি এই অঙ্গুরীয়কটী চিনিতে পারেন কি না?" (অঙ্গুরীয়ক প্রদান)

সন্ন্যা। "(সবিস্ময়ে) তুমি কি রূপে পাইলে?"

জ্যোতি। "আমার সখী মৃত্যুকালে আমায় এই অঙ্গুরীয়কটী দিয়া অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন, এই অঙ্গুরীয়কে যাঁহার নামাঙ্কিত আছে যদি তাঁহার সন্ধান পাও তাঁহাকে দিবে এবং তিনি যে আমার জীবন দান করিয়াছিলেন তাহার স্মরণার্থ একছড়া হার রাখিয়া চলিলাম আমার কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ তাঁহাকে অর্পণ করিবেন। সেই অবধি আমি সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন করিয়াছি, অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি—তাঁহাকে না পাইয়া যেখানে যাই, যাহাঁকে দেখি তাঁহাকেই পরলোক নিবাসিনী সখীর অনুরোধ ও উপকারের প্রতিশোধ করিবার জন্য এই অঙ্গুরীয়ক প্রদর্শন করিয়া থাকি।"

সন্ন্যা। "জ্যোতির্ম্ময়ী জীবিতা নাই?"

জ্যোতি। "কোন মুখে কেমন করিয়া বলিব?"

সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন—দারুণ চিন্তার চিত্র মুখমণ্ডলে অঙ্কিত হইল। জ্যোতির্ম্ময়ী জানিতে পারিলেন—সন্ন্যাসী প্রবর চিন্তা করিতেছেন ক্ষণেক পরে, জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি নিশ্চয় জান জ্যোতির্ম্ময়ী মারা পড়িয়াছে।

জ্যোতি। "আমি জানি না ?—জ্যোতির্ম্ময়ী আমার চিরসহচরী ছিল।"

সন্ন্যা। "সে বিবাহ করিয়াছিল ?"

জ্যোতি। "গিরিজা বাবুকে বিবাহ করিবে স্থির করিয়াছিল।"

সন্ন্যা। "গিরিজা বাবুকে তাহার মনে ছিল ?"

জ্যোতি। "মনে ছিল না ? ছেলে বেলায় খেলিবার সময়, সে যখন তখন গিরিজা বাবুর কথা বলিত, শেষে যখন সে বড় হইল, বিবাহের কথা হইল, তখন লজ্জার মাথা খেয়ে আমাকে বলিয়া ফেলিল গিরিজা বাবু ভিন্ন কাহাকেও বিবাহ করিবে না।"

সন্ন্যাসী অনেক ক্ষণ নীরব রহিলেন দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী জিজ্ঞাসা করিবেন ;——

"এ অঙ্গুরীয়ক আপনারই কি ?"

সন্ন্যা। "না—আ"—

জ্যোতি। "তবে জ্যোতির্ম্ময়ীকে কিরূপে চিনিলেন ? সে আমায় বলিয়া গিয়াছে, যে, সে আর গিরিজা বাবু ভিন্ন আর কেহ এ অঙ্গুরীয়কের কথা জানে না।"

সন্ন্যা। "এ অঙ্গুরীয়কটী আমার ছিল বটে কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ীকে দিয়াছিলাম।

জ্যোতি। "তবে আমার সহচরীর প্রেতাত্মা কেন কৃতজ্ঞতার প্রতিশোধ না দিতে পারিয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখ করিবে। আসুন হার পরাইয়া দি।"

(সন্ন্যাসী গলে হার প্রদান)

সন্ন্যা। "আমি সন্ন্যাসী, আমার আর কি আছে আসুন, আমার প্রিয়তমার সখীকে আমিও আমার রুদ্রাক্ষ মালা পরাইয়া দি।" (রুদ্রাক্ষ মালা জ্যোতির্ম্ময়ীর গলে অর্পণ।)

জ্যোতি। "এখন সন্ন্যাসীবেশ পরিত্যাগ করুন ভস্মলেপ মুছিয়া ফেলুন পরিচারিকা চন্দন আনিয়াছে বস্ত্র আনিয়াছে পরিধান করুন। নূতন করিয়া আবার সংসারের মায়া মন্ত্রে দীক্ষিত হউন। আসুন, উপরের ঘরে যাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি গুরু করিব আসুন, এখন গুরু করিয়া সংসার মন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করি।"

সন্ন্যা। "সে কি ?"

জ্যোতি। "কেন হার পরিবর্ত্তনে কি হয় জানেন না?"

সন্ন্যা। "জানি—কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা আছে, যদি আমি পুনরায় সংসারাশ্রম গ্রহণ করি জ্যোতির্ম্ময়ী আমার জীবন সহচরী হইবে।"

জ্যোতি। "আমারও ত প্রতিজ্ঞা ছিল—গিরিজাকান্ত বাবু ভিন্ন অপরকে পতিত্বে বরণ কবিব না।"

সন্ন্যা। "তবে তুমি কি আমার সেই জ্যোতির্ম্ময়ী? এতদিন কোথায় কি রূপে ছিলে?"

জ্যোতির্ম্ময়ী আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন " আপনি তাহার পর কোথায় গেলেন? কেনই বা প্রত্যাগমন করিলেন না? কি দুঃখেই বা সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন?"

গিরি। "আমি একজন সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ছিলাম—তোমাকে যে রাত্রিতে ময়ুরাক্ষীর জল হইতে তুলিয়া ব্রাহ্মণ কন্যার বাটীতে রাখিয়া যাই, সেদিন বৈকালে একজনের নিকট শুনিয়া ছিলাম আমার স্ত্রীর স্বভাবে দোষস্পর্শ করিয়াছে—সে ব্যভিচারিণী হইয়াছে। তখন সে তাহার পিত্রালয়ে ছিল—অকস্মাৎ তাহার চরিত্র পরীক্ষা করিব মনে করিয়া যেখানে আপন ব্যবসায় করিতাম সেই খান হইতে বাহির হইয়া পথে তোমার সহিত সাক্ষাৎ—তাহার পর যাহা হইয়াছিল তুমি তাহা অবগত আছ, তোমাকে রাখিয়া রাত্রিকালে শ্বশুরালয় যাত্রা করিলাম—সেই ব্রাহ্মণ কন্যাদিগের গ্রাম হইতে আমার শ্বশুরালয় দুই ক্রোশ মাত্র, রাত্রিতে সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলাম আমার স্ত্রী বাহির বাটীতে দণ্ডায়মান—অদূরে অপর এক জনের সহিত সতর্কভাবে মৃদুস্বরে কথা কহিতেছে—পূর্ব্বাবধি তাহার চরিত্রে আমার সন্দেহ হইয়াছিল—তাহার পর এত রাত্রিতে বাহির বাটিতে অপরের সহিত আলাপ করিতে দেখিয়া সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল—হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেও", উত্তর বলিল "রাজবালা" (আমার স্ত্রীর নাম ছিল রাজবালা) নাম শুনিয়া পকেটে এক খানি ছুরি ছিল, সেই ছুরী বাহির করিয়া তাহার গলায় দিয়া কণ্ঠ দ্বিখণ্ড করিলাম। সে মাটীতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, আমি পলায়ন করিয়া ভৃত্য সমভিব্যাহারে পল্লী প্রান্তে আসিয়া রাত্রি যাপন করিলাম। পরদিন শুনিলাম আমার

স্ত্রীর স্বভাবদোষের কথা যে আমাকে শুনায় সে মিথ্যা বলিয়াছিল, তাহার কনিষ্ঠ ভগ্নীপতি পূর্ব্ব রাত্রিতে আসিয়া তাহাদিগের বাটীতে ছিল—তাহার ভগ্নীর ঘরে আড়াসি পাতিবার জন্য তাহার জ্যেষ্ঠের পত্নী ও সে দুইজনে বাহির বাড়ীর দিকে যে জানালাছিল সেই জানালার নিকট দাঁড়াইয়াছিল। সেই দুঃখে গ্রাম ছাড়িয়া ভৃত্যকে বিদায় করিয়া দিলাম। ভৃত্য কিছুই জানিল না। তাহার পর তিন চারি মাস আত্মীয় কুটুম্বদিগের বাটীতে বেড়াইয়া শোকটা একটু নিবৃত্ত হইলে রেবতীর বাটীতে গেলাম সেখানে গিয়া দেখিলাম সে ব্রাহ্মণ কন্যাও নাই তুমিও নাই। সংসারে যে আশা-টুকু ছিল তাহাও গেল, তখন আর কি করিব, সংসারে থাকিয়া ফল কি? সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নানা তীর্থে বেড়াইয়া এক্ষণে শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া-ছিলাম। এখানে আসিবার পূর্ব্বে ক্রমিক অনশনে শোণিত উষ্ণতা জন্য মহাব্যাধি জন্মিল—"ইহৈব নরক স্বর্গ" পাপের ফল ভুগিতেই হইবে। স্ত্রীহত্যার পাপ কিসে ঘুচিবে। জগন্নাথদেবের নিকট ত্রিরাত্রি করিলাম, তিনি প্রত্যাদেশ দিলেন চিল্কা হ্রদের অনতিদূরে একজাতীয় উদ্ভিদ্ আছে, তাহার পত্রাদির বর্ণনা বলিয়া দিলেন, সেখানে গিয়া দিবসত্রয় সেই পত্র রস ব্যবহার করিতেই রোগ মুক্ত হইয়া পুনরায় বামণ দেবকে পূজা করিবার জন্য আসিয়াছি। রাত্রিকাল—সহরে স্থান মিলে না—প্রহরী রাস্তার ধারে থাকিতে দেয় না—গৃহস্থের আশ্রয়ে থাকিব, মনে করিলাম কোথায় যাইব—এই খানে আসিলাম--তোমার দ্বারবানেরা দূর করিয়া দিল, তাহার পর তোমার সহিত সাক্ষাৎ—শেষে বিবাহ—কোথা সন্ন্যাসী! কোথা গৃহস্থ! পরে কি হইবে বলিতে পারি না।"

জ্যোতি। "সংসারযাত্রার শেষে আর কি! পুত্র কন্যাগণ উপযুক্ত হইলে শেষে বাণপ্রাস্থ!"

এতদিনের পর জ্যোতির্ম্ময়ীর সুখের দিন মিলিল। জগন্নাথ তীর্থে রথযাত্রা দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী গিরিজাকান্ত বাবুর সহিত স্বদেশ যাত্রা করিলেন। শ্রীরামপুরে প্রত্যাগত হইয়া তিনি কালিদাস বাবুর কন্যা ইন্দুমতীকে পত্র লিখিলেন—তাহাতে আপন পরিণয়ের সবিস্তার সংবাদ লিখিয়া তাঁহাকে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

সোণায় সোহাগা।

অতুল ঐশর্য্যশালী তারক নাথের কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ী চিরদুঃখিনী—ধর্ম্মের বলে, সত্যের কৌশলে অশেষ কষ্টের পর আপন পিতৃ সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন ; সুখের কথা—তাহার পর অনেক কষ্টে, অসাধ্য সাধনে তাঁহার অভিলষীত পতি লাভ, আরও সুখের বিষয়। গিরিজা কান্ত বাবু এখন সমস্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক—তিনি রীতিমত লেখা পড়া জানিতেন, বিষয় বুদ্ধি বেশ ছিল ; তাঁহার দয়া ও পরোপকারিতার পরিচয় জ্যোতির্ম্ময়ী—এরূপ উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে যে তারক নাথের সম্পত্তি সুরক্ষিত, *সুচালিত হইবে তাঁহার বিচিত্র কি? প্রজাগণ সকলে জমিদারের গুণে* সকল সুখে সুখী।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—শিবনাথ অসাধুপায়লব্ধ সম্পত্তি হারাইয়া অতি দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন এবং পরিবার প্রতিপালনের অন্য উপায় না দেখিয়া বীরভূম রাজ সংসারে একটী সামান্য চাকরী লইয়া তাহাতেই আপন পরিবারের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি যে রাজ পরিবারের অধীনে চাকরী করিতেন কিছু দিন পূর্ব্বে সেই রাজত্বের রাজার মৃত্যু হয়, তাঁহার একটী পালিত পুত্র ছিলেন তাঁহার বয়স চৌদ্দ পনর বৎসরের অধিক নহে। তাঁহার নাম "কিরীটী ভূষণ"। কিরীটি ভূষণের পিতৃবংশ অজ্ঞাত। রাজা বালকটীকে অতিশয় সুরন্দকান্তি ও ব্রাহ্মণ পুত্র জানিয়া একজন দস্যুর নিকট ক্রয় করিয়া তাঁহাকে পুত্রবৎ লালন করিয়া মৃত্যুকালে আপন সমস্ত সম্পত্তি তাঁহাকেই অর্পণ করিয়া যান। কিরীটী রাজাকে পিতা এবং তাঁহার রাজ্ঞীকে মাতৃ সম্বোধন করিতেন। অতি বাল্যকাল হইতে কিরীটী রাজ প্রতিপালিত এজন্য অনেকেই তাঁহাকে রাজার নিজ পুত্র বলিয়া জানিত। তিনি রাজ্ঞীর অতিশয় প্রিয় ছিলেন এবং তাঁহাকে আপন গর্ব্ভধারিণীর ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। শিবনাথ রাজ-সংসারে প্রবেশ করিয়া অবধি কুমারকে অতিশয় যত্ন করিতেন—কুমার তাঁহার স্নেহ

ও যত্নের খাতিরে তাঁহাকে বড ভাল বাসিতেন এবং সর্ব্বদাই নিকটে রাখিতেন। রাজ কুমারের সহিত অতিশয় ঘনিষ্ঠতা থাকায় রাজ্ঞীও শিবনাথকে চিনিতেন।

পাপের পর অনুতাপই তাহার প্রায়শ্চিত্ত—পাপ করিলে ঈশ্বর তাহার প্রতিফল দেনই দেন কিন্তু তিনি অনুতাপের সৃষ্টি করিয়া, সেই সঙ্গে পাপীকে দারুণ মত পীড়ায় কাতর করেন। লোকে ক্রোধ লোভাদি পাপ পরতন্ত্র হইয়া পাপকার্য্যে লিপ্ত হয়; কিন্তু দৈব বলে তাহা হইতে অব্যাহতি পাইলে তাহারা কখনই সুখী হইতে পারে না, রাজ দণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাইয়া—অনন্ত সুখবোধ করে বটে, কিন্তু অনুতাপ—তাহাদিগকে অন্তর্জ্বালায় নিশ্চয়ই দগ্ধ করিয়া থাকে—সে জ্বালা সহস্র বৃশ্চিক দংশন অপেক্ষাও যাতনাপ্রদ এবং জীবনান্তকারী।

কি ভাবিয়া শিবদাস একদিন আপন প্রভু কিরীটী ভূষণকে আপন বাটীতে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিরীটী বালক. বাল্য স্বভাব সুলভ চাপল্য বশতঃ মাতার নিকট অনুমতি চাহিলেন, রাজ্ঞী প্রথমতঃ অস্বীকৃত হইয়াছিলেন কিন্তু শিবনাথ প্রিয় কর্ম্মচারী দরিদ্র ব্রাহ্মণ যদি ইচ্ছা করিয়াছে তবে পাঠাইবার হানিই বা কি. এই ভাবিয়া রাজ্ঞী কুমারের প্রার্থনায় অভিমতি প্রদান করিলেন, কেবল এই মাত্র বলিয়া দিলেন যে, শিবনাথের বাটীর নিকট একটী গ্রাম তাঁহাদিগের জমিদারী ভুক্ত। তত্রত্য কাছারী বাড়ীতে অবস্থিতি করিয়া স্বল্প সময়ের জন্য শিবনাথের বাটীতে যাইয়া তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন। শিবনাথ তাহাতেই সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। দিন নির্দ্দিষ্ট হইল, শিবনাথ অগ্রে বাটীতে আসিয়া কুমারের অভ্যর্থনায় আয়োজন করিতে লাগিলেন। শিবনাথ আজি কালি নির্ধন, একজন রাজকুমারের অর্ভ্যর্থনার উপযুক্ত সামগ্রী, তাঁহার গৃহে কিছুই ছিল না। এজন্য জ্যোতীর্ম্ময়ীর নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে সমস্ত জানাইলেন ও তাঁহারই বাটীতে কুমারকে অর্ভ্যর্থনা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, সরলান্তকরণা জ্যোতির্ম্ময়ী যে পূর্ব্ব হইতেই খুলতাতের পূর্ব্ব পরুষ ও নৃশংস ব্যবহারের জন্য তাঁহার প্রতি বিগত ক্রোধ হইয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই পাঠক বর্গকে বলিয়াছি। জ্যোতির্ম্ময়ী স্ত্রীলোক

হইলেও শিবনাথ অপেক্ষা লেখা পড়া জানিতেন, ভাল বুঝিতেন, তিনি স্বীকৃত হইলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে কুমার কিরীটী ভূষণ শ্রীরামপুরে আগমন করিলেন, এবং জ্যোতির্ম্ময়ীর বাহির বাটীতে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। কিরীটী যদিও বালক কিন্তু এ স্থানটীতে আসিয়া অবধি তাঁহার মনে একটী স্বাভাবিক প্রীতির উদ্রেক হইল, তিনি জ্যোতির্ম্ময়ীর সেই বাটী, সেই গৃহ, সেই পুষ্করণী, সেই উদ্যান দেখিয়া যেন অভূত পূর্ব্ব অপরিকল্পিত এক অপার আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম ও শ্রান্তি দূরের পর শিবনাথকে বলিলেন, দেখুন রায়মহাশয় আমাদিগের সেই বৃহৎ রম্য অট্টালিকাতলে বসিয়া আমি যত না সুখ বোধ করিয়াছি, আপনার ভ্রাতুষ্কন্যার বাটীতে বসিয়া আমি তদপেক্ষা আনন্দানুভব করিতেছি, মন যেন কোন নৈসর্গিক আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছে, আমাদিগের সেই প্রাসাদ অপেক্ষাও এই ক্ষুদ্র বাড়ীটী আমার অধিক আনন্দ জন্মাইতেছে, আমাদিগের রাজ বাটীর সম্মুখে যে বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা আছে তাহার শোভা এই ক্ষুদ্র পুষ্করণীটীর নিকট হারি মানিয়াছে। সেই রম্য চারু কুসুম কানন অপেক্ষা আপনাদিগের এই উদ্যানটী দেখিয়া আমার এস্থান হইতে যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না। এ স্থানের সূর্য্য কিরণ, সুমন্দ-সমীরণ আমার দেহে যেন মধুরতা বর্ষণ করিতেছে, আহা আপনারাই পরম সুখী, এই গ্রামটী আমার যেন কত কালের পরিচিত। মহারাজ জীবিত থাকিতে তাঁহার সহিত কত ভাল ভাল দেশে গিয়াছি, কিন্তু কোথাও আমি এত সুখী হইতে পারি নাই! এস্থানটী যেন পৃথিবী ছাড়া, কোন দেবলোক মধ্যগত। আহা! এখানকার বৃক্ষ লতাদি, গৃহস্থ দিগের বাটী, যতবার দেখি চক্ষুর তৃপ্তি জন্মে না, যেন আবার দেখিতে ইচ্ছা হয়, বাড়ীতে যাইয়া মাতৃদেবীকে অনুরোধ করিব যদি এই স্থানে আমার থাকিবার জন্য একটি বাটি প্রস্তুত করাইয়া দেন তাহা হইলে মধ্যে মধ্যে আসিয়া এখানে অবস্থিতি করি।”

শিব। “এসমস্ত আপনারই, যখন ইচ্ছা আসিয়া এস্থানে থাকিতে পারেন।”

কিরী। "আপনি যাইয়া মাতৃদেবীকে বলিবেন। তাহা হইলেই আমি মধ্যে মধ্যে এখানে আসিতে পাইব।"

শিব। "যে আজ্ঞা! এখন একবার গাত্রোত্থান করিয়া বাটির মধ্যে গমন করিবার প্রার্থনা জানাইতেছি।

কিরী। "বাটির মধ্যে আর কেন? এই খানেই থাকি।"

শিব। "আপনার সংকুচিত হইবার কোন কারণ নাই। এ আপনারই বাটি বিবেচনা করিবেন।"

কুমার কিরীটি ভূষণ শিবনাথের অনুরোধে বাটিতে প্রবেশ করিয়া শিবনাথের সঙ্গে দ্বিতল উপরে জ্যোতির্ম্ময়ীর গৃহের সম্মুখে বসিলেন, সেই খানেই তাঁহার জলযোগের আয়োজন হইয়াছিল, শিবনাথের প্রার্থনা মতে জলযোগ করিতে বসিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী গৃহাভ্যন্তর হইতে কিরীটি ভূষণকে দেখিতেছিলেন, অনেক ক্ষণের পর শিবনাথকে গৃহ মধ্যে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ কাকা! এই রাজপুত্রটি ঠিক আমাদিগের সুধাংশুর মত—দেখুন, সেই নাক—সেই চক্ষু—সেই জোডাভ্রূ—সেই টকটকে রং—মাথায় সেই কোঁকড়া চুল—ঠিক যেন সুধাংশু—সুধাংশু থাকিলে আজি অত বড়টী হইত। পরমেশ্বর ইহ জগতে কাহাকেও সুখী করেন না। আমি এত ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও সময়ে সময়ে যখন সুধাংশুকে মনে পড়ে, তখন হৃদয় কাঁদিয়া উঠে। তাহাকে যদি একবারও দেখিতে পাই জীবন সার্থক করিয়া লই—এই রাজপুত্রটিকে দেখিবামাত্র আমার সুধাংশুর শোক দ্বিগুণিত হইল। কাকা! কুমারকে বলুন আজি তাঁহাকে আমরা যাইতে দিবনা—এখানে তাঁহাকে আজি থাকিতে হইবে।"

শিব। "মা জ্যোতি' কুমার কিরীটি ভূষনই আমাদিগের সুধাংশু! আমার তুল্য নারকী আর ত্রিভুবনে নাই—আমি ধন লোভে অন্ধ এবং স্ত্রীবুদ্ধির বশীভূত হইয়া তোমাদিগকে মাতামহালয়ে পাঠাইবার ব্যপদেশে হত্যা করিবার জন্য দুই জন দস্যুকে ব্রতী করি—উঃ! সে কথা মনে হইলেও অন্তরাত্মা কাঁদিয়া উঠে—আমি কি নির্দ্দয়!—আমি কি নৃশংস!—আমার মত দুরাত্মা জগতে আর নাই!—ধন লোভে না করিতে পারে এমন কর্ম্মই নাই। তাহার পর সেই দস্যুগণ তোমাদিগের দুই জনকেই হত্যা করিয়াছে

বলিয়া দুই দিনের পর আসিয়া আমাকে সংবাদ দেয়—তাহাদিগকে সহস্র মুদ্রা দিব স্বীকার করিয়াছিলাম সে টাকা তাহারা লইল—তাহার তিন দিন পরেই আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র "অরুণ" পীড়ার কথা বলিতে পারিল না, অব্যক্ত যাতনায় দশ ঘণ্টা মধ্যে প্রাণ ত্যাগ করিল—পাপের ফল হাতে হাতে পাইলাম। তাহার মাসেক মধ্যে অপর পুত্র ও কন্যাটি বিষূচীকা রোগে মারা পড়িল। পুত্রশোকে অধীর হইয়া শারীরিক অনিয়মে আমার শূল রোগ জন্মিয়াছে। এঘোর পাপ সহ্য হইবে কেন? দস্যু দিগের কথা মতে পূর্ব্বে জানিতাম তোমাদিগের দুই জনকেই তাহারা হত্যা করিয়াছে। যখন কালিদাস বাবু তোমাকে আনিলেন, মোকদ্দমা করিলেন, মোকর্দ্দমার জয় লাভ করিয়া যখন তুমি পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী হইলে তাহার পরে এক জন দস্যু আমাকে সুধাংশুর সকল কথা বলিযাছিল। তাহারা সুধাংশুকে হত্যা না করিয়া বীরভূমের রাজার নিকট অর্থ লইয়া বিক্রয় করিয়া আইসে, সেই অবধি সুধাংশুকে দেখিবার জন্য আমার বড় ইচ্ছা হয়, সেই কারনেই সেই খানে সামান্য কার্য্যোপলক্ষে থাকিয়া সুধাংশুকে দেখিয়াও জীবন সার্থক জ্ঞান করি, মনে ইচ্ছা থাকিলেও সেকথা বলিতে পারিতাম না, তাই আজি কোন ক্রমে কুমারকে এখানে আনিয়া তোমাদিগের পরস্পরকে পরস্পর পরিচিত করিয়া দিব মনে করিয়াছি। এখন পরমেশ্বর তোমাদিগের উভয়কেই জগতের সকল সুখভাগী করিয়াছেন—পূর্ব্বে যাহা করিয়াছি, অনন্ত নরক বাসেও তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে না, তাহার উপর আবার জানিয়া শুনিয়া যদি তোমার ভ্রাতৃবিয়োগ শোক প্রশমিত না করি তবে আমা অপেক্ষা পাষণ্ড আর নাই। ইহাতেও যদি সেই গুরুপাপের কিছু লাঘব হয়, এই বিবেচনায় সুধাংশুকে আজি এখানে আনিয়াছি। এখন ভ্রাতৃ সম্বোধনে সুধাংশুকে ক্রোড়ে করিয়া বহুদিনের ভ্রাতৃশোক দূর কর।"

জ্যোতির্ম্ময়ী যখনই শুনিলেন রাজকুমার তাঁহার অনুজ সুধাংশু তখনই আসিয়া সুধাংশুর মুখচুম্বন করিয়া সজল নয়নে বলিলেন "সুধাংশু! সুধাংশু! সুধাংশু! ভাই এতদিনে তোমর মুখ দেখিয়া প্রাণ শীতল হইল—বক্ষঃস্থলে যে দারুণ শোকের শিখা জ্বলিতেছিল তাহা নির্ব্বাপিত হইল। তুমি আমার সেই সুধাংশু?" বলিতে বলিতে জ্যোতির্ম্ময়ী নীরব

হইলেন, কথা কহিতে পারিলেন না—চক্ষু, গণ্ডস্থল, বক্ষ, অশ্রুজলে ভাসিয়া গেল।

কিরীটীভূষণ জানিতেন যে সুধাংশু শেখর একটা নাম ছিল এবং অমূলক সমস্ত ঘটনা যদিও না মনে থাকুক, তিনি যে দস্যু হইতে ক্রীত তাহা জানিতেন। তাঁহার নিজ মনে যে তিনি জানিতেন তাহাও নহে, রাজান্তঃপুরাঙ্গনাগণ কখন কখন ঐ কথা কহিতেন, তিনি তাহা শুনিয়াও আপনাকে আপনি জানিতেন। শিবনাথের সহিত জ্যোতির্ম্ময়ীর যে কথা বার্ত্তা হইয়াছিল তিনি বাহির হইতে সকলই শুনিয়াছিলেন। পরিচয় শ্রবণের পর আর্ত্তস্বরে জ্যোতির্ম্ময়ীকে রোরুদ্যমানা দেখিয়া তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। জ্যোতির্ম্ময়ীকে কাঁদিতে দেখিয়া তিনিও কাঁদিতে লাগিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী পিতৃ বিষয়াধিকারিণী হইলে বৃদ্ধা দিগম্বরীকে বাটীতে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। দিগম্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া সুধাংশুকে কোলে লইল সুধাংশুকে শত শত বার চুম্বন করিল। তাহার পর সুধাংশু রাত্রি কালে জ্যোতির্ম্ময়ীর মুখে আপনাদিগের ইতিবৃত্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন। গিরিজাকান্ত বাবুর সহিত তাঁহার আলাপ হইল, তাঁহাদিগকে পিতৃ সম্পত্তি অর্পণ করিয়া সুধাংশু স্বয়ং বীরভূম রাজসম্পত্তি ভোগ করিতে লাগিলেন।

গীত।

রাগিণী শোহিনী বাহার—তাল পঞ্চম সোয়ারী।

বিভু তোমার লীলা কে বুঝিতে পারে হে!
তুমি অনাদি অনন্ত তব মহিমা অপার হে!
স্বর্গমর্ত্ত ত্রিভুবন, গিরি, নদী, উপবন,
এ ব্রহ্মাণ্ড অনুক্ষণ, তব গুণ গায় হে।
অজ্ঞান আঁধার মন, কলুষিত যেই জন,
কেবল মাত্র সেই জন, চিনে না তোমায় হে।
বিষয় বিভব ছার, দারাসুত কে কাহার,—
মায়াতে মুগ্ধ সংসার, জীবনে সম্বন্ধ হে।
ওহে নাথ ভব ধব, কি করিব তব স্তব,
অসার নশ্বর ভব, তুমি মাত্র সার হে।

সমাপ্ত।

বর্ষার বায়স।

ইহ জগতে প্রকৃত গুণের পক্ষপাতী কয় জন? প্রকৃতির এই তৌর্য্যত্রিকময় বিলাস ভবনে কয় জন গুণের আদর ভালবাসেন? মনোহর বপু, রমণীয় কান্তিতে না মুগ্ধ হইয়া কয় জন এই সংসারে গুণীর সমাদর ও সম্ভ্রম রক্ষা করেন? সমাদর সম্ভ্রম দূরে যাউক, কয় জনের দৃষ্টিতে বিকৃত, কুৎসিত মূর্ত্তির মধ্য হইতে সদগুণের বিমল আভা প্রতিভাত হয়? এই নানা চিত্রের পৃথিবীতে বাহ্য সৌন্দর্য্য, বাহ্যাড়ম্বরেরই আশু আকর্ষণী শক্তি আছে, রূপ এবং আড়ম্বরই গুণ বিচারের মুখপত্র ইহাই সংসারের প্রচলিত পদ্ধতি। সহস্রগুণে গুণবান্ হইলেও আড়ম্বর ও সৌন্দর্য্য বিরহে সে গুণরাশি মেঘ-জালাবৃত নক্ষত্র মালার ন্যায়;—অতএব বায়স! তুমি সংসারে আদরণীয় নও। তোমার কুৎসিৎ কান্তি, কদর্য্য বপু;—বিকৃত পদ, দীর্ঘ চঞ্চু, কর্কশ রব লোকের মন ভুলাইতে পারে না; সুতরাং তুমি সাধারণের অপ্রিয়। তোমার কর্কশ শব্দ অমঙ্গল সূচক বলিয়া বিশ্বাস এই জন্য তোমায় দেখিলে বা তোমার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিলে লোকে বিরক্ত বই সন্তুষ্ট হয় না। সুতরাং পক্ষী জাতির মধ্যে তুমি নীচ, অতি হেয়, অতীব অমঙ্গলদায়ক।

যখন বসন্তাগমে প্রকৃতি প্রফুল্ল মুখী—সুকোমল নয়নাভিরাম সুচারু পল্লব বাসে দেহাবরণ করিয়া মানসোল্লাসী কুসুমবিকাশে হাস্যময়ী, মৃদুল মলয়ানিল হিল্লোলে কৌতুকপ্রিয়া কিশোরীর ন্যায় অঙ্গ ভঙ্গি প্রকাশে আনন্দে মাতিয়া উঠে, প্রিয় সহচরী দিবা এবং রজনীকে স্ব স্ব পতিসম্মিলনে স্ফুর্ত্তিবতী দেখিয়া হাসিয়া জগৎ আলোকিত করে, এই অতিসুখের, অতি আমোদের সময়ে কোকিল মধুর কণ্ঠ পঞ্চমে বাঁধিয়া সোনার সোহাগা এবং কাঞ্চনে মাণিক্য যোজনার ন্যায় আমোদের উপর আমোদ, সুখের উপর সুখ বৃদ্ধি করে, প্রকৃতির সুখের সাথী, কোকিল সুখের সময় অতুল সুখে ভাসিয়া, আপন সুখে জগৎকে সুখী করে। কাজেই কোকিল বড় আমোদ প্রিয়, বড় মিষ্ট ভাষী; পক্ষী জাতীর মধ্যে সুরসিক, অতীব আনন্দ দায়ক এবং শ্রেষ্ঠ! তুমি বার মাস, ত্রিশ দিন, চব্বিশ ঘণ্টা আমার নয়নপথের

পথিক, পথে ঘাটে, মাঠে আমার গৃহপ্রাঙ্গণে তোমাকে সর্ব্বদাই দেখিতে পাই; আমি যে দিন চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চাতুর্ব্বিধ আহারীয় দ্বারা আমার রসনার তৃপ্তি সাধন করি, এবং যে দিন শাকান্নে উদর পূর্ত্তি করি, কি সুখের, কি দুঃখের সকল দিন সকল সময়েই তুমি আমার ভোজনের সাথী, তুমি আমার অনুগত, তুমি আমায় ভাল বাস, তুমি আমার সুখের সুখী, দুঃখে দুঃখী সুতরাং তোমাকে না দিয়া আমি খাইতে পারি না, দৈবাৎ বিস্মৃতি ক্রমে ভুলিয়া গেলে আহার কালে তুমি কাড়িয়া খাইতেও ছাড় না। তুমি আমার এক জাতীয় না হইলেও তোমার অনুগত্যে, তোমার ঘনিষ্ঠতায় আমি বড় বাধ্য—সুতরাং তোমাকে আমি বড ভাল বাসি! কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা, কি বসন্ত, সকল সময় প্রভাত কালে তুমি আমাকে জাগ্রত কর, এবং সায়াহ্নে শান্তি সুখ ভোগের উপদেশ দাও। কোন কোন পৌর্ণমাসী নিশিতে প্রকৃতি যখন মধুর হাসি হাসিয়া জগৎকে আনন্দে বিভোর করে, সেই অপূর্ব্ব সুষমা দেখাইবার জন্য তুমি আমাকে আহ্বান কর, আমি কেবল সেই সময়কার "কা কা" রবের মধুরতার তুলনা খুঁজিয়া পাই না। সাধারণে সহজে তোমার "কা কা" রবের অর্থ বোধ করিতে পারে না—তুমি তমস্বিনীর ঘোর অন্ধকারের পর হঠাৎ দিবসের আলোক দেখিতে পাইয়া আর্য্য ভাষার কা কা (কি কি) রবে জগতের ক্ষণ পরিবর্ত্তন শীলতার কথা জিজ্ঞাসা কর, তদ্রূপ সায়াহ্নেও আলোকের পর রজনীর অন্ধকার দেখিয়া কা কা (কি কি) রবে মনের অধীরতা ব্যক্ত কর। দিবা দ্বিপ্রহরে তুমি বৃক্ষপল্লবে আপন অঙ্গ আবরণ করিয়া গলার কর্ত্তরে কাহা? কা? কাহা? কা?" রব করিতে থাক, তাহার উত্তর তোমায় কে দিবে? "কাহা? কা?" (তিনি কোথায়? কে তিনি?) তুমি ভূচর ও শূন্য পথ বিহারী, সর্ব্বদা আকাশে পৃথিবীতে সকল স্থানে ভ্রমণ কর তুমি আপনি না বুঝিয়া কাহাকে জিজ্ঞাসা কর? বায়স তুমি তত্বজ্ঞ! তুমি সামান্য আহারে পরিতৃপ্ত, সামান্য অবস্থায় সুখী, সুখ দুঃখ তোমার তুল্য জ্ঞান! যাত্রাকালে বা অসময়ে তোমার অবিশ্রান্ত চীৎকার, যে অশুভ সূচক তাহা নিশ্চয়—আত্মীয়, ব্যথার ব্যথী বন্ধু ব্যতীত সময় থাকিতে কে বিপদ সূচনা করিয়া তাহাকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে উপদেশ দেয়? বায়স তুমি অভিশয়

পরোপকারী ;—তোমার নিজের অবস্থা মন্দ হইলেও তুমি কোকিল শিশু প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ নও ! তোমা দ্বারা প্রতিপালিত হইলেও কোকিল আপন জন্ম দোষ ভুলিতে পারে না ; কোকিল তোমার মত সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী নহে। দেখ বায়স! আমার এই সুখের সংসার উদ্যানে যখন বসন্তবিকাশ হইবে, আমার অদৃষ্টচন্দ্রমা পৌর্ণমাসীর বিমল চন্দ্রিমার আশয়ে সংসার আলোকিত করিবে ; যখন আমার সংসারের তরুলতিকা গুলি নবীন কিশলয়াবরণে আবৃত হইবে, আমার সংসারের সুষমাধার কুসুম গুলি চারুহাসি হাসিয়া আমাকে অতুল আনন্দে আনন্দিত করিবে, যখন আমার সময় সমীর মৃদুল বহিয়া আমাকে অনুপম সুখে ভাসাইবে, সেই সুখের বসন্তে আমার বসন্তের কোকিল অনেক আসিবে ; মিষ্ট-স্বরে তুষ্ট করিয়া আপন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য আমার সুখের অংশী হইতে অনেক কোকিল জুটিবে। কিন্তু কুচ্ছিত কান্তি আমার প্রিয় বায়স ! যখন বর্ষার প্রবাদ বাত্যা প্রপীড়নে আমার সংসারোদ্যানে প্রকম্পিত করিয়া তরুলতিকা গুলিকে আকুলিত করিবে, তাহাদিগের শাখাভগ্ন, পত্রছিন্ন বা তাহাদিগকে সমূলোৎপাটিত করিতে, আমার সংসারের সার সার কুসুম গুলিকে প্রবল তাড়নে মলিন ও বৃন্তচ্যুত করিয়া আমার সংসার কানন শ্রীহীন করিবে। বর্ষার নিবিড় কৃষ্ণ জলদমালা যখন আমার সংসারকে ঘোর অন্ধকারময় করিবে, মুষল ধারায় বিপদ বারি বর্ষণ করিয়া আমায় আকুলিত করিবে, বায়স ! তখন বসন্তের কোকিলগণ কোথায় অন্তর্হিত হইবে খুঁজিয়া পাইব না, সে সময় তুমিই কেবল আমার বিপদের একমাত্র সাথী ! অতএব বর্ষার বায়স ! তোমায় আমি ভাল বাসি ! এই অকৃতজ্ঞ এই অস্থায়ী জগতের প্ররোচনায় মুগ্ধ হইও না—এস ভাই একবার "কাহা ? কা" রবে বিভুতত্ত্বানুসন্ধানের জন্য চীৎকার কর ; তাহাতে সৌখিন জগৎ কর্ণস্থির না রাখিতে পারে, কষ্টবোধ করে, ক্ষতি নাই। তুমি কিন্তু আপন কাজ ভুলিও না।

শ্রীঅম্বিকা চরণ গুপ্ত।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

মৃণাল-মালিনী বা অবলা কি প্রবলা? বিয়োগান্ত দৃশ্যকাব্য। শ্রীবিপিন বিহারী দে ও শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা সাহিত্য-সংগ্রহ যন্ত্রে মুদ্রিত।

আমরা এই লম্বা চৌড়া নামধারী নাটক খানি অনেক দিন হইতে পাইয়াছি, কিন্তু এপর্য্যন্ত ইহার কি সমালোচনা করিব তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। কিন্তু প্রকাশক কোম্পানীর তাগাদায় আমাদিগকে অদ্য ইহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল।

গ্রন্থের প্রথমেই একটি কবিতাময়ী বিজ্ঞাপন আছে। যথা :—

হে প্রিয় পাঠক! আজি, দিনু তব করে
গ্রন্থি এই গ্রন্থমালা, সুসংজ্জত করি
বিবিধ সৌগন্ধ পুষ্প,—কোথাও চামেলি
গোলাপ মল্লিকা বক, সেফালিকা কুন্দ,
কোথাও পলাশ বেল, চম্পক বকুল।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আমরা ইহার কোন একটি ফুলও দেখিতে পাইলাম না। কেবল দেখিলাম যে গ্রন্থমাল্যটি নাসিকা পীড়া প্রদায়ক আকন্দ পুষ্পে ভরা।

দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনে প্রকাশক মহাশয়গণ লিখিয়াছেন,—"এই পুস্তকের অধিকাংশভাগ (সটীক) বিশুদ্ধ হিন্দি এবং অন্যান্য ভাষা সংযোজিত আছে।" এ দৃশ্যকাব্য খানির উদ্দেশ্য কি হিন্দি ও অপরাপর ভাষা শিক্ষা দেওয়া? যদ্যপি তাহা হয় তবে গ্রন্থকার বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছেন! মৃণাল-মালিনীতে নাই এমন বস্তুই নাই। রাঙ্গা কালিতে ছাপা—

"হলুদ পোড়া ফেনের সর
গায়েতে মেখে ডাইনী মর,—
জোঁকের রক্ত জোঠীর ল্যাজ
শিমুল ফুল শুক্‌নো প্যাজ" ইত্যাদি।

তাহার পর পিলু খেমটায়—

"নাগরী কথা কহ, কাঁই করিচু গসা।

তম গড়রে পড়িলি হেই ঘক্সিমুষা (এ ঝিটিপিটি ২)

তু কাঁই পাসরিলা, মঃ পরাণ ছাড়িগলা,

মু তমে ন ছড়িবি, করি মিলন আশা।"

আবার নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান। গ্রন্থকার বড় তালে ভুল, এ গানটির টিকা করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন।

ইস্মে হিন্দিবি বহুত হ্যায়। "উন্‌কে সরম কেয়া (২) উনতা নেক বক্ত দেও তোঁকে সামিল হ্যায়, (৩) সতীপর পরমেশ্বরকা লেকনজর হ্যায়, ভগবানিনে উনিকে ভেজ দিযা, সতীপন বাঁচায় নেকে নিয়ে।(৪)

পাঠক! টীকার তেজ দেখিলেন ত। আবার দেখুন।

উদ। শ্যামবিলাসিনি! রাগ কল্যে? অকালে ধারা শ্রাবণ ঃ—

"ছিঁচ কাঁদনী নাকে ঘা! রক্তপড়ে চেটে খা।"

আবার সুরের সহিত—

কেন বল দেখি, বিধুমুখি ভাব অকারণ?

যথা পাব মিলাইব, নাগর মনোমতন—

পাঠক। আর চাহি? যদি আবশ্যক থাকে তাহার নিচতেই পাইবেন।

"রসের বেদেনী বলে কে ডাকে আমারে,—"

সুধু এই নয়

"এক নাম ধরি মোরা, নক্ষী সরেস্বতী।

নক্ষী ছাড়া হলি মরে, পায় ঝে দুর্গতি—"

হইতে

কলিকালে একি দেখি আজব রঙ্গের ঠাট

জন্মদাতা অন্ন পায় না, ছেলে গবরনাট।"

পর্য্যন্তও আছে।

এ পুস্তক খানি পড়িয়া সাধারণীর তেলে ভাজা চানাচুর মনে পড়ে। উদ্ধৃত করিলে মৃণাল-মালিনী নামক রত্নাকর হইতে যে কত শত মণি

২ সাধুকে লজ্জাকি ৩ দেবতার মধ্যে গন্য ৪ সতীর প্রাণ বাঁচাবার জন্য।

মাণিক্যাদি পাঠকগণকে উপহার দেওয়া যায় তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু পাছে তাহাদের জ্যোতিঃতে পাঠকগণের চক্ষু ঝলসিযা যায় সেই নিমিত্ত আর দুই একটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া ক্ষান্ত হইব।

এক স্থানে

বালিকা কলিকা ছিলাম যখন,
সদত আমোদে হতেম মগন
বিরহ যাতনা হত না কখন
পতিখেদ মনে হত না!

(ইত্যাদি। ইত্যাদি। ইত্যাদি।)

এত কষ্ট স্বীকার না করিয়া নবীন বাবুর—

"কুসুম কলিকা জিনিয়া বালিকা
ছিলাম যখন সই"

ইত্যাদি উদ্ধৃত করিয়া দিলেই ভাল হইত না?

আর একস্থানে

কুমু। দিদি! এজন্মে কাঁদ্‌তে এসেছি কেঁদেহ দিন কাটবে।

মালতী কুমুদিনীর কেভারে গাহিল ঃ—

পতিসুখ নাহি জানিল।
দিবানিশি কেঁদে কাটিল।
একে সরলা ললনা, জানে না কোন ছলনা,
বিবাহ কি যাতনা, মরমেতে মরিল!
জীবন যৌবন মন, যারে করে সমর্পণ (?)
অনায়াসে সেই জন, (?) বিষাদনীরে ত্যজিল।

অতএব কুমুদিনী প্রকৃত সরলাই বটে!

গ্রন্থখানি ছাই ভস্মে পরিপূর্ণ, কিন্তু গ্রন্থকাব সুদক্ষ নকল নবীশ বটেন, তিনি অতিশয় পটুতার সহিত "সধবার একাদশী" "বিয়ে পাগলা বুড়" "লীলাবতী" "জামাই বারিক" প্রভৃতি অনেকানেক পুস্তক হইতে তাঁহার মৃণাল-মালিনী রচনার আয়োজন করিয়াছেন। এরূপ সুনিপুণ গ্রন্থকার সকলেরই প্রসংশার্হ!

রসিকরাজ। হাস্যোদ্দীপক ও বিদ্রূপাত্মক মাসিক পরিদর্শক ও সমালোচক। প্রথম বৎসর সন ১২৮৮ সাল জৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস। কলিকাতা এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ যন্ত্রে মুদ্রিত।

রসিকরাজ যে প্রকৃত রসিকরাজ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা অন্তরের সহিত রসিকরাজের স্থায়িত্ব কামনা করি।

সদানন্দ। রস-প্রধান বিদ্রূপ পত্র ও সমালোচন। ঢাকা গিরিশযন্ত্র।

সদানন্দ সম্বন্ধে মতামত এখনও আমরা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আর দুই এক মাস দেখিয়া প্রকাশ করা যাইবে।

সিংহ এণ্ড বেনার্জ্জি ফ্রেণ্ডস্। ওরিয়েণ্টাল পবলিশিং এষ্ট্যাবলিশমেণ্টের অনুষ্ঠান পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। কতিপয় লব্ধ-প্রতিষ্ঠ মহোদয়ের উৎসাহে ও যত্নে উক্ত কার্য্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। যে সকল লেখকেরা অর্থাভাবে আপনাপন পুস্তকাদি প্রকাশিত করিতে পারেন না, এই কার্য্যালয় নিজব্যয়ে তাঁহাদের পুস্তকাদি প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছেন। এ উদ্দেশ্য যে অতি মহৎ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশে এপর্য্যন্ত এরূপ কোন কার্য্যালয় ছিলনা, ইহাতে যে একটি বিশেষ অভাব পূর্ণ হইবে তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। আশা করি এই কার্য্যালয়টি যাহাতে দীর্ঘজীবি হইয়া বঙ্গ সাহিত্যের ও অনেকানেক বঙ্গীয় লেখকের অভাব মোচন করে, তৎ প্রতি সাধারণে বিশেষ যত্নবান হইবেন।

আর কি আছে ।

এই কথা দুঃখের সীমারেখা। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অনেকে আস্থা-শূন্য হইয়া কূটতর্কের আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক বলিতে পারেন, এই বাক্য সহা-নুভূতিপ্রদর্শনের অনুপযুক্ত, কারণ ইহাতে দুঃখোৎপত্তির কোন কারণই নাই; পুত্রশোক পীড়িতা জননীর উচ্ছ্বসিত শোকের ঘোর গগণ-ভেদী-চীৎকার; আন্তরিক যাতনার অন্তর্দাহ, প্রিয়বস্তুর অভাবজনিত মর্ম্মপীড়ক যাতনা, দরিদ্রতার ক্লেশজনক কাতরধ্বনি, রোগের দারুণ যন্ত্রণা প্রভৃতি এ সমস্তই দুঃখের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু একটী সামান্য কথা কিনা 'আর কি আছে' ইহা দুঃখের সীমারেখা বলা বাহুল্য যে ইহা অন্তঃসার বিহীন সাধারণের অননুমোদনীয়, কিন্তু যাঁহার হৃদয় আছে, যাঁহার আত্মা দেশমঙ্গলেচ্ছায় পরিপ্লুত, তিনি অবশ্যই অম্লানবদনে স্বীকার করিবেন যে হিতৈষীর উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ-সঞ্জাত অশ্রুজল ভিন্ন ইহার প্রতিদান নাই।

এখনও সেই দিগন্তব্যাপী সমীরণ পরিমল বহনপূর্ব্বক লোকের দ্বারে দ্বারে সদ্‌গন্ধ সংগ্রহের পরিচয় প্রদান করিতেছে; সেই সমীরণ আলোড়িত প্রভাত পদ্মের নব সুষমায় জীবন প্রাণ উৎফুল্ল রহে; সেই বসন্ত মদমত্ত কোকিল কোকিলার কাকলী ও দয়েল, পাপিয়া প্রভৃতি বিটপী-চরদিগের স্বর মিশ্রিত মধুর নিক্কণোচ্ছ্বাসে প্রাণের ভিত্তিভূমি পর্য্যন্ত উদ্বেলিত ও সুধারসে নিসিক্ত রহে; সেই অমাবস্যার গাঢ় তিমির ও পৌর্ণমাসীর শ্বেতরশ্মিতে পৃথিবী পর্য্যায়ক্রমে আবৃতা রহে. সেই পৃথিবী, সেই আর্য্যাবর্ত্ত, সেই চন্দ্রসূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ, সেই জ্যোতিষ্কমণ্ডল, সকলই আমাদিগের সেই পূর্ব্বপুরুষ পরিচিত; কিন্তু সে তেজ, সে দর্প. সে পাণ্ডিত্য কোথায়? আমরাও কি সেই আর্য্যবীর্য্য বিভূষিত? যাহাদের অমোঘ অধ্যবসায়ে দিগ্‌ দিগন্ত বিকম্পিত, যাহাদের প্রদীপ্ত যশোপ্রতিভায় সমস্ত জগৎ প্রতিভাত! আমারাও কি সেই প্রখর প্রতিভাসম্পন্ন আর্য্যগণের বংশধর না তাঁহাদের উদ্দাম পূর্ণ যশোশিখার পক্ষে ঘোর চক্রবাত্যা ?

অনুকরণেচ্ছা মানবের অন্যতম মনোবৃত্তি। ইহা মস্তিষ্কতত্ত্ববিৎপণ্ডিত মাত্রেরই অনুমোদনীয় যে মনুষ্য পক্ষে স্বভাবের এই নিয়ম অনুল্লঙ্ঘনীয়। উহাতে কখনও ক্রোধের ভীষণ বজ্র-গম্ভীর-গর্জ্জন, কখনও রুদ্ধদ্বেষের ততোধিক স্তম্ভিতভাব, কখনও কমনীয় বস্তুর কমনীয় সৌন্দর্য্যের লাবণ্য-লীলায় লীন, কখনও ভয়ঙ্করী ভীমারম্ভার অট্টহাস্য ও ভৈরব নৃত্যের ভীষণ আবেগ। কখনও প্রণয়ের গম্ভীর উচ্ছ্বাস, কখনও শোক ও পরিতাপের হৃদয় বিদারী করুণা নিস্বণ, কখনও বীর গর্ব্ব ও বাহুবল দর্পের সিংহ-নাদ। কখনও দুঃখ কশাঘাতের চিহ্ন কখনও বিলাসের আলস্য, ও আলস্যের প্রতিদ্বন্দ্বীতা। উহাতে সহস্র দুঃখের লাঞ্ছনা, ও প্রীতির পবিত্র পুষ্প, সৌরভ বিরাজিত থাকুক, ভয়ের বিকৃত মূর্ত্তি ও ভক্তির বিভৎসবিকার বর্ত্তমান থাকুক, তথাপি মনুষ্য—বিশেষতঃ বঙ্গবাসীদের অনুকরনেচ্ছা অতিশয় প্রবলা। আমরা সাহেবদের অনুকরণে হ্যাট কোট পরিধানপূর্ব্বক ড্যাম্ ডিয়ার ডণ্টকেয়ার প্রভৃতি কতিপয় বাক্য শিক্ষা করিয়া অসীম প্রতিপত্তি লাভ করিতে বাসনা করিতেছি। কিন্তু জিজ্ঞাশা করি, বঙ্গীয় পরিচ্ছদে কি শরীরের শৈষ্ঠব সাধন হয় না? মাতৃভাষা কি শ্রবণেন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধনে অশক্তা? কি আশ্চর্য্য! কবি কাব্যের অনুকরণ করিবেন উপদেষ্টা সেক্সপিয়ার বায়রণ! কবিতা লিখিবেন বিষয় ডেসডেমনা, লুক্রেসিয়া; ক্লিওপেট্রা; লোকপ্রবন্ধ লিখিবেন উদাহরণ ওথেলো—রিচার্ড, ফলষ্টাফ্! ভারতে কিসের অভাব? পরের অনুকরণ কি কারণে?—ভারতে যে সমস্ত অমূল্য কাব্য বিদ্যমান আছে, তাহাতে কি উদাহরণ যোগ্য কোন চিত্রই চিত্রিত নাই? কালিদাসের অলোক সামান্য লেখনি মুখ নিসৃত নগরাজ নন্দিনী—গৌরী ও শকুন্তলার চরিত্র কি সতীত্বের আদর্শ নহে? তবে সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি পতিপ্রাণা সাধ্বী দিগকে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া ডেসডেমনা ক্যাথেরিনের, নাম উদ্ধৃত হয় কি জন্য? ভগবান ব্যাসের লিখনীতে কি বীরত্বের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হয় না? বলিতে পার, কোন্ দেশের কোন্ বীর বীর্য্যবত্তা, গাম্ভীর্য্য ও শারীরিকবলে অর্জ্জুন, অভিমন্যু, ভীম ও ভীমসেনাপেক্ষাশ্রেষ্ঠ? পাণ্ডব ও দশরথ—পুত্রগণাপেক্ষা ভ্রাতৃস্নেহের উদাহরণ কোন দেশে সুলভ?

ভীষ্ম ভিন্ন কোন দেশের কোন্ বীর, কোন ধার্ম্মিক বিপক্ষের উপকারার্থে অমূল্য অমর জীবন দানে অম্লান মুখে স্বীকৃত হইয়াছে ? শকুনি কি ক্রপদাপেক্ষা বৈরনির্য্যাতনের গাঢ় অধ্যবসায় কাহার শরীরে বিদ্যমান ? যে দিকে চাই, যা চাই কিছুরই অভাব নাই—তবে পর দেশের অনুকরণ কিজন্য ? আপন দেশে কিসেব অভাব ? প্রতাপ সিংহ, জয় সিংহ, মান সিংহ, শিবজী, প্রভৃতি বীর বর্গের অনুকরণ কর ? স্মৃতির সাহায্যে তাঁহাদের সেই অলৌকিক বীরত্ব, তেজ, গম্ভীরতা, সহিষ্ণুতার চিত্র আঁকিয়া লও এবং বিবেচনা করিয়া দেখ আব কি আছে ?

এখন আব সেই কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বর্ত্তমান নাই যে স্বীয় বীণার মধুরতানে জগৎ মোহিত ও কাব্যামৃত পানে আর্য ঋষি-গণের মানস মোহনেচ্ছায় যত্নশীল রহিবেন ; নীতিশাস্ত্রবেত্তা গঙ্গানন্দন ভীষ্ম বর্ত্তমান নাই যে স্বকীয় অধ্যাবসায বলে ও রণকৌশলে ব্যক্তিমাত্রেরই প্রাতঃস্মরনীয় হইবেন ; আর জরাসন্ধ নাই, শিশুপাল নাই, কেহই নাই সব নীরব, সমস্ত নিস্তব্ধ, এখন আর কালিদাসের মোহিনী মূর্ত্তি বর্ত্তমান নাই বাল্মীকির প্রশান্ত মূর্ত্তি কালের করাল কবলিত, বঙ্গবাসী প্রীতির পবিত্র পুষ্পহারে ও ভক্তির উপকরনে কাহার চরণ পূজা করিয়া কৃতার্থ হইবে ? অর্জ্জুন, ভীম, অভিমণ্যু দ্রোণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরবর্গের রণনিনাদে পৃথিবী প্রতিধ্বনিত নহে—উজ্জয়িনীর কলকণ্ঠ নীরব,—বাণভট্টের চিরকীর্ত্তির উজ্জ্বল প্রতিভা (উজ্জ্বল কারক লোকাভাবে) অপ্রতিভাত,—ভরত বা সি নকুল সহদেবের কিম্বা লক্ষণের অনুকরণ পূর্ব্বক ভ্রাতৃভক্তের আদর্শ হইয়া ভারতের অঙ্ক-স্থল উজ্জ্বলকরণ শারদীয় পৌর্ণমাসীর জ্যোৎস্নাবিধৌত 'নির্বাত নিষ্কম্প' সমুদ্রের ন্যায় রামচন্দ্রের পবিত্রতাময় চরিত্রের অনুকরণকর,—চন্দ্রালোক স্পৃষ্ট বিকসিত কুমুদিনীর ন্যায় যুধিষ্ঠীরের ধর্ম্ম-শীলতা ও নৈদাঘ মধ্যাহ্ন প্রকটিত রবিকরের ন্যায় দুর্য্যোধনের ক্ষত্রতেজ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার অনুকরণ কর।

সাহিত্য মানব জীবনের ইতিহাস। নিবিষ্ট চিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইবে, তখনকার কাব্য বীরত্বের নিদর্শন স্তম্ভ, ও নীতিপথ-প্রদর্শক, আর এখনকার কাব্য, কুৎসিৎ আদি রসের লহরী

লীলায় লীন; এতদুভয়ের একতর কারণ পূর্ব্বপুরুষগণ বীর্য্য-প্রতিভায় ভুবন বিখ্যাত ও বিদ্যাবর্ত্তায় পৃথিবী শ্রেষ্ঠ; আর তাহারই অন্যতর কারণের বশীভূত হইয়া আমরা জ্ঞানে মানে অধমেরও অধম নিন্দিতের ও নিম্নস্থানীয়।

এখন আর কপিল পাতঞ্জল গৌতম প্রভৃতি দর্শনকারগণের শাস্ত্র বিতর্কে দেশ প্রতিধ্বনিত হয়না, বিশ্বামিত্র. জাবালী, বশিষ্ঠ অগস্ত প্রভৃতি মহর্ষিগণের বেদধ্বনিতে কোকিল কাকলী প্ররিপ্লুত তপোবনে পবিত্র শান্তির উচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পায় না। বাল্মীকির অমৃতোদ্গারিণী লেখনিমুখে আর রামচন্দ্র চিত্রিত হয়েন না।—সকলই নিস্তব্ধ সকলই নীরব, কালের দিগন্ত-প্রবাহী অনিবার্য্য প্রবাহে সকলই বিলয় পাইয়াছে—কাল-প্রবাহের তরঙ্গের সহিত ভারতের যে কত অমূল্য রত্ন ভাসিয়া গিয়াছে. কে তাহার ইয়ত্বা করিবে? কতশত চন্দ্র, কতশত সূর্য্য ভারতাকাশে উদিত হইয়া যশোজ্যোতিতে ভুবন উজ্জ্বল করিয়া, কালের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে একে একে সমস্তই বিলীন হইল; নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের সীমা পার হইতে না হইতেই অকালে খসিয়া পড়িল—গাঢ় গাঢ়তর গাঢ়তম তিমির স্তরে স্তরে ভারত আবৃত করিল—সকলেই নিস্তব্ধ সকলেই নীরব সকলেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত।—কেহই জাগরিত ও কাহারও সচেতন হইবার আশাও ভবিষ্যতের তমোময়ী গুহা নিহিতা, ভারতের দোর্দ্দন্ত প্রতাপে অদৃষ্ট অভিনয়নে পটঃক্ষেপণ করিয়া লোক-চক্ষুর অদৃশ্য হইল। এখন যাহারা ভারত বঙ্গনাট্যশালায় উপস্থিত, তাহারা সকলেই দর্শক, প্রদর্শক কেহই নাই। কালে কখনও যে ভারতবর্ষ বিদ্যার মোহিনী মূর্ত্তিতে বিরত্বের অমোঘ প্রতিভায়, দর্শন, কবিত্বের অপ্রতিহত প্রভাবে সেই পূর্ব্ব কীর্ত্তিত রত্নগর্ব্বা ভারত বলিয়া বিখ্যাত হইবে, কালিদাস, ভবভূতি বাল্মীকি প্রভৃতি কবিগণের কীর্ত্তি কলাপে, গৌতম, বৃহস্পতি, ব্যাস, প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় দিগের শাস্ত্রালোচনায়, রঘু, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠীর প্রভৃতি নৃপতিগণের সত্য নিষ্ঠায়, ও বাহুবল দৃপ্ত ভীমসেন, লক্ষ্মণ্যাদি বীরের অশনি নিনাদে কোন দিন যে পৃথিবী আলোড়িত হইবে, তাহাও ভবিষ্যতের অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন। কোন দিন যে সমস্ত কীর্ত্তির পুনরুন্নতি হইবে, তাহাও

মানব-বুদ্ধির বহির্ভূত। সুতরাং দেশহিতৈষী বঙ্গবাসী মাত্রেই বলিবেন যে ভারতের সমস্তই গিয়াছে আর কি আছে!

এইজন্যই বলি এখনও যে মনুষ্য নামধারী মহাত্মারা বর্ত্তমান-বঙ্গে বিরাজিত আছেন, তাঁহারা যদি পরানুকরণ পরিত্যাগ করিয়া আমাদের পিতৃপুরুষগণের পদানুসরণ করেন, এবং সেক্সপিয়ার, বায়রণ, প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিগণের সুধানিস্যন্দিন গ্রন্থের উপেক্ষা না হউক তাঁহাদিগের ন্যায় ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, মাঘ, প্রভৃতি কবিগণের কপোল কল্পিত কাব্যে, আস্থা প্রদর্শন করেন ও কপিল পাতঞ্জল, চার্ব্বাক্, কণিক প্রভৃতি দার্শনিক ও নীতিবেত্তা দিগের দর্শন কি নীতিশাস্ত্রালোচনায় দিন বাহিত করেণ, এবং কিজন্য আমরা ক্রমে অবনতির ক্রোড়ে মস্তক স্থাপিত করিতেছি, কিনিমিত্তে আমাদের যশোজ্যোঃতি খদ্যোতিকাবৎ মৃদু দীপিত, কি কারণে দাসত্য-লাঞ্ছনা দ্বারা ললাট পট্ট বিশোভিত করাও শ্লাঘার বিষয় জ্ঞান করিতেছি। ও কি অনির্ব্বচনীয় কারণের প্ররোচনার বশীভূত হইয়াইবা আমারা জ্ঞানে, বলে, মানে, ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় মানবাপেক্ষা হীন প্রভ হইতেছি, ইহার কারমানুসন্ধানে ও প্রতিবিধানেচ্ছায় সামান্য আয়াস স্বীকার ও ক্ষণেকও উষ্ণ মস্তিষ্ক হয়েন তাহাই যথেষ্ট। আর ইহাও ধারণা করা উচিত যে উন্নতি মাত্রেই রণযশোসাপেক্ষ্য নহে। যিনি বিবেচনা করেন যে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির একমাত্র পন্থা রণক্ষেত্র, বলা বাহুল্য যে এই বাক্য তাঁহার ভ্রমের পরিচায়ক।

যদি উন্নত হইতে ইচ্ছাকর, যদি যশের ধ্বজা উড়াইতে চাও, যদি জ্ঞানে মানে পৃথিবী শ্রেষ্ঠ হইতে ইচ্ছাকর, তবে বিজ্ঞানের আলোচনা কর, আদি রসের কবিতা ত্যাগ করিয়া নীতিশাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ কর। বৃথাভিমান ত্যাগ করিয়া দর্শন, জ্যোতির্ব্বিদ্যার শরণ লও। তবে উন্নত হইবে নূতন জ্ঞানলাভে নূতন তত্ত্বের আবিক্রিয়া শক্তি স্বতই উচ্ছসিত হইবে, তবে ভারতের মুখ উজ্জ্বল হইবে। তবে উন্নতি লাভ করিবে। নূতন জ্ঞানের প্রভাবে, নূতন যশের আবেগে, নূতন তত্ত্বের আবিষ্কারে, নূতন কার্য্যের উৎসাহে, নূতন কর্ণ, নূতন ভীষ্ম, নূতন প্রতাপ সিংহ প্রভৃতি বীর বর্গের বীরত্ব স্রোতে ভারতের কলঙ্করেখা ধৌত হইয়া যাইবে, পুনর্ব্বার নূতন কালিদাস,

নূতন ভবভূতি নূতন নূতন কাব্যের তানে নূতন আর্য্য ঋষিগণের মানস মোহন করিবেন? পুনর্ব্বার সেই দর্শন, কাব্যের আলোচনায় জ্ঞানীর মোস্তিষ্ক উষ্ণ হইবে—আর কি হইবে!—পুনর্ব্বার সেই পূর্ব্বের ন্যায়,—নূতন শান্তির ক্রোড়ে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক, নূতন আর্য্যগণ অপার্থিব অনীর্ব্বচনীয় সুখের উৎসে প্লবমান রহিবেন।—অহোঃ অদৃষ্ট! অহোঃ দুর্ভাগ্য!! অহোঃ দুরাশা!!!

শ্রীবরদা চরণ সেনগুপ্ত।

একটি গোলাপের প্রতি।

১

ওই দেখ হাঁসি মুখে টবের উপরে,
ফুটেছে গোলাপ এক প্রসূন রতন,
কেন প্রাণ কেঁদে উঠে দেখিলে উহারে,
কেন হেন মন প্রাণ হয় উচাটন?
কেন আঁখি নীরে ভাসি স্মরি একজন—
কেন প্রাণ কেঁদে উঠে অন্তর ভিতরে,
আশার অতীত আশা করিয়া সৃজন
দুরাকাঙ্খা হুতাশন জ্বলে হৃদিস্তরে?
নেহারি তোমারে কাঁদি পাগলের প্রায়,
সেই সুবদণী ছবি হৃদয় জ্বলায়।

২

কেঁদে মরি আমি ফুল নিরখি তোমায়,
হাস তুমি সুখে বসি চারু বৃন্ত-পরে,
সমীরণ সনে ধীরে নাচাইয়া কায়;
তোমার পরাণ বুঝি গঠিত প্রস্তরে?

আমি যার তরে কাঁদি ব্যাকুল অন্তরে
কাঁদিয়াকি উঠে ফুল তাহার অন্তর,
হেরিয়া তোমার ওই প্রফুল্ল অধরে—
অমিয় হাসির রেখা বিশ্ব মনোহর?
বলরে গোলাপ তবে, কাঁদাতে আমায়—
ফুট তুমি? কিম্বা সেই চির অবলায়?

৩

একটি মিনতি আজি তোমার চরণে,
সেই কম বিনোদিনী অনঙ্গ মোহিনী
সেই প্রীতি স্বরূপিনী বিদগ্ধ জীবনে,
অভাগার একমাত্র সন্তোষ দায়িনী—
সেই সে চম্পক করে যতনে যখন
করিবে চয়ন তোরে সহাস্য আননে,
সুকোমল করে, ওই কণ্টক দশন—
বিঁধরে—গোলাপ এই বাসনা জীবনে,
ব'ল তারে, এ কণ্টক তুচ্ছ তার সনে,
জ্বলিতেছে যেই জন তোমার কারণে?

৪

বিঁধিবেকি ফুল? নানা বিঁধনা তাহায়
কঠিন কণ্টকে তব,—সে যে কমনীয়া,
ধরেছি কঠিন প্রাণ জীবনেতে হায়,
সহিব সকল ব্যথা হাসিয়া হাসিয়া।
কিন্তু সেই সুবদনী প্রীতি স্বরূপিণী
প্রণয়ের স্বর্গভূমি, আনন্দ আধার,
হাসে যেন নিরন্তর সে ফুল্লনয়নী,
কোমল কোরকে যেন ঝরেনা আসার।
থাক্ সেই সুখ স্রোতে হ'য়ে নিমগন,
কাঁদি আমি, কাঁদা যার কপাল লিখন।

গিরিজা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বৰ্দ্ধমানের দুই ক্রোশ অন্তরে নারানপুর নামে একটী গ্রাম ছিল, তথায় রামশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় নামে জনৈক ধনী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার ইহ সংসারে গিরিজা নাম্নী এক-কন্যা ব্যতীত আর কেহই ছিলনা। রামশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের বাটী নারানপুরের উত্তর দিকে, সে স্থানটি অতি সুন্দর। বাটীর এক পার্শ্ব আলিঙ্গন করিয়া বাঁকা নদী প্রবাহিতা হইতেছে। তাহার চতুর্দ্দিকে নিবীড় কানন শ্রেণী। কোথাও অতুচ্চ বৃক্ষ সকল শাখা প্রশাখা বাহির করিয়া উন্নত মস্তকে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কোথাও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষরাজী মনোহর বেশে প্রকৃতির শোভা সম্বৰ্দ্ধিত করিতেছে। সেই সকল বৃক্ষ শাখাপরে পাপিয়া, বউকথাকও, কোকিল, দধিয়াল প্রভৃতি সুমধুর কাকলী সংযুক্ত পক্ষী সকল ব্যথিত মানবের মানস পরিতুষ্ট করিতে, প্রেমিকের প্রণয় বেগ উচ্ছলিত করিতে,—আপন আপন স্বরে জগত মাতাইতেছে। সেই স্বরে স্বর মিশাইয়া কলস্বনে কল্লোলিনী নাচিতে নাচিতে হাসিতে হাসিতে মলয়ানিলকে বুকে ধরিয়া ক্রিডা করিতে করিতে প্রবাহিতা হইতেছে। সন্ধ্যাকাল,—কিন্তু এখনও নৈশ গগণ তারকারাজি পরিশোভিত হয় নাই, এখন ও পক্ষীসকলকে নীডাশ্রয় করনার্থ সঙ্কেত সুচক বাক্য বলিয়া ভাস্কর দেব অস্তাচল শিখরাবলম্বন করেন নাই। এই মধুর সময়ে সেই নদীসৈকতে উপবিষ্ট হইয়া একটী এয়োদেশ বর্ষিয়া বালিকা কি চিন্তা করিতে ছিল। সেই অসামান্যা সুন্দরীর রূপালোকে যেন সেই স্থান হাসিতে ছিল। মৃদু অনিল তাহার সেই অরচিত কেশ দাম লইয়া নাচিয়া নাচিয়া কখন অধর প্রান্তে, কখন অংশুপরে, কখন বা গণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া সেই শোভাময়ীর শোভা সম্বৰ্দ্ধিত করিতে ছিল। বালিকা সতৃষ্ণ নয়নে

সেই নদীসৈকতে তরঙ্গলীলা নিরীক্ষণ করিতেছিল। নবীনা বালিকাটি করকপোলিত হইয়া কি চিন্তায় নিমগ্না আছে, এমত সময়ে একটী যুবক আসিয়া বালিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিল " গিরিজা এমন স্থান নাই যেখানে তোমার অনুসন্ধান করিনাই, একাকিনী এখানে কেন ? "

গিরিজা। তোমার গিরিজা পাগলিনী, পাগলে কোথায় না থাকে ?

যুবক। তুমি পাগলিনীই বটে, নতুবা কল্য কি করিয়া বলিলে যে আমাকে বিবাহ করিবে কি না তাহার স্থির নাই।

গিরিজা। পাগলেরা নাকি বড় সরল, তাই সরলভাবে সকল কথাই বলে।

যুবক। হইতে পারে, কিন্তু গিরিজা আমায় বিবাহ করিতে অসম্মত কেন ? দেখ সেই শৈশব কালাবধি নিরবচ্ছিন্ন তোমার ঐ মধুর রূপ হৃদয়ে আঁকিয়া ধ্যান করিতেছি, কি নিদ্রায় কি জাগ্রতে, কি সুখে কি দুঃখে সকল অবস্থাতেই তুমি আমার আনন্দদায়িনী, গিরিজা যে তোমার জন্য পাগল তাহাকে তুমি কি অনন্ত দুঃখে নিক্ষেপ করিবে ?

গিরিজা। তুমি রূপবান, জ্ঞানবান, ধনবান, এবং ইহাও হইতে পারে যে আমাকে ভাল বাস, কিন্তু ঐ সকলের বিনিময়ে যে আমি তোমাকে ভাল বাসিব তাহার স্থির কি ?

যে যুবকটির সহিত গিরিজা কথা কহিতেছে তাহার নাম বসন্তকুমার। বসন্ত নারানপুরের জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির এক মাত্র সন্তান। বয়ক্রম অনূ্যন বিংশতিবৎসর ; আমরা ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে রূপবর্ণনা না করিয়া সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতেছি যে দেখিতে অতি রূপবান। বসন্ত কুমার গিরিজার মুখে ঐ কথা শুনিয়া যেন বজ্রাহত হইল। ক্ষনেক ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বলিল—"গিরিজা আমি প্রাণ থাকিতে তোমার কথা বিশ্বাস করিতে পারি না, কুসুমে কখন পাষাণ থাকেনা।

গিরিজা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল "কীট থাকিতে পারে।"

বসন্ত। কাহার মর্ম্মে ব্যথা দিয়া বিদ্রূপ করা ভাল নয়, সে যাহাই হউক তুমি যে আমায় ভাল বাসনা একথা আমি বিশ্বাস করিতে পারিবনা, আমি তোমার নিকট কত আশাপূর্ণবাক্য শুনিয়াছি।

গিরিজা। একে স্ত্রীলোক তাহাতে বুদ্ধিহীনা, যদিও অজ্ঞানাবস্থায় কিছু বলিয়া থাকি তাহা কিছু মনে করিও না।

বসন্ত। যদি আমাকে অনন্ত দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করিতে স্থির সংকল্প করিয়াছিলে, তবে কেন বৃথা আশায় মনকে আরও উত্তেজিত করিলে?

গিরিজা। আমি অনেক দিন হইতে বুঝিয়াছি যে আমার চিত্র তোমার হৃদয়ে গাঢ় রূপে অঙ্কিত হইয়াছে, সে চিত্র তোমার হৃদয় হইতে বিচ্যুত করিতে অশেষ চেষ্টা করিযাছি কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, বসন্ত! বলিতে কি এ হৃদয় আমার নয়, ইহা বহু দিন হইতে অপরের চরণে উৎসর্গ করিয়াছি. সুতরাং তুমি আর আমার আশায় আপন সুখে জলাঞ্জলি দিও না। মনে করিয়াছিলাম যে সময়ে তুমি একথা আপনি বুঝিবে, আমায় বুঝাইতে হইবে না, কিন্তু দেখিতেছি সে সময়ের এখনও বিলম্ব আছে; তাই অদ্য একথা বলিলাম, তোমার হৃদয যে আকুলিত হইয়াছে তাহা বুঝিয়াছি, কিন্তু উপায়ন্তর নাই। বসন্ত তোমার চির হিতৈষিণী স্নেহময়ী ভগ্নী জ্ঞানে আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিও।

বসন্তকুমার একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "গিরিজা আমি যে কখন তোমার নিকট হইতে এরূপ ভাবে বিদায় গ্রহণ করিব তাহা জানিতাম না। যাহা স্বপ্ন বলিয়াও স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতাম, তাহা আজি কার্য্যে পরিণত হইল। সে যাহাই হউক আমার নিমিত্ত আমি দুঃখিত নহি। তুমি যদি আর কাহাকে বিবাহ করিয়া সুখিনী হও, তাহাও আমার সুখ, আমি অনন্তকাল তীব্র জ্বালায় জ্বলিয়া মরিব তাহা কেহ জানিবে না। আমার ইহ জন্মের সুখ ফুরাইল, কিন্তু ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি সুখিনী হও।"

বসন্ত আর কথা কহিতে পারিল না, দর দর ধারে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। গিরিজাও কাঁদিতে লাগিল, পরে চক্ষু মুছিয়া কহিল "বসন্ত তুমিও আমায় ভালবাস আমিও তোমায় ভালবাসি,—কিন্তু কি করিব সকলই বিধাতার লিখন, যত দিন বাঁচিব তত দিন যে তোমায় ভুলিতে পারিব সে আশা করি না, তথাপি ভুলিতে চেষ্টা করিব। তুমি যদি আমায় কখন ভাল বাসিয়া থাক, তবে আর আমায় দেখা দিও না। তোমার

দেখিলে আমার হৃদয়ে আগুণ জ্বলে, আমি সেই আগুণ বড় কষ্টে নিবাই, কিন্তু তুমি আর জ্বালিওনা, আমার সুখের পথে কাঁটা দিও না।"

গিরিজা আর একটি কথাও কহিতে পারিল না, ধীরে ধীরে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। বসন্তও নিঃশব্দে, ভগ্ন হৃদয়ে তাহার অনুসরণ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আজি পূর্ণিমা রাত্রী—সরোবরের সচ্ছ সলিলে নববিকশিতা কুমুদিনী হাসিতেছে, প্রণয়িণীর হাসি ভরা মুখ দেখিয়া কাদম্বিনীশূন্য বিমান-ভালে নক্ষত্ররাজি পরিবেষ্টিত হইয়া কুমুদিনীনায়কও হাস্য করিতেছে, সেই হাসি আকাশে, মর্ত্তে, নদীবক্ষে, সরসীজলে, বৃক্ষে, পত্রে, পুষ্পে ছড়াইয়া অনন্ত উদ্দেশে ধাইতেছে। বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীর পশ্চাতে একটি সুন্দর কুসুম কানন ও পুষ্করিণী ছিল, আজি তাহার চতুর্দ্দিকে অসংখ্য পুষ্প ফুটিয়াছে। সেই কুসুম রাজি প্রকৃতির চারুশোভা নিরীক্ষণ করিয়া হাসিতে ছিল। সেই হাসিতে—জগৎ সংসার ভাসিতে ছিল। পাঠক! ফুলের হাসি কি তাহা দেখিয়াছ? যিনিই দেখিয়াছেন তিনিই জানেন যে সে হাসি কত সুন্দর।

এই রূপ সময়ে বন্দ্যোপাধ্যায়দের বাটীর পশ্চিম দিকস্থ একটি প্রকোষ্ঠে কে একটি অসামান্য রূপবতী বালিকা বসিয়া রহিয়াছে, পাঠক! কোন ত্রয়োদশ বর্ষিয়াকে যদ্যপি যুবতী বলিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে বল একটি সযৌবনা যুবতী বসিয়া রহিয়াছে। দুগ্ধ-ফেন-নিভ পরিচ্ছন্ন সয্যোপরে উপবিষ্ট কামিনীকে কি সুন্দরী দেখাইতেছে? দূর হইতে বোধ হইতেছে যেন মল্লিকা রাশিতে একটি বড় গোলাপ অতি যত্নে বসান রহিয়াছে। যুবতীর চক্ষু এক একবার হাসিতেছে-আরও উজ্জ্বল হইতেছে, দেখিয়াছ অবসর পাইয়া সুচতুর মৃদু পবন ঐ মনোহর অলকাগুচ্ছ কেমন বদন প্রান্তে

নাচাইতেছে। কি সুন্দব নাসিকা, তুমি যত প্রকার নাসিকা দেখিয়াছ এ নাসিকা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কি সুন্দব চক্ষু, কেমন নাসিকা মূল হইতে বাহির হইয়া ক্রমশ উন্নত ও ক্রমে অবসীত হইয়া ক্রমশ সূক্ষ্মতর হইয়াছে। তাহাতে আবার স্থিব নয়, কটাক্ষে পরিপূর্ণ, কিন্তু এ কটাক্ষ স্বাভাবিক। শর নিযোজিত করিয়া কাহার প্রাণ বধ করে না। দেখিয়াছ দীপালোকে কিংখাপের কাঁচলি কেমন উজ্জ্বল দেখাইতেছে? এখন বল দেখি ঐ দীপালোক উজ্জ্বল কি ঐ রমণীর রূপালোক উজ্জ্বল? নবোন্নত পয়োধর দ্বয় বক্ষস্থলের বাস ঈষৎ উন্নত করিয়া শোভা অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছে। এই নিশীথ সময়ে সেই অপূর্ব্ব সুন্দরী বমণীটী কি চিন্তায় মগ্না ছিল। অনেক ক্ষণ চিন্তার পরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল "বিধাতঃ তুমি যে প্রণযেব কি পবিণাম লিখিযাছ, তাহা কে জানে? আহা! বসন্ত আমার শৈশব সহচব, সে আমায প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিত, আজি না জানি আমি সেই বাল বন্ধুত্বেব কি কঠোব বিনিময়ই দিয়াছি, বসন্তেব বিদায় কালিন ম্লানমুখমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিতে পারি নাই,—কিন্তু কি করিব, বমণীব পক্ষে আত্ম সমর্পণ ত বন্ধুত্বের বিনিময় নয়। আমি বসন্তকে ভাল বাসিতাম এখনও ভাল বাসি, কিন্তু ভ্রমেও কখন প্রাণ সমপণ করিতে ত অভিলাষিণী হই নাই। কিন্তু বসন্ত আমায় ভাল বাসিত, প্রাণে প্রাণে ভাল বাসিত, ঈশ্বর তাহাকে সুখী করুন,—কিন্তু আমি কি হতভাগিনী যে আমার জন্য তাহাকে কত কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। উঃ! আমি কি পাষাণী!-আজি যে রূপে বসন্তকে আমার আশা ত্যাগ করিতে বলিয়াছি সে রূপ কি কেহ পারে? ক্ষনেক চিন্তা মগ্না হইল আবার কহিল "যাহার আবশ্যক হয় সেই পারে আমি কি অন্যায় করিয়াছি?—না, আপনার পথের কণ্ঠক পরিষ্কার করিয়াছি।"—আবার অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিতে লাগিল, পরে মৃদুস্বরে কহিল,—"আমার ত একটি প্রাণ—তাত অনেক দিন এক জনকে বিনামূল্যে বিক্রয় করিয়াছি। কিন্তু পিতা কি এ বিবাহে সম্মত হবেন, সে দেখিতে সুন্দর নয়, সদ্বংশযাত হইলেও আমাদিগের অপেক্ষা নীচ ঘর। কিন্তু এ সমস্ত কি আমায় তাহাকে ভাল বাসিতে স্নেহ করিতে তাহার চরণে প্রাণ সমর্পণ করিতে

নিষেধ করে? পিতার ইচ্ছা যে বসন্তের সহিত আমার বিবাহ দেন।” এবার গিরিজা আবার অনেকক্ষণ চিন্তামগ্না হইল পরে বলিল “হরিকুমার দরিদ্র তাহার সহিত বিবাহ দিবেন কেন? কি? আমি আমার পিতার এক মাত্র সন্ততী আমি যাহাতে সুখী হইব পিতা কি তাহা করিবেন না? করিবেন বই কি। যদি না করেন?—না করেন,” গিরিজার সেই প্রফুল্ল ইন্দিবর তুল্য নয়ন যুগল আর্দ্র হইল, চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল “আর ভাবিতে পারি না যা হবার তা হবে।”

গিরিজা গাত্রোত্থান করিয়া ধীরে ধীরে সেই উন্মুক্ত বাতায়ণ দিকে গেল। সেই স্থান হইতে কুসুম কাননের শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে বিরক্তি সহকারে বলিল “ঘুম ত নাই, যাই—কুসুম কাননে ভ্রমণ করিগে।” বালিকা কুসুম কাননে গেল, তথায় পুষ্করণীর একটি ইষ্টক নির্ম্মিত ঘাটের উপর একটি প্রস্তরময় আসন ছিল, গিরিজা তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিল। আবার তাহা ভাল লাগিল না মৃদু-পাদ-চারণে ইতঃস্তত পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। একটি গোলাপ চয়ণ করিয়া একবার তাহা আঘ্রাণ করিল— আবার তাহা ভাল লাগিল না, অনন্যমনা হইয়া সেই হাস্যমুখী ফুলটিকে শতধা ছিন্ন করিয়া ফেলিল। একটি মনোহর লতামণ্ডপ ছিল, গিরিজা তাহার সন্নিকটে গেল। দূরে একটি মানব মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া চমকিয়া উঠিল। মূর্ত্তিটি ক্রমশ নিকটবর্ত্তি হইতে লাগিল। গিরিজা দেখিল রক্তবস্ত্র পরিহিত জটা বল্কলধারী ব্রহ্মচারী। ভীতিবিহ্বল চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল “আপনি কে?”

ব্রহ্ম। “কন্দমূল ফলাষী ব্রহ্মচারি।”

গিরিজা। এখানে কেন?

ব্রহ্ম। এখানে আমার চির উপাস্য দেবী আছেন তাঁহার দর্শন মানসে।

গিরিজা। কই এখানে.ত কোন দেবী নাই।

ব্রহ্ম। ব্রহ্মচারীর কথা ব্রহ্মচারী জানে তুমি জানিবে কি প্রকারে।

গিরিজা কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিল “সাক্ষাৎ হইয়াছে।”

ব্রহ্ম। হইয়াছে।

গিরিজা। তবে আর অপেক্ষা করিতেছেন কেন, আপনি কি জানেন না যে এটি অন্তঃপুর ?

ব্রহ্ম। সাধের ধন পায় ঠেলিতে কে চায় ?

গিরিজার বদনে সহসা যেন বিদ্যুৎবেগ পরিভ্রমণ করিল। পরে সহাস্য বদনে ব্রহ্মচারীর হস্তধারণ করিয়া বলিল "এ কি বেশ ?"

ব্রহ্ম। যে বেশ চিরকাল শোভা পাইবে সেই বেশ।

গিরিজার বদন যেন ঈষৎ স্ফুর্ত্তি বিহিন হইল। বিমর্ষভাবে বলিল "কেন ?"

ব্রহ্মচারী সেই লতামণ্ডপ হইতে একটি পত্র ছিন্ন করিয়া তাহা হস্তে বিমর্দ্দন করিতে করিতে বলিলেন "গিরিজা সংসার যাহাকে বিকটমুখ ব্যাদানে গ্রাস করিতে উদ্যত—সমাজ নিগ্রহ যাহার অস্থিচর্ম্মসার করিয়াছে, সে বনচারী ব্রহ্মচারী না হইয়া আর কি হইবে ?" ব্রহ্মচারীর চক্ষে জল আসিল, অণেক পরে আবার বলিল, "গিরি যে দরিদ্র তাহার এত আশা কেন ? আমি বামন হইয়া চন্দ্র স্পর্শ সাধ করিয়া ছিলাম, কিন্তু আমার সে আশা পুরিবে কেন ? পুরিল না, কিন্তু মন ত বুঝিল না, কত চেষ্টা করিলাম, মনকে বুঝাইতে পারিলাম না, শেষে এই দশা।" আবার আসারে চক্ষু পরিপ্লাবিত হইল, চক্ষু মুছিয়া বলিল "মনে করিয়া ছিলাম বুঝি সংসারে সুখী হইব কিন্তু সংসারে যে সুখ নাই তাহা ত জানিতাম না। গিরিজা তুমি সুখে থাক আমি দেশত্যাগী হইলাম। এ জনমে আর তোমার মুখাবলোকন করিয়া হৃদয় জ্বালাইব না।

গিরিজা। তুমি আমায় ত্যাগ করিবে ?

ব্রহ্ম। তোমায় ত্যাগ করিব না, তোমার জন্য সংসার ত্যাগ করিব।

গিরিজা। কেন ত্যাগ করিবে, তুমি কি জান না যে আমি তোমায় কত ভাল বাসি, সেই শৈশব হইতে তোমায় যে কত ভাল বাসিয়াছি তাহা তুমি কি জানিবে, ঈশ্বর জানেন। শৈশবাবধি একাগ্রচিত্তে কেবল তোমার উপাসনা করিয়াছি, এবং যত কাল জিবীত থাকিব ততকাল তোমার আরাধনা করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারিব না। এ হৃদয়ে তোমার ছবি ব্যতীত অন্য কোন ছবি স্থান পাইবে না। কিন্তু তুমি আমায় ত্যাগ

করিবে ?” গিরিজা আর থাকিতে পারিল না কাঁদিয়া ফেলিল। ধীরে ধীরে ব্রহ্মচারীর হস্তধারণ করিয়া কহিল “ আমায় ত্যাগ করিবে, কিন্তু আমি কি করিয়া বাঁচিব ? আমায় কেমন করিয়া চির দুঃখ সাগরে ভাসাইয়া যাইবে ? ” আরও কাঁদিতে লাগিল।

ব্রহ্মচারী গিরিজার কুন্তলদাম স্বস্থান সন্নিবিষ্ট করিতে করিতে কহিল “ কিন্তু কি করিবে ? তোমার পিতা কি এ দরিদ্রের সহিত তোমার বিবাহ দিবেন ?”

গিরিজা। পিতা কি এতই ধন লিপ্সু ?”

ব্রহ্ম। সরলে ! তুমি কিছুই জান না, তুমি আপনার মত জগৎ সংসারকে দেখ, কিন্তু সংসার ত তাহা দেখে না। তুমি আমায় ভালবাস এবং সেই ভালবাসা পাছে ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এই আশঙ্কায় তোমার পিতা *পরশ্ব দিবসেই বসন্তের সহিত সহসা তোমার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিতে* স্থির করিযাছেন। অতএব এখানে থাকিয়া আব কি করিব ? আমি বিদেশবাসি হইব বলিয়া আমার সমস্ত সম্পত্তি দশ সহস্র মুদ্রায় বিক্রয় করিয়াছি।

এই বলিয়া হস্তস্থিত দশ সহস্র মুদ্রার নোট দেখাইয়া গিরিজাকে বলিল “ আর বিলম্ব করিব না অদ্যই যাত্রা করিতে স্থির করিয়াছি।”

গিরিজা আর দাঁড়াইতে পারিল না, সেই স্থানে একটি প্রস্তরময় আসন ছিল তাহাতে উপবেশন করিল, ব্রহ্মচারীও তাহার এক পার্শ্বে বসিল। গিরিজা তাহার জানুদ্বয়ে আপন ক্ষুদ্র বদন লুকাইয়া অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদিল, ক্ষণেক পরে ব্রহ্মচারী কহিল “ গিরিজা আর কেন কাঁদিয়া আমার মায়া বাড়াও আমায় বিদায় দাও আমি জন্মের মত তোমার মুখচুম্বন করিয়া বিদায় হই।”

গিরিজা আবার কাঁদিয়া উঠিল, ক্ষণেক পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল “ তুমি আমায় ত্যাগ করিলে বাঁচিব ? যে আমার নিদ্রার স্বপন জাগ্রতের জ্ঞান, প্রাণের আশা আমার সর্ব্বস্ব ধন সে আমায় ত্যাগ করিলে আমি বাঁচিব ? তুমি যদি এ দেশ ত্যাগ করিবে তবে এখানে কি সুখের আশায় থাকিব ? তুমিও যেখানে যাইবে আমি তোমার চিরসখী—তোমার চিরসেবিকা দাসীর ন্যায় তথায় অনুসরণ করিব।”

ব্রহ্ম। তুমি তাহা পারিবে না, তোমার পিতার তুমি একমাত্র সন্ততী, তাঁহাকে ত্যাগ করিলে কি তিনি বাঁচিবেন ?

গিরিজা। তিনি আমায় পায় ঠেলিলে কি করিব। বিশেষতঃ আমরা হিন্দু কুলাঙ্গনা, স্বামিই আমাদের প্রধান দেবতা, স্বামিই আমাদের প্রধান গুরু, কোন সতী স্বামী ত্যাগ করিয়া বাঁচিয়াছে? আমি আমার সেই স্বামী,—আমার সেই উপাস্য দেবতাকে ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারিব না। আমার সুখের পথে প্রতিবন্ধকতা করিও না। তুমি যেখানে যাইবে আমিও সেই স্থানে যাইব। তুমি কি আমার স্বামী নহ ? যাঁহার চরণে আমি বহু দিন হইতে মনে মনে প্রাণে প্রাণে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, তিনি কি স্বামী নহেন ?

ব্রহ্মচারীর বদন ঈষৎ হর্ষোৎফুল্ল হইল, তিনি সোৎসুক চিত্তে কহিলেন "পারিবে ?"

গিরিজা। পারিব না ?

ব্রহ্ম। তবে আইস।

কেহ আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না। উভয়ে ধীরে ধীরে কুসুম কানন ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বন্দোপাধ্যায়দের কুসুম কানন হইতে আসিয়া উভয়ে একটি পুরাতন গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। তথায় কেহই ছিল না, ব্রহ্মচারী একটি বিলাতি দেসেলাইয়ের সাহায্যে গৃহ আলোকিত করিয়া স্বীয় পরিধেয়রক্ত বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া,—কালাপেড়ে ধুতি, জামা ও উত্তরীয় গ্রহণ করিলেন। পাঠক! ব্রহ্মচারীর সহিত তোমার আলাপ নাই, ইহার নাম হরকুমার, বয়ক্রম দ্বাবিংশ বৎসর হইবে। শ্যামবর্ণ মধ্যাকৃতি, অনুন্নত নাসিকা, চক্ষু দুটি নিতান্ত ছোটও নয় বড়ও নহে, সংক্ষেপে দেখিতে—উত্তম নহে। পূর্ব্ব পরিচিত বসন্ত অপেক্ষা সৌন্দর্য্যে সর্ব্বতোভাবে নিকৃষ্ট।

হরকুমার পরিচ্ছদাদি পরিধান করিয়া বলিল—"তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।"

গিরিজা কোন প্রতিউত্তর না দিয়া তাহার অনুসরণ করিল। সেই গৃহের কিছু অন্তরে একখানি শিবিকা ও তদুপযুক্ত বাহক ছিল। হরকুমার গিরিজাকে তন্মধ্যে প্রবেশ করাইয়া বাহক দিগকে আর একখানি শিবিকা আনয়ন করিতে কহিলেন। অনতিবিলম্বেই আর একখানি শিবিকা ও বাহকগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। হরকুমার তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, পাল্কী চলিল। চারি দিবস পরে পাল্কী আসিয়া মুর্শিদাবাদ পৌঁছিল! হরকুমার বাহক দিগকে যথাবিহিত পারিতোষিক দিয়া অব্যাহতি প্রদান করিলেন। এবং একটি উত্তম বাসা ভাড়া করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

রামশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে গিরিজাকে সঙ্গে করিয়া সেই কুসুম কাননে ভ্রমণ করিতেন। গিরিজার অনুদ্দেশের পর দিবস প্রাতে তাহার পিতা তাহাকে ভ্রমণ করিতে যাইবার জন্য ডাকিতে যাইয়া, দেখিলেন যে শয়নাগারে গিরিজা নাই। প্রথমে মনে করিলেন গিরিজা কোথাও গিয়াছে এখনই আসিবে, অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন, তথাপি গিরিজা আসিল না। দাসী দিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা কেহই প্রকৃত সংবাদ দিতে পারিল না। রামশঙ্করের এক মাত্র প্রাণতুল্য কন্যার সংবাদ না পাইয়া তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। চক্ষে জল আসিল। বন্দোপাধ্যায়ের বাটিতে মহা হুলুস্থুল বাধিয়া গেল, কিছুক্ষণ পরে প্রকৃত সংবাদ আর কাহার অবিদিত রহিল না।

সন্তানের প্রতি পিতার যে কি অসীম স্নেহ তাহা যাঁহার সন্তান আছে তিনিই জানেন। আজি সেই একমাত্র সন্তান হারাইয়া বন্দোপাধ্যায় মহাশয় পাগল প্রায় হইলেন। বক্ষে শিরে অবিরত করাঘাত ও আর্ত্তস্বরে সদত রোদন করিতে লাগিলেন। যে গিরিজার মুখাবলোকন করিয়া রামশঙ্কর স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, প্রভৃতি সকলের স্নেহ, মায়া, ভালবাসা, বিনয়, যত্ন ভুলিয়া ছিলেন, আজি সেই গিরিজা সেই একমাত্র দুহিতা বৃদ্ধ পিতার নির্ব্বাপিত অনলে পুনর্ব্বার দুর্ব্বিসহ অনল জ্বালিয়া দিয়া কোথায় চলিয়া গেল। সুদ্ধ কি তাহাই গ্রামস্থ অনেকে বন্দোপাধ্যায়

মহাশয়ের নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্কারোপ করিল। কালের কুটিল গতিতে যে কাল কত যাতনা কত ক্লেশ বন্দোপাধ্যায়কে বিস্মৃতির নীরে ভাসাইতে শিখাইয়া ছিল, সেই সময়ের স্রোতও আজি গিরিজার কমল বদন রামশঙ্করের হৃদয় হইতে বিচ্যুত করিতে পারিল না। দিনে দিনে শোকাগ্নি দ্বিগুনিত হইতে লাগিল। রামশঙ্করের যাতনা অসহ্য হইয়া উঠিল।

মনুষ্যের চিন্তা ও মানসিক যাতনা অপেক্ষা ব্যাধি নাই। রামশঙ্করের তদুভয়েরই বাহুল্য হইয়া ছিল। সেই বাহুল্যতা তাঁহার বৃদ্ধ হৃদয়ে অত্যন্ত প্রতাপ বিস্তার করায় তিনি পিড়ীত হইলেন। সেই পীড়া ক্রমশ বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। অনেক চেষ্টাতেও তাহা প্রশমিত হইল না। রামশঙ্কর বুঝিলেন যে তাঁহার অন্তিম কাল সন্নিকট, তিনি অধিক কাল বাঁচিবেন না, সুতরাং যে তাঁহার গিরিজাকে আর দেখিতে পাইবেননা এই চিন্তাই সদত হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল।

গিরিজা যে বৃদ্ধ পিতাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল, তন্নিমিত্ত রামশঙ্করের যত দুঃখ না হইয়াছিল, গিরিজার মনোমত পাত্রে তাহাকে সমর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হওয়াতেই যে সে দেশ ত্যাগিনী হইয়াছে এই অনুশোচনাই তাঁহার হৃদয়ে আরও বলবতী হইয়াছিল। চতুর্দ্দিকে গিরিজার অনুসন্ধানের নিমিত্ত লোক প্রেরিত হইল, কিন্তু কেহই তাহার সংবাদ আনিতে পারিল না। ক্রমশ গিরিজার আশা কমিতে লাগিল, কিন্তু সেই শোক বৃদ্ধ রামশঙ্করের হৃদয়ে অধিকতর আধিপত্য বিস্তাব করিয়া প্রতি দিন প্রতি মুহূর্তে তাঁহার জীবন ক্ষয় করিতে লাগিল। রামশঙ্কর দিনে দিনে শীর্ণ, বিবর্ণ ও অবসন্ন হইতে লাগিলেন। তাঁহার জীবনের আর আশা নাই, দেশস্থ ডাক্তার কবিরাজেরা তাহার আশা ত্যাগ করিয়াছে। অবশেষে চিকিৎসার জন্য তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু সেখানেও কোন ফল দর্শিল না। তথাকার ডাক্তারেরা তাঁহাকে কিছু দিনের নিমিত্ত জলপথে ভ্রমণ করিবার ব্যবস্থা দিল। রামশঙ্কর দাস দাসী লইয়া একটি উত্তম বজরা আরোহন করিয়া জলপথে যাত্রা করিলেন। তরণী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ সঙ্গে ক্রিড়া করিতে করিতে স্রোতের সহিত ছুটিল। ক্রমে শ্রীরামপুর হুগলী পশ্চাৎ রাখিয়া বজরা প্রত্যহ পশ্চিমাভিমুখে চলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মুর্শিদাবাদের রমণীয় শোভা সন্দর্শন করিয়া হরকুমার ও গিরিজা তথায় বাস করিতে মনস্থ করিলেন। হরকুমার তাঁহার সেই পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রিত অর্থ হইতে পাঁচ সহস্র টাকা মাত্র মূলধন লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। ব্যবসায় তাঁহার বিলক্ষণ উপার্জ্জন হইতে লাগিল। এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তদ্দেশস্থ একজন ধনী ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

গিরিজার বাসনানুযায়ী হরকুমার ভাগিরথী তীরে একটি সুন্দর ঘাট সংলগ্ন রমণীয় অট্টালিকা প্রস্তুত করাইলেন। এবং উভয়ে আন্তরিক প্রনয়ের সহিত তথায় সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

গিরিজা প্রত্যহই প্রাতস্নান করিত, এক দিবস মরিচী মালী দিননাথ পূর্ব্বদিকে রক্তিম বরণে বৃক্ষপত্র গৃহদ্বার সুরঞ্জিত করিতে ছিল, প্রভাত কালিন মৃদুমন্দ সমীরণ ধীরে ধীরে নাচিয়া নাচিয়া গঙ্গাবক্ষে ক্ষুদ্র তরঙ্গরাজির সহিত ক্রিড়া করিতে ছিল। সুমধুরস্বরে বৃক্ষোপরে পক্ষীগণ গান করিতে ছিল। মানব মন আনন্দাপ্লুত, নির্ব্বিকার, এই সময়ে একটি দাসী সঙ্গে করিয়া গিরিজা গঙ্গাস্নান করিতে গেল। যে ঘাটে গিরিজা স্নান করিতে নামিল সে ঘাটে আর কেহ ছিল না। কারণ সে ঘাটটি সাধারণের নহে। এখন গিরিজার বয়ক্রম ষোড়শ বৎসর হইবে। পূর্ব্বে যাহাকে আমরা যুবতী বলিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলাম, আজি আর তাহাকে পূর্ণযৌবনা যুবতী বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছিনা। যুবতী ধীরে ধীরে জলে নামিল। গঙ্গার জল যুবতীর সুকোমল অঙ্গ দুলাইতে লাগিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা রমণীর চিবুকতলে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। সকলেরই যেন সেই মনোহর চিবুক স্পর্শ করিতে সাধ হইয়াছে। জল থাকিয়া থাকিয়া লাফাইতে লাগিল। যুবতী গাত্র মার্জ্জনা করিতে লাগিল। সেই তরঙ্গ সাথে নাচিতে নাচিতে পাল ভরে একটি তরণী যাইতে ছিল, বিচীমালা তরণীর গলদেশ ধরিয়া নৃত্য করিতেছিল ও কল কল স্বরে কত

কি প্রেম গাথা শুনাইতেছিল। তরণীখানি সেই ঘাট সম্মুখিন হইবা মাত্র তাহার ভিতর হইতে যেন আনন্দ-বিমিশ্রিত চীৎকার ও তৎসঙ্গে কোন বস্তুর পতন শব্দ হইল। গিরিজা এই দৃশ্য অবলোকন করিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইল। তরণী সেই ঘাটে লাগিল। গিরিজা দেখিল একটি রুগ্ন শীর্ণ-কায় বৃদ্ধ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। ঐ বৃদ্ধেরই পতন শব্দ ও তাহার সমভিব্যাহারীগণের আর্ত্তনাদ আমরা ইতি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম। ক্ষণেক পরে বৃদ্ধের জ্ঞানের সঞ্চার হইল। চক্ষু উন্মিলন করিয়াই আর্ত্তস্বরে কহিল "কই আমার মা কোথা? আমার গিরিজা কোথা?"

এইকথা শুনিবামাত্র গিরিজা বিস্ময়াপ্লুত হইয়া বজরার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল এবং নিমেষ মধ্যে তাহার বদনমণ্ডলে বিস্ময় ও আনন্দ জনক চিহ্ন প্রতিভাত হইল, পরক্ষণেই দ্রুতপদে বজরায় আরোহণ করিয়া সেই আর্দ্র-বসনেই বৃদ্ধের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। বৃদ্ধ রামশঙ্কর ও তাঁহার সমভিব্যাহারী সমস্ত লোকেই কাঁদিতে লাগিল। রামশঙ্করের অবস্থা এখন বড় মন্দ, একে রুগ্ন শীর্ণ তাহাতে আবার কাশ জন্মিয়াছে। কথা কহিতে বড় কষ্ট হয়। রামশঙ্কর গিরিজাকে বক্ষে ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আহা! যে কখন পুত্র কন্যা হারাইয়া আবার পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই জানে যে সে মিলনে কত সুখ। রামশঙ্করের সেই নিস্তেজ ভগ্ন দেহ যেন ক্ষণতরে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। শুষ্ক তরুও যেন ক্ষণতরে রসাল বলিয়া বোধ হইল। রামশঙ্কর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "মা তুমি কি পাষাণী, তোমার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমার চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে। হৃদয় শুষ্ক হইয়াছে, অধিক কি আমাকে অকালে কালের করাল কবলে পতিত হইতে হইতেছে। কিন্তু—" কাশি আসিল আর কথা কহিতে পারিলেননা, চক্ষু আরক্তিম হইল। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন" কিন্তু তুমি আমায় ভুলিয়া ছিলে। মা! এ সংসারে তুমি ব্যতীত আর আমার কে আছে? এই তাপ দগ্ধ হৃদয়ে আশা স্বরূপিনী গিরিজা ব্যতীত আর আমার কে আছে?" বৃদ্ধ কাঁদিতে লাগিল, বলিল "কিন্তু আমার অদৃষ্ট বড মন্দ, বিধাতা এ জন্মে আমার কপালে সুখ দিলেন না।" বৃদ্ধ আপন বসনে গিরিজার নয়ন মুছাইয়া দিয়া বলিলেন "গিরিজা আমি আর অধিক দিন বাঁচিবনা, আমার অন্তিমকাল

নিকট, তোমায় না দেখিয়া মরিলে বড় কষ্ট হইত, কিন্তু এখন আর আমার মরিতে দুঃখ নাই। আমি এখন সুখে মরিতে পারিব। মা! আমি মরিলে তুমি আমার মৃতদেহ ক্রোড়ে করিয়া এই ভাগিরথী তীরে বসিও, আমার জন্ম সার্থক হইবে।" বৃদ্ধ আবার কাঁদিতে লাগিলেন, আবার স্বীয় বস্ত্র দ্বারা গিরিজার নয়নজল মুছাইয়া দিলেন।

এই সময়ে হরকুমার আসিয়া বৃদ্ধকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল। বৃদ্ধ শাশ্রুলোচনে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন "বাবা হরকুমার আজি আমার বড় আনন্দ, আজি তোমার কল্যাণে আমার জীবন সর্ব্বস্ব গিরিজার দর্শন পাইলাম। আমি পূর্ব্ব কথা সমস্ত বিস্মৃত হইলাম, অতি আহ্লাদের সহিত আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম গিরিজাকে তোমার করে অর্পণ করিলাম। তোমরা যথা নিয়মে পানিগ্রহণ কর, আমি তোমাদের এই শুভ বিবাহ অবলোকন করিয়া জীবন সার্থক করি।"

হরকুমার গিরিজা ও বৃদ্ধ রামশঙ্কর প্রভৃতি সকলে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া বাটিতে গেলেন, কিছু দিবস পরে তথায় অতি সমারোহ সহকারে গিরিজার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল। বৃদ্ধ এ বিবাহে বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে বৃদ্ধ তাহার হারাধন পাইয়াও অধিক দিন তাহাদের সহবাস সুখভোগ করিতে পারিলেননা, দুর্দ্দান্ত রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া তাহার চরম সীমায় লইয়া গেল, এবং সহসা তাঁহার প্রাণ বায়ুও বহির্গত হইল। গিরিজা পিতৃশোকে বড়ই আতুরা হইয়া ছিল। যথা সময়ে অতি সমারোহের সহিত পিতৃশ্রাদ্ধ সমাধান করিয়া তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারিণী হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গিরিজা অনেক দিন স্বামী সহবাস সুখে অতিবাহিত করিল। কিন্তু সংসারের ইহা নিয়ম নহে যে সকলের সকল দিন সমভাবে যাইবে। রাজা

ভিখারী হইতেছে, ভিখারী রাজা হইতেছে। নিঃসন্তানের সন্তান হইতেছে, আবার কেহবা সাত পুত্রের পিতা হইয়াও একেবারে পুত্রহীন হইতেছে। আজি যে হাসে কালি যে সে হাসিবে তাহার স্থির নাই। আজি যে মহা ধনীন কালি সে যে নির্ধন হইতে পারে না এমত নহে। আজি যে সতী কালি সে অসতী। অদ্য যে পতি সোহাগিণী, কালি হয়ত সে পতি-লাঞ্ছিতা। মানব ভাগ্য-পট এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল। দুঃখের বিষয় যে আমাদের গিরিজার ভাগ্যপটও অচঞ্চল রহিল না। সময়ের বলে বা সাংসারিক নিয়মে, বা অদৃস্টের গুণে হরকুমার পরপ্রেমাভিলাষী হইল। হরকুমার এক দিবস তাঁহার কোন বন্ধুর বাটীতে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে গিয়াছিলেন। তথায় কতিপয় রমণীর নৃত্য হয়, তন্মধ্যে একটি রমণী হরকুমারের অন্তকরণ একেবারে বিমোহিত করিয়া ফেলে। হরকুমার অর্থবলে আর তাহাকে যাইতে দিলেন না। প্রচুর মাসিক বৃত্তি নিরূপণ করিয়া একটি সতন্ত্র গৃহে রাখিয়া দিলেন। হরকুমার প্রত্যহ তথায় যাতায়াত করিতেন। কে জানে প্রেমের কি এক অখণ্ডনীয় নিয়ম যে এক জনের প্রতি অনুরক্ত হইলে অপরের প্রতি অনুরাগ কমিয়া যায়। সুতরাং হরকুমারের গিরিজার প্রতি যে অনুরাগ ছিল তাহা ক্রমশ কমিয়া যাইতে লাগিল।

বেলা প্রায় পাঁচ ঘটিকা বাজিয়াছে, জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর তপন এখনও পশ্চিমাকাশে বিরাজমান। ভাগিরথী বক্ষ সুধাধবলিত অঙ্গে নাচিতে নাচিতে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিতা হইতেছে। এইরূপ সময়ে গিরিজা তাহার বাটির পার্শ্বস্থ ইষ্টক নির্ম্মিত ঘাটে উপবেশন করিয়া কতকগুলি পুষ্প লইয়া মালা রচনা করিতে ছিল। চতুর্দ্দিকের বৃক্ষচ্ছায়া দ্বারা সেই ঘাটটি আচ্ছাদিত। গিরিজা সেই ছায়ায় বসিয়া সেই চম্পক তুল্য অঙ্গুলি দিয়া মালা রচনা করিতে ছিল। একটি মালা সমাপ্ত হইল, সুন্দরী তাহা হস্তে ধারণ করিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। আবার নূতন মালা গাঁথিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে বিরক্তি সহকারে সেই কুসুম রাশি গুলি রাখিয়া কি ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে সেই ইন্দিবর তুল্য লোচনদ্বয় অস্রুরে পরিপূর্ণ হইল। গিরিজা নয়ন মুছিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল "কাহার জন্যইবা এত যত্ন

করিয়া মালা গাঁথিতেছি।" আবার কি ভাবিয়া বলিল "যাহার জন্য এত-কাল গাঁথিয়াছি।" ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া পুনরপি বলিল "তখন সে আমার ছিল, কিন্তু এখন কার?—এখনও আমার। আমি যত দিন বাঁচিব তত দিন আমার বই কার?—আমি এত যত্ন করিয়া মালা গাঁথিতেছি—এই মালা হয়ত প্রাণেশ্বর"—একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল "কাহার গলায় দিবেন। দিলেই বা আমার হরকুমার ত সে শোভা দেখিয়া সুখী।—হরকুমার সুখী হইতে পারে, কিন্তু আমার হৃদয়ে ত সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিবে? ছি! ছি! আমি এখনও চিত্তসংযম করিতে শিখি নাই, এখনও ভাল বাসিতে শিখি নাই; যদি হরকুমারের সুখ দেখিয়া সুখী হইতে না পারি তবে নারী জন্ম কেন?" আবার সজল নয়নে পুষ্প রচনায় নিযুক্তা হইল।

দূর ভাগিরথী জলে এখনও সূর্য্যের স্তিমিত কিরণ হাসিতে ছিল, নাচিতে ছিল। এখন ও বৃক্ষ সমূহের শিখর দেশ সূর্য্য কিরিটিনী, এখনও পশ্চিমাকাশে আরক্তিম প্রবীন তপন বিরাজমান। এখনও ঘাটের সেই স্থানে বসিয়া আমাদের বিষাদিনী গিরিজা মালা রচনায় নিরতা। গিরিজার আর সে লাবণ্য নাই, সে জ্যোতি নাই, সেই সমুজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণে কলঙ্ক স্পর্শিয়াছে। সেই সহাস্য আননে এখন আর সে হাসি রাশি শোভা পায় না। গিরিজা মনসংযোগ পূর্ব্বক মালা গাঁথিতেছে এমত সময়ে দূর হইতে কে গাহিল।

"মন মত ধন বল কে কোথায় পেযেছে
স্বপ্নে সমর্পিয়া প্রাণ সকলেই কেঁদেছে।"

কণ্ঠস্বর ক্ষণেক নিরব হইল, গিরিজা শ্রুতি সচেতন করিয়া সেই গীত শ্রবণ মানসে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। গিরিজার বোধ হইল যেন সে স্বর তাহার পরিচিত, কিন্তু কোথা শুনিয়াছে, কাহার নিকট শুনিয়াছে তাহা স্থির নাই। তদপেক্ষা কিছু নিকট হইতে আবার গাইল।

"কুমুদিনী হাসে বটে—শশধর সকাশে
রাহু গত তারে দেখি, সেও দুঃখ পেয়েছে।
কাঁদাই জীবনে সার, কাঁদা বই কিম্বা আর
কাঁদিতে জনম সব,—কাঁদিতেই এসেছে।"

এ বার অনেকক্ষণ কিছু শুনা গেল না, পরে সেই ঘাটের ধারে কে গাহিল।

"তুলতে গিয়ে কমল কলি কাঁটা ফোটা হ'লসার,
কেন করেছিনু সাধ, এ পোড়া কপাল যার।"

গিরিজা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া গায়ককে দেখিতে গেল। দেখিল ছিন্ন বসন পরিধানে একটি পাগল ভ্রমণ করিতেছে। রমণী অনেকক্ষণ তাহার প্রতি সোৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। যেন পরিচিত বলিয়া অনেক সময় ভ্রম জন্মাইতে লাগিল। পরে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার নাম কি ?"

পাগল ইতঃস্তত দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া কহিল "কে তুমি—পেত্নি ?"

রমণী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল "তোমার বাড়ী কোথা ?" পাগল বলিল "সেই, সেই অনেক দূর—ঐ—ঐখানে।"

গিরিজা। তুমি কত দিন পাগল হইয়াছ ?

পাগল একটি উচ্চ হাস্য করিয়া এই গানটি গাহিল,—

"কোমল প্রাণে দাগা দেয় যে, তারে কোমল বল্‌ব কিসে,
হ'গ্‌ সে কোমল ফুলের মত, তবু তারে দেখে মরব ত্রাসে।
একটি কুসুম হার সাধ করে একবার
পরলাম গলে,—সাপ হ'য়ে সে দংশালে অবশেষে।
সেই বিষে জ্বালাতন হ'যে ছিল প্রাণ মন
এখন ভুলে গিয়ে বিষের জ্বালা, ঘুরে বেড়াই সাপের আশে।

এই গীতটি সমাপ্ত হইবামাত্র পাগল হা! হা! হা! করিয়া হাসিয়া উঠিয়া গিরিজাকে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার নাম কি গা ?"

"সাপ।"

"আমার গিরিজা সাপ নাকি ?"

"হ'তে পারে।"

"না—না"

"তা হ'লে কি কর ?"

"তাকে নয়ন ভরে দেখি।"

"তাতে সুখ কি ?"

"বিষের জ্বালা কম্‌বে,—আর তাতে সুখকি তা তুমি কি বুঝবে? পাগলের সুখ দুঃখ অপরে কি বুঝে?"

গিরিজা আর থাকিতে পারিল না, তাহার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল। পাগলের হাত ধরিয়া কহিল "বসন্ত আমিই তোমার সেই শর্পিণী গিরিজা। বসন্ত তোমার এ দশা কেন?"

পাগল হা! হা! করিয়া হাসিয়া বলিল "তুমিত গিরিজা নয়, আমাকে ঠকান, পাগলকে ঠকান, হা! হা! হা! তুমি যদি সেই গিরিজা হ'তে তাহ'লে আমাব এ দশার কথা জিজ্ঞাসা করবে কেন? তোমার চক্ষে জল আসিবে কেন?"

গিরিজা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "বসন্ত, আজি তোমার এ দশা দেখিয়া হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে, দেখ বসন্ত! তুমি আমায় কত ভালবাসিতে কিন্তু আমি ত তোমায় প্রাণ সমর্পণ করিতে পারি নাই, আমি যাঁহাকে ভালবাসি যাঁহার পদতলে প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়াছি, তিনি আমায় লইয়া সুখী নহেন, বসন্ত! বুঝি সংসারের নিয়ম এই, এখানে বুঝি কেহই সুখী নাই।

পাগল আবার হা! হা! করিয়া হাসিয়া বলিল "তুমি আমায় ঠকাইতেছ, আমায় ঠকাবে? আমি কি ও কথায় ভুলি। তোমার বয়স কত আর গিরিজার বয়স কত,—তোমার বয়স পঁচিশ আর তার বয়েস চোদ্দ! তুমি বিকশিতা পদ্ম, আব সে প্রস্ফুটোন্মুখী নলিনী। তোমার বদনে কালিমা, সে স্বর্ণলতা। আহা! সে আমার তুমি কেন?" পাগল কাঁদিতে লাগিল আবার বলিল "সে রূপে আর তোমার রূপে?—সে যখন আলুলায়িত কেশে—নদী সৈকতে দাঁড়াইয়া থাকিত, তখন আমি অনিমেষ-লোচনে সেই অপূর্ব্ব রূপরাশি নিরীক্ষণ করিতাম। মনে মনে কত আনন্দ হইত, মনে কবিতাম—ঈশ্বর তুমি ধন্য, কেন না এমন পুষ্প আমার জন্য সৃজন করিয়াছ। কিন্তু ঈশ্বর বলিলেন "দাঁড়া তোরই কুসুম বটে, তোকে ভাল করে দেব" আমার তত সাধের ফুল আর এক জন নিয়ে গেল। আমি কত খুঁজেছি কিন্তু তাকে কোথাও দেখিতে পাই না। তোমার মত কত সুহাসিনী—হাসে, কেহ বলে "ও পাগল আমি কি তোর সেই?" কিন্তু আমার তাকে ত দেখিতে পাই না। সেই বসন্ত যৌবনা সেই আধ বিকশিত

মুখখানি ত দেখিতে পাই না। পাগলের সহিত পরিহাস,—তুমি কেন গিরিজা।" পাগলের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, দন্ত কড কড় করিতে লাগিল। গিরিজা দেখিয়া ভয় পাইল। পাগল রাগভরে বলিল "আবার আমার সঙ্গে ঠাট্টা, আমার গিরিজা সুখে আছে। সে কেন কষ্ট পাবে। সে সুখে থাকিলে ত আমার সুখ।" পাগল কাঁদিল, বলিল "সে যখন নিদ্রা যাইবে তখনও যেন তার একটি চুল ছিঁড়ে না।" আবার লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, আছে—আছে—আছে, আমার গিরিজা সুখে আছে। আমার সঙ্গে ঠাট্টা?" এই বলিয়া পাগল গমনোদ্যত হইল। গিরিজা বলিল—

"যাইতেছ কেন?"

"থাকিয়া কি করিব, পাগলের যে সুখটুকু আছে তাহাও কি নষ্ট করিব?" পাগল এই কথা বলিয়া এই গানটি গাহিল-

ভাল বাসার কি লাঞ্ছনা, আর ভাল বাসিবনা
ভালবেসে অবশেষে একি যাতনা,
আমি ভাবি যার তরে, সে ভাবেনা কভু মোরে
তবু প্রাণ যে চায়রে তারে প্রেমের একি তাড়না।
মনে করি ভুলে যাই, ভেবে আর কাজ নাই
মন নাহি মানে তাহা শুনে না যে কার মানা।

গিরিজা। যদি ভাল ভাসার এত লাঞ্ছনা জ্ঞান, তবে ভাল ভাস্‌লে কেন?

পাগল তাহার কোন উত্তর না দিয়া গাহিল।

"আগে যদি জানিতাম প্রেমে এত দাগাদাবি,
তাহ'লে কি সরল প্রাণে তারে প্রাণ সমর্পণ করি।
এখন ভুলি করি মনে কিন্তু মন যে নাহি মানে
কেঁদে উঠে প্রাণ প্রাণে একি জ্বালা সই আমারি।

গীত সমাপ্ত হইলে গিরিজা বলিল "আজ এইখানে থাক।"

"কোথায়?"

"আমার বাটিতে" এই বলিয়া গৃহ প্রদর্শন করিল।

"এই তোমার বাটি, বেস,—যখন আসিব তখন দেখিব, "আর এই

দেখ আমার বাটি, এই বলিয়া পাগল গিরিজাকে আকাশ, বৃক্ষ, গঙ্গা পৃথিবী প্রভৃতি দেখাইল। আবার বলিল "ঐ দেখ আমার বাটিতে চাঁদ উঠেছে। তোমায় আর কিছু দেখাব না" পাগল হাসিতে হাসিতে ছুটিল। গিরিজার অনুরোধ বাক্য শুনিল না। ক্রমে পাগল অদৃশ্য হইল। গিরিজা স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। আকাশে নক্ষত্র মণ্ডলী হাসিতেছে। অসংখ্য ঝিল্লী ডাকিতেছে। মধ্যে মধ্যে নৌকার দাঁড়ের পতন শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে। প্রকৃতি গম্ভির অথচ শান্ত। গিরিজার হৃদয়ে প্রকৃতির সেই গম্ভির ভাব যেন প্রতিফলিত হইতে ছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আজি অমাবস্যা রজনী, দিগন্তব্যাপি অন্ধকার প্রকৃতিকে শ্যাম আবরণে আলিঙ্গন করিতে ছিল। বিশ্বের এই বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া নীরবে ঝিল্লীগণ আপন আপন স্বরে চীৎকার করিতে ছিল। যেন অন্ধকারের ভয়ে পৃথিবী সুদ্ধ নিস্তব্ধ, মৃদু-বাহিনী গঙ্গা সমস্ত জীবগণকে নীরব থাকিতে কহিতে কহিতে প্রবাহিতা হইতেছে। কদাচিৎ জাহ্নবী বক্ষে বাহিত্রের পতন শব্দ, কখন বা দূরস্থ সারমেয়ের অশিব চীৎকার শুনা যাইতেছিল, রজনী প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। সুতরাং বয়োবৃদ্ধির সহিত রজনীর গাম্ভির্য্যও বাড়িতেছে। সেই সঙ্গে সমস্ত জগতে কি এক প্রকার ভয়ানক ভাব ক্রিড়া করিতেছে। এই নিশিথ সময়ে যিনি জাগ্রত অবস্থায় প্রকৃতির এই মধুর বা ভয়াবহ ভাব অবলোকন করিতেছেন, তাঁহারই হৃদয়ে তাহা আধিপত্য বিস্তার করিতেছে।

এই অন্ধকারময়ী রজনীতে সেই অট্টালিকার একটি প্রকোষ্ঠে গিরিজা বসিয়া কি ভাবিতে ছিল, কখন কখন বা কাঁদিতে ছিল। আহা! মানব ললাটে যে বিধাতা কাহার কি লিখিয়াছেন তাহা কে জানে। সময়ের

পরিবর্ত্তন কি ভয়াবহ. যে গিরিজা এক দিন স্বামী সহবাস সুখে এই সংসারকে স্বর্গ অপেক্ষা প্রিয় স্থান বলিয়া মনে করিত। যে স্বামী সুখে আপনাকে কৃতার্থমন্য করিত, আজি আবার সেই স্বামীরই জন্য অযত্র কাঁদিতেছে। হায়! এ পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত কেহই জন্ম গ্রহণ করেন নাই যিনি সংসারে এক দিন না এক দিন কাঁদিয়াছেন। সুতরাং সেই সংসারিক অপরিহার্য্য নিয়মের বশবর্ত্তিনী হইয়া আজি গিরিজাও কাঁদিল। একটি প্রকোষ্ঠে ধরাসনে করকপোলিত হইয়া গিরিজা কাঁদিতে ছিল, সম্মুখে একটি দীপ মৃদু আলোক বিকীর্ণ করিতে ছিল। গৃহ মধ্যে আর কেহ ছিল না। সহসা সেই গৃহে কাহার ছায়া পতিত হইল, কিন্তু গিরিজা তাহা দেখিতে পাইল না। ক্রমে সেই ছায়া হইতে একটি মানব মূর্ত্তি প্রবেশ করিল, গিরিজার সম্মুখে দাঁড়াইল, তথাপি গিরিজা দেখিতে পাইল না। নীরবে রোদন করিতে লাগিল। সে মানবটি হরকুমার। হরকুমার বলিল—

"একি গিরিজা তুমি কাঁদিতেছ?"

গিরিজা সসব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আপন বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিল, কিন্তু কোন কথা কহিতে পারিল না। তখন হরকুমার পুনরপি বলিতে লাগিল।

"গিরিজা তুমি কাঁদিতেছ, আমার সুখের পথে কাঁটা দিতেছ?

"না"

"গিরিজা তোমার চক্ষে জল দেখিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়. আমার কথায় হাসিও না, কিন্তু কি করিব আমি অপদার্থ পশু, আমার হৃদয়ে আর একটি মূর্ত্তি গাঢ় রূপে অঙ্কিত হইয়াছে। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহকে বিস্মৃত হইতে পারি না। গিরিজা তুমি কাঁদিও না,তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমি তাহাও করিতে পারিব, কিন্তু এজন্মের মত হয়ত আমার সমস্ত সুখ ফুরাইবে। গিরিজা হয়ত আমি সে দারুণ জ্বালায় প্রাণে মরিব।"

গিরিজা চক্ষু মুছিয়া বলিল "আমি তোমায় এমন কাজ করিতে কেন বলিব? তোমার সুখ ব্যতীত এ সংসারে আর গিরিজার সুখ কোথায়?'

হরকুমার। তবে কাঁদিতেছ কেন?

গিরিজা কোন কথা কহিল না। হরকুমার বলিল,—

"গিরিজা! তুমি রমণী রত্ন, আমি বানর সুতরাং আমার গলায় সে রত্ন

শোভা পাইবে কেন? তোমার প্রেম অনন্ত, অসীম, কিন্তু এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে তাহার স্থান কোথায়? গিরিজা আমি বুঝিয়াছি যে আমার প্রত্যেক কার্য্য তোমার চক্ষু শূল হইয়াছে, কিন্তু আমি মনুষ্য নহি পশু, নতুবা তাহার প্রতিকার করিতাম। গিরিজা আমার একটি অনুরোধ রাখ, আমাকে ক্ষমা কর, তোমার চক্ষের জল দেখিতে পারি না।"

"কি করিব।"

"তোমার পিত্রালয়ে যাও, যদি কখন মানুষ হইতে পারি তাহা হইলে সাক্ষাৎ হইবে নতুবা এই পর্য্যন্ত।"

গিরিজা কাঁদিয়া উঠিল বলিল "আমি তোমার দেখিয়া যে সুখ পাইতাম আমাকে কেন তাহা হইতে বঞ্চিত করিবে?"

হরকুমার। গিরিজা তুমিই না বলি ' যে আমার সুখে তোমার সুখ? যদি সে কথা সত্য হয় তবে কেন বাদানুবাদ কর?

গিরিজা আর কোন কথা কহিল না, হরকুমার বলিল। "তবে আইস; ঘাটে নৌকা আছে।"

"নৌকায় কোথা যাইব?"

"কালনা পর্য্যন্ত, সেখান হইতে শিবিকায় যাইবে নতুবা এখান হইতে পাল্কীতে যাইতে বড় ক্লেশ হইবে।

গিরিজা আর কোন কথা কহিল না। হরকুমারের পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। উভয়ে গৃহত্যাগ করিয়া ঘাটে গেল। তখন রজনী শাঁ শাঁ করিতেছে। পূর্ব্বাকাশে শকনা তারাগণকে বিদায় দিতে উঠিয়াছে। এইরূপ সময়ে ঘাটের উত্তর দিকে যে একটি ক্ষুদ্র পান্সী ছিল হরকুমার তাহাতে গিরিজাকে আরোহণ করিতে কহিলেন।

গিরিজা ধীরে ধীরে তাহাতে আরোহণ করিয়া স্বামীর পদমূলে ছিন্ন তরুর ন্যায় পতিতা হইয়া সরোদনে বলিল "নাথ তোমার কথায় পিত্রালয় গমন কোন ছার, আমি সাগর গর্ভে প্রবেশ করিতে পারি। জ্বলন্ত বিষের বাটী গলাধকরণ করিতে পারি। তোমার হাসি মুখ দেখিলে আমার যে সুখ তাহা অপেক্ষা সুখ আর আমি জানি না। প্রাণেশ্বর দাসীকে চরণে রাখিবেন।"

গিরিজা চক্ষু মর্দ্দন করিতে করিতে সরিয়া গেল, হরকুমার বলিল,

"গিরিজা যথেষ্ট হইয়াছে, আর তোমায় যাইতে হইবে না। তোমায় ছাড়িয়া আমি এক দণ্ডও বাঁচিব না। আমি এক মুহূর্ত্তে সমস্ত ত্যাগ করিব, তুমি আমায় ত্যাগ করিও না।

গিরিজা আবার পশ্চাৎ সরিয়া যাইয়া "নাথ—" এই বাক্যটি মাত্র উচ্চারণ করিয়াছে এমন সময়ে নৌকার একটি কাষ্ঠফলক স্খলিত হইবামাত্র গিরিজা সহসা গঙ্গা গর্ভে পতিতা হইল। একটি ভীষণ জলোচ্ছাস হইল, তাহার চতুর্দ্দিকে তরঙ্গ নাচিয়া উঠিল আবার ক্ষণ পরে সমস্ত নিস্তব্ধ হইল। হরকুমার কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। নৌকার মাঝিরা অনেক অনুসন্ধানেও তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না। তখন হরকুমার চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল বলিল "আমার স্বর্ব্বসাধন কোথায় গেল, আমার কি হইল।" দূরে প্রতিধ্বনি বলিল "আর কি হইল!"

এমত সময়ে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত পাগল আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। হরকুমার পাগলকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে?" পাগল হা! হা! করিয়া হাসিয়া উঠিল। হরকুমার গিরিজার মুখে পাগলের কথা শুনিয়া ছিল সুতরাং চিনিল, বলিল,—"বসন্ত, আমার জীবন সর্ব্বসাধন গিরিজাকে জন্মের মত হারাইয়াছি। আমি মহাপাতকি।

পাগল হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কোথায়?" হরকুমার অঙ্গুলি দ্বারা যে স্থানে গিরিজা পতিত হইয়া ছিল তাহা দেখাইয়া দিল। পাগল উচ্চ হাস্য হাসিয়া বলিল "গিরিজা গঙ্গায়? তবে আমি এখানে কেন? হরকুমার তোমার প্রাণাধিকা গিরিজাকে আনিয়া দিতেছি।" এই কথা বলিয়া সেই উচ্চস্থান হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভাগিরথী জলে পড়িল। জল ছিটাইয়া উঠিল। হরকুমারের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। জলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, দেখিল সলিল নিস্তব্ধ, পূর্ব্ববৎ কল কল রবে প্রবাহিতা হইতেছে। হরকুমার আবার চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল "গিরিজা কি করিলে? আমায় কোথায় ভাসাইয়া গেলে?"

ভাগিরথী বক্ষ হইতে কে যেন বিদ্রূপ করিয়া কহিল "আর কি করিলে!"

সমাপ্ত।

জাতীয় জীবন।

জাতীয় জীবন কাহাকে কহে? আমার অশ্রুপ্লুতলোচন দেখিয়া তোমার চক্ষে বারিধারা বহিল অথবা তোমার আর্ত্তনাদ শুনিয়া আমি ক্রন্দন করিলাম, এই পরস্পর সহানুভূতির ভাবকে আমরা জাতীয় জীবন কহিব না। সেয়ারআলির শাণিত ছুরিকা যখন লর্ডমেওকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া দেহ হইতে প্রাণবায়ু বিচ্যুত করিল, আর সমস্ত বঙ্গবাসী শোক চিহ্ন ধারণ করিল, আফিস কাছারী বন্ধ হইল, সেই নিবাত নিষ্কম্প ভাবকেও আমরা জাতীয় জীবন কহিব না। আবার যখন ইংলণ্ডের রাজপুত্র আমাদের কাঙ্গালিনী ভারত মাতার দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিতে আসিয়াছিলেন এবং সমস্ত ভারতবাসীর— সমস্ত ভারতবাসীর না হউক সমস্ত বঙ্গবাসীর— হৃদয় উৎসবেমাতিয়া শ্মশান ভারতকে কৃত্রিম সাজে সাজাইতে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল, বঙ্গীয় কবি উচ্চৈঃস্বরে স্তুতি গীত গাইয়াছিল, সে অচিন্তনীয় উৎসবমত্ত বিদ্যুৎবিকাশ সদৃশ ক্ষণিক ভাবকেও আমরা জাতীয় জীবন কহিব না। কেন কহিব না, তাহা বুদ্ধিমানকে বুঝাইয়া দিতে হবে না। জাতীয় জীবনের অন্য নাম একপ্রাণতা। বৃক্ষমূলে কুঠারাঘাত করিলে যেমন বৃক্ষের স্থাণুদেশ হইতে গগনস্পর্শী শিখর দেশ পর্য্যন্ত সমস্ত কাণ্ড, শাখা, পত্র ও ফল কাঁপিয়া উঠে, যেমন অবাতবিক্ষোভিত ঊর্ম্মিমালিনীর এক প্রান্তে নীর সঞ্চালণ করিলে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত সলিল আন্দোলিত হয়, যেমন হিন্দু প্রবাদানুসারে পাপভারাক্রান্তা পৃথিবীর দুর্দ্দশা দেখিয়া বাসুকী সামান্য দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলে—কেবল অভ্রংলিহ গিরী নহে, কেবল অপার অনন্ত জলধি নহে, সমস্ত বিশ্বমণ্ডল কম্পিত হইয়া উঠে, তেমন যখন এক সমাজ বদ্ধ জীবের একটী শিশুর প্রতিও অত্যাচার করিলে সেই সমাজস্থ সমস্ত নরনারী হাহাকার শব্দে গগন বিদীর্ণ করে—অসি হস্তে সেই অত্যাচারীর দিকে ধাবিত হয় এবং যতক্ষণ তাহার প্রতিশোধ না লইতে পারে ততক্ষণ অসহ্য মর্ম্মপীড়ায় বিদগ্ধ হয়,

তখন সেই স্বর্গীয় এক প্রাণতার ভাবকে আমরা জাতীয় জীবন বলিয়া ব্যাখান করি। আমরা কল্পনার কথা কহিতেছি না। শত শত বর্ষ যাবত নিদ্রাগত ভারতসন্তানের মোহ দেখিয়া—নির্জ্জীবত্ব দেখিয়া—জড়তা দেখিয়া প্রথম দৃষ্টিতে অসম্ভব কল্পনা বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহা অসম্ভব নহে। যে ভাব বনবিহারী পশুদিগের মধ্যেও সম্ভবে, সেই ভাব শ্রষ্টারগৌরব মানবজীবনে বিভাসিত হওয়া অসম্ভব এবং কল্পনার চিত্র বলিলে পশুদিগের মধ্যে ও হাস্যের রোল উঠিবে। অনেকেই দেখিয়াছেন মহিষগণ কেমন দলে দলে বিচরণ করে। একবার একটী মহিষের প্রতি শরক্ষেপ করুন দেখি?—দেখিবেন পিপীলিকা স্রোতকেও তুচ্ছ করিয়া দলে দলে মহিষ শৃঙ্গ আস্ফালন করিতে করিতে আপনাকে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিবে এবং যতক্ষণ না তাহার প্রতিশোধ লইবে ততক্ষণ তাহারা স্থির হইবে না। আবার একটী শাখামৃগের প্রতি কোন অত্যাচার করুন; দেখিবেন যখনই সেই আঘাত প্রাপ্ত শাখা মৃগ স্বীয় সকরুন ব আকাশ পথে ছড়াইল, তখনই দলে দলে সমস্ত কপিকুল রণভূমি াধার করিয়া আপনার চারিদিক বেষ্টন করিয়া আক্রমণ উদ্যত হইয়াছে। পশুদিগের মধ্যেও এই একপ্রাণতার ভাব দেখিয়া কি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয় না; আমাদের অন্তর কাঁদিয়া উঠে না এবং জিজ্ঞাসু হই না আমরা মানুষ না আর কিছু! প্রকৃত পক্ষে একপ্রাণতার ভাব আঃ দের নিকট স্বপ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধিক দিন নিদ্রার ক্রোড়ে থাকাতে আমাদের সমস্ত গ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; পূর্ব্ব তেজ বিনষ্ট, উৎসাহ উদ্যম বিগত এবং অধ্যবসায় নিস্পেষিত হইয়াছে। ঐ যে কলকলায় মানা ভাগিরথী অবিরাম গতিতে সাগরাভিমুখে ধাবিতা হইতেছে এখন আর তাহার কূলে নিশ্চিন্তমনে বসিয়া মহর্ষিগণ জলদ গম্ভীর স্বরে সামবেদ গান করেন না; ঐ যে পানিপথের দুরন্ত প্রান্তর ভারতের কলঙ্ক মস্তকে ধারণ করিয়া পড়িয়া আছে তাহাতে আর ভারত সুহৃদ অশ্রুজল নিক্ষেপ করিয়া কলঙ্করাশি ধৌত করে না। হায়! কালের কঠোর কবলে আমাদের সমস্ত গৌরব হৃত হইয়াছে। যে দিন অদীন পরাক্রম শিবা স্বকীয় বিজয় ভেরী দ্বারা পুনার শৈলশিখর ধ্বনিত করিয়াছিলেন, ড

সমস্ত মহারাষ্ট্রে সৈন্য "হর হর মহাদেব" শব্দে দাক্ষিণাত্য প্রদেশ কম্পিত করিয়াছিল, সে দিন কাল স্রোতে মিশাইয়া গিয়াছে। যে দিন আর্য্যগণ ভারতে পদার্পণ করিয়া অলৌকিক বুদ্ধিবলে, অসামান্য পাণ্ডিত্যবলে জগতে সভ্যতা প্রসারিত করিয়াছিলেন এবং অতীত সাক্ষী ইতিহাসের পূজনীয় হইয়াছিলেন, সে দিন ও চিন্তার অতীত হইয়া পড়িয়াছে। যে হলদিঘাট প্রভৃতি রণক্ষেত্রে আর্য্যতেজ, আর্য্য সাহস সমুদ্ভূত হইয়া শত্রুর মর্ম্মভেদ করিয়াছিল, সে অতুল্য উদ্যম উৎসাহ ও বহুদিন গত হইয়া[illegible]। আছে বলিতে কিছুই নাই। সে জ্ঞান, সে তেজ, সে অধ্যব[illegible] গাম্ভীর্য্য, সে সভ্যতা, সে উদারতা—গৌরব করিবার যাহা কিছু সে সম[illegible] নী কালের অতলগর্ভে বিলীন হইয়াছে। যাহা কিছু এখন তারকার ন্যায় দেখা দিয়া লুকাইতেছে—জাতীয় জীবনের [illegible] এই উনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে আবার আর মত দেখিতে [illegible] পাইতেছে, তাহা এই পাশ্চাত্যশিখরে বৈদ্যুত বল চালনাতে হইয়াছে। ইংরেজ দয়াতে না হউক, উপচিকীর্ষাবৃত্তি প্রণোদিত হই[illegible] না হউক, স্বীয় স্বার্থানুরোধে যাহা করিয়াছে, তাহাতে জাতীয় জীবনের লুপ্ত প্রায় স্মৃতি ভারতীয় জীবের অন্তরাকাশে ঈষৎ আভায় বিভাসিত হইতেছে। হইতে পারে এমন দিন আসিবে যখন ইংলণ্ডের কীর্ত্তিতুল্য বীর্য্যবত্তার নিবাস ভূমি আমেরিকার ন্যায় আমাদের ঘুমন্ত ভারত ও জাগিয়া বসিবে এবং স্বচ্ছ সলিলে পূর্ণ বিকশিত অরবিন্দের ন্যায় লোচন শোভনীয় হইবে। হায়! সে দিন কি আসিবে? ভারতের অস্তমিত সুখশশী কি পুনর্ব্বার উদিত হইবে?

ফিরিবে কপাল পুনঃ—কহলো কম্পনে!
ভারতের ভাগ্যে হায়
কবে হবে পুনরায়
উদিত সৌভাগ্য ভানু? বিবর বদনে,
হবে কিলো হাস্যধ্বনি কহলো কম্পনে!

যাহা লোকে ভাবে তাহাই যদি হইত, তবে পৃথিবী দুঃখের না সুখের [illegible]গার হইত বলা যায় না। তবে পৃথিবীর কার্য্য কারণ পরম্পরা দেখিয়া

আমরা এই শিক্ষা করি যে, আমরা যাহা পাইতে ইচ্ছা করি তাহার জন্য আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইলে,হতোসাহ হইয়া নিরস্ত হওয়া বিধেয় নহে। কার্য্যারম্ভেই যদি আশানুরূপ ফল আমরা প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে হৃদয় উৎফুল্ল না হইয়া খিদ্যমাণ হয়, উৎসাহ উদ্যম যেন ভাঙ্গিয়া যায়। যাহা হউক মনুষ্যের কার্য্যব্যস্ততাতে যে সুখ—কার্য্য তৎপরতাতে যে সোৎসাহ আনন্দ তাহা লাভ করিবার জন্য সকলেরই ব্যাগ্র ও সচেষ্ট থাকা আবশ্যক। অ' '৲দর অন্ধকারময়ী জীবণীতে জাতীয় জীবনের ঈষৎ আলোকচ্ছটা দে ...নে আশান্বিত হই তেমন যদি তাহা লাভ করিবার জন্য ... না হই, তবে সেই আলোক অচিরে শরতকালীয় মেঘমালার ... দেখিতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। আলোক আসিতেছে ...ক তাহার প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে, তাহার অধিক বিলম্বে ...প্তি হয় অথবা একেবারেই হয় না। আর যে যুবক আলোক ...বার জন্য পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়, সে শীঘ্রই তাহা পাইয়া অপার ...নন্দে নিমগ্ন হয়। আমাদের দেশে কতকগুলি লোক আছেন তাঁহারা ভাবেন উন্নতি হইতেছে, তাহার পথ প্রসার করিবার আবশ্যকতা নাই; ধীরে ধীরে উন্নতি আপনিই হইবে। এই কথার একটী গল্প মনে পড়িল। একজন বিকৃত মস্তিষ্ক নদীর তীরে আসিয়া বসিল। প্রাতে আসিয়াছে, সন্ধ্যা হইতে চলিল, সন্ধ্যা হইল রজনী আসিল। রজনী ও ক্রমে তিরোহিত হইল তথাপি মানুষটী উঠিল না সে নদীর তীরে বসিয়াই আছে। একটী যুবক কৌতুহল পরবশ হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ওহে মানুষটী এই ক্ষুদ্র নদীটির পারে বসিয়া কি ভাবিতেছ?" মানুষ বলিল, "নদীপার হইব। জল চলিতেছে যখন সব জল চলিয়া যাইবে, তখন পার হইব, তাই বসিয়া আছি।" যুবক হাসিয়া বলিলেন "বসিয়া থাক। ভবনদী পার হইবার দিন পার হইতে পারিবে।" যাহারা সময়ের ঘটনাস্রোতের উপর নির্ভর করিয়া, নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকেন এবং বলেন উন্নতি আপনিই হইবে তাঁহাদিগের কথায় ... আমরা হাসিয়া উত্তর দি; "বসিয়া থাকুন, শে... দিনে আপনাদের আশা পূর্ণ হইবে।" নির্জ্জীব আশায় সুখ নাই।

পাশ্চাত্য শিক্ষাতে আমাদের অন্তরে যে একপ্রাণ তার জ্যোতি অ...

তেছে—একরাজার অধীনে থাকিয়া, এক নিয়মের অন্তর্ভূক্ত থাকিয়া ভারতীয় লোকের অন্তরে যে জাতীয় জীবনের ঈষৎ আলোক ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হইতেছে, তাহার প্রতিবন্ধকতা নিরাকরণার্থ আমাদের কি করা কর্ত্তব্য ? জাতীয় জীবনের সম্যক বিকাশ দেখিতে হইলে অধ্যবসায় জীবনের সার এবং ভারতের ইতিহাস অধ্যায়ন অবশ্যম্ভাবী জ্ঞান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। দুর্ভাগ্য ক্রমে ভারতের প্রকৃত ইতিহাস বিদ্যমান নাই। পুণ্যতপা মহির্ষিগণ যেমন জ্ঞানের আলোচনা, ধর্ম্মের আলোচনা, রাজনীতির আলোচনা করিতেন, তেমন যদি পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি কলাপ লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেন, তবে আমাদের ' ইতিহাস নাই ,' ' ইতিহাস নাই ' বলিয়া পরের দ্বারে দ্বারে কাঁদিতে হইত না। নশ্বর মানবদেহের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা তাঁহারা বৃথা সময় নষ্ট বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা যাঁহা করিতেন প্রায় তাহা সমস্তই ধর্ম্মবুদ্ধি প্রণোদিত। যে মহাভারত ও রামায়ণকে আমরা প্রাচীন ইতিহাস ও উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া গণনা করি তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে লেখকের উদ্দেশ্য এই দেখা যায় যে ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের পরাজয় প্রদর্শন যেমন তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল, জীবন চরিত লিপিবদ্ধ করা
নহে। তাই বলিয়া যে আমরা সেই অস্ফুট চিত্র হইতে জাতীয় চরি
ছায়া আনয়ন করিতে পারি না এমন নহে। হইতে পারে অতি
কালে আমাদের প্রকৃত ইতিহাস ছিল না। কিন্তু তাই বলি
কালেই ইতিহাস নাই, একথাতে আমাদের বিশ্বাস নাই। ম
উৎপীড়তে, ইংরেজ জাতির লুণ্ঠনে যে ভাবে আমাদের
ধীরে মিশাইয়া গিয়াছে তাহা যদি নিরপেক্ষ হইয়া
করি, তাহা হইলে কি আমাদের জাতীয় জীবনের
যথার্থ যে, বৈদেশিকচিত্রে আমাদেরও
তাহা হইলেও আমাদের অব্যবস
আমাদের দোষ যাহার অধী
দেবতা বলিয়া মানি
যেন বেদবাক্য, এবং
.তিহাসপত্রে কলঙ্ক দ

এবং তাহাদের গৌরব রবি উস্থানের—গৌরবরবি কেন বলি তাহাদের দস্যুবৃত্তি চরিতার্থের সময় আমাদের জাতীয় চরিত্রে যে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে তাহা আমরা অকাতরে বিশ্বাস করি। একবার মনে করি না কেন আমাদের সেই হীন দশা আসিয়াছিল, একবার অনুসন্ধিও সাবৃত্তি চালনা করিয়া বুঝি না কেন আমরা তাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিব! তখন কি উদ্দেশে ইংরেজ বণিক, সুন্দর ভারতে আগমন করিত? এই স্বর্ণপ্রসূ ভারতকে—হা ভারত! কুক্ষণে তোমার মাটি স্বর্ণপ্রসূ হইয়াছিল তোমার ভূমি যদি ঘোরতর আরণ্য বিটপীতে পরিপূর্ণ থাকিত, যদি মরুভূমিতে তোমার বক্ষস্থল আচ্ছাদিত থাকিত তবে এবিপদ এদাসত্ব আসিত না—এই কার্য্যশালিনী প্রকৃতির রম্য উদ্যান ভারতভূমিকে ইংরেজ কি মনে করিত? মনে করিত ভারতে স্তুপে স্তুপে স্বর্ণ রহিয়াছে, যে যাইবে সেই অতুল বিভবের অধিপতি হইয়া শীঘ্র দেশে ফিরিতে পারিবে। এই ভাবিয়া তাহারা ভারতে আসিল, আসিয়া তাহারা লুণ্ঠণ, শঠতা ও প্রতারণা দ্বারা ভারতীয় নরের রক্ত শোষণ করিতে লাগিল; কি করে

...বাসী তখন নিরুপায় হইয়া অবৈধকার্য্যে লিপ্ত হইল। আমরা জিজ্ঞাসা

..., কৃপণ যখন দেশস্থ যাবতীয় অর্থ ছলে বলে আত্মসাৎ করিয়া স্বীয় গৃহ-

...ত প্রোথিত করিয়া রাখে, আর দেশের লোক হা অন্ন! হা অন্ন!

...দিয়া বেড়ায় এবং শেষে নিরুপায় হইয়া সেই কৃপণের ধন

... চেষ্টা পায়, তখন যদি সেই কৃপণ শতকণ্ঠে সেই উৎপীড়িত

...ম মানবগণকে যথেচ্ছা বাক্যবান বর্ষণ করে তবে আমরা

...বণিক বেশে ইংরাজ ভারতে প্রবেশ করিল, আমাদের

...। যাহারা কখনও অন্ন কষ্ট পায় নাই, প্রকৃতির

...প্রেক্ষী হওয়া কাহাকে বলে জানি-

... যাতনায় তাঁহারা অবৈধ কার্য্যে

... পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন,

... অনুবর্ত্তী হইয়া দক্ষিণ

...ভাস ও তাঁহারা তখন

...রবে অন্ধ হইয়া ই...

জাল পত্রকে তালিকাময় করে, তাহাদিগকে শত হস্ত দূর হইতে আমরা ধিক্কার দি। এ সব দেখিয়া শুনিয়াও আমাদের চক্ষু উন্মীলিত হয় না। আমরা বন্ধুকেও অবিশ্বাস করিতে পারি, স্ত্রীকেও অবিশ্বাস করিতে পারি, কিন্তু ইংরেজের লেখা কলঙ্কময় অলীক এ কথা বিশ্বাস করিতে আমাদের মস্তকে বজ্রপাত হয়। একটী দেশীয় ধনীর অধীনে একটী ব্যবসায় আরম্ভ হইয়াছে, তাহাকে সাহায্য করিব না, কেন না সে দেশীয় এবং তজ্জন্য অবিশ্বাসী। আর হ্যাট্ কোট সম্বল জন্ বা জ্যাক্ নামে ফিরিঙ্গি কার্য্যারম্ভের জন্য বিজ্ঞাপন দিল; দেও তাহাকে অর্থ, দেও তাহাকে রাশি রাশি অর্থ সঞ্চয় করিতে, দেও তাহাকে ভারতীয় নরের অঙ্গে নিষ্ঠিবন ত্যাগ করিতে, কোন অবিশ্বাস নাই। যে কথা ইংরেজ ঢক্কায় ঘোষিত না হইল তাহার কোন অর্থ নাই। ইংরেজ যাহা কহিবে তাহা সত্য, অন্যে যাহা কহিবে তাহা মিথ্যা, বিশ্বাসের এই অপরূপ গতি দেখিয়া আমরা সমস্ত বিস্মৃত হই এবং ভাবি এরূপ একদেশদর্শীর ইতিহাস আলোচনাতে কি হইবে? আমাদের অনুসন্ধি ও সাবৃত্তি চালনা না করিলে জাতীয় জীবনের উন্মেষ হইবে না—ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন না করিলে আমাদের একপ্রাণতা আসিবে না। কেবল মেকলে মিল আমাদের ইতিহাস লেখক নহে, মহাত্মা টড্, টরেন্স ও আমাদিগকে অনেক শিক্ষা দিবেন, এবং তোদড়মল্লের রাজনীতিজ্ঞতা, মানসিংহ, জয়সিংহ, ভগবান দাস, বীরবল প্রভৃতির অসম্য তেজ ও অতুলনীয় বীর্য্যবত্তা যাহার লেখনী প্রসব করিয়াছে, সেই মুসলমান লেখক আবুল ফজলকেও আমাদিগের ইতিহাস বেত্তা বলিয়া ধরিতে হইবে। ভারতের ইতিহাস অন্বেষণে জাতীয় জীবনের যেমন বিকাস হয় তেমন আর কিছুতে নহে। কিন্তু কেবল একখানি পুস্তক হইতে ভারতের ইতিহাস সংগৃহীত হইবে না; শত শত গ্রন্থ, শত শত বৃক্ষ বল্কল, শত শত প্রস্তর খণ্ড হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। তজ্জন্যই বলিয়াছি অত্যন্ত অধ্যবসায় অত্যন্ত স্থিরপ্রতিজ্ঞা আবশ্যক, নচেৎ হইবে না।

একবার মনে করুন দেখি, রামচন্দ্র দশাননকে ভূমিশায়ী করিয়া তাহারই নিকট রাজনীতি শিক্ষা করিতেছেন, কি সুন্দর অমায়িক অহমিকাশূন্য চিত্র! মনে করুন দেখি, হিমালয় শিখরে বসিয়া অমিত তেজা তপঃকৃশ অর্জ্জুন

কীরাতরূপী মহাদেবকে বীরত্ব দ্বারা তুষ্ট করিয়া পরে চরণতলে বসিয়া শক্র সংহারক অস্ত্র প্রয়োগ শিক্ষা করিতেছেন—অধ্যবসায়ের কি জ্বলন্ত প্রতিকৃতি! মনে করুন, পৃথ্বীরাজের কীর্ত্তিস্তম্ভ ত্রিরোরি ক্ষেত্রে ও অগণ্য রজঃপূত সৈন্য সমিতি কি গম্ভীর হৃদয়োদ্দীপক ভাব! মনে করুন, আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণ, রজপূত রমণীগণের হুতাশনোলিঙ্গন এবং রজপূত পুরুষদিগের অরাতির অস্ত্রবল পরীক্ষা কি ভীষণ চিত্র! মনে করুন চিনেনফলার ভীষণ সমরক্ষেত্রে আর শিখজাতির হৃদয় চুল্লীনির্গত একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—কি ভুবন-ভয়-উদ্ভাবিনী প্রতিমূর্ত্তি! বহুদূরে কেন? বিংশতিবর্ষ পশ্চাতে চাহিয়া দেখুন, ধুন্ধুপন্থ অধীনে কত মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য, কত রজপূত সৈন্য, কত মুসলমান সৈন্য, ভারতের জন্য, ধর্ম্মের জন্য জীবন আহুতি দিতে আসিয়াছে! এ সমস্ত কি একপ্রাণতার চিহ্ন নহে?—অধ্যবসায়ের চিহ্ন নহে? ইহার আলোচনাতে কি জাতীয় জীবন উন্মেষ প্রাপ্ত হয় না? সে দিন যখন রুষ তুরুস্কে যুদ্ধ বাধিল আর ভারতীয় মুসলমান যুদ্ধের ব্যয় সংগ্রহার্থ ব্যস্ত হইল, সে চিত্র কি একপ্রাণতার ভাব আমাদের হৃদয়ে সমুদিত করিয়া দেয় নাই? ভারতে কি ছিল, কি নাই, কালের প্রখর স্রোতে কি ভাসিয়া গিয়াছে তাহা যখন চিন্তা করি, তখন কি জাতীয় জীবনের আশাশিখা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে না? যখন দেখিব চৈনিক পরিব্রাজক হোয়েন্থ্ সাঙ্ ভারতবাসীকে উদারতা, একতা ও সহৃদয়তার প্রস্রবণ বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন, তখন কি আনন্দে বিমোহিত হইয়া বলিব না, এস ভাই ভারতে যাহা তাহা আনয়ন করি, আর ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইয়া কতকাল থাকিব। হেমচন্দ্রের অক্ষয় বীণার গম্ভীর স্বরের সহিত কি তখন গাইতে ইচ্ছা হইবে না—

> "একবার উঠে জাতি ভেদ ভুলে
> ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শুদ্র, মিলে,
> কর দৃঢ় পণ এ মহীনণ্ডলে,
> তুলিতে আপন মহিমাধ্বজা।"

> "যাও সিন্ধুনীরে ভূধর শিখরে
> গগণের গ্রহ তন্ন তন্ন করে,

বায়ু উল্কাপাত বজ্র শিখা ধরে,
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।”

ভারতের ইতিহাস হইবে না এ কথা যাহারা বলে তাহাদের কথায় আর শ্রদ্ধা করিও না। উড়িষ্যার ও ইতিহাস ছিল না, বিচক্ষণ রাজেন্দ্রলাল অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে তাহা করিয়াছেন। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস বৈদেশিক চিত্রে কালিমাময় ছিল, পণ্ডিত রজনী কান্তের অমিত অধ্যবসায় বলে, তাহার প্রকৃত চিত্র মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর আলোকে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। শুধু গ্রন্থকীট হইয়া থাকিলে চলিবে না; শিক্ষা বিভাগে উন্নত কর্ম্মচারী হইলে চলিবে না। ভারতের ইতিহাস গবেষণা ভিন্ন জাতীয় জীবনের একপ্রাণতার আশা অসম্ভব। জাতীয় জীবন বিকাশের জন্য একটু ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যা ছাড়িয়া মাঁদুরে বসিতে হইবে। সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন সামান্য স্থির বুদ্ধির কার্য্য নহে, মেকিয়াবেলীর মন্ত্রশিষ্য ইংরেজকৃত ইতিহাসের কুটিল মীমাংসা কুটীল চক্র ভেদ করা সামান্য বুদ্ধির কার্য্য নহে। যদি ভাবিলে, শরীর বাঁচাইয়া যাহা করিতে পারি করিব, তবে এক প্রাণতার ভাব তোমা হইতে সঞ্জীব হইবে না। জাতীয় জীবন উন্মেষের প্রারম্ভে ত্যাগ স্বীকার শিক্ষা কর।

তবে এস পাঠক! আর্য্যদিগের একতা পর্য্যালোচনা করি, প্রাচীন হিন্দুদিগের সহৃদয়তা উপলব্ধি করি, পূর্ব্ব পুরুষের, একাগ্রতা, অধ্যবসায় নিঃস্বার্থভাব, অনুধাবনা করি। বিদেশীয় দিগের এক প্রাণতার ভবে ও আমাদের অন্তার সন্নিবিষ্ট করি। আমরা যদি কিছু না করিলাম, তবে ভাবী বংশীয় দিগের উন্নতি কোথা হইতে হইবে? অধ্যবসায় সহ ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন না করিলে হৃদয়ে উদ্দীপনা আসিবে না, উদ্দীপনা অভাবে জাতীয় জীবন পরিস্ফুট হইবে না, জাতীয় জীবন না আসিলে দেশের দুর্গতি ঘুচিবে না, ভারত উদ্ধার হইবে না।

শ্রীঅশ্বিনী কুমার গুহ

চক্রবাক্।

শারদ্ পূর্ণিমা মাধুরী নিলয়,
জল স্থল শূন্য মধুরতাময়,
নিরমল নভে, নিরমল হাসি,
হাসিছে শশাঙ্ক রোহিণী বিলাসী,
সে হাসি দেখিয়া হাসে নিশীথিনী
হাসেরে প্রকৃতি, হাসে কুমুদিনী
হাসে শূন্য দেশ, হাসে জলস্থল,
চকোরী বদনে হাসি ঢল ঢল,
প্রাণনাথ পাশে প্রাণপ্রণয়িনী
হাসে নাথ সনে, নাথ সোহাগিনী,
নাথের বদনে সুষমা আলয়
হাসি ধারা বহে এহেন সময়,

এহেন সময় সকলে হাসে,

সুখের উচ্ছ্বাসে সবার হৃদয়,
উছলিত হেন সুখের সময়,
সুখেতে কুমুদী ঢলিয়া ঢলিয়া,
খেলে বায়ু সনে সরম খাইয়া,
সুখেতে চকোর চকোরীর সনে,
ছুটি ছুটি ভ্রমে গগণ অঙ্গনে,
প্রাণেশ উরসে সুখেতে কামিনী
পড়িছে ঢলিয়া সুখে পাগলিনী,
প্রকৃতি সুখেতে কুসুমের হার,
পরিছে গলে ' মাতিয়া সংসার,

সুখেতে কুসুম চুম্বিয়া পবন,
পলায় ছুটিয়া পাগল মতন,
হেন কালে সবে সুখেতে ভাসে।

পবিত্র সময়, মধুরতাময়,
আনন্দ পূরিত সবার হৃদয়.
তবে হেন কালে কানন ভিতর
কে কাঁদেরে, পূরি, কানন প্রান্তর ?
পূরায়ে চৌদিক্, খুলিয়া পরাণ—
কে কাঁদাবে এবে অভাগা সমান,
কে কাঁদিস্ তুই খুলিয়া বল !

বুঝেছি বুঝেছি বিরহ বেদন,
দিতেছে যাতনা কাহারে এমন,
নাহলে শকতি কার এ ধরায়,
জ্বালায় এহেন এরূপে কাঁদায়,
চক্রবাক্ তুমি করিছ রোদন !—
বুঝেছি বুঝেছি বিরহ বেদন
ব্যথিত করিছে তব চিত্ত অতি,
নাহি প্রিয়া সনে মিলিতে শকতি
কি করিবে বল বিধাতা বিবাদী,
আমিও অভাগা আমিওরে কাঁদি—
দিবা বিভাবরী ;—আসিলে প্রভাত
পশ্চিম অঞ্চলে গেলে নিশা নাথ,
তুমি ওরে পাখি, প্রণয়িনী সনে,
মিলিবে আবার প্রফুল্ল বদনে,
তখন তোমার নয়ন সকাশ,
হাসিবে অবণী হাসিবে আকাশ,
নয়নের জল মুছিয়া তখন,

সুখেতে হেরিবে প্রিয়ার বদন,
গাইয়া, গাইয়া কাননে কাননে,
বেড়াবেবে পাখী আনন্দে দুজনে,
পাশাপাশি হ'যে বসি তরুপরে,
গাবে প্রেম গীত প্রণযের ভরে,
কিন্তু মোর দুখ ফুরাবার নয়,
কাঁদি যদি, পাখি, অনন্ত সময,
তবুও ঝরিবে নয়ন জল।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।

সংসার ভ্রম।

দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণাদি ইন্দ্রিযের প্রত্যক্ষতার ফলই জ্ঞান। তোমার দর্শনেন্দ্রিয দ্বারা তুমি এই তেজঃপুঞ্জ দিবাকর, নযন স্নিগ্ধ কর নিশাকর, বহুমূল্য হীরকখণ্ড লাঞ্ছী তারকা পুঞ্জ, তুষারধবলিত ভূধর শৃঙ্গ, নানা রঙ্গের ফলপুষ্প পরিশোভিত বিবিধ বনস্পতি পূর্ণ বনস্থলী, গিরিনির্ঝর, প্রসূতা চারু তরঙ্গিনী, শস্য পূর্ণ বিস্তীর্ণ মনোজ্ঞ ছবিং প্রান্তর, অতি বিস্তীর্ণ কায়া ভয়ঙ্করী মরুভূমি, চারু চিকণ অট্টালিকাময়ী বহু জননিবসতা নগরী, এবং গ্রাম পল্লী, সুনীলকান্তি, ভীষণ তরঙ্গ লীলাময় অতি বিস্তীর্ণ বারিধিবিরাজিতা পৃথিবী ; এই নিখিল বিশ্ব দর্শনে ; নিবিড় কৃষ্ণ কাদম্বিনী কণ্ঠ নিসৃত বজ্র-নির্ঘোষ, প্রবল ঝটিকা সন্তাড়নাকুল মহীরুহগণের শাখাপত্র সঞ্চালনধ্বনি, প্রভাত ও সায়ংকালীন শ্রুতিরঞ্জন বিহঙ্গম কূজন, এবং গভীর নিশীথে মুরলীমোহন শব্দ শ্রবনে ; কটু তিক্ত অম্ল মধুরাদি রসাস্বাদনে, এবং প্রচণ্ড ঝটিকাবর্ত্ত ও সুখদ মেদুর মলয় মারুৎ স্পর্শে তোমার পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষতাভূত জ্ঞান সমষ্টি সঞ্চিত হয়। সেই জ্ঞানোন্নতিই তোমার ইহজীবনের

অবস্থা উৎকর্ষণের একমাত্র উপায়। সেই জ্ঞান দ্বারাই তোমার ভাল মন্দ বিবেচনা শক্তি জন্মে; সেই জ্ঞানের উৎকর্ষতায় তুমি মনুষ্য মধ্যে উচ্চ পদবীতে অবস্থাপিত হও। এমন সদসৎ, সত্য মিথ্যা বিবেচনা পারগ জ্ঞানরত্নে বিভূষিত হইয়া তুমি এই মায়াজালাচ্ছন্ন জগতের ঐন্দ্রিজালিক সংসারব্যাপার সকল প্রকৃত এবং অভ্রান্ত বিবেচনা করিতেছ। বৃষ্টিকালীন জলকণা সমূহে সূর্য্যরশ্মি প্রতিভাত হইয়া ধারাধরাঙ্গে নানা বর্ণের রমণীয় শক্রধনু দৃষ্টিগোচর হয়, প্রবল পীপাষা পীড়নে প্রচণ্ড রবিকর প্রদীপ্ত মরুভূমিতে মরীচিকা রচিত নির্ম্মল তোয়া তটিনী প্রবাহ নয়ন জুড়াইতে থাকে; চলিতে চলিতে পথিমধ্যে রজ্জুতে কখন কখন সর্পভ্রম হয়। দৃষ্টি মাত্রেই ইন্দ্রধনুর আকৃতি, বিস্তৃতি, রমনীয়তা; মরীচিকা প্রসূতা স্রোতস্বিনীর স্বচ্ছ তরঙ্গমালা, চঞ্চল গমন, এমন কি তত্তীরে অপূর্ব্ব আরাম! এবং সর্পের চক্ষু, নাসা, ফণা, পুচ্ছ প্রকৃত বলিয়া অবিসম্বাদিত রূপে প্রতীয়মান হয়। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে ইন্দ্রধনু, মরীচিকা, এবং রজ্জুতে সর্পভ্রম সকলই বিদূরিত হইয়া তত্তৎ বস্তুর প্রকৃত জ্ঞান জন্মে। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম, তেমনি সর্পেও রজ্জু ভ্রম হইয়া থাকে। তৃষ্ণিকা কুল পান্থ মরুভূমিতে পতিত হইয়া মরীচিকা প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া, এবং সর্পকে রজ্জু ভাবিয়া অজ্ঞতা প্রযুক্ত জীবন পর্য্যন্ত হারাইয়া থাকে। অজ্ঞানতা সকল দোষের আকর। অজ্ঞনতা নিবন্ধন কত লোক কত সময় কত দূষিত কার্য্য করিয়া কত অনুতাপ, কত কষ্টভোগ করে। জননী জঠর বিনির্গত হইয়া অবধি ইন্দ্রিয়গণের পরিচালনায় দর্শন, শ্রবণ, অস্বাদনাদিকার্য্যে প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ আমাদিগের মনোমধ্যে নূতন নূতন বিষয়ের জ্ঞান সঞ্চিত হইতে থাকে। শিশুকাল হইতে কাক দেখিয়া আসিতেছি, কাকের বর্ণ কৃষ্ণ, চক্ষু দীর্ঘ, দেহায়তন সকলই দেখিতেছি, তাহার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিতেছি। রজনী অবসান সময়ে শয্যায় থাকিয়া বায়সকণ্ঠ শুনিলেই জানিতে পারিবে কাক ডাকিতেছে। তখনই কাকের বর্ণ, কাকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, কাকের মূর্ত্তি মনে হয়। পূর্ব্বকৃত কার্য্যের লব্ধ ফল দ্বারা তদ্রূপ কোন উপস্থিত ক্রিয়ার ভবিষ্য ফল নিশ্চয় করিতে পারি। সুরাদি মাদক দ্রব্য সেবন, অকাল ভোজন, নিয়মাতিরিক্ত শীতল বায়ু পরিসেবনাদি দ্বারা

স্বাস্থ্যের প্রতি অত্যাচার করিলে রুগ্ন হইতে হয়; ঐ সকল কার্য্য অন্যকে করিতে দেখিয়া, বা স্বয়ং করিয়া তাহার প্রতিফল পাই, আর তদ্রূপ কোন কার্য্য করিতে সাহসী হই না। মনুষ্যের এই জ্ঞান আছে; ইতর জন্তুদিগের তাহা নাই। যেখানে অধিক সাবধানতা, অধিক পরিণাম দর্শীতা সেই খানে তাহার একটু ব্যতিক্রম ঘটিলেই ঘোর বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয়। মনুষ্য যত সাবধানতা, যত পরিণামদর্শীতার সহিত কার্য্য করিতে অগ্রসর হয় ততই ভ্রম আসিয়া তাহাকে কলুষিত করে। সংসারাশ্রম আমাদিগের একটী ঘোরতর অজ্ঞানান্ধকার।—এই নিয়ত, গাঢ়তম আঁধার আমাদিগের জ্ঞানচক্ষুকে দৃষ্টিহীন করিয়া রাখিয়াছে। এই অনন্ত বিশ্ব সংসার, ইহার যাবতীয় কর্ম্মকাণ্ড,—দিবা রজনী; সিতাসিত পক্ষ; শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুর ক্রমাগম; মনুষ্যের জীবন, যৌবন, জরা, মৃত্যু, সুখ দুঃখ সকলই ভ্রম। প্রচণ্ড নৈদাঘতপ্ত ছায়াহীন পথে তুমি আমি পাদ বিক্ষেপে কাতর, ভারবাহী মস্তকে ভার লইয়া উলঙ্ঘিত পদে সেই পথে চলিতেছে, পঞ্চতপাদি তপস্যা পরায়ণ ঋষি ঊর্দ্ধপদে বিলম্বিত হইয়া প্রজ্বলিত বহ্নিরাশির উপরিভাগে মস্তক স্থাপিত করিয়া তাপ গ্রহণ করিতেছে। বিদ্যুৎঝঞ্ঝনাবাতবিতাড়িত নিবিড় কৃষ্ণমেঘমালা-ক্ষরিত প্রাবৃট্ধারায় পথিক প্রান্তর পথে ছুটিতেছে; ঋষি স্তিমিত নেত্রে ইষ্টদেবে মন উৎসর্গীকৃত করিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু তুমি আমি সেই প্রখর তপন তাপনে, সেই প্রাবৃটাসারে গৃহের বাহির হইতে অসমর্থ। তপস্বী পৌষ-শৈত্যে সরোবর নীরে অঙ্গ ডুবাইয়া যোগ নিরতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহার তাহাতে ক্লেশানুভূতি নাই; তাঁহার নিকট স্বাস্থ্যের ভঙ্গ প্রবণতা গুণ বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি অভ্যাসের প্রভু; অভ্যাস তাঁহার প্রভু নয়। তাঁহার বিষয়বিরতি তাঁহার মনকে অর্থ সাধনীয় সুখসেবনেচ্ছার অন্তরে রাখিয়াছে; সুতরাং তাঁহার অর্থ প্রয়োজনীয়তা নাই। তাঁহার নিকট সংসারের এক প্রধান অভাবের অভাব। দুঃখই তাঁহার সুখ! তুমি আমি যাহাকে দুঃখ বলিয়া দূরে পলায়ন করি, যাহার স্পর্শনে দুরদৃষ্টের কল্পনা করি; সেই দুঃখ প্রবর্ত্তিত কার্য্য পরম্পরা তাঁহার স্পৃহনীয়; বিলাস তাঁহার উপেক্ষার সামগ্রী। তিনি কখন ভ্রমেও বিলাসবাসনার উপাসনা করেন না।

বিলাস তাঁহার নিকট সুখের ঘটকতা চাতুরী প্রকাশে অক্ষম। সংসারিকের যাহাতে সুখ তাহাতে তাঁহার বৈরাগ্য ;—তাঁহার সুখ পৃথক পথে—তাঁহার সুখেচ্ছা সংসারের সাধারণ পথানুসারিনী নহে। দুঃখই যখন তাঁহার সুখ, দুঃখই যখন তাঁহার শান্তি তখন তিনি কেমন করিয়া দুঃখের দুঃখত্ব বুঝিতে পারিবেন? কেমন করিয়াই তিনি দুঃখের পরিচয় পাইবেন? তাঁহার দুঃখই সুখ,—সংসারে তাঁহার দুঃখের অভাব। যখন দেখিতে পাইতেছি ইহ সংসারে একের সুখ, অন্যের দুঃখ; অন্যের দুঃখ অপরের সুখ। তখন তোমার আমার যে সুখ দুঃখ সে কেবল ভ্রম মাত্র।

এই অনন্ত জগৎ আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক নিয়মের দাস এবং এই ভৌতিকাত্মিক অনন্ত জগতের প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেক ঘটনা ভূতাত্মার ঐন্দ্রজালিক ফল। ভৌতিক সংযোজনে, ভৌতিক অচেতন, এবং ভূতাত্মার সংমিলনে জৈব জগতের সৃষ্টি। তাপদ্বারা হিঙ্গুল, পারদের সংযোগ ফল রক্ত পারদ; এবং মৃত্তিকার বিকার ঘট। ভূত * শব্দের সরলাখ্যা রূঢ় বা আদিম পদার্থ, আদিম পদার্থ সমষ্টির সংযোগে কত অভিনব পদার্থের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আকৃতি, বিস্তৃতি, স্থান ব্যাপকতাদি জড় পদার্থের যে কয়েকটী গুণ আছে; আত্মাতে সে সকল গুণের অভাব; আত্মার বিভাজ্যতাদি জড়ত্ব নাই। সুতরাং আত্মার সংযোগ বিয়োগ কোনমতে সম্ভবপর নহে। জড় পদার্থের উপাদান পরমাণুর সমষ্টিতে এবং সংযোগ বিয়োগে যেমন বিভিন্ন পদার্থের উৎপত্তি বিকৃতি আছে; আত্মার সেরূপ গুণ নাই। আত্মার প্রকারত্ব নাই, সুতরাং সংযোগ বিয়োগে রাসায়নিক ক্রিয়ারহিতত্ব সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য। জগৎ আত্মময়,—আত্মা জগতের আশ্রয়ীভূত; জগৎ আত্মার আশ্রয়ীভূত নহে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের লয় হইয়া আত্মাতে বিলীন হইবে। আত্মা কি, আত্মার প্রকৃতি, গুণ ইত্যাদি এ প্রবন্ধের বিচার্য্য নহে। জগতের একমাত্র রূপ আত্মা;

* আমাদিগের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রে ক্ষিত্যপ তেজাদি পদার্থ-রূঢ় বলিয়া সিদ্ধান্ত ছিল, অধুনাতন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তাহার কয়েকটী যৌগিক বলিয়া প্রমানীকৃত হইয়াছে।

আত্মাই জগতের স্বরূপত্ব ; সর্পে রজ্জু ভ্রমের ন্যায় আত্মাতে আমাদিগের জগৎ ভ্রম। রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইলে সেই রজ্জুতে সর্প জ্ঞানে আমরা আতঙ্ক পাইয়া দূর-বিক্ষিপ্ত হই ; যদি স্থির, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার সর্পত্বের সত্যতা দেখিতে যাই, তাহা হইলে অবিলম্বেই সে ভ্রম ঘুরিয়া দিব্য চক্ষে তাহার রজ্জুত্বের উপলব্ধি করি। কিন্তু দৃষ্টিমাত্র যদি রজ্জুকে সর্প বোধে ভয়ে পলায়ন করিয়া দূরে চলিয়া যাই তাহা হইলে আর কোনমতে সর্পজ্ঞান দূরীভূত হয় না। বরং তৎপথগামী পথিককে সেই পথে সর্পের অবস্থিতিভয় প্রদর্শনে তৎপথগমনে সতর্ক করি। তখন আমার নিজের এবং আমার বচনানুসারী পথিকের চির ভ্রম থাকিয়া যায়। আত্মাতে আমাদিগের সংসার ভ্রমও তদ্রূপ ; যতদিন আমরা সংসারের স্বরূপত্বানুসন্ধানে সূক্ষ্ম দৃষ্টি পরিচালিত না করিব, ততদিন আমাদিগের সংসার ভ্রম ঘুচিবার নহে। আর যখনই আমাদিগের সংসার ভ্রম ঘুচিয়া আত্মার প্রকৃতত্ব উপলব্ধ হইবে তখনই আমার আমিত্ব, আমার বিষয় বিভব,—আমার স্ত্রী পুত্র, পরিবারাদি, আমার অট্টালিকা, আমার উদ্যান ইত্যাকার জ্ঞান থাকিবে না। তখন পার্থিব পদার্থ সমূহের নশ্বরতায় এবং ইহ জগতের ভৌতিক ক্রিয়াকলাপাদিতে আর মন ভুলিতে ইচ্ছা করিবে না। তখন রমণীয় বিলাস ভবনের মনোমোহনতা, বিশাল জলধির সুনীল আকাশবর্ণ নির্ম্মল জলরাশির সুন্দর তরঙ্গক্রীড়া ; চারুকুসুম কাননের মনোহারিণী ভূষা, তুষার ধবল অদ্রিশিখরের চিত্ত বিনোদিনী সুষমা ; হীরক নির্ম্মলা নির্ঝরিণীর মনোজ্ঞ প্রবাহধ্বনি, মধুর বিহঙ্গম কাকলী ইত্যাদি ইহ জগতের ভৌতিক কর্ম্মকাণ্ডের দিকে চাহিয়াও দেখিবে না। সংসার বিভ্রান্ত মানব ! চিত্তনিষ্ঠতাবলম্বন করিয়া জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষনে প্রয়াস পাও, সারশূন্য জগতের চাকচিক্যের দিকে না চাহিয়া তাহার প্রকৃততত্ব বুঝিতে চেষ্টা কর, তাহাতে কৃতকার্য্য হইলে যে অপরিসীম আনন্দ পাইবে, তাহার তুল্য আনন্দ ভৌতিক জগতের নিরবচ্ছিন্ন শত সহস্রাদির আনন্দের সহিত তুলিত হইবার নহে। সেই আনন্দ দুঃখের কালকূট স্পৃষ্ট হইতে পারে না, সেই বিমলানন্দ অবিচ্ছেদী ; তাহার বিরাম নাই, শরৎকালীন সুনীল গগনবিরাজী সুদীপ্তি প্রকাশক দিবাকরের প্রতিক্ষণ মেঘাচ্ছন্নতার ন্যায় দুঃখান্ধকার আসিয়া

তাহাতে প্রতিবন্ধক হয় না। সেরূপ প্রীতি, চিত্তের সেরূপ নির্ম্মলতা কিছুতেই জন্মে না। অতএব সংসার ভ্রমান্ধ! স্থির দৃষ্টিতে একবার অন্তর্জগতের সারবত্তার দিকে চাহিয়া দেখ; প্রতারিত হইবে না; নিশ্চয়ই সুফল প্রাপ্ত হইবে। ইহ সংসারের জ্বালা যন্ত্রনা কিছুই থাকিবে না, ইহলোকেই অমরাবতীর অক্ষয় সুখভোগের অধিকার লাভ করিবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

অশ্রুকুঞ্জ। শ্রীরাধানাথ মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। সাহিত্য প্রেস।

ইহাতে ১৫ টী স্বদেশানুরাগোদ্দীপক সঙ্গীত আছে। গীত গুলি মধুর ও হৃদয় গ্রাহী হইয়াছে। এক আনা ব্যয় করিয়া এ পুস্তক খানি ক্রয় করিলে ক্ষতি বোধ হয় না।

বিজয়া ও আগমনী। (গীতিকা) "উষাহরণ" রচয়িতা প্রণীত। ইণ্ডিয়ান ট্রেড্‌স্ এসোসিএসন্ প্রেস কলিকাতা।

এই দুই খানি পুস্তক ভগবতীর কৈলাস হইতে গিরিরাজ ভবনে আগমন ও তথা হইতে কৈলাশ গমন অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। ইহাতে নূতন কিছুই নাই, অথবা থাকিবার কোন বিশেষ সম্ভাবনাও নাই। দুই একটি গীত মন্দ হয় নাই।

সঙ্গীত-লহরী। (স্বদেশানুরাগোদ্দীপক সঙ্গীতাবলী) প্রথম ভাগ। শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র মিত্র দ্বারা সংগৃহীত। বিডন্ যন্ত্র কলিকাতা।

ইহাতে ২০ টী গীত আছে। সংগ্রাহক নিতান্ত মন্দ সংগ্রহ করেন নাই।

বিশ্বাসী। মাসিক পত্র। ১ম ভাগ, ১ম ও ২য় সংখ্যা। কলিকাতা মসজীদবাড়ী ষ্ট্রীট্ সংবাদ প্রভাকর যন্ত্রে শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

এখানি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মাসিক পত্র। লেখা উত্তম হইয়াছে। বিশ্বাসী স্থায়ী হইলে আমরা বড়ই আহ্লাদিত হইব।

হিন্দুদর্শন। মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীবিধুভূষণ মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

এ পত্র খানি যে যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ পত্রের যত বাহুল্য হইবে ততই মঙ্গল। আশা করি হিন্দুদর্শন দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গভাষার পরিচর্য্যায় নিয়ত নিরত থাকুক।